আকারাদি বর্ণক্রমে অষ্টম কল্পের দ্বিতীয় ভাগের সূচী পত্র

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাশুল বার্ষিক ছয় আনা। সম্বৎ ১৯২৮। কলিগতাব্দ ৪৯৭২। ১ চৈত্র বৃহস্পতি বার।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

নূতন বৎসর।

অদ্য আমাদের নূতন বৎসর আরম্ভ হইল। আদি ব্রাহ্মসমাজ দ্বাচত্বারিংশৎ বৎসর অতিক্রম করিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বয়ঃক্রম ঊনত্রিংশৎ বৎসর পূর্ণ হইল। যাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার উপর আমাদের এক মাত্র নির্ভর, ভক্তি পূর্ণ মনে তাঁহাকে প্রণিপাত করি।

গত বৎসর বৈশাখের প্রথম দিবস অবধি চৈত্রের শেষ দিবস পর্য্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজে সপ্তসপ্ততি বার পূর্ণস্বরূপ ঈশ্বরের বিশুদ্ধ উপাসনা হইয়াছে, সপ্ত সপ্ততি বার ব্রাহ্মমণ্ডলী জীবনের প্রধানতম কর্ম্ম ব্রহ্মোপাসনা সম্পাদনের নিমিত্ত আদি ব্রাহ্মসমাজে সমবেত হইয়াছিলেন যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞান উজ্জ্বল হয়, হৃদয় পবিত্র হয়, ধর্ম্মবল বৃদ্ধি পায়, ঈশ্বরের সহিত যোগ অধিক হয়, তাহার জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজ সপ্তসপ্ততি বার সকলকে আহ্বান করিয়াছেন।

অপরাপর ব্রাহ্মসমাজ সকলের সাহায্য করা আদিব্রাহ্মসমাজের একটি প্রধান কার্য্য। যাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি মমতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সাহায্যার্থী হইয়াছিলেন, আদি ব্রাহ্মসমাজ সাধ্য অনুসারে তাঁহাদিগের কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন এক এক পরিবারের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য অনেক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন; চেষ্টাও একেবারে নিষ্ফল হয় নাই।

ব্রাহ্মধর্ম্মবোধিনী নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নানা উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা ইহার উদ্দেশ্য। তন্নিমিত্ত এই সভা আপাততঃ দুইটি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথম স্থানে স্থানে প্রচারক প্রেরণ, দ্বিতীয় ব্রহ্মবিদ্যালয় সংস্থাপন। বৎসরের প্রায় শেষ সময়ে এই সভাটি কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন; সুতরাং ইহার ফল এখনই প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

ঘোরতর আন্দোলনের পর ব্রাহ্মবিবাহের বৈধাবৈধতা বিষয়ে এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা পুরাতন আচার ব্যবহার রক্ষা করিয়া কেবল পৌত্তলিকতা মাত্র পরিত্যাগ করিতেছেন, তাঁহাদের অবলম্বিত বিবাহপদ্ধতির জন্য নূতন রাজবিধির আবশ্যকতা [illegible] কাশী নবদ্বীপ ও ত্রিবেণী প্রভৃতির পণ্ডিতগণ দ্বারা [illegible]

দিয়াছেন ও ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার বক্তৃতাদি দ্বারা পরম্পরা সম্বন্ধে তাঁহার পোষকতাই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ব্যবস্থাপক সভা ব্রাহ্মবিবাহে হস্তক্ষেপ না করিয়া ধর্ম্ম ব্যতিরিক্ত "সিবিল বিবাহপদ্ধতি" প্রস্তুত ও বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। ধর্ম্মের সহিত ব্যবস্থাপকসভাকৃত উক্ত বিবাহপদ্ধতির কোন সম্বন্ধ নাই। ব্রাহ্মপুরুষেরা যে ধর্ম্মব্যতিরিক্ত বিবাহপদ্ধতি প্রস্তুত করিলেন, তাহাই বিধিবদ্ধ হইল, ইহার নিকটে ব্রাহ্মবিবাহ হউক আর নাই হউক, উভয়ই তুল্য। সে যাহা হউক, ব্যবস্থাপক সভা ব্রাহ্মবিবাহে হস্তক্ষেপ করেন নাই, অথচ সকলকেই সন্তুষ্ট করিয়াছেন। গত বর্ষের ৭ চৈত্র ব্যবস্থাপকসভাকৃত উক্ত ধর্ম্ম ব্যতিরিক্ত "সিবিল বিবাহ" বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

কতকগুলি ব্রাহ্ম স্ত্রী ও পুরুষ একত্র হইয়া প্রকাশ্য সমাজে উপাসনা করিবার নিমিত্ত বহু দিন অবধি সংকল্প করিতেছিলেন। গত চৈত্র মাসে বৌবাজারে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ খাস্তগির মহাশয়ের বাসাতে উক্ত রূপ সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ঊনত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইয়াছে। এই ঊনত্রিশ বৎসরে তিন শত তেতাল্লিশ খানি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। বিবিধ উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার উদ্দেশ্য। যাহাতে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি ও কুসংস্কার দূরীকৃত হয়, ও সকলে শরীর মন আত্মাতে সুস্থ থাকিয়া পারত্রিক ও ঐহিক কল্যাণ লাভে সমর্থ হয়, তাহাই লক্ষ্য করিয়া তত্ত্ববোধিনী প্রকাশিত হয়। সিদ্ধিদাতা ঈশ্বরের প্রসাদে গত বৎসর অষ্টম কল্পের প্রথম ভাগ সমাপ্ত হইয়াছে; অদ্য তাহার দ্বিতীয় ভাগ আরব্ধ হইতেছে।

সুখ ও দুঃখে, সম্পদ্ ও বিপদে সুস্থতা ও রোগে যে করুণাময় ঈশ্বর সমভাবে করুণা বর্ষণ করিয়া এক বৎসর প্রতিপালন করিলেন, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হৃদয় অবনত করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, তিনি সকলকে কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

ধর্ম্মোপদেশ।

উপাসনা।

১ যাহাতে নানাবিধ সাংসারিক চিন্তা আসিয়া মনকে চঞ্চল করিতে না পারে, তাহার জন্য সাবধান হইবে। যদি তোমার মন অন্য দিকে থাকে, তবে উপাসনা বিফল হইবে। ঈশ্বর অন্তরের ভাব সকলই জানিতেছেন, তিনি বাহ্য উপকরণ কিছুই চান না, কেবল কথা শুনিতেও চান না, কেবল আমাদের সবল মন চান। অনেক সময় ইচ্ছা না করিলেও আপনা আপনি অনেক চিন্তা আসিয়া মনকে বিক্ষিপ্ত করে, অনেক সময় শারীরিক রোগের জন্য মনের একাগ্রতা হয় না, অনেক সময় বাহিরের কোলাহল আসিয়া মনকে আকর্ষণ করে; এই জন্য অনেক যত্ন না করিলে মনকে স্থির করা যায় না। অতএব এক দিনে না হয় দুই দিনে, দুই দিনে না হয় তিন দিনে, ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিয়া চিন্তাকে বশীভূত করিবে। যে সকল চিন্তা উপাসনার অনুকূল, উপাসনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ তাহা অবলম্বন করিবে। যাহাতে অনুকূল চিন্তার উদয় না হয়, উপাসনার অব্যবহিত পূর্ব্বে সে রূপ বিষয়ে মনোনিবেশ, আন্দোলন ও কথোপকথন করিবে না।

২ ঈশ্বর সকলের শ্রেষ্ঠ, ইহা স্মরণ করিয়া বিনীত ও নম্র হইয়া তাঁহার উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইবে। বিনয় ও নম্রতা না থাকিলে কেহ পরাৎপর ঈশ্বরের নিকট গমন করি-

তে পারে না। তুমি দরিদ্রের নিকট ধনী, মুর্খের নিকট বিজ্ঞ, পাপীর নিকট পুণ্যবান্, ও ক্ষুদ্রের নিকট শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য হইতে পার; কিন্তু ঈশ্বর সকল ঐশ্বর্য্যের স্বামী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও পবিত্রস্বরূপ, তাঁহার নিকট তুমি অতীব ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চন, ইহা মনে করিয়া নম্র ভাবে তাঁহাকে প্রণিপাত করিবে।

৩ ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে যে সকল জ্ঞান লাভ করিয়াছ, পুনঃ পুনঃ তাহা স্মরণ করিবে. তাঁহার গুণ সকল—জ্ঞান শক্তি ন্যায় দয়া প্রেম ও পবিত্রতা পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিবে এবং তাঁহার কার্য্য সকল পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিবে। জগতের সাধারণ কার্য্যে তাঁহার যে জ্ঞান শক্তি ও মঙ্গল ভাব প্রকাশিত আছে, তাহা স্মরণ করিবে এবং তাঁহার সহিত তোমার যে সম্বন্ধ ও তোমার জীবনে তাঁহার যে সকল বিশেষ করুণা উপলব্ধি করিয়াছ, তাহা অনুশীলন করিবে। তুমি যাহা করিতেছ, তিনি তাহা দেখিতেছেন ও তুমি যাহা ভাবিতেছ, তিনি যাহা জানিতেছেন, এবং তিনি তোমাকে দেখিতেছেন, ইহা মনে জাগরূক রাখিবে। যত ক্ষণ তাঁহার প্রতি জীবন্ত বিশ্বাস ও ভক্তি অনুভূত না হয়, তত ক্ষণ এই রূপ স্মরণ, মনন ও ধ্যান করিতে থাকিবে। কোন্ দিন কত ক্ষণে শ্রদ্ধা ভক্তি জীবন্ত হইয়া উঠিবে, তাহার স্থিরতা নাই; কিন্তু যত ক্ষণ তাহা না হইবে, তত ক্ষণ ধ্যান হইতে বিরত হওয়া উচিত নয়। তাহা হইলে উপাসনা অসম্পন্ন রহিল মনে করিতে হইবে। এই জন্য যে সময়ে সময়ের অল্পতা বা অন্য কারণ বশতঃ উপাসনার মধ্যে বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা না থাকে, সেই সময় উপাসনার জন্য নির্দ্দিষ্ট করা উচিত।

৪ স্তোত্র অবলম্বন করিয়া আত্মাকে তাঁহার সম্মুখীন করিবে। ধ্যানের সময় ঈশ্বর তৃতীয় পুরুষ থাকেন, স্তোত্রের সময় মধ্যম পুরুষ হওয়াতে আত্মা তাঁহার সম্মুখীন হয়। মন তাঁহার স্তোত্র অনুভব করিতে থাকিবে; কেবল বাচনিক স্তোত্র কোন কার্য্যকর নহে। ঈশ্বরকে যেরূপ মহান্ বলিয়া অনুভব করিতেছ, তাহা তাঁহাকেই বলিবে, ঈশ্বরকে যেরূপ মঙ্গলময় বলিয়া অনুভব করিতেছ, তাহা তাঁহাকেই বলিবে, ঈশ্বরকে যেরূপ পবিত্র বলিয়া অনুভব করিতেছ, তাহা তাঁহাকেই বলিবে।

৫ আপনার বাস্তবিক অবস্থা তাঁহাকে জানাইবে। সুখই থাকুক, দুঃখই থাকুক, শোকই থাকুক, হর্ষই থাকুক, পুণ্যই থাকুক, পাপই থাকুক, সরল ভাবে আপনার সকল অবস্থা তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিবে। তিনি সকলই জানেন যথার্থ, তথাপি সরল ভাবে আপনার অন্তর তাঁহার নিকট মুক্ত করিয়া দেওয়াতে তাঁহার সহিত যোগ সাধনের নানাবিধ সুযোগ, দুঃখ শোক পাপ প্রভৃতি দুরবস্থার অবসান ও পুণ্য পবিত্রতা আনন্দ আরাম প্রভৃতি ঈশ্বরের দান সকল গ্রহণ করিতে সামর্থ্য হয়। তাঁহার নিকট নিজের অপরাধ সকল স্বীকার করিবে।

৬ কি রূপ প্রার্থনা করিবে, তাহা শিক্ষা দেওয়া যায় না। শিক্ষা দেওয়া প্রার্থনা কোন কাজের নহে। মনুষ্য তাঁহার অতীব প্রিয় এবং তাঁহার দ্বার সকলের জন্যই মুক্ত, ইহা স্মরণ করিয়া যখন যাহা বস্তুতঃ আবশ্যক হইবে, তখন তাহাই প্রার্থনা করিবে। তিনি দেন, কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিবে; যদি না দেন, অবশ্যই তাহার কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য আছে, ইহা বিশ্বাস করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবে।

৭ অবনত হৃদয়ে পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করিবে।

৮ উপাসনার পূর্ব্বে মনকে স্থির করিবার

জন্য যেমন যত্ন করিবে, সেই রূপ উপাসনার সময় যে ভাব, শিক্ষা, ও উন্নতি লাভ করিয়াছ, উপাসনার পর তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত সাবধান হইবে।

৯ যে রূপ উপাসনাতে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি সজীব হইয়া উঠে, ন্যায় ও লোকহিতৈষণা বৃদ্ধি পায়, সৎকর্ম্মে মতি হয় ও পাপ কর্ম্মে ঘৃণা জন্মে, তাহাই প্রকৃত উপাসনা। ঈশ্বর দর্শন উপাসনার চরম ফল।

সিবিল বিবাহের রাজবিধি।

হিন্দুসমাজে যে প্রকার বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত আছে, আদি ব্রাহ্মসমাজ তাহার পৌত্তলিক অংশ মাত্র পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম-বিবাহ-পদ্ধতি নামে একটি বিবাহ-পদ্ধতি প্রস্তুত করেন। ইহা দ্বারা বিবাহ বিষয়ে অন্যান্য যে সকল নিয়ম প্রচলিত আছে, তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র হস্তক্ষেপ হয় নাই। উক্ত ব্রাহ্মবিবাহ-পদ্ধতি অনুসারে ব্রাহ্মগণের বিবাহ সংস্কার চলিয়া আসিতেছে। কিছু দিন পরে কতকগুলি ব্রাহ্ম আর এক প্রকার বিবাহ-পদ্ধতি প্রস্তুত করেন এবং তদনুসারে কতকগুলি বিবাহ ক্রিয়াও অনুষ্ঠিত হয়। এই শেষোক্ত পদ্ধতি সম্পূর্ণ নূতন এবং এই পদ্ধতি অনুসারে যে সকল বিবাহ হয়, তাহাতে হিন্দু বিবাহের নিয়মও রক্ষিত হয় না। পরে সাধারণতঃ ব্রাহ্মবিবাহ-পদ্ধতি রাজবিধির অনুমোদিত কি না এই প্রশ্ন উঠে। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন তৎকালে আডবোকেট জেনেরল কাউইর মত জিজ্ঞাসা করেন। আমরা যত দূর জানিতেছি, তাহাতে বোধ হয় ব্রাহ্মগণের মধ্যে কয় প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত আছে ও কোন্ পদ্ধতি কি রূপ, তাহা বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই, এবং কাউইও স্পষ্ট করিয়া কোন মত প্রদান করিতে পারেন নাই। পরে কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি কতকগুলি ব্রাহ্ম ব্রাহ্ম-বিবাহের আইন করাইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টে আবেদন করেন। যাঁহারা পৌত্তলিক অংশ মাত্র পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু-পদ্ধতি অনুসারেই বিবাহ করিতেছেন, তাঁহারা আপনাদের জন্য নূতন রাজবিধি আবশ্যক বোধ করিলেন না। ব্যবস্থাপক সভাও ব্রাহ্ম-বিবাহের আইন না করিয়া "দেশীয় বিবাহ" নামে একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। তাহা বিধিবদ্ধ হইলে কেবল ব্রাহ্মগণের নহে, দেশ সাধারণ সকল সম্প্রদায়েরই অত্যন্ত অনিষ্ট হইত। সেই পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হইলে পর হিন্দু, মুসলমান, পারসী সকলেই ঘোরতর আপত্তি উপস্থিত করিলেন। সুতরাং তাহা বিধিবদ্ধ করা অযুক্ত বোধ করিয়া ব্যবস্থাপক সভা তদ্বিষয়ে সাধারণ মত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে উক্ত রূপ আইন বিধিবদ্ধ হইতে পারে না।

তৎপরে এক দিন সহসা জানিতে পারা গেল যে, উক্ত "দেশীয় বিবাহ" নাম পরিবর্ত্ত হইয়া ব্রাহ্ম-বিবাহ আইন নামে কল্য বিধিবদ্ধ হইবে। এ রূপ গুরুতর আইনের বিষয় সাধারণে কিছুই জানিতে পারিল না। গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ইহার পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করা হইল না, কোন সংবাদ পত্রও এ বিষয়ে কিছু মাত্র উচ্চবাচ্য করিল না, সহসা বিধিবদ্ধ হইবে! ইহার অর্থ কি? বলিতে কি, অদ্যাপি আমরা এই রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারি নাই। পরম্পরায় এই মাত্র অবগত হওয়া গেল যে এরূপ আইনের উপর অনেক ব্রাহ্মের আপত্তি আছে, তাহা ব্যবস্থাপক সভার বোধ ছিল না। সে যাহা হউক,

পর দিন ব্যবস্থাপক সভা জানিতে পারিলেন, এরূপ আইনের উপর অনেক আপত্তি আছে। সুতরাং তাহা বিধিবদ্ধ না করিয়া দুই মাসের জন্য স্থগিত রাখিলেন। এই দুই মাসের মধ্যে নানা স্থানের ব্রাহ্মসমাজ হইতে আপত্তিসূচক আবেদন সকল ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হইতে লাগিল। যাঁহারা পৌত্তলিক অংশ মাত্র পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু-পদ্ধতি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহাদের আপত্তি করিবার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রাহ্মবিবাহ উক্ত রূপ আইনের অধীন হইয়া পড়িলে বৈধ বিবাহও অগত্যা অবৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে এবং উক্ত আইনের অধীন হইতে গেলে নানাবিধ অন্যায় ও অনর্থ উপস্থিত হইতে থাকিবে। যে সকল কারণ প্রদর্শন করিয়া উক্ত আইনের বিরুদ্ধে আবেদন করা হইয়াছিল, কি ব্যবস্থাপক সভা, কি সাধারণ লোক, কি প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণ, সকলকেই তাহা সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে হইল।

এ দিকে, যাঁহারা আইন প্রার্থনা করিতেছেন, তাঁহারা ব্রাহ্মবিবাহের সকল পদ্ধতিই অসিদ্ধ বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন ও তদ্বিষয়ে কতকগুলি পণ্ডিতের মতও সংকলন করিয়া প্রকাশিত করিলেন। আর এক পক্ষের দৃঢ় সংস্কার ছিল যে তাঁহাদের অবলম্বিত বিবাহপদ্ধতি হিন্দু পদ্ধতি ব্যতীত আর কিছুই নহে, যাহা কিছু সামান্যরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে ব্রাহ্মবিবাহ কখনই অসিদ্ধ হইতে পারে না। তথাপি কাশী, নবদ্বীপ, ত্রিবেণী ও হাতীবাগান প্রভৃতি প্রধান প্রধান সমাজের অধ্যাপকদিগের নিকট ব্রাহ্মবিবাহপদ্ধতি প্রদর্শন করিয়া মত লওয়া হইতে লাগিল; প্রায় সকলেই সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিলেন। ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশের সংবাদপত্র সম্পাদকগণের মধ্যে যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলেন, তাঁহারাও ব্রাহ্মবিবাহ বৈধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ভট্ট মোক্ষমুলর আদি ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ-পদ্ধতি নিঃসংশয়ে বৈধ বলিয়া স্বীকার করিলেন। ফলতঃ কি হিন্দু কি অন্য জাতি যিনি হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুশাস্ত্র বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া অপক্ষপাতে আদি ব্রাহ্মসমাজের বিবাহ-পদ্ধতি বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহাকেই ইহার বৈধতা স্বীকার করিতে হইয়াছে। অধিক কি, শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় ব্রাহ্মবিবাহের বৈধতা প্রদর্শনের নিমিত্ত শাস্ত্র ও যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক যে এক খানি পুস্তক রচনা করিয়া প্রচার করিয়াছেন, তাহা দর্শন করিয়া, পূর্ব্বে যিনি ব্রাহ্মবিবাহ অবৈধ বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন, তিনিও এক্ষণে বৈধ বলিয়া স্বীকার করিতেছেন।

এই সকল আন্দোলন চলিতে চলিতে দুই মাস অতিক্রান্ত হইল। ব্যবস্থাপক সভা ব্রাহ্মবিবাহের বিচার আরও কিছু দিনের জন্য স্থগিত রাখিলেন এবং এই বিষয়ে প্রধান প্রধান লোকদিগের মত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্য সুবিজ্ঞ ষ্টিফেন্ মহোদয় ব্রাহ্মবিবাহের উপর হস্তক্ষেপ না হয় এই রূপ করিয়া মেইন সাহেবের প্রস্তাবিত "দেশীয় বিবাহ" সংশোধন পূর্ব্বক সিবিল বিবাহের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিলেন। ব্যবস্থাপক সভার কোন কোন সভ্য উক্ত সাধারণ বিধি না করিয়া "কতকগুলি ব্রাহ্মের জন্য" উহা আর এক প্রকার করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু ষ্টিফেন্ মহোদয়ের প্রস্তাবিত "সিবিল বিবাহের"

পাণ্ডুলিপিই গত ৭ চৈত্র কোন কোন অংশে সংশোধিত হইয়া বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা অপৌত্তলিক হিন্দু পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ দিতেছেন, তাঁহারা নিরাপদ ও আনন্দিত হইয়া ব্যবস্থাপক সভাকে, বিশেষতঃ ষ্টিফেন্ মহোদয়কে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

ব্যবস্থাপক সভা হইতে যে বিবাহের আইন হইল, ইহা ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া সাধারণ লোকের যেন মনে কুসংস্কার উৎপন্ন না হয়। উক্ত বিবাহের নাম ব্রাহ্মবিবাহ নহে, উহা সিবিল বিবাহ মাত্র। ব্রাহ্মবিবাহ ও সিবিল বিবাহ এক পদার্থ নয়। ব্রাহ্মবিবাহ ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হইবে। সিবিল বিবাহের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই, কোন প্রকার ধর্ম্ম ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিলেও কেবল আইনে লিখিত নিয়মানুসারে রেজেষ্টরি করিলেই বিবাহ সিদ্ধ হইবে। তবে যদি কোন ব্রাহ্ম এই আইনের অধীন হইতে চান, উক্ত আইনের নিয়ম সকল প্রতিপালন করিলে তাহা করিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহাকে কেবল ব্রাহ্ম-বিবাহ করিলেই চলিবে না, পুনরায় উক্ত আইন অনুসারে সিবিল বিবাহ করিতে হইবে। প্রত্যুত যদি উক্ত আইন অনুসারে বিবাহ হয়, ব্রাহ্মপদ্ধতি বা কোন পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ না করিলেও চলিবে। সুতরাং উক্ত আইন অনুসারে বিবাহ ব্রাহ্ম-বিবাহ নহে।

যাঁহারা হিন্দু, বৌদ্ধ, পারসী, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও য়িহুদি ইহার কোন জাতির অন্তর্গত থাকিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে উক্ত আইন খাটিবে না।

গোত্র, প্রবর ও সপিণ্ড বিচার করিয়া কোন কন্যাকে বিবাহ করা উচিত বা অনুচিত বলিয়া হিন্দুসমাজে যে সকল নিয়ম প্রচলিত আছে, উক্ত আইনে সর্ব্বত্র সে নিয়ম থাকিতেছে না। যে পাত্র যে জাতীয় হইবে, তাহাকে ও তাহার পুত্র পৌত্রদিগকে সেই জাতির ব্যবস্থা প্রতিপালন করিতে হইবে; পাত্র যদি হিন্দু সন্তান হয়, তাহাকে হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে, যদি মুসলমান হয়, তবে মুসলমান শাস্ত্র অনুসারে, এই রূপ যে জাতীয় হইবে সেই জাতির শাস্ত্র অনুসারে কন্যাকে গ্রহণ বা ত্যাগ করিতে হইবে। মনে কর এক ব্যক্তির দুই কন্যা, একটির হিন্দু সন্তানের সহিত ও আর একটির মুসলমান সন্তানের সহিত বিবাহ হইল; ইহা হইতে যে দুইটি দৌহিত্র বংশ উৎপন্ন হইবে, তাহার এক বংশের পুত্রদিগকে হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে এক গোত্র এক প্রবর এবং পিতা হইতে ঊর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষের সপ্তম সন্ততি পর্য্যন্ত ও মাতামহ হইতে ঊর্দ্ধতন পঞ্চ পুরুষের পঞ্চম সন্ততি পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া বিবাহ করিতে হইবে ও অপর বংশীয় পুত্রেরা মুসলমান শাস্ত্র "সরা" অনুসারে পিতৃব্য কন্যাকেও বিবাহ করিতে পারিবে। এই রূপ যত ভিন্ন ভিন্ন জাতির সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটিবে, উক্ত আইনের অধীনদিগকে উক্ত বিষয়ে তত প্রকার বিভিন্ন আচার অবলম্বন করিতে হইবে।

আইনে উত্তরাধিকারের কোন কথা নাই। সুতরাং "ভারত বর্ষীয় উত্তরাধিকার" (ইণ্ডিয়ান সক্সেসন) নামে যে আইন আছে, ভারত বর্ষের খৃষ্টধর্ম্মীগণ ও অন্যান্য ব্যবস্থাহীন জাতি সকল যে আইন অনুসারে পৈতৃক ধনের অধিকারী হয়, উক্ত সিবিল বিবাহের অধীনদিগকে উত্তরাধিকার বিষয়ে সেই আইনের অনুগত হইতে হইবে।

যে সকল ব্রাহ্ম আইনের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, আমরা এখনও তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, এই আইনের অধীন হওয়া উচিত কি না, এই আইন অবলম্বন করিলে পরিণামে কি রূপ ফল

উৎপন্ন হইবে, এখনও বিশেষ রূপে বিবেচনা না করিয়া সহসা এই আইনের অধীন না হন। বিবেচনা করিতে কোন দোষ নাই। যাঁহারা সংসারের নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া ভাল বোধ হয়, ঐ আইন অবলম্বন করিবেন। এই আইনের সহিত কেবল ব্যক্তি বিশেষের সম্বন্ধ নহে, পুরুষানুক্রমে ইহার শুভাশুভ ফল ভোগ করিতে হইবে। কেবল এই একটি আইনে সমুদায় শেষ হইতেছে না, মধ্যে মধ্যে নূতন নূতন সংশয় উৎপন্ন হইবে এবং নূতন নূতন আইন করাইতে হইবে। আইনের যে রূপ প্রকৃতি দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, যদি হিন্দু মুসলমান ও অন্যান্য জাতি বৈবাহিক সম্বন্ধে একত্র হয়, তাহা হইলে নানা বিষয়ে এমন সকল সংকট প্রশ্ন উপস্থিত হইবে যে সহজে তাহার মীমাংসা হইয়া উঠিবে না। এই আইনের অধীন হইলে কি কি দোষ উৎপন্ন হয়, ইহা হইতে মুক্ত থাকিলেই বা কি কি অনিষ্ট ভোগ করিতে হয়, এ বিষয়ে সম্যক্ বিবেচনা করা আবশ্যক। যাঁহারা এই আইনের অধীন হইতে যাইতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই অল্পবয়স্ক. তাঁহারা সকল বিষয় বিবেচনা করিতে পারিবেন না। যে সকল প্রধান প্রধান ব্যক্তি তাঁহাদের নেতৃত্ব করিতেছেন, এই গুরুতর বিষয়ে বিবেচনা করিবার জন্য তাঁহারাই অত্যন্ত দায়ী। যাহাতে তাঁহাদের ও তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশের মঙ্গল হয়, তাহা এখনও বিবেচনা করিবার ও অন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিবার সময় আছে।

বৈদান্তিক মত।

ঈশ্বর ও সৃষ্টি বিষয়।

যেমন সমুদায় বৃক্ষকে এক কথায় বলিবার জন্য বন ও সমুদায় জলকে এক কথায় কহিবার জন্য জলাশয় বলিয়া ব্যবহার করা হয়, তদ্রূপ এই জগতে স্থিত সমুদায় সূক্ষ্ম শরীরকে এক অভিপ্রায় করিয়া তদুপহিত চৈতন্যকে এক মাত্র সূত্রাত্মা, হিরণ্যগর্ভ ও প্রাণ, এই সকল শব্দে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; এবং এই একাভিপ্রেত সূক্ষ্ম শরীরও স্থূল প্রপঞ্চের লয় স্থান ও জাগ্রদ্বাসনাময় স্বপ্ন ইত্যাদি শব্দের বাচ্য হইতে পারে। আর যেমন প্রত্যেকটীকে পৃথক্ পৃথক্ অভিপ্রায়ে বৃক্ষ ও প্রত্যেক বিন্দুকে পৃথক্ পৃথক্ অভিপ্রায়ে জল বলা যায়, সেই রূপ অত্রস্থ এই সমুদায় সূক্ষ্ম শরীরকে পৃথক্ অভিপ্রায় করিয়া তত্তদুপহিত প্রত্যেক চৈতন্যকে তৈজস, ও এই পৃথক্ অভিপ্রেত প্রত্যেক সূক্ষ্ম শরীরকে স্থূল শরীরের লয় স্থান এবং জাগ্রদ্বাসনাময় স্বপ্ন বলা যাইতে পারে। এই সকল সূক্ষ্ম শরীর, হিরণ্যগর্ভ চৈতন্য ও তৈজস চৈতন্যের উপাধি। এই হিরণ্যগর্ভ ও তৈজস অবধি সমুদায় সৃষ্টিই অবিদ্যার বশীভূত। এই রূপ সৃষ্টির পর এই হিরণ্যগর্ভ ও তৈজস অতি সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি দ্বারা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় সকল উপলব্ধি করেন। বন, বৃক্ষ ও তদবচ্ছিন্ন আকাশ, বা জল, জলাশয় ও তৎপ্রতিবিম্বিত আকাশ, এই সকলের আধার রূপ একমাত্র মহাকাশের ন্যায়, এই উভয় প্রকার সূক্ষ্ম শরীর এবং তদাবরণে আবৃত হিরণ্য গর্ভ ও তৈজস চৈতন্য প্রভৃতি সকলের আধার স্বরূপ যে অনাবৃত শুদ্ধ চৈতন্য, তাহাই ব্রহ্ম চৈতন্য, তাহাকেই তুরীয় চৈতন্য বলে। এই রূপে সূক্ষ্ম শরীরের সৃষ্টি হইয়াছে।

উক্ত সূক্ষ্ম পঞ্চভূত পঞ্চীকৃত হইয়া স্থূল শরীর সকল উৎপন্ন হয়। পঞ্চীকরণ যথা "দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ। স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে।" আকাশাদি পঞ্চ ভূতের প্রত্যেককে প্রথমত সমান দুই দুই ভাগে বিভক্ত করিলে সমুদায় দশ ভাগ হয়, পরে সেই দশ ভাগের প্রাথমিক পঞ্চ ভাগের প্রত্যেককে পুনর্ব্বার চারি চারি অংশ করিয়া স্বকীয় দ্বিতীয়ার্দ্ধ ভাগ ভিন্ন, ইতর চারি ভূতের প্রত্যেক দ্বিতীয় অর্দ্ধ ভাগের সহিত উহার এক এক অংশ মিশ্রিত করিলে প্রত্যেক ভূত পঞ্চাত্মক হয়, ইহার নাম পঞ্চীকরণ। পঞ্চীকরণ করাতে যদিও পাঁচ ভূতই পঞ্চাত্মক হইল, তথাপি তাহারদিগের স্বীয় স্বীয় অংশ অধিক থাকাতেই তাহারদিগের তত্তন্নামে ব্যবহৃত হইবার ব্যাঘাত হয় নাই। তখন এই পঞ্চীকরণের পর আকাশে শব্দ, বায়ুতে শব্দ স্পর্শ, অগ্নিতে শব্দ স্পর্শ রূপ, জলে শব্দ স্পর্শ রূপ রস, এবং পৃথিবীতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, এই সমুদায় অভিব্যক্ত হইল। পরে এই সকল পঞ্চীকৃত পঞ্চ ভূত হইতে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ সত্য নামক উপরিস্থ সাত লোক, আর অতল বিতল সুতল রসাতল তলাতল মহাতল পাতাল নামক অধঃস্থ সাত লোক এবং ব্রহ্মাণ্ড ও তদন্তর্গত জরায়ুজ অণ্ডজ স্বেদজ উদ্ভিজ্জ, এই চারি প্রকার স্থূল শরীর উৎপন্ন হইল।

এস্থলেও যেমন সমুদায় বৃক্ষকে এক কথায় বলিবার জন্য বন, বা সমুদায় জলকে এক কথায় বলিবার জন্য জলাশয় কহে, সেই রূপ এই জগতে স্থিত সমুদায় স্থূল শরীরকে এক অভিপ্রায় করিয়া তদুপহিত চৈতন্যকেও একমাত্র সর্ব্বনরাভিমানী বৈশ্বানর বা বিরাট্ বলা যায় এবং এই একাভিপ্রেত স্থূল শরীর সকলও অন্নময় কোষ ও জাগ্রৎ শব্দের বাচ্য হয়। আর যেমন প্রত্যেকটীকে পৃথক্ পৃথক্ অভিপ্রায়ে বৃক্ষ বা প্রত্যেক বিন্দুকে পৃথক্ পৃথক্ অভিপ্রায়ে জল কহা যায়, সেই রূপ পৃথিবীস্থ সমুদায় স্থূল শরীরকে পৃথক্ অভিপ্রায় করিয়া তত্তদুপহিত প্রত্যেক চৈতন্যকে স্থূলশরীরাভিমানী বিশ্ব বলা যায়, এবং এই পৃথক্ পৃথক্ অভিপ্রেত স্থূল শরীর সকলকেও অন্নময় কোষ ও জাগ্রৎ কহা যাইতে পারে। এই সকল সৃষ্টির পর এই বৈশ্বানর চৈতন্য ও বিশ্ব চৈতন্য উভয়ে, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্ত দ্বারা শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, বচন গ্রহণ গমন ত্যাগ আনন্দ, সংশয় নিশ্চয় গর্ব্ব ও স্মরণ রূপ বিষয় সকল উপলব্ধি করেন। বন বৃক্ষাবচ্ছিন্ন আকাশ এবং জল জলাশয় ও তৎপ্রতিবিম্বিত আকাশ প্রভৃতির আধারভূত একমাত্র আকাশের ন্যায়, এই উভয় প্রকার স্থূল শরীর এবং তদাবরণে আবৃত বৈশ্বানর ও বিশ্ব চৈতন্য, এই সকলের আধার স্বরূপ যে একমাত্র অনাবৃত শুদ্ধ চৈতন্য, তাহাই ব্রহ্ম চৈতন্য, তাহাকেই তুরীয় চৈতন্য কহে। এই রূপে পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে স্থূল শরীর প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে।

যেমন সকল দেশের সকল বন বা সকল স্থানের সকল জলাশয়কে এক মনে করিলে এক মহৎ বন বা এক মহৎ জলাশয় বলা যায় এবং সমুদায় বনাবচ্ছিন্ন আকাশ বা সমুদায় জলাশয় প্রতিবিম্বিত আকাশকে এক মহাকাশ কহা যায়; তদ্রূপ এই স্থূল শরীর প্রপঞ্চ, সূক্ষ্ম শরীর প্রপঞ্চ ও কারণ শরীর প্রপঞ্চ, এই সমুদায়কে এক অভিপ্রায় করিয়া এক মহৎ প্রপঞ্চ কহা যায় এবং এই বিশ্ব বৈশ্বানর চৈতন্য অবধি ঈশ্বর চৈতন্য পর্য্যন্ত উপহিত সমুদায় চৈতন্যকে এক মনে করিয়া

অন্ধকার দূর হয়। দাহক কাচ হইতে সূর্য্য কিরণের সংযোগে অগ্নি উৎপাদিত হইয়া থাকে, কিন্তু অগ্নি উৎপাদন করিতে হইলে সূর্য্যরশ্মি সকল একটা সূক্ষ্ম স্থানে একটী মধ্যবিন্দুতে সংগৃহীত করিতে হয়, রশ্মি সকল বিস্তৃত ভাবে ব্যাপ্ত থাকিলে তাহাতে অগ্নি উৎপাদিত হয় না। অধ্যাত্মযোগ বিষয়ে ঠিক সেই রূপ প্রণালীতে ক্রিয়া হইয়া থাকে। পাপমলিনতা হইতে মনকে রক্ষা করিয়া সংসারাসক্তির ব্যাপ্ত ভাব হইতে উপরত হইয়া আত্মার সূক্ষ্মতম প্রদেশে গমন পূর্ব্বক আত্মার অন্তরাত্মাকে একবার স্পর্শ করিলেই আমাদের আত্মাতে স্বর্গীয় অগ্নি প্রজ্বলিত হয় এবং সকল প্রকার দুঃখ ক্লেশ একবারেই ভস্মীভূত হইয়া যায়। যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি অধ্যাত্মযোগ বলে ঈশ্বরের শুভ্র জ্যোতিঃ আপনার অন্তরে সদা ধারণ করিয়া রাখিতে পারেন, তাঁহার জীবন কি উজ্জ্বল হয়, তিনি যাবতীয় মলিনতা হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, সংসারের দুঃখ শোক হইতে মুক্ত হয়েন, তিনি নিত্য নির্ম্মল রত্ন পাইয়া শান্ত হয়েন, আনন্দপীযূষ পান করিয়া অমৃত হয়েন।

আহা যোগের কি আশ্চর্য্য শক্তি! ইহা দ্বারা আত্মার কি বলাধান, কি নূতন জীবন প্রাপ্ত হয়! অন্তরে যদি ধ্যানযোগ পূর্ব্বক তাঁহার শান্ত মূর্ত্তি, প্রেম মূর্ত্তি অবলোকন করিতে পারিলে, হৃদয় কেমন প্রফুল্ল হয়, এই রূপ যোগে হৃদয়কে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিতে পারিলে, শরীর মন আত্মা কি সুস্থাবস্থা লাভ করে। কোন উত্তেজনা কোন উৎকট চিন্তা আসিয়া তখন আর মস্তিষ্ককে শুষ্ক ও ক্ষয় করিতে পারে না, আত্মার মধ্যে সরল সাদা পবিত্রতা প্রাপ্ত হয়। যোগাবলম্বনে সাধক চারিদিক হইতে নিস্তরঙ্গ শান্ত আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন, অন্তরে বাহিরে কেবল মধুরতা অবলোকন করেন, তখন বায়ু প্রতি হিল্লোলে সুমন্দ ভাবে তাঁহাকে আলিঙ্গন করে, শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন করে, চক্ষুঃ উন্মীলন করিয়া তিনি কেবল রমণীয়তা দর্শন করেন, চক্ষুঃ নিমীলিত করিয়া অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া স্তব্ধ হয়েন।

হে শান্তস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর! তুমি আমাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে শান্ত কর, দীপ্তশিরার ন্যায় আমাদিগকে আর যেন এই সংসার অরণ্যে ভ্রমণ করিতে না হয়, সকল অবস্থাতে তোমার প্রেমানন যেন দর্শন করিতে পারি, সানন্দচিত্তে আমরা যেন ইহলোকের পাঠ সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হই, এবং এখানে তোমার কার্য্য সমাধা করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে যেন পরলোকে যাত্রা করিতে সক্ষম হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সামবেদি কর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি।

ভবদেব ভট্ট প্রণীত।

সাবিত্রী চরু হোম।

১। উপনয়নের পর চতুর্থ দিবসে পিতা বা আচার্য্য স্নানানন্তর সমুদ্ভব নামক অগ্নি সংস্থাপন করিয়া ব্রহ্মস্থাপনের পর পূর্ব্বমুখে উপবেশন করত সেই অগ্নিতে চরু পাক করিবেন। তাহার অনুষ্ঠান যথা, অগ্নির পশ্চিম দিকে পূর্ব্বাগ্র কুশপত্র সকল আস্তরণ করিয়া তাহার উপরে জল প্রোক্ষিত উদূখল, মুষল, ও বংশ নির্ম্মিত সূর্প সংস্থাপন পূর্ব্বক ঐ সূর্পে ব্রীহি বা যব লইয়া

ওঁ সবিত্রে ত্বাজুষ্টং নির্বপামি।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া এক বার ও অমন্ত্রক দুই বার কাংস্য পাত্র অথবা চরুস্থালী দ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক উদূখলে স্থাপন করিবেক। তৎপরে দক্ষিণ হস্ত উপরে রাখিয়া মুষল দ্বারা আঘাত ও সূর্প দ্বারা প্রস্ফোটিত করিবেক। এই রূপ তিন বার করিয়া, তিন বার প্রক্ষালন পূর্ব্বক চরুস্থালীতে উত্তরাগ্র পবিত্র অন্তর্দ্ধৃক রাখিয়া তদুপরি তণ্ডুল, দুগ্ধ ও অল্প অল্প করিয়া ক্রমে ক্রমে জল দিয়া মেক্ষণ (খদির পলাশ অথবা যজ্ঞডুম্বুর নির্ম্মিত ও অগ্রভাগে উভয় দিকে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বিস্তীর্ণ যজ্ঞীয় পাত্র) দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমে আলোড়ন করিয়া, যাহাতে একবারে গলিয়া অথবা দগ্ধ হইয়া না যায় ও অন্তর্গত উত্তাপ দ্বারা সুন্দর রূপ পাক হয়, সেই রূপ করিয়া চরু পাক করিবেক। তৎপরে চরুতে ঘৃত প্রদানানন্তর পশ্চিমাদি দিক চিহ্নিত করিয়া নামাইয়া অগ্নির উত্তর দিকে কুশোপরি রাখিয়া পুনরায় তাহার মধ্যে ঘৃত প্রদান করিবেক। তৎপরে (কুশণ্ডিকোক্ত বিধান ক্রমে) ভূমি জপ অবধি স্রুব সংস্কার পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া অগ্নির পশ্চিম দিকে আস্তরণ কুশোপরি পূর্ব্ব সংস্থাপিত আজ্যের পশ্চাৎ চরু রাখিয়া উদকাঞ্জলি সেক পূর্ব্বক বিরূপাক্ষ জপ পর্য্যন্ত কুশণ্ডিকা সমাপ্ত করিয়া প্রকৃত কার্য্যারম্ভে প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিৎ অগ্নিতে অমন্ত্রক প্রক্ষেপ করিবেক।

২। আজ্যহোমস্থলে প্রথমে যেমন মহাব্যাহৃতি হোম করিতে হয়, চরু হোমে তাহা না করিয়া সর্ব্বশেষে তাহা করিবেক।

৩। যদি সংক্ষেপ করা আবশ্যক হয়, ও জুহু পাত্র (পলাস কাষ্ঠ নির্ম্মিত অর্দ্ধ চন্দ্রাকার যজ্ঞ পাত্র) প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাহা হইলে চরু মধ্যে ঘৃত বিন্দু প্রদান করিয়া মেক্ষণ দ্বারা এক বার চরু লইয়া অগ্নি মধ্যে

একই চৈতন্য বলা যাইতে পারে। এই একাভিভূত মহাপ্রপঞ্চ ও তদবচ্ছিন্ন এক অদ্বিতীয় মহৎ চৈতন্য, এই উভয় বস্তুকে পৃথক্ না ভাবিয়া এক মনে করিলে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই সমুদায় জগৎই ব্রহ্ম, এই মহাবাক্যের বাচ্য হয় এবং এই মহা প্রপঞ্চ হইতে এই অদ্বিতীয় অখণ্ড ব্রহ্ম চৈতন্যকে পৃথক্ করিয়া ভাবিলে, তিনি ঐ মহাবাক্যের লক্ষ্য অর্থ হয়েন।

উক্ত বাচ্য অর্থ ও লক্ষ্য অর্থ কি, তাহা প্রকাশিত হইতেছে। শব্দের শক্তি দুই প্রকার, অভিধা শক্তি ও লক্ষণা শক্তি। "বাচ্যোঽর্থোঽভিধয়া বোধ্যো লক্ষ্যোলক্ষণয়া মতঃ।" অভিধা শক্তি দ্বারা শব্দের বাচ্য অর্থ—মুখ্য অর্থ প্রকাশ পায় এবং লক্ষণা শক্তিতে তাহার লক্ষ্য অর্থ লক্ষিত হইয়া থাকে। "অস্মাচ্ছব্দাদয়মর্থো বোদ্ধব্য ইতি ঈশ্বরেচ্ছা শক্তিরভিধা"। এই শব্দে এই অর্থ লোকের বোধগম্য হউক, এই রূপ যে ঐশ্বরী ইচ্ছা, তাহার নাম অভিধা শক্তি। যেমন অশ্ব শব্দ উচ্চারণ করিলেই ঘোটক বোধ হয়, গজ শব্দ উচ্চারণ করিবা মাত্র হস্তী বোধ হয়, সেই রূপ "এই সমুদায় জগৎ ব্রহ্ম" ইহা বলিবা মাত্র ঐ শক্তি দ্বারা উহার বাচ্য অর্থ—জগৎ ও ব্রহ্ম উভয় মিলিত রূপ একই পদার্থ বোধ হয়, ইহার নাম বাচ্য অর্থ বা মুখ্য অর্থ। আর "মুখ্যার্থবাধে তদ্‌যুক্তো যথান্যোঽর্থঃ প্রতীয়তে। রূঢ়েঃ প্রয়োজনাদ্বাসৌ লক্ষণা শক্তিরর্পিতা"। শব্দের মুখ্য অর্থে ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে শক্তি দ্বারা প্রয়োজন বশত তৎসংযুক্ত অন্য অর্থ প্রতীত হয়, তাহাকে লক্ষণা শক্তি কহে। যেমন গঙ্গা শব্দের অর্থ জল-প্রবাহ, অতএব গঙ্গায় নৌকা আছে বলিলে তাহার মুখ্য অর্থ জল-প্রবাহে নৌকা থাকায় কোন প্রকার বিপ্রতিপত্তি হয় না, কিন্তু এই ব্যক্তি গঙ্গা বাসী, একথা বলিলে গঙ্গার মুখ্য অর্থ যে জল-প্রবাহ, তাহাতে বাস করার পক্ষে ব্যাঘাত উপস্থিত হওয়াতে, তদর্থ পরিত্যাগ করিয়া বাসের প্রয়োজন বশত গঙ্গাসংযুক্ত তীর অর্থ প্রতীত হইতেছে; সেই রূপ "এই সমুদায় জগৎ ব্রহ্ম," এই বাক্য উচ্চারণ করিলে, ব্রহ্ম শব্দের মুখ্য অর্থ যে সত্য জ্ঞান অনন্ত ভাব, তাহা জড় জগতে নাই, সুতরাং সে অর্থে ব্যাঘাত উপস্থিত হইল, অতএব এস্থলে তাহার সেই বিরুদ্ধ অংশ জড় ভাব পরিত্যাগ করিয়া প্রয়োজন বশত এই শক্তি দ্বারা তৎসংযুক্ত সচ্চিদানন্দ মাত্র অর্থ প্রতীত হইয়া থাকে, ইহারই নাম লক্ষ্য অর্থ। ইহাকে কেহ কেহ ভাগ লক্ষণাও কহেন। এস্থলে একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা "অয়োদহতি" এই বাক্যের অর্থ তপ্ত লৌহ গোলা দগ্ধ করিতেছে। এখানে যেমন লৌহের দাহিকা শক্তি না থাকিলেও লৌহপিণ্ড ও অগ্নি উভয় একত্রে মিশ্রিত ভাবে দাহ কার্য্যের কর্তৃত্ব রূপ বাচ্য অর্থে প্রতিপন্ন হয় এবং তাহার বিরুদ্ধ অংশ লৌহপিণ্ডকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল অগ্নি মাত্র লক্ষ্য অর্থে লক্ষিত হইয়া থাকে; তদ্রূপ এস্থলেও জগৎ ও ব্রহ্ম উভয় মিলিত রূপ বাচ্য অর্থ এবং বিরুদ্ধ অংশ জড় জগৎকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্ম মাত্র লক্ষ্য অর্থ প্রতিপাদিত হইতেছে। সত্য বস্তুতে অসত্য বস্তুর আরোপ রূপ অধ্যারোপ এই প্রদর্শিত হইল। অপবাদ বিবরণটী সাধন ও কর্ত্তব্য বিষয়ক প্রস্তাবে পরে প্রদর্শিত হইবে। ইহাতে এই মাত্র প্রাপ্ত হওয়া গেল, যে অখণ্ড ব্রহ্ম চৈতন্য বিষয়ক অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ নামক দুই শক্তি দ্বারা প্রথম সৃষ্টি ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ,—কারণ শরীর, আনন্দময় কোষ, সুষুপ্তি

অবস্থা। দ্বিতীয় সৃষ্টি হিরণ্যগর্ভ ও তৈজস,—সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গ শরীর, প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় কোষ, স্বপ্নাবস্থা। তৃতীয় সৃষ্টি বৈশ্বানর বা বিরাট্ ও বিশ্ব,—স্থূল শরীর, অন্নময় কোষ, জাগ্রদবস্থা। এই সমুদায় সৃষ্টি নিরূপিত হইল।

লাহোরের সৎসভা।

দুই বৎসর হইল লাহোর নগরে সৎসভা নামে এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। ঐ সমাজের মত ও কার্য্য-প্রণালী আদি ব্রাহ্মসমাজের ন্যায়। সৎসভা পঞ্জাবীদিগের যত্নেই সংস্থাপিত হইয়াছে। লাহোরের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভানুদত্ত উহার উপাচার্য্য, এবং শ্রীযুক্ত লালা বিহারী লাল উহার তত্ত্বাবধায়ক। লাহোরে ২৬ জন ব্রাহ্ম এবং ২৮ জন তদ্ধর্ম্মানুমোদনকারী ব্যক্তি আপাততঃ দৃষ্ট হয়। ইহারদিগের মধ্যে অধিকাংশ সৎসভার সভ্য ও বন্ধু। ঐ সমাজে প্রতি শনিবারে উপাসনা হইয়া থাকে। প্রতি বারে প্রায় ২০,২২ জনের অধিক লোক উপস্থিত হইয়া থাকে। এই সভার যত্নে গুরুমুখী ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক কয়েক খানি পুস্তক অনুবাদিত হইয়াছে। ঐ সভার অধীনে একটি ইংরাজী পঞ্জাবী স্কুলও আছে। ঐ স্কুলে অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্ম শিক্ষাও দেওয়া হইয়া থাকে।

গত মাঘে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় ... ভাবে সাম্বৎসরিক উৎসবের কার্য্য অতি সমারোহ পূর্ব্বক সমাধা করিয়াছিলেন। সৎসভার ব্রাহ্মেরা ও লাহোরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের যে শাখা সমাজ আছে তাহার ব্রাহ্মেরা সকলেই ঐ উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। ঐ উৎসবে পঞ্জাবী বালকেরা পঞ্জাবী ভাষায় যে গান করিয়াছিল তাহা সকলের অত্যন্ত প্রীতিকর হইয়াছিল।

সৎসভার মাননীয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ও তাহার পরমোৎসাহী তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত লালাবিহারী লালের পত্র হইতে উল্লিখিত বৃত্তান্ত সঙ্কলিত হইল। ঈশ্বর করুণ এই সভার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়।

চন্দননগর দ্বাদশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১৭৯৩ শক ১৮ ফাল্গুন। সায়ংকাল।

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং,
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥

ধীর ব্যক্তি পরমাত্মাতে স্বীয় আত্মার সংযোগ দ্বারা অধ্যাত্মযোগে সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হয়েন।

জ্ঞান সহকারে পরমাত্মাতে আত্মার সংযোগ করাকে অধ্যাত্মযোগ কহে। পরমাত্মা হইতে কিছুই বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না, সকল পদার্থই তাঁহাতেই সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। অচেতন চন্দ্র সূর্য্য, ধাতু মৃত্তিকা, ওষধি বনস্পতি, সজীব প্রাণী পুঞ্জ সকলই তাঁহার শক্তির দ্বারা বিধৃত হইয়া, তাঁহাতে সংযুক্ত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু কোন্ আকর্ষণে কোন যোগে যে তাহারা স্থিতি করিতেছে, তাহা তাহারা জানে না। মনুষ্যই কেবল এই উন্নত অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে, সে সে যাঁহার দ্বারা সৃষ্ট হইয়া প্রতিপালিত হইতেছে, তাঁহাকে জানিতে পারে। যাঁর ইচ্ছাতে তাহার শরীরের সমস্ত পরমাণু একত্রিত রহিয়াছে, কায়া শরীরের সহিত সংযুক্ত হইয়া স্থিতি করিতেছে তাঁহার সহিত সে গাঢ়রূপে যোগ নিবদ্ধ করিতে সক্ষম হয়, দিন দিন তাঁহার অধিকতর সন্নিকর্ষ লাভ করিতে পারে।

পরমাত্মার সহিত আত্মার দুই প্রকার যোগ আছে, এক অপরিজ্ঞাত ভাবে যোগ, আর এক ইচ্ছা পূর্ব্বক জ্ঞান সহকারে যোগ। অপরাপর পদার্থ ও প্রাণীনা জানিয়া শুনিয়া যেমন পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে, আমরাও সময়ে সময়ে অবস্থা অনুসারে সেই রূপ না জানিয়া শুনিয়া পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। শিশুর অজ্ঞান আত্মা এবং মোহগ্রস্ত ব্যক্তির চৈতন্যহীন আত্মা ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। তাহারা ঈশ্বরের আশ্রয়ে বাস করিতেছে, তাঁহাতে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহা তাহারা জ্ঞাত নহে। ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত না থাকিলে আত্মা কোন ক্রমেই তিষ্ঠিতে পারে না, নদী সমুদ্রের সহিত যুক্ত না হইলে প্রবাহিত হইতে ক্ষান্ত হয়। এজন্য পরমাত্মার সহিত আত্মার অপরিজ্ঞাত যোগ হইতেছে। এপ্রকার যোগ আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, ফলতঃ ইহা ঈশ্বরের আশ্চর্য্য মঙ্গল নিয়মানুসারে স্বভাবতই হইয়া থাকে। কেহ বা জ্ঞানে, কেহ বা প্রেমে, কেহ বা ন্যায়ে, কেহ বা দয়াতে, কেহ বা পিতৃ ভক্তিতে, কেহ বা অপত্য স্নেহে, কেহ বা অন্য প্রকারে দিন দিন কিয়ৎপরিমাণে ঈশ্বরের সহিত অপরিজ্ঞাত ভাবে আত্মার যোগ সাধন করিতেছে। শরীরের অঙ্গ যথাযথ রূপে পরিচালিত হইলে আমাদের দৈহিক জীবন রক্ষা হয়, কিন্তু ঈশ্বর এই প্রধান কার্য্য আমাদের দুর্ব্বল ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন নাই, অর্থাৎ শরীরের প্রধান প্রধান যন্ত্র আপনাপনি পরিচালিত হইতেছে, ইহাতে আমাদের জ্ঞান, কর্তৃত্ব ও ইচ্ছার কিছু মাত্র সাহায্য আবশ্যক করে না, কিন্তু আর কতকগুলি অঙ্গ আছে, যাহাদের পরিচালন ক্রিয়া আমাদের ইচ্ছা দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে, এই শেষোক্ত অঙ্গ সকল যদি আমরা যথাবিধ রূপে পরিচালন করি, তাহা হইলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহাদের বলাধান হয় এবং অসমক্ষ ভাবে প্রধান প্রধান যন্ত্রের পরিচালন ক্রিয়াও আরও সুন্দর রূপে সম্পন্ন

হয়। ইহার ফল যে শারীরিক বল ও সুস্থতা তাহা উপার্জ্জন করিয়া আমরা স্বচ্ছন্দ হই। আত্মা পরমাত্মার সহিত অপরিজ্ঞাত যোগে জীবিত থাকে, কিন্তু স্বেচ্ছা পূর্ব্বক জ্ঞান যোগ দ্বারা কেবল পরম স্বাস্থ্য লাভ করে। অপরিজ্ঞাত যোগ হইতে আপনাকে আমি বিরত করিতে পারি না, কিন্তু যদি ইচ্ছা করি তবে পরিজ্ঞাত যোগে আত্মাকে নিযুক্ত করিতে পারি, অথবা সেই যোগ হইতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হই। পরিজ্ঞাত যোগ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আত্মা যৎপরোনাস্তি শীর্ণ হয়, কেবল অপরিজ্ঞাত যোগ ক্রিয়া গুণে মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া কোনক্রমে কালাতিপাত করে।

মনুষ্যের আত্মা যে কি শ্রেষ্ঠ পদার্থ, তাহাতে যে কত মহৎ গুণ, কত আশ্চর্য্য শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা অনেকে বিদিত নহেন। যদি ভূমা ঈশ্বরের আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করিয়া আত্মমার্জ্জন করি, তবে সেই প্রচ্ছন্ন শক্তি সমূহ, সেই গুপ্ত মহৎ গুণ সকল বিকসিত হয়। জীবাত্মার প্রকৃতিই এই যে সে সদা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, পরমাত্মার প্রকৃতি এই যে তিনি সদা দান করিতে ব্যস্ত। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সাক্ষাৎকার হইলেই পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান কার্য্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সম্পাদিত হয়। এক জন দান করিয়া আনন্দিত, অন্য জন গ্রহণ করিয়া আনন্দিত। এই রূপ অনন্ত দেবের সহিত পরিমিত আত্মার সাক্ষাৎকারে অধ্যাত্মযোগের ফলোদয় হয়। পরমাত্মা ও আত্মার পরস্পরের প্রকৃতির এই রূপ উপযোগিতা যে ইঁহাদের সম্মিলন কার্য্য অতি সুন্দর রূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে। এই উপযোগিতা থাকাতে মনুষ্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেই দিন দিন অনায়াসে ঈশ্বরের সহিত যোগ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়। যত আমরা পবিত্র ও উন্নত ভাবে জীবন যাপন করিতে পারিব, ততই ঈশ্বরের সহিত যুক্ত হইতে পারিব, ততই তাঁহার সহবাস লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইব। ঈশ্বরের সহিত জ্ঞান পূর্ব্বক যোগ নিবন্ধন করা আমাদের প্রতিজনের যেমন আয়ত্তাধীন, অন্য কোন বিষয় লাভ করা আর তত আয়ত্তাধীন নহে, কারণ ইহা ঈশ্বরের মঙ্গলময়ী ইচ্ছার সম্পূর্ণ অভিমত। সাংসারিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করিলে ইহার অর্থ বুঝা যাইবে। আমরা সংসারের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সকলের জন্য কত ব্যাকুল হই, তজ্জন্য কত ক্লেশ কত কষ্ট সহ্য করি, কিন্তু তল্লাভে কত বারই আমাদিগকে বিফল যত্ন হইতে হয়। সাংসারিক বিষয় লাভ সম্বন্ধে আমাদিগকে যে এই রূপ নৈরাশ্য ভোগ করিতে হইবে তাহার আর বিচিত্রতা কি? কত অনুপলক্ষিত ঘটনা উপস্থিত হইয়া আমাদের সকল প্রকার গণনাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়। তাহার গূঢ় কারণ এই যে যে সকল সাংসারিক বিষয়ের জন্য আমাদের হৃদয়ের অত্যন্ত লালসা হয়, তাহা প্রাপ্ত হইলে অনেক সময় হয়ত আমাদের নিজ নিজ আত্মার ও জগতের অমঙ্গল ঘটিতে পারে, এজন্য আমরা যে সেই সকল আকাঙ্ক্ষিত সাংসারিক বিষয় লাভ করিব ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে, সুতরাং আমাদের তল্লাভের ইচ্ছাও অনেক সময় বিফল হয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয় লাভের নিয়ম স্বতন্ত্র। যদি আমরা আধ্যাত্মিক বিষয় লাভের জন্য ব্যাকুল হই এবং আমাদের চিত্তকে নির্ম্মল করিতে পারি, তবে ইহার পথে আর কোন বাহিরের প্রতিকূলতা উপস্থিত হইয়া ব্যাঘাত দিতে পারে না, কারণ ঈশ্বর নিজেই এবিষয়ে আমাদের সহায় হয়েন, সুতরাং আমাদের আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই সফল হয়। আমাদের আন্তরিক স্পৃহার অভাবে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অভাবে, স্থূল বাহ্য বিষয়ের প্রতি অপরিমিত আসক্তি বশতঃ এমত সুলভ আধ্যাত্মিক বিষয় আমাদের পক্ষে অতিশয় দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। যত দিন না আমরা আপনার উচ্চ প্রকৃতি স্পষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব, যত দিন না বৈষয়িক সমৃদ্ধির উপর আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধির প্রাধান্য বুঝিতে পারিব, যত দিন না আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য জানিতে পারিব, এবং যতদিন না সেই মত অনুষ্ঠান করিতে অভ্যাস করিব, ততদিন আমরা কি প্রকারে অধ্যাত্মযোগের রসাস্বাদনে কৃতকার্য্য হইব।

আত্মার উপভোগ করিতে হইলে—যোগানন্দ সম্ভোগ করিতে হইলে, সেই সম্ভোজ্য বিষয়ের জন্য প্রথমে হৃদয়ে অভাব বোধ হওয়া আবশ্যক, কারণ যদি আমার কোন বস্তুর জন্য অভাব বোধ না হয়, তবে সেই বস্তু লাভে আমি ব্যগ্র ও সচেষ্ট হই না। পরে আত্মার সেই সম্ভোজ্য বিষয় সকল অপরাপর ইন্দ্রিয় গোচর বিষয় সকলের অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ তাহা স্পষ্ট রূপে জানা কর্ত্তব্য, কারণ বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে তৎপ্রতি আমাদের অধিক পরিমাণে যত্ন প্রযুক্ত হয়। এই রূপে আধ্যাত্মিক বিষয়ের মহত্ত্ব উপলব্ধি হইলে পর, যে সকল বিষয় আত্মাকে তাহার পরম সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত করে, অতি সাবধান পূর্ব্বক সেই বিষয় হইতে আত্মাকে বিরত করিতে হইবে।

স্থূল বাহ্য বিষয়, মনুষ্যের উচ্চ প্রকৃতিকে পরিতোষ দান করিতে পারে না, তাহারা শরীরের উপযোগী, আত্মার সম্পূর্ণ উপযোগী নহে। ইহার জন্য মনুষ্য যত প্রকার বাহ্য সুখে পরিবৃত থাকুক না কেন, তথাপি অনেক সময় সে হৃদয়ের যথার্থ তৃপ্তিসুখ সম্ভোগ করিতে পায় না। পক্ষান্তরে যদি সে তাহার উচ্চ প্রকৃতির উপভোগ্য বিষয় লাভ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু বিষয় সুখ হইতে বঞ্চিত হয়, তাহাতে তাহার কিছুমাত্র হৃদয়ের শান্তির হ্রাস হয় না। শরীরের প্রকৃত অভাব অতি অল্প, কৃত্রিম অভাবই অনেক। আত্মার অভাব বহুল, অনন্তকালে তাহা পূর্ণ হইবে। শরীরের কৃত্রিম অভাবে আমাদিগকে বিব্রত করিয়া আত্মার অভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেয় না। আত্মার অভাব কিছু কিছু করিয়া মোচন হইতেছে, আত্মা আপন গন্তব্য পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইং

তেছে. ইহা বুঝিতে পারিলে, হৃদয়ে কেমন প্রত্যয় ও আত্মপ্রসাদ উপস্থিত হয়, এবং আমরা তদ্দ্বারা কেমন শান্তি লাভ করি। কিন্তু আত্মার গুরুতর অভাব সকল গুপ্ত ভাবে অমুক্ত থাকিলে, কেমন করিয়া আমরা হৃদয়ের সুখ শান্তি প্রত্যাশা করিতে পারি। গাত্রের ক্ষত স্থান কোন আবরণে আবৃত করিলে তাহা যেমন সুস্থাবস্থা প্রাপ্ত হয় না, আত্মার অভাবের প্রতি চক্ষু মুদ্রিত করিলে সেই রূপ আত্মার অভাব দূর হয় না। সুতরাং আত্মার গুরু অভাব সত্ত্বে মনুষ্যের কি প্রকারে সুখ শান্তি লাভ হইবে। জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা এবং ঈশ্বর সহবাসের অভাবে আত্মা সদাই বিষণ্ণ হইবেই হইবে। সেই অভাব সকল যথাবিধ রূপে মুক্ত হইতে দেও, মনুষ্য আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিতে শিক্ষা করুক, তবে সে নির্ম্মল ও পূর্ণ সুখের আস্বাদ পায় কি না দেখা যাইবে। হৃদয়কে নির্ম্মল ও পবিত্র ভাবে পোষণ কর, প্রীতিকে তথায় বিকসিত হইতে দেও এবং সেই প্রীতি নিত্য ও নির্ব্বিকার বস্তুতে স্থাপন কর, অনায়াসে প্রকৃত সুখ প্রাপ্ত হইবে। ঈশ্বরের সহিত গূঢ় যোগ নিবদ্ধ কর, দুঃখের বন্ধন আপনাপনি ছিন্ন হইবে অভূত পূর্ব্ব আনন্দ ও শান্তি তোমার হৃদয়কে পূর্ণ করিবে। ইহলোকে এই শরীর রূপ কোষ মধ্যে আত্মা কিছুকাল স্থিতি করিয়া ইহার প্রথম শিক্ষা ও পরিবর্দ্ধন ক্রিয়া সম্পন্ন করে, এই কিছুকালের জন্য ইহার শরীরের সঙ্গে যোগ। যে কয়েক দিন ইহার শরীরের সঙ্গে যোগ, সেই কয়েক দিন ইহার শরীরের অভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। আমরা ঈশ্বরের উন্নত লোকের উন্নত জীব শ্রেণীর নিম্ন বিভাগে এক্ষণে অবস্থান করিতেছি, আমাদের আত্মা-পরিপক্কতা হয় নাই, সুতরাং আমাদের ক্ষীণতা ও দুর্ব্বলতা আছে। পাছে সেই দুর্ব্বলতা বশতঃ আমাদের শরীরের অভাবের প্রতি দৃষ্টি না করি, পাছে শরীরের অভাবের প্রতি দৃষ্টি না করিলে শরীর অকালে ধ্বংস হয়, এবং শরীর অকালে ধ্বংস হইলে ইহলোকে আত্মার যতটুকু পরিবর্দ্ধন ক্রিয়া হইতে পারে, পাছে তাহার প্রতি বিঘ্ন উপস্থিত হয়, ইহার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে শরীরের অভাব মোচক একটি স্বাভাবিক সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, যে সংস্কার বশতঃ শারীরিক অভাবের প্রতি অবহেলা করিলে আমাদিগকে ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, এবং সেই অভাব সকল যথাবিধ রূপে মুক্ত হইতে দিলে আমরা এক প্রকার পরিতোষ প্রাপ্ত হই। দুর্ব্বল হৃদয়ে শরীর রক্ষা কার্য্য উত্তম রূপে সম্পন্ন করাইবার জন্য ঈশ্বর শারীরিক সুখের সৃষ্টি করিয়াছেন, শরীর রক্ষা বিষয়ের নিয়ম ব্যতিক্রম করিলে আমরা শারীরিক ক্লেশ প্রাপ্ত হই। আমরা এই সংসার হইতে শারীরিক সুখের আস্বাদ পাইয়া সংসারের নিকট আরও অধিক সুখের প্রত্যাশা করি, কিন্তু সংসারে যৎকিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র সুখ ভিন্ন আর কিছুই নাই, সংসার আমাদিগকে মহান্ সুখ কি প্রকারে প্রদান করিবে? আমাদের মহান্ সুখের প্রশস্ত ভূমি যে অন্যত্র রহিয়াছে, তাহা আমরা বিস্মৃত হই, এবং সংসারের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে সকলে প্রবেশ করিয়া ইহাকে তুমুল সংগ্রাম স্থল করিয়া তুলিয়া সংসারে প্রবেশ করিয়া ঘোরতর আন্দোলনে আমাদের চিত্ত আন্দোলিত হইতে থাকে। কখন ভয় বিপদ, কখন পাপ প্রলোভন, কখন ক্ষুদ্র কামনা, কখন কল্পিত সুখাশা আমাদের হৃদয়ের শান্তি অপহরণ করে। আমাদের আত্মার গূঢ় মৃদু রোদন ধ্বনির প্রতি আমরা কর্ণপাত করি না। তাহার প্রকৃত আরাম স্থলের নিকট আমরা গমন করি না। সংসারের হর্ষ শোকে উন্মত্ত ও অভিভূত থাকি। সংসারে ক্ষণেক হাস্য, ক্ষণেক ক্রন্দন, ক্ষণেক হর্ষ, ক্ষণেক শোক, ইহা দেখিয়াও নিত্য পূর্ণ নির্ম্মল নির্ব্বিকার পদার্থের প্রার্থী হই না।

আমাদের আত্মার ইহা সহজ ভাব যে সে অনাদি অনন্ত, সকল কারণের কারণ, মহান্ পুরুষের মঙ্গলময় আশ্রয়ে সজ্ঞানে বাস করে, তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, তাঁহাকে আপনার সমস্ত অভাব ব্যক্ত করিয়া তাহার ফল প্রাপ্ত হয়, তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া আপনাকে আপ্যায়িত করে, তাঁহার মহান্ ভাব অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্যার্ণবে নিমগ্ন হয়, তাঁহার প্রেমে অনুরক্ত হইয়া অপার আনন্দে ভাসমান হয়। এই স্বাভাবিক হিতকর সুকোমল ভাবকে আমরা যেন স্বেচ্ছা পূর্ব্বক বিলোপ করিয়া না ফেলি, অতৃপ্তিকর সাংসারিক বিষয়ের অনুরোধে অথবা পাপের প্রলোভনে সেই সহজ ভাবকে যেন হৃদয় হইতে উচ্ছেদ না করি, পরন্তু অধ্যাত্মযোগের দ্বারা তাহা যেন দিন দিন পরিস্ফুটিত ও বর্দ্ধিত করি।

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, বিশ্বাস, আশা, আনন্দ, প্রেম স্থাপন করিতে পারিলে, তাঁহার সহিত দিন দিন অধিকতর ভাবে সংযুক্ত হওয়া যায়, অধ্যাত্মযোগে গাঢ় রূপে নিযুক্ত হইতে পারিলে তাঁহার প্রেমাননের দর্শন পাওয়া যায়, তাহাতে আমাদের পরম অর্থাগম হয়, আমরা অমৃত ধন লাভ করিয়া যৎপরোনাস্তি সমৃদ্ধ হই। আমরা অনাত্মা বিশিষ্ট পশুবৎ ভাবে জীবন যাপন করিয়া এমত সৌভাগ্যপ্রদ অধ্যাত্মযোগ হইতে যেন বিচ্যুত না হই, সাংসারিক বিষয়ের আন্দোলনে বিক্ষিপ্ত চিত্ত ও অশান্ত হইয়া, পরমাত্মার সহিত আত্মার মিল রক্ষায় যেন অপারক হইয়া না পড়ি, একটুমাত্র বিচলিত হইলে যোগের ভঙ্গ হইয়া থাকে, ইহা যেন আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ থাকে।

আমরা হৃদয় মনকে বাহিরের বস্তু হইতে সর্ব্বদা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আত্মার সূক্ষ্মতম প্রদেশে আত্মার অন্তরাত্মার নিকট যেন আকর্ষণ করি; হৃদয় মন বাহিরের বস্তুতে সতত ব্যাপৃত ও ধাবিত হয়, তাহাদের এই বিক্ষিপ্ত ভাবকে সংযত করিয়া সকল বিষয়ের মধ্যবিন্দু স্বরূপ ঈশ্বরে পরিচালিত করিতে পারিলে কোথা হইতে আশ্চর্য্য ভাবে আত্মাতে স্বর্গীয় অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, এবং আত্মার সমস্ত

৬। The Trinity Controversy in India.

পাতিয়ালা মহারাজের স্কুল সমূহের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী অধ্যাপক রামচন্দ্রের সহিত কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গোষ্ঠবিহারী মল্লিক মহাশয়ের ট্রিনিটী অর্থাৎ ত্রিদেবাত্মক খৃষ্ট ধর্ম্ম বিষয়ে পত্র দ্বারা যে বিচার হইয়াছিল, গোষ্ঠবিহারী বাবু তাহা এই গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন।

খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব ট্রিনিটেরিয়ান ধর্ম্মের প্রাণ। গোষ্ঠবিহারী বাবু যে দেখাইতে গিয়াছেন, যে খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব বাইবেল শাস্ত্র সম্মত নহে তাহাতে তিনি অধ্যাপক রামচন্দ্রের নিকট পরাস্ত হইয়াছেন। আমরাও দেখিতেছি, বাইবেলে এক ঈশ্বরের কথা ভূরি ভূরি আছে বটে; খৃষ্টও সাধারণতঃ আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া দৃঢ় রূপে বলেন নাই, কিন্তু তথাপি খৃষ্টে ঈশ্বরত্ব আরোপ করা যায়, বাইবেলে খৃষ্টের এমন অনেক কথাই আছে। তাহা না থাকিলে খৃষ্টকে ঈশ্বর বলিয়া অসংখ্য লোকের এক বিশ্বাস জন্মান একেবারেই অসম্ভব হইত।

এই পুস্তকান্তর্গত শেষ পত্র খানি গোষ্ঠবিহারী বাবুর। তাহাতে তিনি বিশুদ্ধ যুক্তি এবং বাইবেলের ও পুরুকালের অকাট্য প্রমাণ সহকারে ঈশ্বরের একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। বোধ হয় অধ্যাপক রামচন্দ্র তাহার আর প্রত্যুত্তর দেন নাই।

এই পুস্তকে যে কয়েক খানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে সুশিক্ষিত লোকেরা বুদ্ধির অগম্য হইলেও কি বুঝিয়া খৃষ্টীয়ধর্ম্মে বিশ্বাস ও খৃষ্টের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা অধ্যাপক রামচন্দ্র যেমন দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের সে বুঝিবার ভুল, সেটী গোষ্ঠবিহারী বাবু তেমন দেখাইতে পারেন নাই।

OPINION ON THE MARRIAGE BILL.

To H. L. Dampier Esq.,
Secy. to the Govt. of Bengal.

SIR,—I have the honor to acknowledge the receipt of your circular No. 3 dated the 14th ultimo requesting me to state my opinion and suggestions with regard to the Bill now pending before the Supreme Council for providing a form of marriages for certain persons who are not Christians and beg to offer the following remarks:—

2. Whether a Civil Marriage Law upon the principle of the Bill has, under the present circumstances of Indian Society, become a necessity justifying express legislation, is a question on which more than one opinion might be entertained. For my own part I do not see any such necessity, for having regard to the spirit of modern legislation and the rules of justice, equity and good conscience which the Court of this country are bound to observe, there can, I think, be little, if any, room for doubt as to the validity of marriages that might be celebrated under forms and ceremonies differing from those already existing in India. I concur in the opinion expressed by the learned professor Max Muller "that modern legislation can regard marriage only in the light of a Civil contract, leaving the religious ceremonies, if any, to be settled by the contracting parties," and that opinion, I am happy to find, has been fully confirmed by the observations that recently fell from so eminent a lawyer as the Honorable Mr. Stephen.

3. Should the Legislature, however, consider it proper to pass an enactment like the one under consideration, I would respectfully urge that in framing a Civil Marriage Law for India the Legislature should not go further than the actual necessity of the case requires, nor should it yield to the temptation of introducing social changes and reforms by the fiat of the Law. In this view I would object to sections 17 and 18 of the proposed Bill. In giving a Civil form of Marriage to a section of the Indian Community I do not see the necessity of bringing them or their childern under an entirely new Law of succession and consanguinity. It would, I think, be sufficient to enact that the

Law of succession and the Law of consanguinity and affinity applicable to all persons marrying under the Act shall be the Law which would have governed the husband if he had not so married, and in the case of the issue of such Marriages the Law shall be that which would have applied to the first male ancestor marrying under the Act, such ancestor being traced through the male line.

I have the Honor to be
Sir
Your most Obdt. Servant.
DEBENDER NAUTH TAGORE.

CALCUTTA,
The 4th March 1872.

নূতন বিক্রেয় পুস্তক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব, দ্বিতীয় খণ্ড	৶০
ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত জনসমাজের সম্বন্ধ	৴০
হিন্দুজাতি, তাহার বর্ত্তমান অভাব ও তাহার কর্ত্তব্য	৶০
A Lecture on Alcohol.	।৶০

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩ বৈশাখ রবিবার প্রাতঃকাল ৭ ঘণ্টার সময়ে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্মবোধিনী সভার গত অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, প্রতি মাসে উক্ত সভার অধিবেশন না হইয়া প্রতি তৃতীয় মাসের শেষ রবিবার অপরাহ্ণ ৭ ঘণ্টার সময়ে উহার অধিবেশন হইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।
শ্রীনবগোপাল মিত্র।
ব্রাহ্মধর্ম্মবোধিনী সভার সম্পাদক।

আগামী ২০শে বৈশাখ বুধবার শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের নবম সাম্বৎসরিক উৎসবে প্রাতে ৬ ও সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকার সময় ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

কলিকাতা নন্দনবাগান। শ্রীশ্রীনাথ মিত্র।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

পৌষ, মাঘ এবং ফাল্গুন ১৭৯৩ শক। আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১৩৯৬ ৸ ১০
পূর্ব্বকার স্থিত ..	৪৮৭ ॥/১১
সমষ্টি	১৮৮৪ ।৶ ৫
ব্যয়	১৫০২ ৸ ০
স্থিত	৩৮১ ॥৶ ৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	২৭৬ ।৶ ৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা .	২৩৯ ॥ ১০
পুস্তকালয় . ..	২৪৩ / ৫
যন্ত্রালয়	৪১০ ৸ ১০
গচ্ছিত	২২৬ ৸৶১০
সমষ্টি	১৩৯৬ ৸ ১০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ ...	৩৭৮ (১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৬১৭ ॥ ১০
পুস্তকালয় ..	১৫৪ /১০
যন্ত্রালয় .. .	১৯৫
গচ্ছিত	১৫৮ /১০
সমষ্টি . ..	১৫০২ ৸ ০

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ..	১২৫
" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫০
" রামলাল গঙ্গোপাধ্যায় .	৮০
" হরিমোহন নন্দী ...	১০
" নীলকমল মুখোপাধ্যায় .	১০
" তিনকড়ি ঘোষ	৭
" এক জন ব্রাহ্ম ...	৫
" দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা)	২
" মণিলাল মল্লিক	২
" লক্ষ্মীনারায়ণ বসু ...	২
" রাজকৃষ্ণ আঢ্য	২
" নবগোপাল মিত্র	২
" বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ..	২
" গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	২
" ব্রজনাথ ধর	২
" কার্ত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	২
" হরকুমার সরকার	২
" নৃপালচন্দ্র মল্লিক ...	১
" রাখালরাজ রায়	১
" প্রসন্নকুমার বিশ্বাস	১
দানাধারে প্রাপ্ত	৭৶৫
সমষ্টি	২৭৬।৶৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Registered No 2

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বর্ষ-শেষ ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

৩০ চৈত্র বৃহস্পতিবার ১৭৯৩ শক।

যে নব বর্ষের শুভাগমনে আমারদের কতই আশা, কতই আনন্দ উপস্থিত হইয়াছিল—যাহাকে আমরা পূর্ণ এক বৎসর কাল সমুদায় হৃদয়ের সহিত আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম, অদ্যকার রজনীর অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সেই কাল-স্রোতঃ চির কালের জন্য আমারদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। যে বর্ষ কাল প্রত্যেক ঋতুতে নবতর ফুল ফল শস্যে, কল্যাণতর সুখ-সম্পদে, মহত্তর জ্ঞান প্রেম ধর্ম্ম ভাবে আমারদের শরীর মন আত্মাকে পোষণ করিয়াছে, তাহার হৃদয়-প্রীতিকর উপহার সকল আর প্রাপ্ত হইব না। চির দিন চির কালের জন্য তাহা চলিয়া যাইতেছে!

এই কাল প্রভাবে সম্বৎসর মধ্যে পৃথিবীতে কি না অঘটন ঘটনা সকল সংঘটিত হইয়াছে? পাদপ পশু, কীট পতঙ্গ, নর-নারীগণ এই কাল-প্রসাদে কি না উন্নতি লাভ করিয়াছে? নিদাঘ বর্ষা, শরৎ হেমন্ত, শীত বসন্ত প্রভৃতি ঋতু সকল যথোচিত রূপে সকলেরই শোভা সম্পাদন, সুখ সম্বর্দ্ধন এবং উন্নতি সাধন করত স্বকার্য্য সম্পন্ন করিয়া বিদায় লইতেছে! কাল প্রসাদে এই বসুন্ধরা কতবারই অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিয়াছে—বৃক্ষ লতা সকল নবীন পল্লবে, সুন্দর কুসুমে, সুস্বাদ ফল শস্যে শোভমান হইয়া কত কল্যাণই সাধন করিয়াছে। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি উজ্জ্বল বেশ-ভূষা, সুখদ অন্ন পান লাভ করত বর্ষ কাল কেমন স্বচ্ছন্দে পরিপালিত হইয়া জীবনের লক্ষ্য সমাপন করিয়াছে। মনুষ্য এই মর্ত্ত্য-লোকে থাকিয়া কাল স্রোতে কতই না বিচিত্র রত্ন সংগ্রহ করিয়া ঐহিক পারত্রিক সুখোন্নতির চেষ্টা পাইয়াছে। এমন অসাধারণ কাল প্রতাপও চিরস্থায়ী নহে! ঈশ্বরের এমনই আদেশ—পৃথিবী এমনই স্থান যে, তিনি যাহাকে যে লক্ষ্য সাধনের জন্য এখানে প্রেরণ করেন, তাহাকে তাহা সম্পন্ন করিয়া যাইতেই হইবে। ঈশ্বরের শাসনে বসুন্ধরা তাহাকে আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও আশ্রয় দান করিতে পারে না। যে পৃথিবী ওষধি বন-

স্পতি সকলকে বক্ষে ধারণ করিয়া—মাতার ন্যায় স্বীয় শরীর-রসে পরিপালন করে, তাহারা স্রষ্টার লক্ষ্য সাধন করিলে আর এক পলের জন্যও পোষণ করে না। সেই প্রযত্ন পোষিত বৃক্ষ লতার কাণ্ড শাখা, পত্র পুষ্পাদি পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করিয়া ফেলে। যে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলকে স্বীয় ক্রোড়-প্রাঙ্গনে রক্ষা করিয়া আপনার বক্ষঃবিদারণ পূর্ব্বক অন্ন পান প্রদান করিয়া থাকে, তাহারদের জীবন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে আর একটী দিনের জন্যও স্থান দান করে না। যে মনুষ্য পৃথিবীর ভূষণ-স্বরূপ, তাহারও চরম-কাল উপস্থিত হইলে, তখনই তাহাকে অম্লান-বদনে বিদায় প্রদান করে, তাহারদের অস্থি মাংস শিরা শোণিত পর্য্যন্ত উদরস্থ করিয়া লয়। ভূগর্ভ খনন করিয়া দেখ, কত মহাদ্রুমের বৃহত্তর কাণ্ড শাখা সকল ইহার অভ্যন্তরে প্রোথিত রহিয়াছে—কত প্রকাণ্ড-কায় পশু কঙ্কাল-রাশি ইহার গর্ভে অবস্থান করিতেছে—কত ভুবন-বিজয়ী সম্রাট্ শরীর, কত মর্ত্ত্য-ভূষণ নর-কুল চূড়ামণির অস্থিময় দেহ ইহার উদরে শয়ান রহিয়াছে, দেখিতে পাইবে। সৃষ্ট বস্তু, স্রষ্টার লক্ষ্য সাধন করিলে যে আর এখানে এক পল মাত্র থাকিতে পারে না, বর্ত্তমানের ঘটনা সকল ভূগর্ভ নিহিত ভূত-কালের নিদর্শন সকল তাহাই উজ্জ্বল রূপে প্রতিপন্ন করিতেছে। ভূত ও বর্ত্তমান কালীয় পরিদৃশ্যমান যাবতীয় ব্যাপার, এক বাক্যে সমবেত চেষ্টা দ্বারা ভবিষ্যতের কার্য্য প্রণালীও স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিতেছে। এই পৃথিবীর মনোহর শোভা সন্দর্শন করিয়া এই মর্ত্ত্য-লোকে অপর্য্যাপ্ত আনন্দ সম্ভোগ করিয়া ও এই পার্থিব পদার্থ বূহের পরিণাম পর্য্যালোচনা করিয়া কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি না, এখানকার ধন প্রাণ সুখ সম্পদকে ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন? কোন্ ঈশ্বর-প্রাণ পরমার্থদর্শী সিদ্ধ পুরুষ না বলিতে থাকিবেন যে "বিস্তীর্ণ মৃত্যুর রূপই এই জড় জগৎ ও পশু প্রকৃতি, এবং মৃত্যুর পাশই এই কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলা-যুক্ত প্রাকৃতিক নিয়ম। জড় জগৎ ও পশুপ্রকৃতি কার্য্য কারণ শৃঙ্খল যুক্ত প্রাকৃতিক নিয়মে মৃত্যু-পাশে বদ্ধ-রহিয়াছে।" যাঁহারা স্বীয় আত্মার প্রকৃতি, আত্মার গতি এবং অন্তরাত্মার সহিত তাহার সম্বন্ধ অবগত না হইয়া পৃথিবীকেই আপনার চির নিবাস ভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন—পৃথিবীতেই আপনার আশা আনন্দ, সম্পদ্ উন্নতি আবদ্ধ করিয়া রাখেন, পার্থিব বস্তু সকলের পরিণাম দর্শনে তাঁহারদেরই হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইতে থাকে। মৃত্যুর প্রতাপ সন্দর্শনে তাঁহারদের সকল আশা ভরসা উন্মূলিত হয়। কিন্তু যাঁহারা জড় উদ্ভিদ্ এবং পশু-পক্ষ্যাদির স্বভাব ও লক্ষ্য বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া—আত্মার প্রকৃতি, আত্মার লক্ষ্য, সুন্দর রূপে অবগত হয়েন, সাংসারিক কোন ঘটনাই তাঁহারদিগকে বিষণ্ণ করিতে পারে না। অসংখ্য অগণ্য পার্থিব বস্তু সকলের জন্ম-মৃত্যুও তাঁহারদের হৃদয়ে মৃত্যুভয় উদ্দীপ্ত করিতে সমর্থ হয় না। এখানকার কোন ব্যাপারই তাঁহারদের আশা তরুর মূল-চ্ছেদ করিতেও শক্ত হয় না। এই আপাত দৃষ্ট মৃত্যুর রূপ সংসার মধ্যে তাঁহারা অমৃত স্রোতই সঞ্চারিত দেখেন।

যাঁহারদের চক্ষু কেবল বাহ্য জগৎ সন্দর্শন করে, যাঁহারদের বুদ্ধি-নেত্র পশু-পাদপের সহিত চৈতন্যময় বিজ্ঞানময় আত্মার প্রকৃতিগত কার্য্যগত প্রভেদ নির্দ্দেশ করিতে না পারে, যাঁহারা কেবল জড় পরমাণু সকলের সংযোগ বিয়োগকেই জন্ম-

মৃত্যু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, যাঁহারা স্রষ্টার উদ্দেশ্য এবং সৃষ্ট বস্তুর লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখেন, তাঁহারাই মৃত্যু-ভয়ে আকুলিত হন। বস্তুতঃ সেই অজর অমর পরমেশ্বরের বিশাল বিশ্ব-রাজ্যে কোন পদার্থেরই এক কালীন বিনাশ নাই—চক্ষুর অগোচর একটী সূক্ষ্মতম পরমাণু কণারও সম্পূর্ণ ধ্বংশ নাই। প্রত্যুত পরমাণু পুঞ্জের সংযোগ বিযোগে, রূপান্তর ও ভাবান্তরে ঈশ্বরের সৃষ্টি-স্রোতঃ ক্রমশই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, জড় উদ্ভিদের মধ্যেও সেই অমৃত পুরুষের অমৃতময়ী ইচ্ছা প্রবাহিত থাকিয়া বসুধাকে স্থির-যৌবনা—চির শোভনা করিয়া রাখিতেছে; বিশ্বাধিপের বিশ্ব-রাজ্যকে উত্তরোত্তর শ্রীসৌন্দর্য্য—জীবন সুখে পূর্ণ করিতেছে। সেই স্রষ্টার উদ্দেশ্য ও সৃষ্ট বস্তুর লক্ষ্যের বিষয় একটু আলোচনা করিলেই এই বিস্তৃত জগতের মধ্যে আর একটি অদৃষ্ট পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-ছটা বিকীরিত দেখা যায়—ঈশ্বরের সৃষ্টি ক্রিয়ার মধ্যে আর একটি নবতর কল্যাণতর পদ্ধতি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তখন আর বাহ্য বস্তুর নাশে আত্মার বিনাশ আশঙ্কা থাকে না—পশু পক্ষীর মৃত্যুতে আত্মার মরণ কল্পনা কারাও যায় না।

ঈশ্বরের ওষধি ও বনস্পতি সকল সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্য কি? জগতের শোভা সম্পাদন, জীবের স্বাস্থ্য কল্যাণ সাধন ও ক্ষুৎপিপাসাদি নিবারণই বৃক্ষ লতাদি সৃষ্টি করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য। বৃক্ষ লতাদিরও যথা নিয়মে কাণ্ড-শাখা, পুষ্প ফল প্রসব করাই একমাত্র লক্ষ্য। যখন সেই লক্ষ্য সম্যক্ রূপে সুসম্পাদিত হয়, তখন ঈশ্বরেরই নিয়ম কৌশলে তাহারা বহু বীজ প্রসব করিয়া আবার সংখ্যাতীত অভিনব বৃক্ষ-শ্রেণী সমুৎপাদনের প্রশস্ত পথ প্রমুক্ত করিয়া দিয়া আপনারা ভূমিসাৎ হওত তাহারদিগকে পোষণ করিতে থাকে। এই রূপে উদ্ভিদ্ কুলের উত্থান পতনে পৃথিবীর চির উর্ব্বরতা রক্ষা পাইতেছে, এই রূপে মেদিনী-মণ্ডল তেজস্বিনী হইয়া প্রতিদিনই নূতন নূতন উদ্ভিদ্ ও জন্তু-শরীর পোষণ করিতেছে। পশু পক্ষী কীটাদিও সেই রূপ ধরা-পৃষ্ঠে জন্ম গ্রহণ করত যথাযোগ্য-রূপে শরীর পোষণ ও পশু বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া পূর্ণতা প্রাপ্তি সহকারে জীবনের লক্ষ্য সমাপন পূর্ব্বক জীবন লীলা সম্বরণ করে। মনুষ্য-শরীরও এই সাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তী। জননীর জরায়ু শয্যা হইতে যথা পদ্ধতি নর-দেহ পরিবর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হয়, কালেতে সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে——বৃদ্ধির চরম সীমায় উপনীত হইলে আবার বৃক্ষের ন্যায় জীর্ণ শীর্ণ অবসন্ন হইয়া ধূলির শরীর ধূলিতেই বিমিশ্রিত হইয়া থাকে। অচিরা পৃথিবী যাহারদের জন্ম-স্থান, এই রূপে অচির-কাল-মধ্যেই তাহারদের জীবন পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু শরীর নাশের সঙ্গে সঙ্গেই কি আত্মা ভূমিসাৎ হইয়া রূপান্তরিত বা ভাবান্তরিত হয়? মানব আত্মার উৎপত্তি স্থান এই প্রাণ শূন্য ভূমণ্ডল নয়——সেই অজর অমর পূর্ণ পরমেশ্বরই তাহার আকর ভূমি! সুতরাং মানব আত্মার ক্ষয় নাই, ব্যয় নাই; প্রত্যুত তাহার নিত্য নূতন শিক্ষা, নিত্য নূতন উন্নতি। সে পার্থিব উপকরণে গঠিত নয় যে, পার্থিব নিয়মে বৃদ্ধি ও ক্ষয়-প্রাপ্ত হইবে। সে ভৌতিক পরমাণুর সমষ্টি নয়, যে কালেতে শিথিল বা বিযুক্ত হইয়া মহাভূতে বিলীন হইবে। পরিমিত পার্থিব রসও তাহার পোষণ উপাদান নয়, যে অচিরকাল-মধ্যেই তাহা নিঃশেষিত হইয়া আর পোষণ করিতে পারিবে না! আত্মা অখণ্ড অদাহ্য অশোষ্য বিজ্ঞানময়, সে স্বর্গীয় উপাদানে বিনির্ম্মিত, সেই অনন্ত

জ্ঞান, অনন্ত প্রেম সেই পরিপূর্ণ অমৃত খনি পরমেশ্বরই তাহার ভোগ ভাণ্ডার। সে যতই উন্নত হউক,——তাহার জ্ঞান ক্ষুধা, প্রেম তৃষ্ণা যতই কেন বর্দ্ধিত হউক না, সেই অশেষ উৎস হইতে ততই সে তাহার ভোগ্য বিষয় লাভ করিতে পারে। সুতরাং আত্মার যেরূপ উন্নতির সীমা নাই, তাহার পোষণ উপাদানেরও সেই রূপ শেষ নাই। আত্মার পক্ষে এরূপ সময় কখনই উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই, যে সময়ে তাহার ভোগ ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইবে——এবং আত্মার উন্নতি পথ অবরুদ্ধ হইয়া তাহার অস্তিত্বের বিলোপ করিবে। আত্মার জীবন কাল পরিমিত নহে যে, সে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইলে আর তাহার বর্ত্তমান থাকিবার প্রয়োজন হইবে না। তাহার আশা অধিকার সকলই অশেষ, তাহার সাধন ও শিক্ষা সকলই অসীম। তাহার উপরে দেশ কালের একাধিপত্য নাই---মৃত্যুরও কর্ত্তৃত্ব নাই। তাহার জীবন কাল অনন্তকাল।

যে ঈশ্বরের রাজ্যে একটি তৃণ, একটি কীটাণু পর্য্যন্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইলে বিরূপ বা বিকারদশা প্রাপ্ত হয় না, তখন তাঁহার সৃষ্টির ভূষণ যে আত্মা, সে কি অশিক্ষায়, অনুন্নতিতে অকালে ধূলিসাৎ হইবে? এই সংসার কারাগৃহে চির ক্ষুধায়, চির তৃষ্ণায় আকুল ও অস্থির হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে কি সেই আত্মা প্রাণত্যাগ করিবে? কোন্ স্বভাবদর্শী—কোন্ আত্মতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত এই ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন।

দুই চারিটি বৃক্ষ-লতার চির বিস্তারে মেদিনীমণ্ডল সমাচ্ছাদিত হইয়া কালেতে তেজঃ শূন্য, শোভা শূন্য, শস্য শূন্য হইয়া অনান্তর লক্ষবিধ ওষধি বনস্পতির সমুৎপাদনের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে, কতিপয় পশু-কুলের চির বর্দ্ধনে পৃথিবী কালেতে স্থান শূন্য হইয়া রাক্ষস-ভূমি সদৃশ ভয়ানক স্থান রূপে পরিণত হইতে পারে, এবং কাল ক্রমাগত অভিনব জীব শ্রেণীরও আবাস ও উৎপত্তি রোধ করিতে পারে, বসুন্ধরাও চিরদিন তাহারদিগকে পোষণ করিতে গেলে ক্রমে তেজোহীন হইয়া আর রস পরিবেশন করিতে পারে না। বৃক্ষাদি চিরজীবী হইয়া চিরকাল একবিধ পুষ্প ফল প্রসব করিলেও জীবের ভোগ তৃষ্ণা শান্তি করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং তাহারদের জীবন কাল পরিমিত ও সীমাবদ্ধ হওয়াই শ্রেয়ঃকল্প। পূর্ণ জ্ঞান পরমেশ্বরের বিশ্ব-রাজ্যে তাহাই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু অসংখ্য আত্মার চির-উন্নতিতে অন্য আত্মার অবনতি হয় না, উদ্ভিদ রাজ্যেরও দুর্গতি হয় না, অন্য কোন প্রকার জীব জন্তুরও উৎপত্তি রোধ করে না, বরং সর্ব্বতোভাবে জগতের কল্যাণই সমুৎপাদিত হয়। আত্মার উৎকর্ষ সাধনে ভূমণ্ডল তেজোহীন হয় না, সৃষ্টির শোভাও মলিন হয় না, প্রত্যুত আরো উজ্জ্বল ও সুন্দর বেশ ধারণ করে। আত্মা আপনার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহলোক, পরলোকে কেবল স্রষ্টার মহিমা মহীয়ান্ করে, কেবল তাঁহারই করুণা কীর্ত্তন করিয়া তৃপ্তি লাভ, শান্তি লাভ, উন্নতি লাভ করিতে থাকে। বৃক্ষাদি বয়োবৃদ্ধি দ্বারা হীন-বল হয়, প্রবল বাত্যা বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক যুদ্ধে পরাভূত হইয়া ভূতলশায়ী হয়, আত্মা কাল সহকারে ক্রমাগতই উন্নত হইতে থাকে। সংসার-সমরে —আধ্যাত্মিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরিশ্রান্ত ক্লান্ত হওয়া দূরে থাকুক, আত্মা ক্রমিকই বল লাভ—স্ফূর্ত্তি উদ্যম লাভ করিয়া অপরাজিত প্রতাপ বিস্তার করিতে থাকে। সে আরো দৃঢ়তর প্রতিবন্ধক, উচ্চতর বাধা

Registered No 2

একমেবাদ্বিতীয়ং

অষ্টম কল্প

দ্বিতীয় ভাগ

৩৪৫ সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৪ শক ব্রাহ্মসম্বৎ ৫৩

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বর্ষ-শেষ ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

৩০ চৈত্র, বৃহস্পতিবার ১৭৯৩ শক

যে নব বর্ষের শুভাগমনে আমারদের কতই আশা, কতই আনন্দ উপস্থিত হইয়াছিল—যাহাকে আমরা পূর্ণ এক বৎসর কাল সর্ব্বদায় হৃদয়ের সহিত আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম, অদ্যকার রজনীর অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সেই কাল-স্রোতঃ চির কালের জন্য আমারদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। যে বর্ষ কাল প্রত্যেক ঋতুতে নবতর ফুল ফল শস্যে, কল্যাণতর সুখ-সম্পদে, মহত্তর জ্ঞান প্রেম ধর্ম্ম ভাবে আমারদের শরীর মন আত্মাকে পোষণ করিয়াছে, তাহার হৃদয়-প্রীতিকর উপহার সকল আর প্রাপ্ত হইব না। চির দিন চির কালের জন্য তাহা চলিয়া যাইতেছে!

এই কাল প্রভাবে সম্বৎসর মধ্যে পৃথিবীতে কি না অঘটন ঘটনা সকল সংঘটিত হইয়াছে? পাদপ পশু, কীট পতঙ্গ, নর-নারীগণ এই কাল-প্রসাদে কি না উন্নতি লাভ করিয়াছে? নিদাঘ বর্ষা, শরৎ হেমন্ত, শীত বসন্ত প্রভৃতি বর্ষ অঙ্গ সকল যথোচিত রূপে সকলেরই শোভা সম্পাদন, সুখ সম্বর্দ্ধন এবং উন্নতি সাধন করত স্বকার্য্য সমাপন করিয়া বিদায় লইতেছে। কাল প্রসাদে এই বসুন্ধরা কতবারই অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিয়াছে—বৃক্ষ লতা সকল নবীন পল্লবে, সুন্দর কুসুমে, সুস্বাদ ফল শস্যে শোভমান হইয়া কত কল্যাণই সাধন করিয়াছে। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গাদি উজ্জ্বল বেশ-ভূষা, সুখদ অন্ন পান লাভ করত বর্ষ কাল কেমন স্বচ্ছন্দে পরিপালিত হইয়া জীবনের লক্ষ্য সমাপন করিয়াছে। মনুষ্য এই মর্ত্ত্য-লোকে থাকিয়া কাল স্রোতে কতই না বিচিত্র রত্ন সংগ্রহ করিয়া ঐহিক পারত্রিক সুখোন্নতির চেষ্টা পাইয়াছে। এমন অসাধারণ কাল প্রতাপও চিরস্থায়ী নহে! ঈশ্বরের এমনই আদেশ—পৃথিবী এমনই স্থান যে, তিনি যাহাকে যে লক্ষ্য সাধনের জন্য এখানে প্রেরণ করেন, তাহাকে তাহা সম্পন্ন করিয়া যাইতেই হইবে। ঈশ্বরের শাসনে বসুন্ধরা তাহাকে আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও আশ্রয় দান করিতে পারে না। যে পৃথিবী ওষধি বন-

স্পতি সকলকে বক্ষে ধারণ করিয়া—মাতার ন্যায় স্বীয় শরীর-রসে পরিপালন করে, তাহারা স্রষ্টার লক্ষ্য সাধন করিলে আর এক পলের জন্যও পোষণ করে না। সেই প্রযত্ন পোষিত বৃক্ষ লতার কাণ্ড শাখা, পত্র পুষ্পাদি পর্য্যন্ত আত্মসাৎ করিয়া ফেলে। যে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলকে স্বীয় ক্রোড়-প্রাঙ্গনে রক্ষা করিয়া আপনার বক্ষঃবিদারণ পূর্ব্বক অন্ন পান প্রদান করিয়া থাকে, তাহারদের জীবন-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে আর একটী দিনের জন্যও স্থান দান করে না। যে মনুষ্য পৃথিবীর ভূষণ-স্বরূপ, তাহারও চরম-কাল উপস্থিত হইলে, তখনই তাহাকে অম্লান-বদনে বিদায় প্রদান করে, তাহারদের অস্থি মাংস শিরা শোণিত পর্য্যন্ত উদরস্থ করিয়া লয়। ভূগর্ত্ত খনন করিয়া দেখ, কত মহাদ্রুমের বৃহত্তর কাণ্ড শাখা সকল ইহার অভ্যন্তরে প্রোথিত রহিয়াছে—কত প্রকাণ্ড-কায় পশু কঙ্কাল-রাশি ইহার গর্ব্তে অবস্থান করিতেছে—কত ভুবন-বিজয়ী সম্রাট্ শরীর, কত মর্ত্ত্য-ভূষণ নর-কুল চূড়ামণির অস্থিময় দেহ ইহার উদরে শয়ান রহিয়াছে, দেখিতে পাইবে। সৃষ্ট বস্তু, স্রষ্টার লক্ষ্য সাধন করিলে যে আর এখানে এক পল মাত্র থাকিতে পারে না, বর্ত্তমানের ঘটনা সকল ভূগর্ত্ত নিহিত ভূত-কালের নিদর্শন সকল তাহাই উজ্জ্বল রূপে প্রতিপন্ন করিতেছে। ভূত ও বর্ত্তমান কালীয় পরিদৃশ্যমান যাবতীয় ব্যাপার, এক বাক্যে সমবেত চেষ্টা দ্বারা ভবিষ্যতের কার্য্য প্রণালীও স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইয়া দিতেছে। এই পৃথিবীর মনোহর শোভা সন্দর্শন করিয়া এই মর্ত্ত্য-লোকে অপর্য্যাপ্ত আনন্দ সম্ভোগ করিয়া ও এই পার্থিব পদার্থ ব্যূহের পরিণাম পর্য্যালোচনা করিয়া কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি না এখানকার ধন প্রাণ সুখ সম্পদকে ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন? কোন্ ঈশ্বর-প্রাণ পরমার্থদর্শী সিদ্ধ পুরুষ না বলিতে থাকিবেন যে "বিস্তীর্ণ মৃত্যুর রূপই এই জড় জগৎ ও পশু প্রকৃতি, এবং মৃত্যুর পাশই এই কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলা-যুক্ত প্রাকৃতিক নিয়ম। জড় জগৎ ও পশুপ্রকৃতি কার্য্য কারণ শৃঙ্খল যুক্ত প্রাকৃতিক নিয়মে মৃত্যু-পাশে বদ্ধ-রহিয়াছে।" যাঁহারা স্বীয় আত্মার প্রকৃতি, আত্মার গতি এবং অন্তরাত্মার সহিত তাহার সম্বন্ধ অবগত না হইয়া পৃথিবীকেই আপনার চির নিবাস ভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন—পৃথিবীতেই আপনার আশা আনন্দ, সম্পদ্ উন্নতি আবদ্ধ করিয়া রাখেন, পার্থিব বস্তু সকলের পরিণাম দর্শনে তাঁহারদেরই হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইতে থাকে। মৃত্যুর প্রতাপ সন্দর্শনে তাঁহারদের সকল আশা ভরসা উন্মূলিত হয়। কিন্তু যাঁহারা জড় উদ্ভিদ্ এবং পশু-পক্ষ্যাদির স্বভাব ও লক্ষ্য বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া—আত্মার প্রকৃতি, আত্মার লক্ষ্য, সুন্দর রূপে অবগত হয়েন, সাংসারিক কোন ঘটনাই তাঁহারদিগকে বিষণ্ণ করিতে পারে না। অসংখ্য অগণ্য পার্থিব বস্তু সকলের জন্ম-মৃত্যুও তাঁহারদের হৃদয়ে মৃত্যুভয় উদ্দীপ্ত করিতে সমর্থ হয় না। এখানকার কোন ব্যাপারই তাঁহারদের আশা তরুর মূল-চ্ছেদ করিতেও শক্ত হয় না। এই আপাত দৃষ্ট মৃত্যুর রূপ সংসার মধ্যে তাঁহারা অমৃত স্রোতই সঞ্চারিত দেখেন।

যাঁহারদের চক্ষু কেবল বাহ্য জগৎ সন্দর্শন করে, যাঁহারদের বুদ্ধি-নেত্র পশু-পাদপের সহিত চৈতন্যময় বিজ্ঞানময় আত্মার প্রকৃতিগত কার্য্যগত প্রভেদ নির্দ্দেশ করিতে না পারে, যাঁহারা কেবল জড় পরমাণু সকলের সংযোগ বিয়োগকেই জন্ম-

মৃত্যু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, যাঁহারা স্রষ্টার উদ্দেশ্য এবং সৃষ্ট বস্তুর লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখেন, তাঁহারাই মৃত্যু-ভয়ে আকুলিত হন। বস্তুতঃ সেই অজর অমর পরমেশ্বরের বিশাল বিশ্ব-রাজ্যে কোন পদার্থেরই এক কালীন বিনাশ নাই—চক্ষুর অগোচর একটী সূক্ষ্মতম পরমাণু কণারও সম্পুর্ণ ধ্বংশ নাই। প্রত্যুত পরমাণু পুঞ্জের সংযোগ বিযোগে, রূপান্তর ও ভাবান্তরে ঈশ্বরের সৃষ্টি-স্রোতঃ ক্রমশঃই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে, জড় উদ্ভিদের মধ্যেও সেই অমৃত পুরুষের অমৃতময়ী ইচ্ছা প্রবাহিত থাকিয়া বসুধাকে স্থির-যৌবনা—চির শোভনা করিয়া রাখিতেছে; বিশ্বাধিপতি বিশ্ব-রাজ্যকে উত্তরোত্তর শ্রীসৌন্দর্য্য—জীবন সুখে পূর্ণ করিতেছে। সেই স্রষ্টার উদ্দেশ্য ও সৃষ্ট বস্তুর লক্ষ্যের বিষয় একটু আলোচনা করিলেই এই বিস্তৃত জগতের মধ্যে আর একটি অদৃষ্ট পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-ছটা বিকীরিত দেখা যায়—ঈশ্বরের সৃষ্টি ক্রিয়ার মধ্যে আর একটি নবতর কল্যাণতর পদ্ধতি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তখন আর বাহ্য বস্তুর নাশে আত্মার বিনাশ আশঙ্কা থাকে না—পশু পক্ষীর মৃত্যুতে আত্মার মরণ কল্পনা কাহারও যায় না।

ঈশ্বরের ওষধি ও বনস্পতি সকল সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্য কি? জগতের শোভা সম্পাদন, জীবের স্বাস্থ্য কল্যাণ সাধন ও ক্ষুৎপিপাসাদি নিবারণই বৃক্ষ লতাদি সৃষ্টি করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য। বৃক্ষ লতাদিরও যথা নিয়মে কাণ্ড-শাখা, পুষ্প ফল প্রসব করাই একমাত্র লক্ষ্য। যখন সেই লক্ষ্য সম্যক্ রূপে সুসম্পাদিত হয়, তখন ঈশ্বরেরই নিয়ম কৌশলে তাহারা বহু বীজ প্রসব করিয়া আবার সংখ্যাতীত অভিনব বৃক্ষ-শ্রেণী সমুৎপাদনের প্রশস্ত পথ প্রমুক্ত করিয়া দিয়া আপনারা ভূমিসাৎ হওত তাহাদিগকে পোষণ করিতে থাকে। এই রূপে উদ্ভিদ্ কুলের উত্থান পতনে পৃথিবীর চির উর্ব্বরতা রক্ষা পাইতেছে, এই রূপে মেদিনীমণ্ডল তেজস্বিনী হইয়া প্রতিদিনই নূতন নূতন উদ্ভিদ্ ও জন্তু-শরীর পোষণ করিতেছে। পশু পক্ষী কীটাদিও সেই রূপ ধরা-পৃষ্ঠে জন্ম গ্রহণ করত যথাযোগ্য-রূপে শরীর পোষণ ও পশু বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া পূর্ণতা প্রাপ্তি সহকারে জীবনের লক্ষ্য সমাপন পুর্ব্বক জীবন লীলা সম্বরণ করে। মনুষ্য-শরীরও এই সাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তী। জননীর জরায়ু শয্যা হইতে যথা পদ্ধতি নরদেহ পরিবর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হয়, কালেতে সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে——বৃদ্ধির চরম সীমায় উপনীত হইলে আবার বৃক্ষের ন্যায় জীর্ণ শীর্ণ অবসন্ন হইয়া ধূলির শরীর ধূলিতেই বিমিশ্রিত হইয়া থাকে। অচিরা পৃথিবী যাহারদের জন্ম-স্থান, এই রূপে অচির-কাল-মধ্যেই তাহারদের জীবন পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু শরীর নাশের সঙ্গে সঙ্গেই কি আত্মা ভূমিসাৎ হইয়া রূপান্তরিত বা ভাবান্তরিত হয়? মানব আত্মার উৎপত্তি স্থান এই প্রাণ শূন্য ভূমণ্ডল নয়——সেই অজর অমর পূর্ণ পরমেশ্বরই তাহার আকর ভূমি! সুতরাং মানব আত্মার ক্ষয় নাই, ব্যয় নাই; প্রত্যুত তাহার নিত্য নূতন শিক্ষা, নিত্য নূতন উন্নতি। সে পার্থিব উপকরণে গঠিত নয় যে, পার্থিব নিয়মে বৃদ্ধি ও ক্ষয়-প্রাপ্ত হইবে। সে ভৌতিক পরমাণুর সমষ্টি নয়, যে কালেতে শিথিল বা বিযুক্ত হইয়া মহাভূতে বিলীন হইবে। পরিমিত পার্থিব রসও তাহার পোষণ উপাদান নয়, যে অচিরকাল-মধ্যেই তাহা নিঃশেষিত হইয়া আর পোষণ করিতে পারিবে না! আত্মা অখণ্ড অদাহ্য অশোষ্য বিজ্ঞানময়, সে স্বর্গীয় উপাদানে বিনির্ম্মিত, সেই অনন্ত

জ্ঞান, অনন্ত প্রেম সেই পরিপূর্ণ অমৃত খনি পরমেশ্বরই তাহার ভোগ ভাণ্ডার। সে যতই উন্নত হউক,——তাহার জ্ঞান ক্ষুধা, প্রেম তৃষ্ণা যতই কেন বর্দ্ধিত হউক না, সেই অশেষ উৎস হইতে ততই সে তাহার ভোগ্য বিষয় লাভ করিতে পারে। সুতরাং আত্মার যেরূপ উন্নতির সীমা নাই, তাহার পোষণ উপাদানেরও সেই রূপ শেষ নাই। আত্মার পক্ষে এরূপ সময় কখনই উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই, যে সময়ে তাহার ভোগ ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইবে——এবং আত্মার উন্নতি পথ অবরুদ্ধ হইয়া তাহার অস্তিত্বের বিলোপ করিবে। আত্মার জীবন কাল পরিমিত নহে যে, সে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইলে আর তাহার বর্ত্তমান থাকিবার প্রয়োজন হইবে না। তাহার আশা অধিকার সকলই অশেষ, তাহার সাধন ও শিক্ষা সকলই অসীম। তাহার উপরে দেশ কালের একাধিপত্য নাই—মৃত্যুরও কর্তৃত্ব নাই। তাহার জীবন কাল অনন্তকাল।

যে ঈশ্বরের রাজ্যে একটি তৃণ, একটি কীটানু পর্য্যন্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইলে বিরূপ বা বিকারদশা প্রাপ্ত হয় না, তখন তাঁহার সৃষ্টির ভূষণ যে আত্মা সেঁ কি অশিক্ষায়, অনুন্নতিতে অকালে ধূলিসাৎ হইবে? এই সংসার কারাগৃহে চির ক্ষুধায়, চির তৃষ্ণায় আকুল ও অস্থির হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে কি সেই আত্মা প্রাণত্যাগ করিবে? কোন্ স্বভাবদর্শী—কোন্ আত্মতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত এই ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন?

দুই চারিটি বৃক্ষ-লতার চির বিস্তারে মেদিনীমণ্ডল সমাচ্ছাদিত হইয়া কালেতে তেজ শূন্য, শোভা শূন্য, শস্য শূন্য হইয়া অন্যতর লক্ষবিধ ওষধি বনস্পতির সমুৎপাদনের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে, কতিপয় পশু-কুলের চির বর্দ্ধনে পৃথিবী কালেতে স্থান শূন্য হইয়া রাক্ষস-ভূমি সদৃশ ভয়ানক স্থান রূপে পরিণত হইতে পারে, এবং কাল ক্রমাগত অভিনব জীব শ্রেণীরও আবাস ও উৎপত্তি রোধ করিতে পারে, বসুন্ধরাও চিরদিন তাহারদিগকে পোষণ করিতে গেলে ক্রমে তেজোহীন হইয়া আর রস পরিবেশন করিতে পারে না। বৃক্ষাদি চিরজীবী হইয়া চিরকাল একবিধ পুষ্প ফল প্রসব করিলেও জীবের ভোগ তৃষ্ণা শান্তি করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং তাহারদের জীবন কাল পরিমিত ও সীমাবদ্ধ হওয়াই শ্রেয়ঃকল্প। পূর্ণ জ্ঞান পরমেশ্বরের বিশ্ব-রাজ্যে তাহাই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু অসংখ্য আত্মার চির-উন্নতিতে অন্য আত্মার অবনতি হয় না, উদ্ভিদ্ রাজ্যেরও দুর্গতি হয় না, অন্য কোন প্রকার জীব জন্তুরও উৎপত্তি রোধ করে না, বরং সর্ব্বতোভাবে জগতের কল্যাণই সমুৎপাদিত হয়। আত্মার উৎকর্ষ সাধনে ভূমণ্ডল তেজোহীন হয় না, সৃষ্টির শোভাও মলিন হয় না, প্রত্যুত আরো উজ্জ্বল ও সুন্দর বেশ ধারণ করে। আত্মা আপনার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহলোক, পরলোকে কেবল স্রষ্টার মহিমা মহীয়ান্ করে, কেবল তাঁহারই করুণা কীর্ত্তন করিয়া তৃপ্তি লাভ, শান্তি লাভ, উন্নতি লাভ করিতে থাকে। বৃক্ষাদি বয়োবৃদ্ধি দ্বারা হীন-বল হয়, প্রবল বাত্যা বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক যুদ্ধে পরাভূত হইয়া ভূতলশায়ী হয়, আত্মা কাল সহকারে ক্রমাগতই উন্নত হইতে থাকে। সংসার-সমরে —আধ্যাত্মিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরিশ্রান্ত ক্লান্ত হওয়া দূরে থাকুক, আত্মা ক্রমিকই বল লাভ—স্ফূর্ত্তি উদ্যম লাভ করিয়া অপরাজিত প্রতাপ বিস্তার করিতে থাকে। সে আরো দৃঢ়তর প্রতিবন্ধক, উচ্চতর বাধা

আর যে নিয়মে আত্মার রাজ্য রক্ষিত হইতেছে, তাহার নাম অধ্যাত্মনিয়ম, এই অধ্যাত্ম নিয়মই ধর্ম্ম। প্রাকৃতিক নিয়মে অধিভূত জগৎ বদ্ধ হইয়া আছে; অধ্যাত্ম জগৎ ধর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ ও বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। কোন মনুষ্যের আদেশও ধর্ম্ম নহে, কোন গ্রন্থের বচনও ধর্ম্ম নহে; রাজাধিরাজ ঈশ্বর অধ্যাত্ম জগতে যে সমস্ত অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই ধর্ম্ম। সেই সমস্ত নিয়ম পালন করিলেই পুণ্য, লঙ্ঘন করিলেই পাপ হয়। ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত হইতে হইলে সেই সকল নিয়মের জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হইবে এবং ধার্ম্মিক হইতে হইলে তাহার অনুগত হইয়া চলিতে হইবে; অর্থ ও কাম যদি এই ধর্ম্মের অনুগত হয়, তবেই তাহা উপাদেয় হইবে, নতুবা তাহা বিষবৎ পরিত্যজ্য। পৃথিবীতে ধর্ম্মের নামে নানাবিধ মত ও কার্য্য প্রচলিত হইতেছে, কিন্তু যাহাতে সেই আধ্যাত্মিক নিয়মের উপদেশ ও অনুষ্ঠান আছে, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। আমাদিগকে সেই ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত আধ্যাত্মিক নিয়ম রূপ সনাতন ধর্ম্মের অনুসন্ধানে ও আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

কেহ কেহ বলেন, যাহার যেরূপ বিশ্বাস, তাহার পক্ষে তাহাই ধর্ম্ম। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। এক দেশের লোকে বিশ্বাস করে যে বিদেশীয়দিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করাই ধর্ম্ম; কোন দেশের লোকে বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বরের উদ্দেশে নরবলি প্রদান ধর্ম্ম; আর এক দেশের লোকে বিশ্বাস করে, বৃদ্ধ মাতা পিতাকে হত্যা করিয়া তাঁহাদের মাংস আহার করা ধর্ম্ম। এই সমস্ত ব্যাপারকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিলে সমুদায় ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভেদ লুপ্ত হইয়া যায়; ধর্ম্ম শিক্ষা বা ধর্ম্ম প্রচারের কোন প্রয়োজন থাকে না।

বস্তুতঃ ধর্ম্ম অপরিবর্ত্তনীয় সনাতন আধ্যাত্মিক নিয়ম। দেশ ভেদে কাল ভেদে বা পাত্র ভেদে অন্যথা হয় না। মনুষ্য জ্ঞান পূর্ব্বক হউক, আর অজ্ঞান বশতঃ হউক, তাহা পালন করিলে যে ফল পাইবেন, লঙ্ঘন করিলে তাহার বিপরীত ফল ভোগ করিবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। তবে এই মাত্র প্রতীয়মান হয় যে, অজ্ঞানকৃত কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানকৃত কর্ম্ম অবশ্যই গুরুতর বলিয়া পরিগণিত হইবে। যাহারা ধর্ম্মের নিত্যতা ও অপরিবর্ত্তনীয়তা আলোচনা করিয়া দেখেন না, তাঁহারদিগেরই উক্ত প্রকার ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়। প্রাকৃতিক নিয়মও যে নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়, এক সময়ে লোকের এরূপ জ্ঞান ছিল না; এই জন্য অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সজীব শরীরে অবস্থান, সমুদ্রোপরি গমনাগমন, আকাশে আরোহণ, ইত্যাদি অপ্রাকৃতিক ঘটনাতেও বিশ্বাস করিতেন এবং অদ্যাপি অনেকে তাহা বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাকৃত বিজ্ঞানের যত আলোচনা হইতেছে, ততই ঐ সকল কুসংস্কার পলায়ন করিতেছে ও ভৌতিক নিয়মের নিত্যতা ও অপরিবর্ত্তনীয়তা বিষয়ে লোকের দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন হইতেছে। এই রূপ অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের যত আলোচনা হইবে, ততই মনুষ্যের এই বিশ্বাস হইবে যে, ধর্ম্মনিয়মও নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়।

ধর্ম্মের নিত্যতা ও অপরিবর্ত্তনীয়তা প্রতিপাদনের জন্য পুনঃ পুনঃ ভৌতিক নিয়মের সহিত তাহার তুলনা করা হইতেছে বলিয়া যেন এরূপ মনে না করেন যে, উভয় নিয়মের সঙ্গেই আমাদের এক রূপ সম্বন্ধ। ভৌতিক পদার্থের সহিত যেমন ভৌতিক নিয়মের নিত্য সম্বন্ধ, আমাদের সহিত আধ্যাত্মিক নিয়মের সেই রূপ নিত্য যোগ;

ভৌতিক পদার্থের সহিত আমাদের সম্বন্ধ নিত্য নহে, সুতরাং ভৌতিক নিয়মের সহিতও আমাদের অচিরস্থায়ী সম্বন্ধ। আমাদের সঙ্গে জড় পদার্থের যোগ থাকাতেই জড়ীয় নিয়মেরও যোগ হইয়াছে। অতএব ধর্ম্ম-নিয়ম আমাদের নিকটে অতীব গৌরবাস্পদ বস্তু। যদি কখন এরূপ ঘটে, শারীরিক নিয়ম রক্ষা করিতে গেলে ধর্ম্ম নিয়ম রক্ষা করা যায় না, তবে আমাদিগকে ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য অকাতরে আর সমুদায় নিয়ম লঙ্ঘন করিতে হইবে।

যদিও শারীরিক নিয়ম প্রভৃতি সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়ম পালন ও লঙ্ঘনের সহিত আত্মার উন্নতি ও অবনতির বিলক্ষণ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তথাপি ধর্ম্মকে যে বহু মান পূর্ব্বক অবলোকন করি, তাহা কেবল এই জন্য নহে যে, ভৌতিক নিয়মের সহিত আমাদের অস্থায়ী যোগ ও ধর্ম্ম-নিয়মের সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ। আরও কারণ আছে— ঈশ্বরের সহিত আমাদের যে অনন্য-সাধারণ সম্বন্ধ আছে, তাহা কেবল ধর্ম্মের সঙ্গেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, আর কিছুতেই নহে। ভৌতিক নিয়মে তাঁহার জ্ঞান, শক্তি ও মঙ্গল অভিপ্রায়ের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু তিনি যে ধর্ম্মাবহ ও পাপনুদ—তিনি যে পুণ্য পাপের বিচারকর্ত্তা, ইহা আর কিছুতেই জানিতে পারা যায় না, তাহা কেবল ধর্ম্মনিয়মের মধ্যেই সুব্যক্ত হইয়া আছে। সমুদায় পদার্থই তাঁহাকে সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছে কিন্তু কেবল ধর্ম্মই তাঁহাকে ধর্ম্মাবহং পাপনুদং বলিয়া মনুষ্যের আত্মাকে অধিক আকর্ষণ করিতেছে। বস্তুতঃ ধর্ম্মেতে ঈশ্বরের আত্মা যত দূর প্রকাশিত আছে, আর কিছুতেই সেরূপ নহে। এমন মনুষ্য থাকিতে পারেন যে, তিনি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে ভৌতিক নিয়ম পাঠ করিতেছেন, তথাপি ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার দৃষ্টিপাত হয় নাই। কিন্তু ধর্ম্মকে দেখিতে পাইয়াও ঈশ্বরকে দেখিতে পান নাই; এমন লোক নাই; কেবল প্রকৃতিকেই সকলের মূলাধার বলিয়া দেখিতেছেন। ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বরকে সুন্দর রূপে দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং আপনা হইতেই সমস্ত আত্মা ধর্ম্মের নামে তটস্থ হইয়া উঠে।

ধর্ম্ম কি ও ধর্ম্ম কিরূপ গৌরবাস্পদ বস্তু, তাহা বোধ হয়, আপানাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। যদি আমার বাক্যেতে কিছু ত্রুটি হইয়া থাকে, আপনারা আলোচনা করিলেই সুন্দর রূপে ধর্ম্মের গৌরব অনুভব করিতে পারিবেন। এক্ষণে কিরূপে ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে হইবে, তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়া অদ্যকার উপদেশের উপসংহার করিতেছি।

সর্ব্বব্যাপী কর্ম্মশীল সকলের অন্তর্যামী ঈশ্বর প্রত্যেক আত্মাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। তিনি যেমন বহিরিন্দ্রিয়ের নিকটে বাহ্য বিষয় প্রকাশ করিতেছেন, তেমনি আত্মার নিকট আধ্যাত্মিক সত্য সকল প্রেরণ করিতেছেন। এই সত্য আবিষ্কৃত হওয়াতে ধর্ম্ম শিক্ষার প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এক্ষণে প্রত্যেক ব্যক্তিকে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া আপন আপন আত্মা হইতে সেই ঈশ্বর প্রেরিত সত্য আহরণ করিতে হইবে। ধর্ম্ম শিক্ষক কেবল সেই বিষয়ে সহকারিতা করিবেন। প্রত্যেককেই আত্মনির্ভর শিক্ষা করিতে হইবে। যেমন সূর্য্যকান্ত মণিতে সূর্য্যের কিরণ সরল ভাবে পড়িলেই অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেই রূপ ঈশ্বরের জ্যোতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মাতে ধারণ করিতে পারিলেই আত্মা তেজস্বী হইবে ও উন্নতির পথে যথার্থ অগ্রসর হইতে পারিবে। ধ্যান করুন,

প্রার্থনা করুন এবং যে আলোক প্রাপ্ত হইবেন, তদ্দ্বারা আপনাদের চরিত্র ভূষিত করিতে থাকুন, সকল প্রতিবন্ধক দূরীকৃত হইবে।

ব্রহ্মোপাসনা।

শ্রীযুক্ত অন্নদা চরণ কাস্তগিরির ভবনে

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য কর্ত্তৃক বিবৃত হয়।

৩০ ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৭৯৩ শক।

মঙ্গল বাচন।

চক্ষু যেমন আকাশে বিস্তৃত পদার্থ-সকল দর্শন করে, সেই রূপ ধীরেরা সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার পরম পদ সর্ব্বদা দর্শন করিয়া থাকেন।

উদ্বোধন।

সেই পরমপিতা এখানে বর্ত্তমান—যাঁহার স্নেহে আমরা লালিত হইতেছি, যিনি সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে থাকিয়া আমারদিগকে পোষণ করিতেছেন, সেই দয়াময় পিতা, সেই স্নেহময়ী মাতা এখানেই বর্ত্তমান; আমারদিগের হৃদয় সিংহাসন তিনি অধিকার করিয়া রহিয়াছেন—সেই প্রাণের প্রাণ এখানেই অধিষ্ঠান করিতেছেন—তাঁহার উদার সদাব্রত নিয়ত আমারদিগকে পালন করিতেছে—তাঁহার অমৃত বারি আমাদের হৃদয়ে সদাই বর্ষিত হইতেছে। তিনি অনাথের নাথ—তিনি অনাথার নাথ—তিনি ক্ষুধিতের অন্ন—তিনি তৃষিতের জল—এখানে তাঁহাকে ভক্তি ভাবে প্রণত হইয়া আইস সকলে প্রীতি উপহার প্রদান করি।

ব্যাখ্যা।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। শান্তং শিবমদ্বৈতং।

ইহা পূর্ব্বে কিছুই ছিল না—সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড ঘন অন্ধকারে আবৃত ছিল। তাহার মধ্যে সত্য জ্যোতি—সেই সত্যং জ্ঞানং অনন্তং সৎস্বরূপই প্রকাশিত ছিলেন। এক সেই অনাদি "মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ" সেই অন্ধকারের মধ্যে বিরাজিত ছিলেন। "তিনি তমসি তিষ্ঠন্" অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া এই সহস্র-রশ্মি ভানু প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছাতে তরুণ সূর্য্যের সেই প্রথম উষা প্রকাশিত হইয়া পৃথিবীর শোভা প্রকাশ করিল—মধুময় চন্দ্র উদিত হইয়া মধু বর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি সত্য—ধ্রুব সত্য সনাতন। আলোচনা করিয়া দেখ—তাঁহারই বলে সূর্য্য ঘূর্ণিত হইতেছে, তাঁহারই বলে সমুদয় জগৎ চলিতেছে। পূর্ব্বে কে জানিত যে পৃথিবী আমারদের জন্য এরূপ সুখ-সজ্জাতে সজ্জিত হইবে; কিন্তু পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে আমরা আনন্দ কোলাহলের মধ্যে গৃহীত হইলাম। সকলি তাঁহারই প্রদত্ত। সেই সত্য হইতে এসকলি সৎ হইয়াছে—সারবান হইয়াছে; সকলি তাঁর শক্তি আশ্রয় করিয়া স্থিতি করিতেছে। সেই মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ—তিনি স্বপ্রকাশ ভাবে নিজ জ্যোতিতে চিরকাল বিরাজ করিতেছেন। তিনি "আদি অনাদি অনীল অনাহত যুগ যুগ একোবেশঃ।" তিনি সত্যকাম, সত্য সংকল্প—তিনি অদ্যও যেমন কল্যও তেমন। তিনি অপরিবর্ত্তনীয়, ধ্রুব সত্য সনাতন।

সেই সত্য-স্বরূপ পরম পুরুষ সকলি জানিতেছেন। যিনি এই আত্মাকে রচনা করিয়াছেন, তিনি মহানাত্মা—তাঁর বিশ্বতশ্চক্ষু এখানে পতিত রহিয়াছে—তাঁর চক্ষু এই ছাদ ভেদ করিয়া আমারদিগকে দেখিতেছে, তাঁর চক্ষু অন্তরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সকল পাঠ করিতেছে। তিনি অন্তরের অন্তর—অন্তরের সকল ভাব জানিতেছেন। তিনি আমাদের মস্তকের উপর, তিনি হৃদয়ের মধ্যে, তিনি আত্মার অন্তরাত্মা।

তিনি সর্ব্বত্র আনন্দ-রূপে অমৃত-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন—তিনি শান্ত-ভাবে রহিয়াছেন—তিনি মঙ্গল ও পবিত্রতা বিধান করিতেছেন—তিনি অদ্বিতীয়—তিনি শান্তং শিবং অদ্বৈতং। আমারদের শরীর মন্দিরে হৃদয়াসনে শান্তং শিবমদ্বৈতং আসীন আছেন। দেখ সেই বিশ্বেশ্বর দেব-দেব এই আত্মাসনে বিদ্যমান্। তাঁহাকে পাইবার জন্য দূরে যাইতে হয় না, তীর্থ ভ্রমণ করিতে হয় না—ইচ্ছা করিলেই হৃদয় কবাট খুলিয়া শান্তং শিবমদ্বৈতং দেখিয়া কৃতার্থ হইতে

পারি। কতলোকে অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিয়াও তাঁহাকে পায় না; এখানে আমরা সেই শান্তং শিবমদ্বৈতের উপাসনা করিতেছি, তাঁরি পূজা করিয়া আপনাকে সার্থক করিতেছি, তাঁরি পূজা আমাদের সর্ব্বস্ব।

তিনি সর্ব্বব্যাপী, তাঁর শরীর নাই, ব্রণ নাই; তাঁর রোগ নাই, শোক নাই; তিনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। সকল পবিত্রতার তিনি একমাত্র প্রস্রবণ। তিনি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং। তিনি কবি—তিনি আদি কবি—তাঁরি এই রচনা। গত রজনীতে যখন অগণ্য নক্ষত্র সকল আকাশ পাতে জ্বলদক্ষর রূপে প্রকাশিত হইল, যখন চন্দ্রমা অমৃত কিরণ বর্ষণ করিয়া জগৎকে সুধাসিক্ত করিল, যখন দ্বিপ্রহর বেলায় সূর্য্য আপনার তেজঃ-পুঞ্জ রশ্মি বিকীর্ণ করিল, সে রচনার কেমন কবিত্ব ভাব। বসন্ত সমীরণে, সরোবরের সুগন্ধ পদ্মে, নিশীথের চন্দ্রে, প্রভাতের সূর্য্যে, তাঁরি কবিত্ব জীবন্ত রহিয়াছে। তিনি যে কবিতা রচনা করিতেছেন, কবিরা তাহা বর্ণনা করিয়াও শেষ করিতে পারে না। আমারদের পিতা এমনি কবি। তিনি আমাদের সম্মুখে সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন—তিনি আমারদের অন্তরে মধু রস সিঞ্চিত করিতেছেন। তিনি মনের নিয়ন্তা। তিনি মনীষী। তিনি নিয়ত দণ্ড পুরস্কার বিধান করিয়া আমাদের মনকে নিয়মিত করিতেছেন। তিনি শ্রেষ্ঠ তিনি স্বপ্রকাশ। তিনি যথা উপযুক্ত রূপে আমাদের সকলকে অন্ন পান পরিবেশন করিতেছেন, জ্ঞান ধর্ম্ম শান্তি প্রদান করিতেছেন, মুক্তির পথ প্রদর্শন করিতেছেন। "সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী। ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"

ধ্যান।

সেই পরম পিতা অখিল মাতা—তিনি হৃদয়ের অন্তর্যামী পুরুষ—তিনি মঙ্গল স্বরূপ। তাঁহার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি; যিনি আমারদিগকে বুদ্ধি-বৃত্তি-সকল প্রেরণ করিতেছেন।

স্তোত্র।

তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ এবং জ্ঞান স্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার; তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয় নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের আশ্রয় স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়, তুমিই এক এই জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ; তুমিই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা; তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও দ্বিধাশূন্য। তুমি সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক; তুমি প্রাণি গণের গতি ও পাবনের পাবন, তুমি মহোচ্চ পদ সকলের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষকদিগের রক্ষক। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি, তুমি জগতের সাক্ষী, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। সত্য-স্বরূপ, আশ্রয়-স্বরূপ, অবলম্বরহিত সংসার সাগরের তরণী, অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই।

প্রার্থনা।

অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়। আবিরাবীর্ম্মএধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।

প্রথম উপদেশ।

এই দীন হীন বঙ্গদেশের কি সৌভাগ্য! কত কাল পরে এই বঙ্গদেশে ব্রহ্মনাম উদিত হইয়াছে! কতকাল পরে আমরা পৌত্তলিকতার শৃঙ্খল কর্ত্তন করিয়া স্বাধীন ভাবে প্রেম ভরে ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে গমনের জন্য উদ্যুক্ত হইতেছি! কতকাল পরে চম্পক কাননের ন্যায় স্থানে স্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়া সুগন্ধ দান করিতেছে—ব্রহ্ম যশো গুণ বর্ণনা হইতেছে—তাঁহার প্রেম ও তাঁহার করুণা ঘোষণা হইতেছে—তাঁহার নাম সংকীর্ত্তন হইতেছে। এত দিন পরে বঙ্গভূমির সৌভাগ্য উদয় হইতেছে! আমাদের এখন যত্ন চাই, চেষ্টা চাই, যাহাতে এই সৌভাগ্য রক্ষা করিতে পারি। দেখ, ঈশ্বরের দয়ার শেষ নাই, তিনি আপনাকে হৃদয়ে

প্রদান করিয়া বঙ্গভূমিতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিবার উৎসাহ প্রদান করিতেছেন; আমরা যেন ইহার উপযুক্ত হইতে চেষ্টা করি। তিনি মাতা পিতার ন্যায় আমারদিগকে তাঁহার সৎপথে আহ্বান করিতেছেন, আমরা হয়ত তাহা অবহেলা করিতেছি, আমাদের পাষাণ হৃদয়ে তাঁহার করুণা বারি হয়ত প্রবিষ্ট হইতে পারিতেছে না। তিনি আমাদের জন্য তাঁহার প্রেম ক্রোড় প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা যাইতে হয়ত উৎসাহিত হইতেছি না। আপনাকে স্ববশ করিয়া আপনার অন্তরে তাঁহাকে দর্শন কর. যত্ন কর, তাঁহার নিকট অনুক্ষণ প্রার্থনা কর—স্বাধীন ভাবে প্রেমপুষ্প বিকসিত করিয়া তাঁহার পদে অর্পণ কর। স্বাধীনতা ভিন্ন প্রেম দান করা যায় না—স্বাধীনতা ভিন্ন অর্চ্চনা করা যায় না—মনুষ্যের অলঙ্কার স্বাধীনতা, নর নারীর অলঙ্কার স্বাধীন প্রেম দান করা। ক্রীত দাসকে কি কশাঘাত করিয়া তাহার প্রেম আকর্ষণ করা যায়? ঈশ্বর কি ক্রীত দাসের ন্যায় বল পূর্ব্বক আমাদের প্রীতি চান? তিনি পুত্রের নিকট হইতে পিতা যে রূপ ভক্তি চান, সেই রূপ চান। আমরা স্বাধীন ভাবে যদি ঈশ্বরের পূজা করি, তবেই তিনি গ্রহণ করেন। যদি কাহারো অনুরোধে তাঁহাকে ডাকি, তবে তাঁহার নিকট হইতে আমরা সায় পাই না। ঐশ্বর্য্য দ্বারা মহত্ত্ব বলে তাঁহাকে অর্চ্চনা করা যায় না—কেবল অহৈতুকী ভক্তিতে নম্র হইয়া তাঁহাকে অর্চ্চনা করা যায়। যদি আমরা সেই ভক্তি সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার পদে দিই, তবেই তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে অর্চ্চনা করা হয়; কিন্তু যদি সে ভক্তিকে আমরা বিভাগ করি—ঈশ্বরকে দিবার নৈবেদ্য, ঈশ্বরকে দিবার ফুল, ঈশ্বরকে দিবার চন্দন, ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ-রূপে না দিয়া তাহার কতক যদি সৃষ্ট জীবে অর্পণ করি, তাহা হইলে মহান্ প্রত্যবায় হয়। আমরা এদিক দেখিব না, ওদিক্ দেখিব না, আমরা পরমাত্মাকেই দেখিব, আমরা আপনাদের হৃদয়েই তাঁহাকে দেখিব, আমরা তাঁহার মধ্যে আর কাহাকেও ব্যবধান রাখিব না—আমারদের ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ। ঈশ্বরের সাক্ষাৎ যোগে আমাদের সকল সুখ সম্পদ। যদি ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হই, যদি তাঁহাকে পাইবার জন্য পরের মুখাপেক্ষা করি, তবে সকলি যন্ত্রণা—সকলি বিষাদ। "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং।" আত্মার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎ যোগ বদ্ধ করিবে। এই যোগ অন্য কেহই যেন স্বীয় মোহিনী শক্তি দ্বারা অপহরণ না করিতে পারে। অতি সতর্কে অতি যত্নের সহিত প্রতি ব্রাহ্মের প্রতি ব্রাহ্মিকার ইহা দেখিতে হইবে। ধন মান যশ, আপনার শোভা সৌন্দর্য্য, হৃদয় মন প্রাণ সকলি অবিভাজ্যরূপে ঈশ্বরের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। সাবধান হইবে যেন পরমাত্মা হইতে আত্মা দূরে না পড়ে। "যউদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্য ভয়ং ভবতি।" তাঁহাকে আত্মা হইতে অল্প ব্যবধান করিলেও ভয় হয়। সূর্য্যে দিন কেমন আলো হয়—সেই এক সূর্য্য হইতে পদ্ম ফুল শ্বেত বর্ণ হইল, কুসুম ফুল লাল হইল, সাগর জল নীল হইল, মাঠের তৃণ গুল্ম হরিদ্বর্ণ পাইল। এমন শোভা সৌন্দর্য্য সূর্য্য ক্ষণমাত্রে বিস্তার করিল—অচেতন চেতন পাইল—বিশ্রামের পর বল আইল—সকলে পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হইল—ইহাতে লোকে শোভা গ্রহণ করে না, ইহাতে ঈশ্বরের মহিমা দেখিতে পায় না, তাঁহাকে ভুলে থাকে। কিন্তু অন্ধকার রাত্রিতে কতকগুলিন ঝাড়ের আলোর কেমন মোহিনী শক্তি, তাহাতে সকলেই অভিভূত হয়—কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের বর্ণনায় আশ্চর্য্য হয়। এমন যে সূর্য্য, যাহার জ্যোতি এমন জাজ্বল্য, যার কিরণে এমন শোভা, সে নিত্য আসে নিত্য যায়, তার কেহ সংবাদ লয় না। কোথায় দীপের আলো আর কোথায় সূর্য্যের প্রকাশ—কিন্তু মনুষ্য দীপমালার আলোকেই মোহিত হয়। ঈশ্বরের প্রেম, ঈশ্বরের মহিমা সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে, সেখানে কি কোন মনুষ্য আপনার মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য ধারণ করিতে পারে? মহাসাগর মধ্যে তরী কি ক্ষুদ্র! পৃথিবীর নিকটে মহাভূতের পরস্পর সংগ্রামে ঝঞ্ঝাবাতে আকুলিত সমুদ্র পর্ব্বতও কি ক্ষুদ্র! সূর্য্যের নিকটে এই সসাগরা পৃথিবীই বা কি? আবার উপরে অগণ্য অনন্ত নক্ষত্রলোকের নিকটে এই সূর্য্য কি এক রেণু নহে?

এই বিশাল জগতের মধ্যে সূর্য্য এক ক্ষুদ্র রেণু হইয়া পড়ে, তার মধ্যে যে আপনাকে মহৎ মনে করে, সে কি অবিনয়ী! সে জগতের ঈশ্বর হইতে নয়ন ফিরাইয়া লইয়া আপনার ক্ষুদ্র ভাবে বদ্ধ হয়। মনের কোন ক্ষুদ্র ভাব যেন সেই ব্রহ্ম লক্ষ্য হইতে আমারদিগকে ভ্রষ্ট না করে, স্বাধীনতা অপহরণ না করে। কেবল সরল ভাবে ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি কর, তাঁরি পূজা অর্চনা—তাঁরি সেবা কর। ইহাতে যদি ছিন্ন শিরা হই, পুনরায় মস্তক পাইব। যেমন দীপের অগ্রভাগ ছেদন করিলে দীপ দ্বিগুণ জ্বলে, তেমনি ঈশ্বরের জন্য প্রাণ গেলে প্রাণ অধিক উজ্জ্বল হইবে। ঈশ্বর হইতে আমারদিগকে যে অন্য দিকে লইয়া যায়, সেই আমারদের প্রাণ হরণ করে, স্বাধীনতা হইতে ভ্রষ্ট করে। অতএব সাবধান হইয়া স্বাধীন ভাবে জ্ঞানকে উজ্জ্বল কর, ভক্তিযোগে আত্মার অন্তঃপুরে অকুত অমৃতের সমীপে উপস্থিত হও। উজিরের দ্বারা যেমন রাজার নিকটে যাইতে হয়, সে রূপ কোন উজিরের দ্বারা পরমেশ্বরের নিকট যাইতে হয় না—আত্মার সাধনাতেই তাঁহার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ যোগ হয়। সেখানে প্রহরী নাই—দ্বারবানের বারণ নাই, তাঁর অবারিত দ্বার, যে যাইতে চায়, তাহার জন্যই সে দ্বার তিনি মুক্ত করিয়া দেন; যে যতক্ষণ থাকিতে চায়, তিনি তাহাকে ততক্ষণ থাকিতে দেন—সেখানে মুক্তভাবে সকলের গতিবিধি। "আর কারে ডাকি তোমায় ছাড়ি যাব কার দ্বার, তুমি হে আমার মোহ আঁধারের আলো"। এই আদেশ, এই উপদেশ—এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক।

হে অন্তর্যামিন! বাক্য দ্বারা তোমার নিকট কি প্রার্থনা করিব? তুমিতো অন্তরের ভাব সকলি জানিতেছ। তুমি অধিক কথা কহিলে শুনিবে, অল্প কথা কহিলে শুনিবে না, তাহা নয়। মনের ভাব যদি কেবল একটি কথাতেই জানাই, তুমি তাহা শ্রবণ কর, যদি তোমার নিকট মনে মনে প্রার্থনা করি, তাহাও তুমি গ্রহণ কর। অতএব তোমার নিকট কি প্রার্থনা? এই প্রার্থনা, আমাদের হৃদয় মঙ্গল ভাবে পূর্ণ কর, আমাদের স্বাধীনতা যাহাতে রক্ষা হয়, এই প্রকার বল দেও।

দ্বিতীয় উপদেশ।

যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রী মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্! যদি ধন-ধান্য-বিত্ত-পূর্ণ সমুদয় পৃথিবী আমার হয়, তাহাতে আমি অমৃত হই কি না? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, কখনই না—কতকগুলিন উপকরণবান্ ব্যক্তিদিগের যেরূপ জীবন, সেই রূপ হইবে; কিন্তু বিষয় দ্বারা অমৃত লাভের আশা নাই। তখন মৈত্রেয়ী বলিলেন, যাহাতে অমৃত লাভ হয়, যাহাতে ঈশ্বরকে পাই, এই প্রকার যে উপদেশ, আমাকে তাহাই প্রদান কর। যদি ঐশ্বর্য্য বিষয় বিভবে অমৃত লাভ না হয়, তবে ঐশ্বর্য্যে কি প্রয়োজন? যাজ্ঞবল্ক্য ইহা শুনিয়া মহাপ্রীত হইয়া বলিলেন—যদিও তুমি আমার প্রিয়া; কিন্তু যখন ঈশ্বর জ্ঞান লাভে প্রার্থিনী হইয়াছ, তখন তোমাকে আমি আরও প্রিয়তমা করিয়া জানিতেছি। পরমাত্মাকে তুমি ভাল করিয়া জান, এই আমার প্রিয় অভিপ্রায়, সেই অনুযায়ী কথা শ্রবণ করিয়া মহা প্রীত হইলাম। স্বামীর যে ধর্ম্ম সেই স্ত্রীর ধর্ম্ম, স্ত্রীর আর এক নাম সহধর্ম্মিনী। স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্ম না হইলে কখনই সংসার সুন্দর রূপে চলিত না। স্ত্রী যদি এক ধর্ম্মাক্রান্ত হন, আর স্বামী যদি অন্য ধর্ম্মাক্রান্ত হয়েন—দুয়ের মধ্যে বিষম বিবাদ ও কলহ। অর্দ্ধাঙ্গ অসাড় হইলে অপর অর্দ্ধাঙ্গ দ্বারা সংসারের কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। সহধর্ম্মিনীর সহিত স্বামী একত্র হইয়া ঈশ্বরকে যে পূজা প্রদান করেন, তাহার ফল অমোঘ হয়। উভয়ের ধর্ম্ম যদি ভিন্ন হয়, তবে পুত্র কন্যাকে কোন্ ধর্ম্মে উপদেশ দিবেন। মাতার মুখ হইতে বালক বালিকা যখন ঈশ্বর প্রীতির উপদেশ পায়, তখন তাহাদের ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা হয়—বাল্যকালাবধি ঈশ্বরের দিকে গমন করে—তাহাতে সে পরিবারের কত মঙ্গল হয়। "সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈবচ। যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং।" যে পরিবারে ভার্য্যার প্রতি ভর্ত্তা সন্তুষ্ট এবং ভর্ত্তার প্রতি ভার্য্যা সন্তুষ্ট, সে পরিবারে নিত্য কল্যাণ। পুত্র কন্যারাও মাতা পিতার সাধু দৃষ্টান্ত দেখিয়া ঈশ্বরের পথে গমন করে, মাতৃ স্তনের দুগ্ধের সহিত ঈশ্বরের

অমৃত প্রেম জানিতে পারে। যেখানে স্ত্রী স্বামী, পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগিনী ঈশ্বরের উপাসনা করেন, সে স্থান তীর্থ স্থান। তাহার দ্বারা সেই উৎকৃষ্ট ভাব স্বদেশের মধ্যে প্রচার হইতে থাকে। যখন পতিপ্রাণা সতী ঈশ্বরের পরিবারের মধ্যগত হইয়া তাঁহাকে মাতা পিতা বলিয়া আহ্বান করেন, তাঁহারই গুণ গান করেন, তখন পৃথিবী পুণ্যবতী হয়। এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া যখন নর নারী সকলে ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইতেছেন, তখন অচিরাৎ এ দেশ ব্রহ্ম নামে পূর্ণ হইবে; যিনি এই আশা দিতেছেন, তিনি এই আশা পূর্ণ করিবেন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আশীর্ব্বাদ।

হংসাঃ শুক্লীকৃতাযেন শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ।
ময়ূরাশ্চিত্রিতাযেন সতে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥

যিনি হংসদিগকে শুক্ল বর্ণ এবং শুক পক্ষী সকলকে হরিদ্বর্ণ দিয়া ভূষিত করিয়াছেন, এবং যিনি ময়ূরগণকে বিচিত্র বর্ণে সুশোভিত করিয়াছেন, তিনি তোমারদিগকে রক্ষা করুন।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সামবেদি কর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি।

ভবদেবভট্ট প্রণীত।

সমাবর্ত্তন।

১। বেদাধ্যয়নানন্তর অনুগত ব্রহ্মচারীকে আচার্য্য সমাবর্ত্তিত করিবেন।

২। পিতা বা অন্য আচার্য্য বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া তেজোনামক অগ্নিস্থাপন পূর্ব্বক বিরূপাক্ষ জপান্ত কুশণ্ডিকা সমাপন করত মানবককে দক্ষিণ দিকে লইয়া প্রকৃত কর্ম্মের প্রারম্ভে প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে হোম করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন।

৩। অনন্তর আচার্য্য পাঁচটী মন্ত্র দ্বারা আজ্যাহুতি হোম করিবেন, যথা[১]

প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দেবতা সমাবর্ত্তনহোমে বিনিযোগঃ।

ওঁ অগ্নে ব্রতপতে ব্রতমচারিষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাং স্বাহা।

হে ব্রতপতি অগ্নি! আমি যে ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছি, তাহা তোমাকে বলি, আমি তাহাতে সমর্থ হইয়াছি। সেই ব্রত দ্বারা আমি সমৃদ্ধ হইয়াছি এবং অনৃত হইতে সত্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

প্রজাপতির্ঋষির্ব্বায়ুর্দেবতা সমাবর্ত্তনহোমে বিনিযোগঃ।

ওঁ বায়ো ব্রতপতে ব্রতমচারিষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাং স্বাহা।

হে ব্রতপতি বায়ু! আমি যে ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছি, তাহা তোমাকে বলি, আমি তাহাতে সমর্থ হইয়াছি। সেই ব্রত দ্বারা আমি সমৃদ্ধ হইয়াছি এবং অনৃত হইতে সত্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

প্রজাপতির্ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা সমাবর্ত্তনহোমে বিনিযোগঃ।

ওঁ সূর্য্য ব্রতপতে ব্রতমচারিষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাং স্বাহা।

হে ব্রতপতি সূর্য্য! আমি যে ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছি, তাহা তোমাকে বলি, আমি তাহাতে সমর্থ হইয়াছি। সেই ব্রত দ্বারা আমি সমৃদ্ধ হইয়াছি এবং অনৃত হইতে সত্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

প্রজাপতির্ঋষিশ্চন্দ্রো দেবতা সমাবর্ত্তনহোমে বিনিযোগঃ।

ওঁ চন্দ্র ব্রতপতে ব্রতমচারিষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাং স্বাহা।

হে ব্রতপতি চন্দ্র! আমি যে ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছি, তাহা তোমাকে বলি, আমি তাহাতে সমর্থ হইয়াছি। সেই ব্রত দ্বারা আমি সমৃদ্ধ হইয়াছি এবং অনৃত হইতে সত্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

প্রজাপতির্ঋষিরিন্দ্রো দেবতা সমাবর্ত্তনহোমে বিনিযোগঃ।

ওঁ ব্রতানাং ব্রতপতে ব্রতমচারিষং তত্তে

---

[১] পশ্চাদুক্ত পাঁচটী মন্ত্রের টীকা উপনয়নে দেওয়া হইয়াছে।

প্রব্রবীমি তদশকং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃ-তাৎ সত্যমুপাগাং স্বাহা।

হে ব্রতপতি ইন্দ্র! আমি যে ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছি, তাহা তোমাকে বলি, আমি তাহাতে সমর্থ হইয়াছি। সেই ব্রত দ্বারা আমি সমৃদ্ধ হইয়াছি এবং অনৃত হইতে সত্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

৪। অনন্তর আচার্য্য উত্তরাগ্র কুশের উপর উত্তরাভিমুখে উপবেশন করিবেন এবং ব্রহ্মচারী আচার্য্যের পশ্চিমোত্তর কোনে উত্তরাগ্র কুশের উপর পূর্ব্ব মুখে উপবেশন করিবেন।

৫। পরে ব্রীহি যব মাস মুদ্গাদি ওষধি দ্রব্য যুক্ত ও চন্দনাদি গন্ধ বাসিত শীতোষ্ণ মিশ্রিত জল দ্বারা স্বীয় অঞ্জলি পূরণ করিয়া আচার্য্য-প্রেরিত ব্রহ্মচারী এই মন্ত্র দ্বারা তাহা ভূমিতে পরিত্যাগ করিবেক।

প্রজাপতির্ঋষিরগ্ন্যাদযো দেবতাঃ সমা-বর্ত্তনে ব্রহ্মচার্য্যুদকাঞ্জলিত্যাগে বিনিযোগঃ।

ওঁ যেঽপ্স্বন্তরগ্নয়ঃ প্রবিষ্টা গোহ্য উপ-গোহ্যো মনোকো মনোহা খলো বিরুজ-স্তনূদূষিরিন্দ্রিয়হা অতি তান্ সৃজামি।

হে 'অগ্নয়ঃ' বক্ষ্যমাণাঃ 'অপ্সু' 'অন্তঃ' মধ্যে 'প্রবিষ্টাঃ' কে পুনস্তে 'গোহ্যঃ উপগোহ্যঃ মনোকঃ মনোহা খলঃ বিরুজঃ তনূদূষিঃ ইন্দ্রিয়হা' 'তান' এতানষ্টাবগ্নীন্ দূষি-তান্ 'অভিসৃজামি' ত্যজামি।

গোহ্য, উপগোহ্য, মনোক, মনোহা, খল, বিরুজ, তনূদূষি ও ইন্দ্রিয়হা নামক যে আট প্রকার দূষিত অগ্নি জলের মধ্যে প্রবিষ্ট আছে, তাহার-দিগকে পরিত্যাগ করি।

৬। পুনর্ব্বার উক্ত দ্রব্যাদিযুক্ত জল দ্বারা অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া এই মন্ত্র দ্বারা ভূমিতে পরি-ত্যাগ করিবেক।

প্রজাপতির্ঋষিরপাং ঘোরক্রূরাশান্তক-রূপা দেবতাঃ সমাবর্ত্তনে ব্রহ্মচার্য্যুদকাঞ্জলি ত্যাগে বিনিযোগঃ।

ওঁ যদপাং ঘোরং যদপাং ক্রূরং যদ-পামশান্তমতি তৎ সৃজামি।

'অপাং' সম্বন্ধি 'যৎ ঘোরং' ভীমং 'যৎ' চ 'ক্রূরং' নিষ্ঠুরং 'যৎ' চ 'অশান্তং' রুক্ষাকারং 'তৎ অভিসৃজামি'।

জল সম্বন্ধীয় যাহা ভয়ানক, যাহা নিষ্ঠুর, ও যাহা রোগ প্রদ তাহা পরিত্যাগ করি।

৭। অনন্তর আচার্য্য-প্রেরিত ব্রহ্মচারী পূর্ব্বোক্ত রূপ জল দ্বারা অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া এই মন্ত্র দ্বারা আপনাকে অভিষেক করিবেক।

প্রজাপতির্ঋষিঃ রোচনোঽগ্নির্দেবতা সমাবর্ত্তনে ব্রহ্মচার্য্যুকাঞ্জলিসেকে বিনি-যোগঃ।

ওঁ যোরোচনস্তমিহ গৃহ্ণামি তেনাহং মামভিসিঞ্চামি।

গোহ্যাদিষু তাক্তেষু যোরোচনাখ্যোঽগ্নিঃ দীপ্তিকরঃ 'তং' অহং 'ইহ গৃহ্ণামি' ততশ্চ 'তেন' রোচনেন জলান্ত-র্বর্ত্তিনা 'অহং' 'মাং' আত্মানং 'অভিষিঞ্চামি'।

দীপ্তিকর যে অগ্নি, তাহাকে আমি এস্থলে গ্রহণ করি, এবং তাহা দ্বারা আমি আপনাকে অভিষেক করি।

৮। অনন্তর পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া এই মন্ত্র দ্বারা আপনাকে অভিষেক করিবেক।

প্রজাপতির্ঋষিঃ রোচনোঽগ্নির্দেবতা সমাবর্ত্তনে ব্রহ্মচার্য্যুদকাঞ্জলিসেকে বিনি-যোগঃ।

ওঁ যশসে তেজসে ব্রহ্মবর্চ্চসায বলাযে-ন্দ্রিযায বীর্য্যাযান্নাদ্যায রাযস্পোষায ত্বি-ষ্ট্যৈ অপচিত্যৈ।

কিমর্থং অভিষিঞ্চামি, রাযস্পোষো ধনবৃদ্ধিঃ ত্বিষ্টিঃ দীপ্তিঃ অপচিতিঃ পূজাপ্রাপ্তিঃ।

যশ, তেজ, ব্রাহ্মণ্য, বল, ইন্দ্রিয়, বীর্য্য, অন্নাদ্য, ধন-বৃদ্ধি, দীপ্তি ও পূজা প্রাপ্তির নিমিত্তে আমি অভিষেক করি।

৯। পুনর্ব্বার তদ্রূপ অঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক এই মন্ত্র দ্বারা আপনাকে অভিষেক করিবেক।

প্রজাপতির্ঋষিঃ ষড়ষ্টকা মহাপংক্তি-চ্ছন্দোঽশ্বিনৌ দেবতে সমাবর্ত্তনে ব্রহ্মচার্য্যু-দকাঞ্জলিসেকে বিনিযোগঃ।

ওঁ যেন স্ত্রিয়মকৃণুতং যেনাপামৃষতং সুরাং যেনাক্ষানভ্যসিঞ্চতং যেনেমাং পৃ-থিবীং মহীং যদ্বাং তদশ্বিনা যশস্তেন মা-মভিষিঞ্চতং।

অশ্বিনৌ দেববৈদ্যৌ কর্ম্মণামধিষ্ঠাতারৌ ব্রহ্মণা সন্তু ষ প্রার্থ্যতে হে-অশ্বিনা' অশ্বিনৌ 'যেন' কর্ম্মণা যুগাং অপুণ্য-নাথ্যাং 'স্ত্রিয়ং' 'অকৃণুতং' হিংসিতবন্তৌ 'যেন' চ যুবাং 'সুরাং' মদিরাং'অপাবৃষতং' খণ্ডিতবন্তৌ 'যেন' 'অক্ষান্' পাশকান্ অপাবৃষতং'যেন'চ'ইমাং পৃথিবীং''মহীং'মহতীং 'অভ্যাসিঞ্চতং' অভিষিক্তবন্তৌ শস্যপ্ররোহণদ্বারেণ সম্বর্দ্ধিতবন্তৌ এতদ্ভবতোঃ 'যৎ বাং' যুবয়োঃ 'যশঃ' শোভনং কর্ম্ম 'তেন মামভিষিঞ্চতং' যথা যুবাভ্যামহমভিষিক্তঃ কৃতকৃত্যোভবামি।

হে অশ্বিনী কুমারদ্বয়! যে কর্ম্ম দ্বারা তোমরা স্ত্রীবধ করিয়াছিলে, সুরা খণ্ডন করিয়াছিলে, পাশক বিঘটন করিয়াছিলে এবং মহতী পৃথিবীকে অভিষেক করিয়াছিলে,সেই যে তোমারদিগের যশ, তাহার দ্বারা তোমরা আমাকে অভিষিক্ত কর।

১০। পুনর্ব্বার তদ্রূপ অঞ্জলি লইয়া অমন্ত্রক আপনাকে অভিষেক করিবেক।

১১। অনন্তর ব্রহ্মচারী আদিত্যাভিমুখে উত্থান পূর্ব্বক এই চারি মন্ত্র দ্বারা আদিত্যোপস্থান করিবেক।

প্রজাপতির্ঋষিরাদিত্যোদেবতা আদিত্যোপস্থাপনে বিনিযোগঃ।

ওঁ উদ্যন্ ভ্রাজদৃষ্টিভিরিন্দ্রোমরুদ্ভিরস্থাৎ প্রাতর্যাবভিরস্থাদ্দশসনিরসি দশসনিং মা কুর্ব্বা ত্বা বিশাম্যা মা বিশ।

পরমৈশ্বর্য্যযোগাৎ 'ইন্দ্রঃ' আদিত্যঃ 'উদ্যন্' উদীয়মানঃ 'মরুদ্ভিঃ' দেবৈঃসহ 'অস্থাৎ' স্থিতবান্ কিংভূতৈঃ 'ভ্রাজদৃষ্টিভিঃ'ভ্রাজা ভর্জনা দৃষ্টি দীপ্তির্যেষাং তে তথোক্তাঃ তৈস্তীক্ষ্ণদীপ্যমানৈরিত্যর্থঃ. নকেবল" মরুদ্ভিরস্থাৎ প্রাতর্যাবাবৈ' দেবতাবিশেষাঃ তৈশ্চ 'অস্থাৎ' কিঞ্চ ত্বং 'দশসনিরসি' দশানাং সম্ভিক্তাসি অতঃ 'মা' মামপি 'দশসনিং কুরু' অহং 'ত্বা' ত্বাং 'আবিশামি' অর্থিত্বেনো-পগচ্ছামি অতস্ত্বমপি 'মা' মাং 'আবিশ' অভিমতফলদানেনাভিমুখোভব।

আদিত্য উদিত হইয়া তীক্ষ্ণ দীপ্তি মরুদ্‌গণের সহিত ও প্রাতর্যাবন্ নামক দেবতাদিগের সহিত স্থিতি করিতেছেন। হে আদিত্য! তুমি দশ সংখ্যায় বিভক্ত, অতএব আমাকেও দশ বিভক্ত কর; আমি তোমাতে প্রবেশ করি, তুমিও আমার অভিমুখ হও।

প্রজাপতির্ঋষিরাদিত্যোদেবতা আদিত্যোপস্থানে বিনিযোগঃ।

ওঁ উদ্যন্ ভ্রাজদৃষ্টিভিরিন্দ্রোমরুদ্ভিরস্থাৎ শাস্তপনেভিরস্থাৎ শতসনিরসি শতসনিং মাকুর্ব্বা ত্বা বিশাম্যা মা বিশ।

শান্তপনা দেবতাবিশেষাঃ।

আদিত্য উদিত হইয়া তীক্ষ্ণ দীপ্তি মরুদ্‌গণের সহিত ও শান্তপন নামক দেবতাদিগের সহিত স্থিতি করিতেছেন। হে আদিত্য! তুমি শত সংখ্যায় বিভক্ত, অতএব আমাকেও শত বিভক্ত কর; আমি তোমাতে প্রবেশ করি, তুমিও আমার অভিমুখ হও।

প্রজাপতির্ঋষিরাদিত্যোদেবতা আদিত্যোপস্থানে বিনিযোগঃ।

ওঁ উদ্যন্ ভ্রাজদৃষ্টিভিরিন্দ্রোমরুদ্ভিরস্থাৎ সায়ংযাবভিরস্থাৎ সহস্রসনিরসি সহস্রসনিং মাকুর্ব্বা ত্বা বিশাম্যা মা বিশ।

সায়ং যাবানো দেবতাবিশেষাঃ।

আদিত্য উদিত হইয়া তীক্ষ্ণ দীপ্তি মরুদ্‌গণের সহিত ও সায়ংযাবন্ নামক দেবতাদিগের সহিত স্থিতি করিতেছেন। হে আদিত্য! তুমি সহস্র সংখ্যায় বিভক্ত, অতএব আমাকেও সহস্র বিভক্ত কর; আমি তোমাতে প্রবেশ করি, তুমিও আমার অভিমুখ হও।

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দ আদিত্যোদেবতা আদিত্যোপস্থানে বিনিযোগঃ।

ওঁ চক্ষুরসি চক্ষুস্ত্বমসাব মে পাপ্মানং জহি সোমস্ত্বা রাজা অবতু নমস্তেঽস্তু মা মাহিংসীঃ।

হে সূর্য্য! ত্বং 'মে' মম 'পাপ্মানং' অনিষ্টং 'অব জহি' যঃ 'ত্বং' ত্রৈলোক্যস্য 'চক্ষুরসি' তথা লোকস্যাপি 'চক্ষুঃ' দর্শনশক্তিঃ ত্বং 'অসি' কিঞ্চ 'সোমঃ' ব্রাহ্মণানামোষধীনাঞ্চ 'রাজা' 'ত্বা' ত্বাং 'অবতু' দেবানামহং চন্দ্র ইতিকৃত্বা এবম্ভূতায় 'নমস্তেঽস্তু' 'মা' মাং 'মা হিংসীঃ'।

হে সূর্য্য! তুমি আমার পাপ নাশ কর, তুমি লোকের চক্ষু, তুমি ত্রৈলোক্যের চক্ষু. সোম রাজা তোমাকে রক্ষা করুন, তোমাকে নমস্কার, তুমি আমাকে হিংসা করিওনা।

১২। অনন্তর ব্রহ্মচারী এই মন্ত্র দ্বারা নিম্ন দিক দিয়া মেখলা মোচন করিবেন।

শুনঃশেপঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো বরুণো দেবতা মেখলামোচনে বিনিযোগঃ।

ওঁ উদুত্তমং বরুণপাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায় অথাদিত্যব্রতেবয়ং তবানাগসোঽদিতয়ে স্যাম।

হে 'বরুণ' 'অস্মৎ' সকাশাৎ 'উত্তমং' কণ্ঠাবস্থিতং 'পাশং' বন্ধনং 'উৎশ্রথায়' ঊর্দ্ধমুত্তারয় 'অধমং' পাদাবস্থিতং 'অবশ্রথায়' অধস্তাদবতারয় 'মধ্যমং' কটিদেশাবস্থিতং 'বিশ্রথায়' শিথিলী কুরু। অথ পাশমোক্ষানন্তরং হে 'আদিত্য' অদিতিপুত্র বরুণ 'তব ব্রতে' পরিচর্য্যালক্ষণে 'বয়ং' 'অনাগসঃ' অনপরাধাঃ 'স্যাম' ভবেম নকেবলং তব 'অদিতয়ে' অদিতেশ্চ ভক্তাস্তুঃ।

হে অরুণ! আমার কণ্ঠাবস্থিত পাশ অবতারণ কর ও পাদাবস্থিত পাশ অবতারণ কর এবং কটিদেশাবস্থিত পাশ শিথিল কর। হে আদিত্য! তোমার এবং তোমার মাতা অদিতির ব্রতে আমাদিগকে নিরপরাধী কর।

১৩। অনন্তর আচার্য্য বিল্ব দণ্ড অগ্নিতে নিক্ষেপ ও মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে হোম করত প্রকৃত কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক সর্ব্ব কর্ম্ম সাধারণ শাট্যায়ন হোমাদি বামদেব্য গানান্ত কর্ম্ম সমাপন করিবেন।

১৪। অনন্তর ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া শিখা ব্যতীত কেশ শ্মশ্রু নখাদি ছেদনের পর স্নান ও আহত বাসদ্বয় পরিধান পূর্ব্বক অলঙ্কার এবং যজ্ঞোপবীতদ্বয় ধারণ ও মস্তকে মালা বন্ধন করিবেক, যথা।

প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিশ্বেদেবা-দেবতা উপনয়নে যজ্ঞোপবীত দানে বিনিযোগঃ।

ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য ত্বোপবীতেনোপনেহ্যামি।

তুমি যজ্ঞোপবীত, যজ্ঞের উপবীত যে তুমি, তোমা দ্বারা উপনীত করি।

প্রজাপতির্ঋষিঃ শ্রীর্দেবতা স্রগ্বন্ধনে বিনিযোগঃ।

ওঁ শ্রীরসি ময়ি রমস্ব।

হে মালে যা ত্বং 'শ্রীরসি' সা ত্বং 'ময়ি' 'রমস্ব' অবস্থানং কুরু।

তুমি শ্রী, অতএব তুমি আমাতে অবস্থান কর।

১৫। এই মন্ত্র দ্বারা চর্ম্মপাদুকাদ্বয়ে পাদদ্বয় প্রদান করিবেক।

ওঁ নেত্র্যৌ স্থো নয়তং মাং।

হে উপানহৌ যতঃ যুবাং 'নেত্র্যৌ' নয়নশক্তিপ্রদে 'স্থঃ' ভবথঃ অতঃ 'মাং' 'নয়তং' ইষ্টপ্রাপ্তয়ে দেশান্তরং প্রাপয়তঃ।

হে চর্ম্মপাদুকাদ্বয়! যেহেতু তোমরা নয়ন শক্তিপ্রদ অতএব আমাকে ইষ্টদেশে লইয়া যাও।

১৬। অনন্তর ব্রহ্মচারী এই মন্ত্র দ্বারা স্বপ্রমাণ বৈণব দণ্ড গ্রহণ করিবেক।

প্রজাপতির্ঋষির্দণ্ডোদেবতা দণ্ডগ্রহণে বিনিযোগঃ।

ওঁ গন্ধর্ব্বোঽস্যুপ মামব।

হে দণ্ড! যতস্ত্বং 'গন্ধর্ব্বঃ' আদিত্যঃ 'অসি' রক্ষাকর্ত্তাসি অতঃ 'মা' মাং 'উপাব' উপ সমীপে রক্ষ।

হে দণ্ড! যেহেতু তুমি রক্ষাকর্ত্তা অতএব আমাকে রক্ষা কর।

১৭। অনন্তর কৃষ্ণসারাজিন সহিত যজ্ঞোপবীত পূর্ব্ববৎ পরিধান করিবেক।

১৮। পরে ব্রহ্মচারী আচার্য্যের নিকটে গিয়া এই মন্ত্র দ্বারা পার্শ্বদগণের সহিত আচার্য্যকে দর্শন করিবেক।

প্রজাপতির্ঋষিরাচার্য্যপরিষদো দেবতে আচার্য্যপরিষদীক্ষণে বিনিযোগঃ।

ওঁ যক্ষমিব চক্ষুষঃ প্রিয়োবোভূয়াসং।

হে আচার্য্যপরিষৎ! 'বঃ' যুষ্মাকং 'চক্ষুষঃ প্রিয়ঃ' অহং 'ভূয়াসং' কইব 'যক্ষমিব' যথা যক্ষো দর্শনীয়তয়া, সর্ব্বলোকস্য বল্লভস্তথাঽহমপি যুষ্মচ্চক্ষুষামিত্যর্থঃ।

হে আচার্য্য পরিষৎগণ! যক্ষের ন্যায় আমি তোমারদিগের চক্ষুর প্রিয় হই।

১৯। পরে ব্রহ্মচারী আচার্য্যের নিকটে গিয়া উপবেশন পূর্ব্বক প্রসারিত অঙ্গুলিযুক্ত দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করত প্রাণ বায়ু স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেক।

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপছন্দো জিহ্বা দেবতা মুখপ্রাণস্পর্শনে বিনিযোগঃ।

ওঁ ওষ্ঠাপিধানা নকুলী দন্তপরিমিতঃ পরি মাবিস্খলো বাচং চারু মাদ্যেহ বাদয়।

হে 'জিহ্বে' 'ইহ' শাস্ত্রতে কর্ম্মণি 'অদ্য' ত্বং 'মা বিস্খল' মাবিচলিষ্যসি 'উ' পাদপূরণে 'মা' মাং 'চারু' শোভনাং মুখশোভাস্ত্বথা 'বাচং' 'বাদয়' যতস্ত্বং 'ওষ্ঠাপিধানা' ওষ্ঠৌ

অপিধানমাবরণং যস্যাঃ সা তথা তথা 'নকুলী' ইব চঞ্চল-স্বভাবা তথা 'দন্তপরিমিতঃ' দন্তাবরণো বজ্রুইব ত্বং।

হে জিহ্বা! এই কর্ম্মে অদ্য তুমি বিচলিত হইওনা, আমাকে মনোহর বাক্য বলাও, যে হেতু ওষ্ঠ তোমার আচ্ছাদন ও নকুলীর ন্যায় তুমি চঞ্চল এবং দন্ত তোমার আবরণ।

২০। অনন্তর আচার্য্য অর্ঘ্য পাদ্যাদি দ্বারা ব্রহ্মচারীকে অর্চ্চনা করিবেন।

২১। পরে ব্রহ্মচারী গোযুগযুক্ত রথ সমীপে গিয়া পক্ষসী ও কুবর নামক রথের অবয়বদ্বয় স্পর্শ করত তিন পাদগমন পূর্ব্বক এই মন্ত্র দ্বারা রথে আরোহণ করিবেক।

প্রজাপতিঋষির্বিত্রিষ্টুপ্ছন্দো রথোদে-বতা রথারোহণে বিনিযোগঃ।

ওঁ বনস্পতে বীড়্বঙ্গোহি ভূয়াস্মৎসখা প্রতরণঃ সুবীরোগোভিঃ সন্নদ্ধোসি বীড়স্ব।

বনস্পতিবিকারত্বাৎ বনস্পতিশব্দেন রথএবোচ্যতে, হে 'বনস্পতে' রথ ত্বং 'বীড়্বঙ্গঃ' 'ভূযাঃ' বীড়ূনি দৃঢানি মহা-ভারসহানি অঙ্গানি চক্রকুবরপ্রভৃতীনি যস্য সতথা. তথা 'অস্মৎ সখা' অস্মাকং মিত্ররূপো ভূযাঃ. তথা 'প্রতরণঃ' প্রকর্ষেণ তরন্তি দুর্গানি যেন সতথ, 'সুবীরঃ' সুসারথিঃ তথা 'গোভিঃ' বৃষভৈঃ 'সন্নদ্ধোঽসি' সংযুক্তোসি যতস্ত-স্মেবং দৃঢ়ঃ অতোঽস্মান্ 'বীড়স্ব' দৃঢাবয়বান্ কুরু.

হে রথ! তুমি ভারসহ অঙ্গ সকল ধারণ করিয়াছ, তুমি আমার সখা, তুমি দুর্গম পথের উত্তরণকারী, তুমি উৎকৃষ্ট সারথিযুক্ত, এবং তুমি গোসংযুক্ত, অতএব তুমি আমাকে দৃঢ়াবয়ব কর।

২২। অনন্তর এই মন্ত্র দ্বারা চতুর্থ পাদ গমন পূর্ব্বক উপবেশন করিবেক।

ওঁ আস্থাতা তে জয়তু জেত্বানি।

'তে', তব 'আস্থাতা' আরোঢ়া 'জেত্বানি' শত্রুবৃন্দানি 'জয়তু'।

তোমাকে আরোহণ কারীরা শত্রুগণকে জয় করুক।

২৩। অনন্তর ব্রহ্মচারী পূর্ব্ব মুখে বা উত্তর মুখে রথ যানে গমন করিয়া দক্ষিণাভি মুখে আগমন পূর্ব্বক আচার্য্য নিকটে আসিবেন এবং আচার্য্যও পুনর্ব্বার অর্ঘ্য দান করিবেন। যদি পিতা আচার্য্য হয়েন তবে কর্ম্ম কারয়িতা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেন ইতি।

সমাবর্ত্তন কর্ম্ম সমাপ্ত।

ব্রাহ্মাবধূত শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ গিরি স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর অতীত হইল কানপুর নিবাসী লালা হাজারীলাল নামে একটী ব্রাহ্ম কলিকাতায় বাস করিতেন, তিনি অতি সচ্চরিত্র ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে কায়মনোবাক্যে যত্নবান্ ছিলেন, শেষাবস্থায় তিনি স্বদেশে গিয়া নানা স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, এবং তাঁহার আন্তরিক অগ্নিময় উপদেশে তৎকালে তথাকার অনেকেই ব্রাহ্মধর্ম্মে শ্রদ্ধান্বিত ও দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণ গিরি স্বামী নামে তাঁহার একটী এতদ্দেশীয় শিষ্য ব্রাহ্মাবধূত খ্যাতি ধারণ পূর্ব্বক অদ্যাপি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করত দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁহার যে ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা হইতে সংগ্রহ করিয়া ক্রমশ ইহা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিতেছি।

সম্বৎ ১৯১২

কুম্ভ মেলা দর্শনার্থ হরিদ্বার ক্ষেত্রে গমন করিলাম। দেখিলাম প্রায় তিন চারি কোটি লোক একত্রিত হইয়াছে। লোকে এই মেলাকে বিরাট রূপ কহিয়া থাকে। গঙ্গা ও ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান এই মেলার উদ্দেশ্য। পূর্ব্বকাল অবধি এই রূপ রীতি আছে যে গঙ্গাতে ব্রহ্মকুণ্ডের স্থানে প্রথমে সন্ন্যাসীরা স্নান করেন, সেই স্নানকে দেবস্নান কহে। তৎপরে রামাওৎ বৈরাগীরা স্নান করিয়া থাকেন। ইহাঁরদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় বস্ত্র ধারণ ও নখ কেশাদি ছেদন করেন না, উহাদিগকে দিগম্বর রামাওৎ বৈরাগী কহে। রামাওৎ বৈরাগীদিগের পর নিমাওৎ সম্প্রদায় স্নান করিতে পান। তৎপরে ক্রমান্বয়ে গৌড়িয় বৈষ্ণব, বাউল, কবীরপন্থী, দাদুপন্থী, নানকপন্থী ও গোরখপন্থী সম্প্রদায় স্নান করিয়া থাকেন। এই রূপ পূর্ব্বকালাবধি যে সম্প্রদায়ের পর যে সম্প্রদায়ের স্নান করিবার অধিকার আছে, কোন সম্প্রদায় তাহার অন্যথা করিলে মহাযুদ্ধ উপস্থিত হয়।

অতঃপর আমি কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম প্রভৃতি অন্যান্য তীর্থ ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলাম। হরিদ্বার হইতে দুই ক্রোশ অন্তরে কনখল তীর্থ। এই স্থান দক্ষপ্রজাপতির আলয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্থানে দক্ষযজ্ঞ হইয়াছিল। এই স্থানে দক্ষেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন; সকলে কহেন, এই শিব দক্ষপ্রজাপতি স্থাপন করিয়াছিলেন। হরিদ্বার হইতে পাঁচ ক্রোশ অন্তরে রাহুগ্রাম। এই স্থানে অষ্টাবক্র নামে এক নদ আছে। এই স্থানেই মহর্ষি অষ্টাবক্রের আশ্রম ছিল। তথা হইতে তিন ক্রোশ গমন করিয়া বীরভদ্র ভৈরব দেবের স্থানে উপনীত হইলাম। পরে তথা হইতে গমন পূর্ব্বক মুণ্ডমালিনী দেবীর স্থান, কোটি প্রয়াগ, কুব্জাম্র ও হৃষীকেশ নদ অতিক্রম করিয়া তপোবন ও রজ্জু নির্ম্মিত লক্ষ্মণঝোলা দর্শন করিলাম।

পরে ফুলড়ির চটি, হেমবতী নদী, বিজিনিয়া পর্ব্বতের চটি, কুণ্ডগ্রাম, বদীরগ্রাম, সোমেশ্বর মহাদেব, শিমল চটি, ব্যাসগঙ্গা, কাণ্ডি চটি, লিঙ্গভদ্রা নদী, ইন্দ্রপ্রয়াগ, ও ময়াসু অতিক্রম করিয়া দেব প্রয়াগে উপনীত হইলাম। অষ্টাবক্রের আশ্রম হইতে এই স্থানে আসিতে প্রায় তেত্রিশ ক্রোশ পথ চলিতে হইয়াছিল। এই দেব প্রয়াগ গঙ্গা ও অলখনন্দা নদীর সঙ্গম স্থান। ইহার জলে বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য আছে। ইহার তীরে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। দেব প্রয়াগেও একটি ঝোলা দৃষ্টি গোচর হইল। এই স্থানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতিতে প্রায় তিন শত ঘর প্রজার বসতি আছে। ব্রাহ্মণেরা বদরিনাথ ও কেদারনাথের পাণ্ডা। তথা হইতে রামচন্দ্রের গ্রাম, চণ্ডী দেবীর স্থান, নরসিংহ কোলা, নরাগ্রাম ও অন্যান্য স্থান অতিক্রম করিয়া প্রায় উনিশ ক্রোশ গমন করিলে টিড়ি রাজধানী প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই টিড়ির অধিপতি মহারাজ সুদর্শন সাহা। সূর্য্যবংশীয় রাজারা সাহা ও চন্দ্রবংশীয় রাজারা চন্দ্র উপাধি পাইতেন। তদনুসারে মহারাজ সুদর্শন, সাহা উপাধি ধারণ করেন। হিন্দুজাতীয় সমুদায় রাজা ও প্রজা ইহাঁকে অত্যন্ত সমাদর করেন। ইনি বদরিনাথ, কেদারনাথ, উগ্রকালী, গুপ্ত কাশী, গঙ্গোত্তীর, যজ্ঞোত্তীর প্রভৃতি তীর্থ সমুদয়ের রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাঁহারা বদরিকাশ্রম প্রভৃতি তীর্থ সকল দর্শন করিতে যান, তাঁহাদিগকে প্রথমে ইহাঁকে দর্শন ও ইহাঁর অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। লোকে ইহাঁর রাজাসনকে কেদারনাথের গদি বলিয়া থাকে। চল্লিশ বৎসর হইল এই স্থানে রাজধানী হইয়াছে। ইতি পূর্ব্বে শ্রীনগর ইহাঁর রাজধানী ছিল। নেপালাধিপতি শ্রীনগর আক্রমণ করিয়া ইহাঁকে পরাজয় করিয়াছিলেন, পরে যৎকিঞ্চিৎ রাজত্ব প্রত্যর্পণ করিয়া ইহাঁকে শ্রীনগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক টিড়িতে রাজধানী করিতে বলেন। তদবধি এই স্থানেই রাজধানী হইয়াছে। এক্ষণে ইহাঁর এক লক্ষের অধিক আয় নাই। ইহাঁর ঔরসে রাজ্ঞীর গর্ভে একটি মাত্র সন্তান জন্মিয়াছিল, কিন্তু পুরোহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দুগ্ধের সহিত বিষ পান করাইয়া তাঁহাকে হত্যা করে। দাসীর গর্ভে রাজার আর দুই পুত্র জন্মে। এক্ষণে তাঁহারাই রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা সাহা উপাধি পান নাই, সিংহ উপাধিতে আহূত হইয়া থাকেন। টিড়ির অনতি দূরে গঙ্গার সহিত অলখনন্দার যে সংযোগ হইয়াছে, তাঁহাকে গণেশ প্রয়াগ কহে। টিড়ি হইতে পশ্চিমাভিমুখে যে পথ গিয়াছে, তাহা দ্বারা ডেহেরাছনে উপনীত হওয়া যায়।

বদরিকাশ্রম ও কেদারনাথ দর্শন করিয়া গঙ্গোত্তীর তীর্থে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। টিড়ি হইতে দুই ক্রোশ যাইয়া আঠুআর প্রাপ্ত হইলাম। দেখিলাম স্থানে স্থানে পর্ণ কুটীর নির্ম্মিত রহিয়াছে এবং সেবাশ্রম স্বামী ও বাঙ্গালী স্বামী প্রভৃতি সাধুজনেরা তপস্যা করিতেছেন। পরে তথা হইতে দুই ক্রোশ অন্তরে যেয়ালী গ্রামে উপনীত হইলাম, তথায় কেশবাশ্রম গোস্বামী অবস্থান করেন। তথা হইতে প্রায় উনিশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া উত্তর কাশীতে উপনীত হইলাম। উত্তর কাশীকে সোমকাশীও বলিয়া থাকে। এই রূপ প্রবাদ আছে যে, মহাদেব গঙ্গার সহিত অসি সঙ্গম ও বরুণা সঙ্গমের মধ্যবর্ত্তী পঞ্চ ক্রোশ পরিমিত স্থানে বারাণসী পুরী নির্ম্মাণ করেন। তথায় মণিকর্ণিকার ঘাট এবং বিশ্বেশ্বর ও কাল ভৈরব প্রভৃতি অনেক দেব প্রতিমা দৃষ্টি গোচর হইল। অন্নপূর্ণার গৃহে নারিকেল বৃক্ষের ন্যায় স্থূল ও বিংশতি হস্ত দীর্ঘ একটী ত্রিশূল আছে। সেই ত্রিশূলের উপর কতকগুলি অক্ষর খোদিত আছে; এক্ষণে তাহা পাঠ করা যায় না। সচরাচর লোকে উহাকে দেবাক্ষর বলিয়া থাকে। এই কাশীতে সর্ব্বশুদ্ধ দশ পনর ঘর লোকের বাস। গঙ্গার অপর পারে আর এক খানি গ্রাম আছে, তাহাতে বিশ বাইশ ঘর লোকের বসতি। কাশী হইতে উক্ত গ্রামে যাইবার নিমিত্ত একটি রজ্জু নির্ম্মিত ঝোলা আছে। সাধুগণ কাশীতে ও নানকপন্থী উদাসী প্রভৃতিরা অপর পারে অবস্থিতি করেন। উত্তর কাশী হইতে পুনরায় উত্তর মুখে গমন করিতে লাগিলাম। যে স্থানে গঙ্গার সহিত অসী নদীর যোগ হইয়াছে, সেই স্থান হইতে এক ক্রোশ গমন করিয়া দেতানা গ্রামে উপনীত হইলাম।

THE TRUE CHARACTER OF THE ADI BRAHMO SAMAJ.

Many mistake the character of the Adi Brahmo Samaj. Some call it a conservative Brahmo Samaj and others a progressive Brahmo Samaj, but it is neither a conservative Brahmo Samaj nor a progressive Brahmo Samaj; it is simply a Brahmo Samaj, that is, a Samaj established for the worship of Brahma or the One True God, leaving matters of social reformation to the judgment of its individual members or of any body or bodies of themselves organized by its members for the purpose of carrying out any social reform into effect. There are members of the Adi Brahmo Samaj who have taken a prominent part in social reformation as well as such as have not done so. Both kinds of members have equal religious rights in the Samaj and both are objects of its parental love. The Adi Brahmo Samaj is neither a conservative nor a radical, but a *religious*, association. It extends its religious sympathy to all persons who believe in Brahma or the One True God

whatever may be their opinions on social questions provided they hold no opinions or perform any practices contrary to the fundamental principles of Brahmoism as contained in the Brahmo Dharma Vija·

It is also believed by many people that the members of the Adi Samaj possess no catholicity of feeling. It is, for instance, alleged that they refuse to accept the truths contained in the scriptures of other nations. This impression is without any foundation. The sermons and discourses, written by the principal members of the Adi Somaj, testify that they *do* accept the truths contained in the religious scriptures of other nations but they communicate a national form to what they receive in this way so as not to interfere with the Hindu aspect of the Somaj. Altho' they believe that their own Shastras contain every thing to satisfy their spiritual requirements, they are of opinion that, as there are various modes of presenting religious and moral truth, and as variety is required for purposes of religious instruction and delectation, the scriptures of other nations are deserving of careful study and the beauties of those writings of transfusion into their own but after casting them in national moulds of thought and dressing them in national imagery and figures so as to make them be better understood and appreciated by their own countrymen.

It is also believed by many people that the Adi Somaj has no sympathy with the Theists of other nations. This impression is asmuch without foundation as the one mentioned above. The writer of the Lecture in Reply to the Query "What is Brahmoism," published in the columns of this journal, sent copies of it though one of his friends in England to Professor Newman and Revd. Voysey. Mr. Voysey, in reply to the letter of that friend, says: "I have had unalloyed pleasure in reading this beautiful lecture by Baboo——. It is however too long and I have remarked too many passages in it to be able to write as I could wish about it. I only wish I have time to tell you all I feel. It is magnificently true and wise. I cannot bear to think of there being any rivalry or difference between the author and Chunder Sen. What he says at the end about the mode of presenting Brahmoism seems as if written for me. It is one long justification of my own course and of my most recent efforts to gather in the people who have belonged to my old church." I noticed one point of misapprehension on his part which I think ought to be pointed out. The expression "Father in Heaven" on *our* lips does not in the least mean a localized, much less an absent God. At the same time the disuse of that expression would not make any difference to those ignorant persons whose conceptions of God are gross and material." Mr. Newman says: "I can truly say the sentiments and the tone of the pamphlet all through are highly refreshing, highly encouraging and that the writer has my warmest sympathy." The writer of the above Lecture sent two prayers of his own composition enclosed in a long letter to Miss Cobbe, thanking her for her kind present to him of a copy of her collection of Theistic prayers titled "Alone to the Alone." One of these two prayers was published in the issue of this journal for Bhadra last. Miss Cobbe, in her reply, said, "I thank you heartily, Dear Sir, for the beautiful prayers which you enclose in your letter and which it would give me great pleasure to print in the second edition of my work, should one be called for." We shall perhaps on a future occasion pub-

lish the whole correspondence on the subject From the above facts, it will be evident to our readers that the members of the Adi Somaj are not backward in sympathizing with, and encouraging, the Theists of other nations and receiving similar encouragement from them in return in a respectful spirit.

Another impression also prevails in the public mind regarding the character of the Adi Samaj which is as much without foundation as those mentioned above. It is this that the Samaj is averse to the propagation of Brahmoism among the followers of other religions than Hinduism. Though the principal attention of the Adi Samaj is directed to the Hindu community, it is not backward in carrying on in its own way the sort of propagation alluded to above. As a proof of this, it may be stated that certain members of the Sat Sabha of Lahore, an association allied to the Adi Brahmo Samaj, have caused the Lecture mentioned above to be translated into Urdu by a Mahommedan friend of theirs. This translation has caused no small sensation among the Mahomedans of that city. The writer of the Lecture himself intends to publish soon a book to be called "The Hindu Theist's Brotherly Hints to English Theists" in which, among other hints to the latter, he shall give some about the necessity of their compiling a Book of Theistic Texts extracted from the Christian Scriptures, furnishing them with selections from the Bible by way of specimen how such texts are to be compiled.

THE CIVIL MARRIAGE BILL.

In July 1861, Baboo Debendranath Tagore, the venerable Chief Minister of the Brahmo Samaj, married his second daughter according to Brahmic rites. This was the first instance of Brahmo marriage in the country. It was solemnized according to the form laid down in the Anusthan Paddhati or the ritual of the Adi Brahmo Somaj. Among the forms of marriage prevalent among the Brahmo community, those, celebrated according to this form, can strictly be called *Brahmo* marriages. As the word Brahmo means the worshipper of *Brahma* or the One True God, the supreme deity of the Hindus, or, in other words, a Hindu Theist, such marriages only can be properly called Brahmo marriages, being Theistic in spirit but Hindu in aspect, retaining as much of the old form as could be kept consistently with the dictates of conscience but not totally excluding a new element in the shape of additional prayers. The orthodox community recognized such marriages and considered them to be valid, nay, more valid than certain other kinds of heterodox marriage celebrated with idolatrous rites. Before the breach in the Brahmo Samaj took place in February 1865, several marriages were celebrated according to this form. After the occurence of the schism above alluded to, Baboo Kesubchunder Sen introduced a new form of marriage among the Brahmo community, very widely removed from national usage. Doubts arose, and very properly they could arise, in his mind about the validity of the new form of marriage. These doubts were confirmed by the opinion of Mr. Cowie, the then Advocate General, who declared Brahmo marriages to be illegal in proportion to their departure from orthodox rites. This may fairly be considered to be the drift of his opinion on the subject. The statement, furnished by Baboo Kesubchunder Sen to Mr. Cowie on which the

latter delivered his opinion, has not hitherto seen the light. It is to be apprehended that Baboo Kesubchunder Sen did not, in that statement, furnish the Advocate General with the information that the rites, deemed essentially necessary by orthodox Hindus to constitute marriage, have been preserved in what could be properly called Brahmo marriages The doubts alluded to above arising in his mind, Baboo Kesubchunder Sen called a meeting of the Brahmo Samaj to which all Brahmos were not invited. Baboos Debendranath Tagore, Kesubchunder Sen, Doorgamohun Doss and some other gentlemen were appointed at that meeting as a committee to determine the propriety of applying to Government for a legislative enactment on the subject of Brahmo marriages. Baboo Debendranath declined to act on such committee, thinking the meeting as not properly representing the Brahmo community. At the next meeting of the so-called Brahmo Samaj on the subject, the report of the committee was read. It appeared that the members of the committee differed very much from each other in their opinion about the propriety of applying to Government for a legislative enactment. It was at last resolved that no proposition be made to Government without inviting the opinion of the Brahmo public at large on the subject. Baboo Kesubchunder did not, however, act according to this resolution, but individually submitted a memorial to Government as the self-styled representative of the Brahmo community for a Brahma marriage law. Mr. Henry Sumner Maine, the then Legislative Member of the Imperial Council, believing such a measure to be necessary for not only Brahmos but an increasing class of educated natives who were unwilling to contract marriages according to the old idolatrous form, introduced into the Imperial Legislative Council in September 1868 a Bill entitled "A Bill to legalize marriages between persons not professing the Christian Religion and objecting to marry according to the orthodox rites of any of the existing religions of India" but this bill called forth a most violent opposition, all the native journals of the country denouncing it in unmeasured terms. The Adi Brahmo Samaj also submitted a petition to Government representing that, as the principal intention of Government in passing the bill was to give relief to Brahmos, they need not pass it at all, as the Hindu Shastras and the general usage of the country, especially that prevailing among heterodox Hindu sects, gave sufficient sanction to Brahmo marriages They also, as members of the general Indian community, felt it their duty to point out in their petition the evil consequences that would result to the community at large from the passing of the Bill The Imperial Government took the views of all the Local Governments on the subject, but they one and all gave their opinion that the passing of the bill would cause great dissatisfaction among all classes of the community. It was then expected that the measure would be at once dropped and no law passed at all on the subject, when, on the 29th March 1871, the members of the Adi Brahmo Samaj came suddenly to know that the name of the said bill has been altered to "A Bill to legalize marriages between the members of the sect called the Brahma Samaj" and that it would be passed into law the next day. Now as the passing of the bill in the new form would have separated the Brahmo Samaj from the Hindu community, converting it into a *sect* totally estranged from that community

and exercising no influence upon it, in short as the members of the Adi Brahmo Samaj were not willing to be, what a journal of England, which correctly understood its position, very properly termed, "ticketted" as Brahmos, and as they thought that the passing of the new bill would disturb the course of reformatory action which they have long been pursuing and which they emphatically thought to be most conducive to the success of the cause of religious and social reformation in the country, they at once sent a deputation on the morning of the day on which the bill was to be passed to wait upon the Honble Mr. Stephen and state to him their objections against the measure. Mr. Stephen, after being acquainted with those objections, found good reason to postpone the passing of the bill till July next at Simla. In that month the same deputation proceeded to Simla from Calcutta and presented to Mr Stephen the following memorial of the members of the Adi Brahmo Samaj against the bill.

To

HIS EXCELLENCY THE VICEROY AND GOVERNOR-GENERAL OF INDIA IN COUNCIL FOR MAKING LAWS AND REGULATIONS

THE HUMBLE MEMORIAL OF THE MEMBERS OF THE BRAHMO SOMAJ.

Most respectfully showeth

THAT your memorialists have felt deep concern, and not a little alarm, at the introduction of the Bill into your Excellency's Council, entitled a Bill, to legalise marriages between the Members of the Brahmo Somaj.

That the Bill as framed is objectionable on the following grounds :—

It is intrusive in its character.

First.—That its application extends to the whole body of Brahmos, notwithstanding that the major part of the Brahmo Somaj* do not feel the necessity of such an enactment, nor have they applied for any legislation on the subject of Brahmo marriage.

* The statement made to the effect, that a law legalising Brahmo marriages is wanted by the Brahmo community at large, is not correct, nor does Baboo Kesub Chunder Sen represent the whole Brahmo community, and that with the exception of those who have applied for a law on the subject, the major portion of the Brahmo community are totally opposed to any legislative interference in the matter in question

That a few years ago, Baboo Kesub Chunder Sen, one of the members of the Brahmo Somaj, having attempted to introduce into the Somaj, doctrines and principles foreign to it, the result was, that a schism took place amongst the Brahmos, and Baboo Kesub Chunder Sen, and a few of his friends and followers, established a separate Somaj under the name of the "Brahmo Somaj of India."

That considering the scope and tendency of the opinions, entertained by Baboo Kesub Chunder Sen, and his followers, your Memorialists are inclined to dispute the right of these Brahmos, to make any representation on behalf of the whole Brahmo community Your Memorialists regret, that the Legislature has moved itself on the present question on their representation only, and are contemplating to pass a law not wanted by the majority of the Brahmos, who, like other bodies of Hindoo dissenters, do not require any legislative interference in the matter *

Secondly.—That the promulgation of a new law on marriage, prescribing a particular form, necessarily pre-supposes a sort of legislative sanction to the invalidity of the form of marriage as obtains at present among the Brahmos, inasmuch as the Bill is denominated "an act to legalise marriages between the members of the Brahmo Samaj sect." Thus the Bill, though through the whole tenor of it underlies an assumption of its being an optional and protective enactment, becomes

aggressive with respect to the position of those Brahmos, who would continue to be married according to the rites and ceremonies as at present obtain among them, irrespective of those forms which the legislature by this law would impose.

Thirdly.—That the operation of such a law, if passed, will tend to separate and dissociate the Brahmos from the general body of Hindoos of whom they now form an integral part. It was never the object of the Brahmo Samaj, to bring about such a state of things, which will only injure their cause, their object being to reform the Hindoo Community by means of agencies and instruments growing from within. The passing of the Bill would, it is apprehended, lessen their influence over their countrymen by the dissociation above alluded to, and seriously injure the cause of religious reformation in India.

It interferes with their existing social usages

First.—That according to the immemorial usage of Hindoo Society, the changes that have been from time to time adopted by the community, have been so done according to the wishes and opinions of the leading members thereof, followed by the general community, and that your memorialists are of opinion, that the interference of the Legislature, in respect to social usages, is not at all necessary. That your memorialists beg to submit, that by forcing a law of the kind now under contemplation upon the Brahmo Somaj at large, contrary to the wishes of the major part of it, would be impolitic. It would cause a great deal of heart-burning among its members, as also render their position anomalous by the social disturbances which it will give rise to.

Secondly.—That, considering the numerical strength of the Brahmo Somaj, the Bill, if passed, will tend to demoralise the Brahmo Community, at present comparatively few in number, by separating it from the general body of Hindoos, a result which the Legislature will never desire to bring about.

Thirdly.—That, considering the general aspect and the history of Hindoo Society, it will be observed, that numerous sects, differing materially in their doctrines from the existing orthodox creed, have grown up from time to time, and are still springing up, the legality of whose social practices and ceremonies has never been questioned by law, though such practices are not in exact consonance to the usages enjoined by the Shasters, and the same principle holds good in the case of the Brahmo Somaj whose form of marriage does not differ so widely from the orthodox form as those of some heterodox Hindu sects.

Fourthly.—That the form of registration of marriages prescribed in the Bill, reducing it to a mere civil contract, and not making it obligatory on the parties to the marriage to go through any religious ceremony, is extremely revolting to the feelings and ideas of members of the Brahmo Samaj, and it will be hard for them deeply impressed as they are with the sacred and religious character of marriage, to reconcile themselves to the forms and practices, enjoined in the proposed law.

Fifthly.—That the provision, with respect to the age of the parties contracting Brahmo Marriages, is quite inconsonant to the usages of the country. Your Memorialists also beg to submit for your Excellency's consideration in Council that the marriageable age of native girls in India is considered to be below 14 years.

Sixthly—That the provision, with regard to bigamy, is uncalled for, and in many instances will operate injuriously. For in the first place, bigamy and polygamy as parts of Hindu social economy, are gradually and rapidly dying out at the advance of education and enlightenment. The Brahmo Somaj, as the advanced section of the Hindu community, has all along denounced and discountenanced the custom. They are happy to see the same practice now denounced by the Sanatan Dharma Rakkhini Shabha, the exponent of the orthodox

Hindu Community. They do not therefore stand in need of any law for putting down bigamy amongst them. Their own practices and public opinion would, your Memorialists believe, be a sufficient safe-guard against the evil sought to be prevented by the provisior above alluded to.

It is unnecessary.

First.—That according to the fundamental principles of Brahmo Samaj, the word Brahmo has a very wide signification, and hence the difficulty felt by experienced gentlemen like Mr. Maine in defining the term, as will be perceived on a reference to his speech on the occasion of the Native Marriage Bill. It, in fact, includes all men who believe in the essential doctrines of the Brahmo Somaj, namely, the Existence and the Infinite Perfections of the One True God, the duty of worshipping Him in spirit, and doing the works He loves, and the existence of a Future State—articles of faith, in which the undersigned believe, and which they try to the best of their to power to act up to.

Secondly.—That not only Brahmos, but men of other sects and denominations such as the members of the Prarthana Somaj in Bombay, and the Theists of England, and America, whose social customs and manners differ widely from their brethren in Bengal, may come within the definition aforesaid. In social matters therefore the Brahmo Somaj does not consider it essential that its members should renounce the usages and customs of the societies to which they respectively belong, so far as those usages and customs do not militate against the fundamental principles above set forth. That with respect to marriage, the Brahmo Somaj of Bengal has retained the Hindu ceremonies, leaving left out those portions only, which are objectionable on the ground of being idolatrous, and which, your Memorialists have reason to beleieve, are not essential elements of a valid Hindu Marriage.

Thirdly.—That this form of marriage was adopted by the general body of brahmos, without any opposition, and has prevailed since its adoption among the members of the Brahmo Somaj.

Fourthly. That the opinion of the Advocate-General, cited by the Hon'ble Mover of the Bill, is not applicable to their case. It simply says, that marriages, not contracted according to forms not prescribed by Hindoo Law, are invalid.

The Bill being passed into Law, will give rise to much complication—and will only add new difficulties.

First.—That the application of the law, if passed, would be a matter of considerable difficulty, and will give rise to much complication, inasmuch as the Brahmos, as a body, do not constitute a sect separate from the Hindoo Community, in a social point of view.

Secondly. That your Memorialists labor under the serious apprenension, that the passing of the proposed law will lead to serious complications with regard to questions of succession and inheritance amongst the descendants of those who would avail themselves of the provisions of the proposed enactment to marry out of the pale of the present Hindoo Society. For instance, supposing a Hindoo, who has become a Brahmo, should marrry the daughter of a Christian convert or a Mahomedan girl, according to the form prescribed in the proposed Bill, there is nothing in the law as it at present stands, to regulate the succession of the children of such a marriage, to the property left either by the father or the mother.

The Bill is not wanted by the Brahmo Community.

That your Memorialists in conclusion, beg respectfully to represent, that the law in question is not wanted by the Brahmo Community at large, since Brahmo marriages may be contracted, as have hitherto been done, irrespective of any legislation on the subject, according to the rites and ceremonies prescribed by the Adi Brahmo Somaj, which are quite in consonance to the siprit of the usages and customs obtaining among the Hindoos, bereft of the idolatrous practices observed by the orthodox Hindoo Community.

And your Memorialists under the circumstances above represented respectfully pray, that your Excellency in Council will be pleased to take their representation into consideration, and act according to your Excellency's best judgment in the matter, involving as it does your Memorialists' dearest and most sacred concerns in this life.

The presentation of the above memorial caused a further postponement of the bill till the return of the Imperial Legislative Council to Calcutta in December next. In the meantime, the greatest agitation prevailed among the native community on the subject of the bill. It was fully criticized in all the public journals and arguments for and against the bill were advanced by the two contending Brahmo parties who discussed the subject with the usual bitterness natural to men, fighting with each other for vital interests put to stake. We heartily wish that the controversy were carried on with a certain degree of moderation befitting the religious character of the bodies by whom it was conducted. The foulest aspersions were cast on the Adi Brahmo Samaj regarding the way in which its members obtained signatures to their petition against the bill but these aspersions were treated by the Samaj with the contempt they deserved. It was alleged that the Adi Samaj got signatures to its petition of others than Brahmos quite unacquainted with its contents, but as the petition which was in English was termed: "The Petition of the Members of the Brahma Samaj," those, who understood English, could not mistake which kind of men were to sign it. A purport of the petition in Bengalee was also annexed to each copy of it for the information of those who were unacquainted with English. It was also alleged that signatures were taken of persons who were idolatrous Hindus and not Brahmos but we ask that, when the majority of the members of every Brahmo Samaj *without any exception* are Brahmos in opinion but idolatrous Hindus in practice, how could distinction be made between such Hindus and Brahmos in the matter? One of the ministers of the Adi Somaj fully exposed the falsehood of the statements made by the opposite party regarding his proceedings at Benares where he was deputed by the Samaj to take the opinion of the pundits of that place regarding the validity of Brahmo marriages. It was, for instance, alleged that the Rajah of Benares excommunicated the pundits who gave their opinion in favor of the Adi Somaj whereas no such thing took place. The secretary of the Rajah's Dharma Sabha himself contradicted the statement and declared it to be utterly false. Most of the pundits of Benares, as well as of some celebrated seats of Sanskrit learning situated near Calcutta, gave their opinion that marriages, celebrated according to the form of the Adi Brahma Samaj, were valid according to the Hindu Shastras. These opinions have been published in a previous number of this journal. The reader is also referred to Pundit Anandachandra Vedantabagish's pamphlet on the subject, in which he succesfully proves the validity of Brahma marriage according to the Hindu Shastras. He therein satisfactorily proves that the mere gift and acceptance of the bride constitute a Hindu marriage. His opinion is confirmed by the orthodox Hindus of Madras, the most conservative part of India, who, at a meeting recently held by them against the Civil Marriage Bill, declared that ceremonial observances form no essential part of Hindu marriages and also by the *Native Public Opinion* of Bombay who states in one number of his journal that *Kushandika* was unknown in his part of the country. As the Adi Somaj based its opposition on the ground that the bill, if passed, will separate its members from the Hindu community, the subject, whether Brahmos are Hindus or not, was discussed by the two opposing parties, the Adi Samaj maintaining that, though Brahmoism is the universal religion, it is the same with true Hinduism which is nothing but the worship of Brahma and that Brahmos are consequently Hindus, and the Samaj of India that, as Brahmoism was an entirely new religion, Brahmos cannot properly call themselves Hindus. When the Council returned to Calcutta in December next, Mr. Stephen availed himself of the abovementioned declaration of the two parties, and seeing his path clear, as one of them renounced the name of Hindu, framed a general civil marriage bill for the relief of all persons who declared that they did not belong to any of the existing religions of India. This bill would have been passed at once in March last, but for the opposition of Mr. Inglis and some other members of Council who

urged that, as Englishmen are quite unacquainted with the internal structure of native society, it would be proper in a matter like the present, bearing upon the most important concerns of native social economy, to invite native public opinion upon the subject before passing the bill into law. The bill was therefore postponed for a month. In March 1872, it was finally taken into consideration by the Council. The opposition members proposed to change the designation of the bill and make it applicable to "certain" Brahmos but their proposition was rejected and the law was passed by a majority of two.

The Adi Brahmo Somaj has good reasons for congratulation for the passing of the Civil Marriage Bill. Had the law been passed in the name of the Brahmo Somaj, it would have identified the Adi Somaj with a section of the Brahmo community whose course of reformatory action is different from that of its members and would have nullified its endeavors in the cause of reformation for the last forty-two years by interfering with that healthy, national, independent religious and social progress which it has been the constant aim of the Adi Samaj to promote and foster to the best of its power. It has therefore good cause to rejoice that the former bill has not been passed into law. The present law has moreover left it unhampered by any legislative enactment to pursue that course of action which experience has proved to be most conducive to the success of the cause of reformation in the country. Another advantage, and that not the least, which it has gained from the agitation, is that marriages, solemnized according to the form of the Adi Brahmo Samaj, have been declared to be valid by no less a legal authority than the Honble Mr. Stephen in his speech in the Legislative Council and by no less a Sanskrit scholar than Professor Max Muller of Oxford in his letter published in a former number of this journal if we leave out of consideration what should be of the greatest weight with the tribunals of the country in questions of Hindoo marriage, the opinion of a large body of learned Pundits and the inhabitants of the most conservative parts of India.

ব্রাহ্মধর্ম্মবোধিনী সভা।

২৬ চৈত্র ; ৭৯৩ শক।

অদ্যকার অধিবেসনে নিম্ন লিখিত বিষয় সকল অবধারিত হইল।

১। সভার অধিবেসন প্রতি মাসে না হইয়া এখন অবধি দুই মাস অন্তর হইবে। আগামী অধিবেসন আগামী আষাঢ় মাসের শেষ রবিবার অপরাহ্ণ ৫টার সময় হইবে।

২। সভার বিবেচনায় ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদিত হওয়া আবশ্যক স্থির হওয়াতে ঐ গ্রন্থ অনুবাদের ভার শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হইল।

৩। শেষ অধিবেসনে ইহা স্থিরীকৃত হয় যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ হিন্দী ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রচলিত ভাষায় অনুবাদিত হইবে, এবিষয়ে লাহোরের সৎসভা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা জানিতে সম্পাদককে অনুরোধ করা গেল।

৪। সামান্য লোকদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার বিশিষ্ট উপায় কি কি তাহা অবধারণ জন্য সভাপতি, সম্পাদকদ্বয় ও তেলাণ্ডনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বিশ্বেশ্বর ঘোষ মহাশয় কমিটী স্বরূপ নিযুক্ত হইলেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।
শ্রীনবগোপাল মিত্র।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৭ জ্যৈষ্ঠ রবিবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

ব্রাহ্মধর্ম্মবোধিনী সভার অধীনস্থ ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রতি মাসের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রবিবারে উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। দ্বিতীয় রবিবারে শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়, তৃতীয় রবিবারে শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াসী মহাশয় ও চতুর্থ রবিবারে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় উপদেশ দিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ধর্ম্ম বিজ্ঞান বিষয়ে, শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াসী মহাশয় ধর্ম্ম নীতি বিষয়ে ও শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় বেদান্ত ও অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্র বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন। প্রাতে ৬॥০ ঘটিকার সময় বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়া থাকে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।
শ্রীনবগোপাল মিত্র।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাশুল বার্ষিক ছয় আনা।
সম্বৎ ১৯২৮। কলিগতাব্দ ৪৯৭৩। ১ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।

Registered No 2

অষ্টম কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
আষাঢ় ১৭৯৪ শক
৩৪৩ সংখ্যা। ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৩

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।
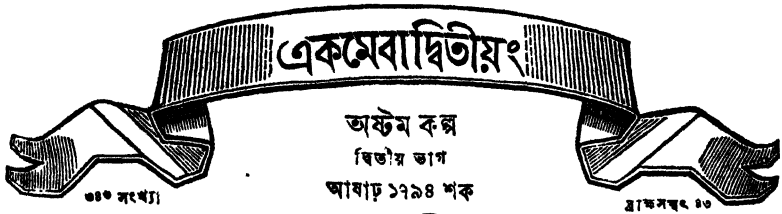
নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজের প্রথম বক্তৃতা।

১ বৈশাখ ১৭৯৪ শক।

অদ্যকার প্রাতঃসমীরণ—অদ্যকার তরুণ বিভাকর—সকলেই আমাদিগকে যাহা বলিয়া দিতেছে, কি রূপে তাহার অপহ্নব করিব? আজি কেহ না বলিয়া দিলেও কেবল এই দিবাকরের ভাব দেখিয়াই বলিব যে গত বৎসর যে সময়ে আমরা নব বর্ষোপলক্ষে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছিলাম—আজি সেই সময়েই আমরা উপনীত হইয়াছি। বসন্তকাল পশ্চাতে, বর্ষা ঋতু পুরোভাগে, এই মধ্য সময়ের এক দিন আমরা বৎসরের আরম্ভ কাল গণনা করিয়া থাকি। সেই উভয় ঋতুর লক্ষণ-সমন্বিত সেই সময় উপস্থিত। গত বৎসর পৃথিবী এই সময়ে আকাশের যে অংশে ছিল, অদ্য আবার আকাশের সেই অংশে আসিয়াছে কি না, তাহা গণনা করিবার আমাদের তত প্রয়োজন নাই—কেবল পৃথিবীকে লইয়াই আমাদের চিন্তা ভাবনা অদ্য ক্রীড়া করিতেছে। এক বৎসরের পর আবার আমাদের চতুর্দ্দিকে বৃক্ষে পল্লবে গগনে প্রাঙ্গনে প্রকৃতি সতী নব বর্ষের বিচিত্র বেশ ভূষা পরিধান পূর্ব্বক দেখা দিয়েছেন। কোন্ চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি আজি ইহা দর্শন করিয়া এই নব বর্ষের প্রেরয়িতা ঈশ্বরকে স্মরণ না করিয়া থাকিতে পারে?

আজি বৃক্ষের পল্লব, পুষ্পের সুগন্ধ, পক্ষীর সুস্বর এই সমস্ত প্রকৃতির পূজোপহার হইয়া ঈশ্বর সমীপে উপনীত হইতেছে, মনুষ্যের নিকট হইতে কি প্রকার পূজা ঈশ্বরের নিকট সমাহৃত হইবে? হে মানব! ঈশ্বর-উদ্দেশে তোমার দেয় অদেয় বিবেচনা করিবার কিছুই নাই। তোমার এই সম্বৎসরের—এই সমস্ত গত জীবনের উপার্জ্জিত সার সম্পৎ যাহা কিছু আছে—তোমার বলিয়া যাহা তুমি জান—সে সকলই তুমি সেই ঈশ্বর-হস্তে বিসর্জ্জন কর। জড় জগতে—উদ্ভিদ শরীরে নূতন বৎসরের যে সকল চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তোমার আত্মাও সেই চিহ্ন ধারণ করুক। ঈশ্বর তোমার শূন্য হস্তকে পূর্ণ করিয়াছেন, আবার তুমি তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিয়া শূন্যহস্ত হও—আবার তাহা পূর্ণ হইতে থাকিবে।

বৃক্ষ পল্লব ও পশু পক্ষীর সহিত নববর্ষের যে রূপ সম্বন্ধ, আত্মার সহিত ইহার সম্বন্ধ সেরূপ নহে। জীবিতবান্ আত্মবান্ জীবের সহিত কালের যেরূপ যোগ, জড় পদার্থের সহিত তাহার সেরূপ যোগ কখনই সম্ভবপর নহে। এই যে আমরা এক একটী বৎসর গণনা করিয়া থাকি, ইহার সহিত আমাদের ভাবের ও অবস্থার কত পরিবর্ত্তন, কত উন্নতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। লোক সমাজের অবস্থা কালে কালে বর্ষে বর্ষে কত প্রকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে। এই গত বৎসর আমাদের দৃষ্টিপথাগত হইলে ইহার মধ্যে সংঘটিত কত সুখ দুঃখের বিষয় স্মরণ হইয়া হর্ষ বিষাদ আমাদের চিত্তকে অধিকার করে। যখন সম্মুখবর্ত্তী নববর্ষের প্রতি দৃষ্টি করি, তখন নববর্ষ যাপন করিবার উপযোগী কত প্রকার সঙ্কল্প ও কামনা সকল মনোমধ্যে উদিত হয়। আমরা বাস্তবিক তত খানিই জীবিত, যত খানি সময় আমরা উদ্যত হইয়া কার্য্য করিতে থাকি। আর তত খানি সময় আমাদের সার্থক হয় যত খানি সময় আমরা সদনুষ্ঠান করি। উন্নতিই জীবনের যথার্থ পরীক্ষা ও পরিচয়। গত বৎসর আমরা সেই পরিমাণে যথার্থ জীবিত ছিলাম যে পরিমাণে আমরা সামাজিক, পারিবারিক ও আত্মার উন্নতি সাধনে সমর্থ হইয়াছি। আর যে পরিমাণে আমরা অবনতির দিকে গিয়াছি, সেই পরিমাণে আমাদের জীবন বৃথায় গিয়াছে বা বিনষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে। আগামী বৎসরের জন্যও ঐ বিচার। কালের সহিত আমাদের এই রূপ যোগ।

এখন আমাদের কর্ত্তব্য যে আমরা কায়মনোবাক্যে যত্নশীল হইয়া আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে প্রবৃত্ত হই। কাল প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে যদি আমাদের উন্নতির প্রবাহ প্রবাহিত হয়, তবেই আমাদের যথার্থ জীবন লাভ হইবে—তবেই আমাদের প্রাণ ধারণ সার্থক হইবে।

এই শকাব্দার—চতুর্নবত্যধিক সপ্তদশ শততম বৎসরের প্রথম দিবসে আজি দণ্ডায়মান হইয়া যদি আমাদের ঐ উন্নতির বিষয় পর্য্যালোচনা করি তাহা হইলে কি দেখিতে পাই? মনুষ্য সমাজের সকল প্রকার উন্নতি এখন এমনি বিমিশ্রভাবান্বিত যে কোন্ বিষয়ে আমাদের যথার্থ উন্নতি হইতেছে তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। বোধ হয় ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় যে আমরা উত্তরোত্তর অধিকতর স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়া আসিতেছি। এই স্বাধীনতা যে উন্নতির প্রধান লক্ষণ তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু স্বাধীনতা যখন যথেচ্ছাচার হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহা অবনতির চিহ্ন ব্যতীত কখনই উন্নতির চিহ্ন বলা যাইতে পারে না। বস্তুতঃ এই জন্যই এক্ষণে উন্নতির গণনা এতাদৃশ দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে লোকের যেমন স্বাধীনতা তেজস্বিনী হইতেছে, তেমনি বিজ্ঞান চর্চ্চাও বৃদ্ধি পাইতেছে সত্য, কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞান সহস্রমুখ; যাহার যেরূপ প্রবৃত্তি, তিনি প্রকৃতির মধ্য হইতে তাহারই পোষক কতকগুলি মূলসূত্র সংগ্রহ করিয়া এক একটী বিজ্ঞানশাস্ত্র রচনা করিতেছেন। ইহাতে স্বাধীনতার বিকৃতি সেই স্বেচ্ছাচারিতাই আরো বদ্ধমূল হইতেছে, তাহার কোন অংশ খর্ব্ব হইতেছে না এবং তদ্দ্বারা পাপস্রোত ক্রমশঃ অধিক হইয়া প্রবাহিত হইতেছে তাহার নিবৃত্তি হইতেছে না। যে সকল নিয়ম বহু কাল দূষণীয় বলিয়া লোকদিগের জ্ঞান ছিল, এবং যাহা ধর্ম্মের চক্ষে চিরকালই দূষিত বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে—আজি কালি তাহা "মনুষ্যের স্বভাব" বলিয়া অনা-

স্রাসেই চলিয়া যাইতেছে। তাহার নিবারণ করে এ ক্ষমতা কাহারই নাই। কারণ সকলেই স্বাধীন; বিবেচনাতে যাহার যাহা ভাল বোধ হইবে, তিনি তাহাই করিবেন, এই রূপ সকলের অধিকার। এই অধিকার অবশ্যই মঙ্গলকর—তাহার সন্দেহ কি? ইহা হরণ করিবার কাহারই সাধ্য নাই। কিন্তু এতদ্দ্বারা যে পাপপ্রবৃত্তি সকল পোষকতা প্রাপ্ত হয় এবং অকল্যাণ বৃদ্ধি পায় তাহা দেখিয়া কোন্ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি সুখী হইতে পারেন! হা! এই জন্যই ধর্ম্মাত্মা সাধু পুরুষগণকে মিথ্যা বিজ্ঞান—ভ্রান্তিময় দর্শনশাস্ত্র—স্বার্থপরতামূলক বিচার—এই সকলের নাম করিয়া অহরহঃ চীৎকার করিতে দেখা যাইতেছে।

১৭৯৪ শকাব্দের এই এক দৃশ্য! অতএব আজি আমাদের ব্রাহ্মবন্ধুগণকে এই বলিতে হইতেছে যে এই কঠিন সময়ে ব্রাহ্মগণ আপনাদের কর্ত্তব্য পথে ভাল করিয়া বুঝিয়া সাবধান হইয়া চলুন—এই নববর্ষের বিশেষ ভাব, গতি ও অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া কর্ত্তব্যাবধারণ করুন। এখন এক দিকে ধর্ম্মের জ্যোতিঃ আর এক দিকে প্রবৃত্তির আকর্ষণ—এক দিকে ধর্ম্মবিজ্ঞান আর এক দিকে কলানুসন্ধানমূলক-স্বার্থপরতামূলক বিজ্ঞান;—স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এই দুইই একত্র সমভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার মধ্যে কোন্ বিজ্ঞান সত্য আর কোন্ বিজ্ঞান মিথ্যা ইহা প্রতিপন্ন হওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাহাও এক দিনে, কি দুই দিনে, কি দুই চারি বৎসরে সম্পাদন হইবে, এমন নহে। এখন কিছু কাল ইহারই সিদ্ধান্ত করিতে ব্যাপৃত হইবে। এই মধ্যবর্ত্তী সময় ব্রাহ্মদিগের বড় সঙ্কট কাল বলিয়া বিবেচনা করিতে হইতেছে। হে ব্রাহ্মগণ! যদি তোমাদের ব্রহ্মের প্রতি যথার্থ অনুরাগ থাকে তাহা হইলে তোমরা সেই ব্রহ্মেরই আদেশ পালন কর; প্রাণপণে ধর্ম্মব্রত অবলম্বন করিয়া থাক, অসত্যাচারী যথেচ্ছাচারী লোকদিগের আপাততঃ সুখ স্বচ্ছন্দ দেখিয়া অবসন্ন হইও না। "ন সীদন্নপি ধর্ম্মেণ মনোহ ধর্ম্মে নিবেশয়েৎ। অধার্ম্মিকানাং পাপানা মাশু পশ্যন্ বিপর্য্যয়ম্"। হে সতী সাধ্বী সীমন্তিনীগণ! যদি দেখিতে পাও যে জনসমাজে পাতিব্রত্য ধর্ম্মের আর সেরূপ দৃঢ়তা—সেরূপ পবিত্রতা নাই—অনেক বা অধিকাংশ স্ত্রী এমন কি তোমাদের আত্মীয় স্বজনেরাও যথেচ্ছাচারিণী হইয়াছে—বিবাহের শতবিধ দ্বার প্রমুক্ত হইয়াছে—তথাপি তোমরা সতীত্বের যে আদর্শ আপন আপন হৃদয়ে নিহিত দেখিতে পাও, তাহা পালন করিতে সংকুচিত হইও না—অধিকাংশের বিরুদ্ধ ব্যবহার দেখিয়া আপন আপন ধর্ম্মনীতিকে শিথিল করিয়া ফেলিও না। তোমরা ধর্ম্মকে দেখিয়াই ধর্ম্ম পালন করিও, ফল যাহা হয়, হইবে। হে পিতৃভক্ত মাতৃভক্ত ও সন্তানবৎসল নরনারীগণ! যদিও জনসমাজের কোন কোন অংশে কয়েক প্রকার যন্ত্রে তন্ত্রে পিতা মাতা ও সন্তানাদির প্রতিপালন করিবার রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা দেখিয়া তোমাদের হৃদয়ের ধর্ম্মভাব যেন বিলুপ্ত হইয়া না যায়, তোমাদের হৃদয়ের প্রীতি ভক্তি যেন তোমাদের বৃদ্ধ পিতা মাতার ও নিরুপায় শিশুর চিরদিন আনন্দ বর্দ্ধন করে। হে দানশীলগণ! সমাজে দীন দুঃখীর দুঃখ মোচনের যত প্রকার কৌশল অবধারিত হউক, তোমাদের দয়াবৃত্তি যেন চিরদিন উদ্দীপ্ত থাকে ও যেন তাহা কার্য্যকরী হয়। হে ব্রাহ্মগণ! যদি এমন দেখ, যে সমুদায় জনসমাজ স্বার্থান্বেষণে ব্যাকুল, ও ফল গণনায় তৎপর—তথাপি তোমরা

ধর্ম্মের প্রতি সন্দিগ্ধচেতা হইও না—আত্ম-পথ ভ্রষ্ট হইও না—"ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং" ধর্ম্ম হইতে কখন বিচ্ছিন্ন হইও না। আমি ইহাও বলিতে পারি—ইতিহাসের প্রমাণ জন্য এপর্য্যন্ত পৃথিবীতে বহু কাণ্ড ঘটিয়াছে—সংসারের অশেষবিধ ব্যবস্থা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে,—এখনো সেই কারণে লোকগণ জনসমাজের প্রবৃত্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে অবকাশ পাইতে পারেন। তাহাই দেখা যাউক; সংসারে ইহা কত দূর সুফল প্রদান করে, তাহা প্রদর্শিত হউক। তত দিন ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মগণ! তোমরা একপার্শ্ব হইয়া দণ্ডায়মান হও। পরন্তু তোমরা আপনাদের ধর্ম্ম বিশুদ্ধতম, পবিত্রতম উচ্চ-তম আকারে রক্ষা ও প্রতিপালন কর। তাহাতে যেন কিছুমাত্র ত্রুটি না হয়। ভয় পাইও না—কোন আশঙ্কাকে মনে স্থান দিও না, অধর্ম্মের জয় হইবে মনেও করিও না। অধীর হইও না; এই ক্ষেত্রে যাহার যাহার যেরূপ অভিনয় করিবার প্রয়োজন, স্বাধীন-তার সহিত তাহা করিতে দাও। অবশেষে ধর্ম্মেরই জন্য এই সমস্ত সংসারে আসন বিস্তারিত হইবে। এই সংসারে মনুষ্যের বা মনুষ্যসমাজের যথার্থ কল্যাণদাতা শুভ বিধাতা ধর্ম্ম ব্যতীত আর কেহই নাই।—পরিশেষে এই ধর্ম্ম সকল কল্যাণেপ্সু লোক কর্ত্তৃক আদরে গৃহীত হইবে। তাহা হইলে এই স্বাধীনতার বৃক্ষে অক্ষয় অমৃত ফল অনা-য়াসে প্রসূত হইবে। সভ্যতা যথার্থ সভ্যতা রূপে পরিদর্শিত ও প্রমাণীকৃত হইবে।

অদ্য জনসমাজের ও আপনাদের এই অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া নব বর্ষে পদ নিঃক্ষেপ করিলাম। সংসারে এই অমঙ্গল জনক স্বেচ্ছাচারিতার নীতি সকল বহু দিন দর্শন করিয়া কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মকে পাইয়াই আশা বন্ধন করিয়া রহিয়াছি। কত বার কত গভীর বেদনায় অস্থির হইয়া "ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম" এই বলিয়া চীৎকার করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছি—আজি এই নব বর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের অবিনশ্বর স্থায়ী প্রভাব দর্শন করিয়া—সেই সকল আশাকে আরো উদ্দীপ্ত করিতেছি। আমরা আর কাহাকেই জানি না—আমরা কেবল ব্রহ্ম-কেই জানি। তিনি আমাদের জ্ঞানের প্রস্রবণ—তিনি বিজ্ঞানের মূল—তিনি আমাদের শাস্তা ও রক্ষা কর্ত্তা। তিনিই আমাদের সুখের নিদান কল্যাণের মূল ও ধর্ম্মের আবহ।

ঈশ্বর প্রসাদে যথার্থ ব্রহ্মানুরাগ লোকের মনে উদ্দীপ্ত হউক, একটু ব্রহ্মাগ্নিতে সমুদায় পাপমলা ভস্মীভূত হইবে। যথার্থ সাধুতা যাহার চিত্তে একটু মাত্র স্থান প্রাপ্ত হইবে —তাহার সাধুতা কখন ক্ষয় পাইবে না—কিছুতে পরাস্ত হইবে না। তাদৃশ ব্যক্তি সকল শুভ আশার উপযুক্ত ভূমি। যে ব্যক্তি ব্রহ্মরস আস্বাদন করিবে সে সক-লই সহ্য করিতে পারিবে—তাহাতে কোন সদ্গুণের অভাব ঘটিবে না—সে সর্ব্ব সুল-ক্ষণ সম্পন্ন হইবে—ইহাতে কিছু আশ্চর্য্য নাই, তাহাতে সংশয়ও নিরর্থক।

হে বিশ্ববিধাতা ধর্ম্মাবহ ঈশ্বর! আমা-দিগকে বর্ষপরম্পরায় সেই দিনে লইয়া কর যে দিনে কেবল ধর্ম্মেরই জয় দেখিয়া আমরা কৃতার্থ হইতে পারিব।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

মনের একাগ্রতা সাধন।

জগত্তত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভূমানন্দ লাভ করেন ইহা অনেকেরই আ-কাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি সাধনার্থে কেহ গুরূপদেশকে সর্ব্বস্ব মনে করিয়া তাহা-রই অন্বেষণ করেন, কেহ বা অধ্যয়নকে

সার উপায় জ্ঞান করিয়া তাহারই উন্নতির নিমিত্ত যত্ন করেন, এবং কেহ বা চিন্তাকেই এক মাত্র পন্থা ভাবিয়া তাহারই অনুসরণে জীবন অতিবাহিত করেন। যিনি যে পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক অগ্রসর হউন না কেন, সকলেই যে সম্যক্ সফলপ্রযত্ন হইতে পারেন এমত নহে। কেহ শত বৎসরে অভীষ্ট বিষয়ে যৎসামান্য উন্নতির অধিক লাভ করিতে পারেন না, আবার কেহ বা দশ বৎসরেই এত দূর উন্নতি লাভ করেন যে, তিনি যাহা উপলব্ধি করেন, যাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করেন তাহার যথার্থ ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ অতি অল্প লোক আ-ছেন। শুদ্ধ তাঁহারদের উদ্দেশ্য বিষয়ের অসীমত্ব নিবন্ধন, বা অবলম্বিত পন্থা সক-লের তারতম্য বশতঃই যে এরূপ প্রভেদ হইয়া থাকে এমত নহে, উদ্দেশ্য অসীম বলিয়া তাহার তুলনায় সকলের লব্ধ উন্নতি তো যৎসামান্য হইবেই হইবে এবং পন্থা সকলের উৎকর্ষাপকর্ষ অনুসারে উন্নতি লাভের কাল তো কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক হইবেই হইবে, কিন্তু যেরূপ ন্যূনাধিক্যের উল্লেখ করিলাম তাহা তন্নিবন্ধন কখনই হইতে পারে না। সমুদায় উন্নতির মূলে একটি বিষয়ের বিশেষ কার্য্যকারিতা আছে—তাহার নাম মনের একাগ্রতা। যিনি বিবিধ কৃচ্ছ্র সাধন দ্বারা আপনার মনকে নিবিষ্ট ও একাগ্র করিতে পারেন, তিনি যে পন্থাই অবলম্বন করুন না কেন, তাঁহার উন্নতিস্রোতঃ কিছুতেই প্রতিরুদ্ধ হইবার নহে। আর যিনি আপনার মনকে আত্মবশে আনিয়া নিবিষ্ট করিতে পারেন নাই, তিনি সহস্র গুরূপদেশই প্রাপ্ত হউন, অসংখ্য পুস্তকই অধ্যয়ন করুন, আর চিরজীবন চিন্তা দেবীরই আরাধনা করুন, কিছুতেই তিনি ফলের মুখ দেখিতে পান না। ফলতঃ তাঁহার সমুদায় পরিশ্রমই বিড়ম্বনা মাত্র। ভাব পরিগ্রহ করিবার শক্তি অলৌকিকও নহে, অপ্রাপ্যও নহে; প্রত্যুত চক্ষু কর্ণাদি বহিরিন্দ্রিয় সকলের যোগে মন যখন অটল ভাবে যে বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত ব্যগ্র হয়, তখ-নই তাহা উপলব্ধ হইয়া থাকে, ইহার অন্যথায় কিছুই লাভ হয় না। অনেকেই তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি মাত্রকে অসাধারণ অর্থাৎ অলোক-সামান্য ধীশক্তি সম্পন্ন বলিয়া স্থির করেন এবং তাঁহাদিগকে ঈশ্বর সেরূপ শক্তি প্রদান করেন নাই মনে করিয়া নানা প্রকার আক্ষেপ করেন। তাঁহারা যাহা মনে করেন বাস্তবিক তাহা নহে। জগতে কেহ লোক-সামান্য এবং কেহ অলোক-সামান্য ধীশক্তি সম্পন্ন হইয়া প্রথ-মেই জন্ম গ্রহণ করেন না, যিনি সাধন দ্বারা মনের একাগ্রতা সম্পাদন করেন, তিনি অল্পায়াসেই তত্ত্ব গ্রহণ করিতে পা-রেন বলিয়া জগতে অলোক-সামান্য শক্তি সম্পন্ন, এবং যিনি উক্ত সাধনে বিমুখ হইয়া মনকে চঞ্চলাবস্থায় রাখেন, তিনি বহু আয়াসেও কোন বিষয়ের তথ্য গ্রহণ করিতে পারেন না বলিয়া ইতর শক্তি সম্পন্ন রূপে পরিগণিত হয়েন।

যে কারণে নিবিষ্ট ও অনিবিষ্ট মনের তত্ত্ব গ্রহণী শক্তি এত ন্যূনাধিক হয়, তাহা ক্ষণকালের নিমিত্ত প্রশান্ত ভাবে চিন্তা করিলে বোধ হয় সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। মনের ধারণা শক্তি সীমা বিশিষ্ট এবং তাহার প্রকৃতি এই যে, তাহাকে যাহার প্রতিই নিয়োগ করা যাউক না কেন, তাহাকে সে আপন আয়তন মধ্যে সন্নিবে-শিত করিতে চেষ্টা করে এবং যখন তাহাতে নির্বিঘ্নে কৃতকার্য্য হয়, তখনই সে তাহার তত্ত্ব অবগত হইতে পারে। যাহা ক্ষুদ্র তাহাকে সে অনায়াসেই আত্মগত করিতে

পারে, সুতরাং তাহার তত্ত্ব তাহার নিকট অল্প ক্ষণেই প্রতিভাত হয়। আর যাহা সেই আয়তন-পরিমাণাপেক্ষা বৃহত্তর, তাহার প্রতি নিয়োজিত হইলে সে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া তাহাকে আত্মস্থ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করে এবং যদি সফল হয়, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ বিলম্বে তাহার তত্ত্ব তাহার নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তদন্যথায় সকলই তাহার নিকট প্রচ্ছন্ন থাকে। মন বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিয়াও যে অনেক সময়ে অনেক বিষয় ধারণ করিতে পারে না, তাহার. দুইটি প্রধান কারণ আছে, যথা, ১ম বিষয়ের গুরুত্ব অর্থাৎ যদি বিষয়টি এত বৃহৎ হয় যে, মন ক্রমাগত আপন সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াও তাহা অপেক্ষা প্রশস্ত হওয়া দূরে থাকুক সমানও হইতে পারে না তাহা হইলে তাহা কিরূপে ধারণ করিবে! ২য় সময়ের অল্পতা অর্থাৎ একটি বিষয়ের প্রতি মন নিয়োজিত হইলে তাহাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত সে বিস্তৃত হইতেছে এমন সময়ে যদি সে অন্য আর একটি বিষয়ের প্রতি নিয়োজিত হয় এবং সেটিকে ধারণ করিতে না করিতে যদি আবার আর এক-টির প্রতি নিয়োজিত হয় তাহা হইলে সে সময়ের অল্পতা বশতঃ কোনটিকেই আত্মস্থ করিতে পারে না। প্রথম-কারণ-ঘটিত বিকলতা সকলকেই সহ্য করিতে হয় এবং তন্নিবন্ধন কেহই "ঈশ্বরের সীমা কোথায়" ইত্যাদি মহত্তত্ত্ব সকল জানিতে পারেন না এবং দ্বিতীয়-কারণ-জনিত বিকলতা বশতঃ সামান্য কি মহৎ কোন প্রকার তত্ত্বই অবগত হইতে পারেন না। এই স্থানে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, অন্য যে বিষয়টি ধারণ করিবার নিমিত্ত মন বিস্তৃত হইতেছিল এমন সময়ে অন্যের প্রতি নিয়োজিত হইল, তাহার কথঞ্চিৎ তো অদ্যই জানা হইল, তবে আর ভাবনা কি! কারণ ঐ রূপ দশ দিনের আংশিক জানা একত্রিত হইলেই একটি তত্ত্বের সম্যক্ জ্ঞান লব্ধ হইতে পারে? এরূপ হইলে মনের চাঞ্চল্য কিসে এত দোষাবহ হইল? ইহার উত্তরো এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, একদা এক মণ পরিমিত বল প্রয়োগ করিলে যে বস্তু চালিত হয়, তাহা যেমন ৪০ দিবসে প্রযুক্ত ৪০ সের পরিমিত বলের সমষ্টি দ্বারা কোন মতেই চালিত হইতে পারে না, সেই রূপ মনের দশ দিবসের বিস্তৃতির সমষ্টি লইয়াও কোন তত্ত্ব সম্যক্ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না।

পূর্ব্ব কালে এ দেশের আর্য্য ঋষিরা এবং গ্রীস দেশীয় পণ্ডিতেরা যে এত তত্ত্বজ্ঞ হইয়া-ছিলেন, সে কেবল তাঁহাদিগের মনের স্থৈর্য্য সাধনের প্রসাদাৎ। তাঁহারা মনের চাঞ্চল্য অপনয়নার্থে যে কত প্রকার দুঃসাধ্য কঠোর ব্রত পালন করিতেন তাহা অনেকেই অব-গত আছেন। তাঁহাদিগের সময়ে যাহার মনের চাঞ্চল্য অপনীত হয় নাই, সে কোন প্রকার তত্ত্ব লাভেরই অধিকারী নহে, এই রূপ বিবেচিত হইত। তাঁহাদিগের পর-বর্ত্তী কালেও এই সাধনের অল্প গৌরব ছিল না। যে সময়ে ইংলণ্ডে সার আই-জ্যাক্ নিউটন্ প্রভৃতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছি-লেন, তখন যে এই সাধন শ্রেষ্ঠ সাধন সমূহের মধ্যে পরিগণিত হইত, তাহা উক্ত মহাত্মার বাক্যেই সপ্রমাণ হইতেছে। লোকে তাঁহাকে অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করায় তিনি এক দিবস তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে "আমি যে অসাধারণ বুদ্ধি-বলেই এত প্রকার আবি-ষ্ক্রিয়া করিয়াছি তাহা নহে, আমি যখন যে বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত ইচ্ছা করি, তখন হইতে যেখানে যাই আর

যে কার্য্য করি না কেন, সেই বিষয়টি নিয়ত আমার মনশ্চক্ষুর সমীপে স্থাপন করিয়া রাখি, তাহাতেই ক্রমে তাহার তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে, ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে।" বর্ত্তমান কালেও যে সকল তত্ত্বদর্শীরা পৃথিবীর মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন তাঁহারাও বিস্তর ত্যাগ স্বীকার পূর্ব্বক এই সাধনটির অনুসরণ করিতেছেন।

যখন যাবতীয় মহাজনের ধীমত্তার মুল দেশেই এই সাধনের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে, তখন যিনি কিছুমাত্র আধ্যাত্মিক উন্নতির অভিলাষ করেন, তিনি ইহাকে কখনই অকর্ম্মণ্য বোধে উপেক্ষা করিতে পারেন না। অতএব যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে মনের অস্থৈর্য্য শীঘ্রই বিদুরিত হইয়া তাহার স্থানে একাগ্রতার অধিষ্ঠান হইতে পারে, তাহার বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া অতীব কর্ত্তব্য হইতেছে। এক কালে এ দেশে এই বিষয়ের প্রচুর পর্য্যালোচনা হইয়া গিয়াছে সত্য বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া আমাদিগের বর্ত্তমান আলোচনা যে নিরর্থক হইবে এরূপ বিশ্বাস হয় না; কারণ এই ক্ষণকার উত্থানোন্মুখ যুবকদিগের পক্ষে ইহার যেরূপ প্রয়োজন লক্ষিত হইতেছে এরূপ আর কিছুই নহে। অধুনা অস্মদ্দেশীয় যুবকগণের মধ্যে প্রায় সকলেই ব্রহ্মতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব ও জগত্তত্ত্বে উন্নতি লাভ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছেন বটে কিন্তু প্রস্তাবিত সাধনের সম্পূর্ণ অসদ্ভাব নিবন্ধন অনেকেই মহৎ হউক আর সামান্য হউক সমুদায় তত্ত্বের নিমিত্তই পরের মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছেন। যদি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমরা কোন অভিনব তত্ত্বের নির্দ্দেশ করিতেও না পারি, তাহা হইলে অন্ততঃ চর্ব্বিত চর্ব্বণ দ্বারাও বর্ত্তমান শোচনীয় হীনতার অপনয়ন চেষ্টা করা উচিত।

প্রস্তাবিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে মনের সহিত শরীর ও জগতের কিরূপ সম্বন্ধ তাহা একবার সংক্ষেপে পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। মন শরীর ও জগৎ হইতে বিভিন্ন হইয়াও তাহাদিগের সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ যে, তাহারা তাহাকে যখন যে অবস্থায় পাতিত করিতে চাহে তখন তাহাকে প্রায় সেই অবস্থায় পতিত হইতে হয়। ঐ দুইয়ের মধ্যে আবার শরীরের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ। এ বিষয়ে আর অধিক কিছুই না বলিয়া কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেই কাহার সহিত মনের কি রূপ ও কি পরিমাণ সম্বন্ধ তাহা সহজেই সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। কিঞ্চিৎ প্রোটক্‌সাইড অব্ নাইট্রোজন্ বায়ু (এক মাত্রা অম্লজান বায়ু যবক্ষারজানের এক মাত্রার সহিত রাসায়নিক নিয়মে সংযুক্ত হইলে যে মিশ্র বায়ু প্রস্তুত হয়) মুখ বা শ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিলে মন এত দুর প্রফুল্ল হয় যে, নিরন্তর হাস্যোদ্গম হইতে থাকে। অহিফেন সেবন করিলে মনের কল্পনা শক্তির বৃদ্ধি হয় এবং মত্ততা উৎপাদন না করে এরূপ মাত্রায় সুরাপান করিলে বক্তৃতাশক্তির স্ফূর্ত্তি হয়। এক প্রকার রক্তপিত্তজনিত রোগ আছে তাহা জন্মিলে স্মরণ শক্তির হ্রাস ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য হয়। কোন প্রকার বায়ুজনিত রোগ জন্মিলে মন ক্ষিপ্ত হয় এবং শ্লেষ্মজনিত রোগ হইলে মন স্তম্ভিত ও নিষ্ক্রিয়তা লিপ্সু হয়। এতদ্ভিন্ন মধুর সঙ্গীত শ্রবণে মনে আনন্দ এবং রোদন ধ্বনি শ্রবণে শোকের উদয় হয়। চম্পকের আঘ্রাণে হর্ষ এবং শবনিঃসৃত পূতি গন্ধের আঘ্রাণে বিরক্তি হয়। মিষ্টান্ন আস্বাদনে মনের প্রসন্নতা এবং তিক্তকষায়াস্বাদনে গ্লানি উপস্থিত হয়। বিকশিত

পুষ্পরাজি-শোভিত উদ্যান দর্শনে মনে আনন্দ এবং কীটময় দূষিত পয়ঃপ্রণালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ঘৃণার উদয় হয়। পরন্তু, যাহা যে ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইলে যেরূপ ভাবের উদয় হয় তাহাই যে শেষ এমত নহে, তাহার অনুসরণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ কালের বিশেষ বিশেষ বিষয় সকলও স্মরণ শক্তিকে অবলম্বন করিয়া মনের নিকটে উপস্থিত হইতে থাকে। এই সমস্ত ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, মনের একাগ্রতা সাধন করিতে হইলে যেমন বিশেষ বিশেষ মানসিক তেমনি কতকগুলি শারীরিক ও ভৌতিক নিয়ম যত্নের সহিত পালন করা একান্ত বিধেয়।

শারিরীক নিয়ম।

শরীর সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম এই যে, সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থা ভিন্ন কোন মতেই মনের স্থৈর্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না; কারণ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নিবন্ধন একের বিকারে অন্যেরও বিকার না জন্মিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু যেরূপ সুস্থাবস্থায় শরীর সময়ে উত্তেজিত ও সময়ে অবসাদিত হয় এবং শোণিত উষ্ণ থাকে, তাহা অপেক্ষা যেরূপ অবস্থায় শরীরের উত্তেজন ভাব মধ্যম রূপে ও সমান ভাবে থাকে এবং শোণিত কোন মতে অধিক উষ্ণ হইতে না পারে, তাহাই মনের স্থৈর্য্য সাধনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। শুদ্ধ যে মনুষ্যের শরীর মন পরীক্ষা করিলেই এই বিধানের যাথার্থ্য উপলব্ধ হয় এমত নহে, দুই এক ইতর শ্রেণীস্থ জীবকে পরীক্ষা করিলেও ইহার বাস্তবিকতার অন্যথা দৃষ্ট হয় না। প্রথমে জর্ম্মন্ দেশীয় বিখ্যাতনামা মেস্মার এবং তাঁহার পর অনেকেই দেখিয়াছেন যে, সর্পেরা একরূপ একাগ্রতার সহিত ভক্ষ্য পশু পক্ষ্যাদিকে মনন দ্বারা আকর্ষণ করিতে পারে যে, তাহারা কোন মতেই তাহাদিগের মুখে আসিয়া পতিত না হইয়া থাকিতে পারে না। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, সর্প জাতি শীতল-শোণিত এবং তাহারা প্রায় গর্ত্তাদিতে বাস করে বলিয়া তাহাদিগের শরীরের উত্তেজন ভাব সতত সমান ভাবে রক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব যদি উক্ত প্রকার সাধারণ নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক মনের স্থৈর্য্য সাধন বিধেয় হয়, তবে আহার ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধে কতিপয় নিয়ম নির্দ্ধারিত করা কর্ত্তব্য; কারণ ঐ দুয়ের দ্বারা শরীরের ভাব যত দূর অভিলষিত রূপে পরিবর্ত্তন করা যায়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থার অনুকূল আহার ও পরিচ্ছদের নিয়ম করিতে হইলে কতকগুলি নূতন গ্রহণ এবং পুরাতন ত্যাগ করিতে হইবে, তদ্ভিন্ন কোন মতেই অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা নাই।

১ম আহার—এবিষয়ে অন্য কোন দেশীয় পণ্ডিতের উপদেশ গ্রহণ না করিয়া আর্য্য ঋষিরা দেশের অবস্থানুসারে যে সকল নিয়ম করিযা উদ্দেশ্য সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তাহাই সাধ্যানুসারে পালন করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা অধিকাংশ এই সকল সামগ্রী আহার করিতেন, যথা, গোদুগ্ধ, গোঘৃত, আমান্ন, মধু; সুপক্ক ফল—যথা নারিকেল, কদলী, আম্র ইত্যাদি এবং শীতল জল। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বৃহৎ যজ্ঞাদির উৎসবে মাংস ও সোমরসও পান করিতেন। কিন্তু অনেক স্থানে তাঁহারা আবার মাংস ও সোমরসের যথেষ্ট নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ যে কয়েকটি তাঁহাদের প্রিয় আহার ও পানীয় বলিয়া উক্ত হইল, শরীর সম্বন্ধে তাহাদিগের উপকারিতা ও উপাদেয়তা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বোধ হয়

যে তাঁহাদিগের নির্ব্বাচন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট-তর নির্ব্বাচন হইতেই পারে না।

অধুনাতন শারীরস্থানবিৎ ও শারীরবিধান-বিৎ পণ্ডিতগণ অনেক গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন যে, মানব শরীর রক্ষার নিমিত্ত প্রধানতঃ এই কয়েক প্রকার পদার্থের বিশেষ প্রয়োজন; যথা আজোট্ বা যবক্ষারজান প্রধান পদার্থ, তৈলবৎ পদার্থ, শর্করা, জলীয় পদার্থ, এবং লাবণিক পদার্থ। ইহার মধ্যে, আজোট্ দ্বারা শরীরের সাধারণ পুষ্টি সাধিত হয়; ইহার ক্রিয়া উত্তাপজনন। তৈলবৎ পদার্থ দ্বারা বসা নির্ম্মিত হয়; ইহা শ্বাসক্রিয়ার পোষকতা করে এবং ইহার সাধারণ ক্রিয়া তাপজনন। শর্করা দ্বারাও বসা নির্ম্মিত হয়; ইহার ক্রিয়া স্নিগ্ধ করণ। লাবণিক পদার্থ দ্বারা রক্তের লবণত্ব এবং অস্থি প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়; ইহার ক্রিয়াও স্নিগ্ধ করণ এবং জলীয় পদার্থ দ্বারা রস রক্তাদির তারল্য সম্পাদিত হয়। এই-ক্ষণ দেখা যাউক, ঋষিদিগের নির্ব্বাচিত আহার সামগ্রীর মধ্যে এই কয়েক প্রকার প্রয়োজনীয় পদার্থ আছে কি না এবং যদি থাকে তবে কি পরিমাণে আছে। তাঁহারা যে পরিমাণে ঐ সকল সামগ্রী সেবন করিতেন তাহাতে ঐ সকল পদার্থ বিদ্যমান থাকিত এবং এরূপ পরিমাণে পড়িয়া যাইত যে, আহার দ্বারা তাঁহাদিগের পুষ্টি সাধনেরও ব্যাঘাত হইত না, অথচ শরীর সময়ে উত্তেজিত এবং সময়ে নিস্তেজও হইত না। কারণ যে পাঁচ প্রকার পদার্থের উল্লেখ করিলাম তৎসমুদায়ই গোদুগ্ধে ও সুপক্ক ফলে এরূপ পরিমাণে বিদ্যমান আছে যে, সেবন করিলে অনা-য়াসে উৎকৃষ্ট অনতিশীতোষ্ণ পুষ্টি জন্মিতে পারে। ফলতঃ উৎকৃষ্ট আহারের নিমিত্ত উহা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার পদার্থের প্রয়ো-জন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহা-দিগের অপর কয়েকটি আহার সামগ্রী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর নহে বটে, কিন্তু সে সমুদায় তাঁহারা দুগ্ধাদির যোগে আহার করিতেন বলিয়া তদ্দ্বারা শরীরের কোন প্রকার অনিষ্ট বা সাধনের ব্যাঘাত জন্মিত না; যথা তণ্ডুলে তৈল, শর্করা ও জলের ভাগ অতি অল্প আছে বলিয়া তাহা তাঁহারা দুগ্ধ, ঘৃত, ও মধুর সহিত রন্ধন পূর্ব্বক পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া আহার করিতেন। এই রূপ মিশ্র সামগ্রী সকল যেমন উপাদেয়, তৃপ্তিজনক, যেমন পুষ্টিকর, আয়ুষ্কর, তেমনি শরীরের সুতরাং মনের স্থৈর্য্য রক্ষক। এই সকল সামগ্রী ভিন্ন আর যে সকল দ্রব্য আহার করা যায় তাহা অধিকতর পুষ্টি সাধক হইতে পারে কিন্তু কোন মতেই শরীর মনের স্থৈর্য্য সম্পাদক নহে। মাংস, মৎস্য, ডাউল, তরকারি, মদ্য ও গাঞ্জা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য, এবং তিক্ত, কষায় ও অম্ল রসযুক্ত দ্রব্যাদি সেবন করিলে শরীরে আশু পুষ্টি জন্মিতে পারে বটে, দুই চারিটা রোগও আরোগ্য হইয়া যাইতে পারে বটে কিন্তু পূর্ব্বোক্তের ন্যায় কখনই স্থৈর্য্য সাধনের অনুকূল হইতে পারে না। এই সমুদায় দ্রব্যের মধ্যে মাংস, মৎস্য, ডাউল, মদ্য প্রভৃতি সামগ্রীতে অধিক মাত্রায় আজোট্ থাকা প্রযুক্ত, তৎসমুদায় শরীরকে সাতিশয় উত্তেজিত করে এবং সেই উত্তেজনার অবসানে নৈসর্গিক নিয়মানুসারে শরীর আবার নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই রূপ পর্য্যায়ক্রমে উত্তেজন ও অবসাদন নিবন্ধন শরীরের স্থৈর্য্য বিনষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং মনও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হইয়া পড়ে। এবম্প্রকার উত্তেজন সামগ্রী সকল আহার করিবেন, অথচ মনকে একাগ্রতা সম্পন্ন করিয়া তত্ত্বদর্শী হইবেন, এই দুই আ-কাঙ্ক্ষা এই উষ্ণপ্রধান দেশে এক ব্যক্তির

হৃদয়ে প্রবলা হইলে, একটিকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে। শীতপ্রধান দেশের লোকদিগের শরীরে উত্তেজক আহার আমাদিগের শরীরাপেক্ষা অধিক সহ্য হয় বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যেও যিনি যত পরিমাণে এই রূপ আহার ত্যাগ করেন, তিনি যে তত পরিমাণে চিন্তাশীল হইয়া থাকেন, তাহা অনেক স্থলে দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। ধ্যানস্থ হইয়া জীবন্ত ঈশ্বরকে আপনার আত্মাতে উপলব্ধি করা এবং তাঁহার সহিত অবিচ্ছিন্নরূপে সহবাস করা, যেরূপ একাগ্রতার কার্য্য, তাহা যে ইউরোপীয় লোকদিগের নিকট অদ্যাপিও এক প্রকার অপরিচিত রহিয়াছে, অন্যান্য কারণের মধ্যে বোধ হয় উষ্ণ ভোজনই তাহার এক প্রধান কারণ। ভারতবাসীরা কখনই ইউরোপীয়দিগের ন্যায় উষ্ণ-ভোজন-পরায়ণ নহেন, এই জন্য পূর্ব্ব কাল হইতে অধিক হউক আর অল্প হউক ঐ রূপ ধ্যান এখানকার অনেকের নিকটেই পরিজ্ঞাত আছে। কেহ কেহ এস্থলে বলিতে পারেন যে তান্ত্রিক ঋষিরাও মদ্য মাংসাদি ভোজন করিতেন, তবে তাঁহারা কি একাগ্রতা-সম্পন্ন ছিলেন না? তাহার প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ইতরেতর লোকদিগের আপন আপন রুচি অনুসারে কার্য্য করাইতে করাইতে ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত করাই তন্ত্র শাস্ত্রের স্থূল তাৎপর্য্য। এই নিমিত্ত তাহার প্রথমাংশে শুদ্ধ মদ্য মাংস কেন একবারে পঞ্চমকারের* বিধান করিয়া দিয়া পরিশেষে তৎপরিবর্ত্তে প্রথমোক্ত ঋষিদিগের ব্যবহারাদির উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, যত দূর সম্ভব সাত্ত্বিক ভাব ও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত কি বৈদিক কি তান্ত্রিক সকল ঋষিকেই একই প্রকার আহার ব্যবহারের নিয়ম অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

যে দুই প্রকার আহারের বিষয় উল্লেখ করিলাম, তদুভয়ের মধ্য স্থলে আর এক প্রকার আহার স্থান পাইতে পারে। মসলাদির সহিত রন্ধিত ব্যঞ্জনাদি সেই শ্রেণীভুক্ত। এই শ্রেণীস্থ আহার দ্বারা রক্তের উষ্ণতা ও চাঞ্চল্য বড় অধিকও হয় না, নিতান্ত অল্পও হয় না; সুতরাং ইহার দ্বারা মনের সাম্যাবস্থা মধ্যম রূপে সাধিত হইতে পারে। যে তিন প্রকার আহারের বিষয় সংক্ষেপে ব্যক্ত হইল, তাহাদিগের মধ্যে প্রথমটিকে সত্ত্বগুণ জনক, দ্বিতীয়টিকে তমোগুণ জনক এবং তৃতীয়টিকে রজোগুণ জনক বলিলে তাহাদিগের যথার্থ ব্যাখ্যান করা হয়।

পরিশেষে আহার সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিবার প্রয়োজন হইতেছে, যেরূপ আহার ও পানীয় দ্বারা শারীরিক ভাবের পরিবর্ত্তন ও রক্তের চাঞ্চল্য বা তাপ বৃদ্ধি না হয়, তাহা যে শুদ্ধ মনের একাগ্রতা সাধনেরই অনুকূল এরূপ নহে, তাহা দ্বারা আয়ুঃ, সহিষ্ণুতা এবং সমুদায় অন্তর ও বহিরিন্দ্রিয় সকলের নিগ্রহ করিবার শক্তি বৃদ্ধি হয়। অতএব প্রস্তাবিত সাধনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের সর্ব্ব প্রথমে এক একটি আহারের নিয়ম স্থির করিয়া লওয়া অতীব শ্রেয়ঃ।

আহারের নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বিপরীত একটি উপবাসের নিয়মও করা উচিত। শরীর যখন দূষিত রস রক্তাদিতে পূর্ণ হইয়া উঠে, তখন তাহা বিবিধ রোগ জড়তা ও আলস্যের আধার হইয়া পড়ে। এই ত্রিবিধ উপদ্রবের মধ্যে একটি মাত্র দ্বারা শরীর আক্রান্ত হইলেও মন অতি

* মদ্য, মাংস, মৈথুন, মৎস্য, মুদ্রাকে পঞ্চ মকার কহে।

দুর্ব্বল সুতরাং অস্থির হইয়া উঠে। এই রূপ চাঞ্চল্য নিবারণ করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে অন্ত্র পরিষ্কার করা আবশ্যক। পরিষ্কার করিবার দুই উপায় আছে; যথা, বিরেচক ঔষধ সেবন এবং উপবাস। এই দুয়ের মধ্যে প্রথমোক্তটি অল্প সময়ে অধিক ফলপ্রদ বটে, কিন্তু তাহাতে অপর একটি দোষও ঘটিয়া থাকে। পুনঃ পুনঃ বিরেচক ঔষধ সেবন করিলে উদরাময় বা ক্ষুধা মান্দ্য উপস্থিত হয়, এই নিমিত্ত তাহা বিশেষ প্রয়োজন না হইলে সকলের পক্ষে বিধেয় নহে। উপবাস দ্বারা অল্প সময়ে অল্প ফল লব্ধ হয় বটে, কিন্তু তাহা হইতে কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব যাঁহারা মনের স্থৈর্য্যাকাঙ্ক্ষী তাঁহাদিগকে পক্ষান্তে বা মাসান্তে এক এক দিন উপবাস করা উচিত। এই স্থলে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, নিত্য-আহারের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিলে শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া অল্পায়ু হইতে পারে। কিন্তু তাহা নহে। কারণ সামান্য দৃষ্টিতে শরীরের পোষণ নিমিত্ত নিত্য আহার একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইতে পারে কিন্তু যোগী ব্রহ্মচারী ও হিন্দু বিধবাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহারা মাসের মধ্যে প্রায় দশ দিবস উপবাস করিয়াও অতিভোজী ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা নীরোগ কর্ম্মঠ শরীরে অধিক কাল জীবিত থাকেন। এই রূপ দীর্ঘায়ুর যে কারণ কি তাহা যদিও সম্যক্ বুঝিতে পারা যায় না, তথাচ তাহার বাস্তবিকতা বিষয়ে কাহারও অণুমাত্র সংশয় হইতে পারে না।

কর্ত্তব্যমিতি যৎ কর্ম্ম
নাতিমানাৎ সমাচরেৎ।

সামাজিক উন্নতি ও পরিবর্ত্তন।

যাঁহারা মনে করেন, সমাজ সংস্কার ও সামাজিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার প্রয়োজন নাই, কেবল আত্মার উন্নতি লাভ করিতে পারিলেই সকল কার্য্যের পরিসমাপ্তি হইবে, তাঁহারা আত্মোন্নতির স্বরূপ ও কোন্ সকল উন্নতির সহিত তাহার নিকটতর যোগ তদ্বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহেন। ঈশ্বর মনুষ্য জাতিকে সমাজের সহিত এরূপ সম্বন্ধে বদ্ধ করিয়া দিয়াছেন যে, সমাজের সাধারণ উন্নতির প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া কেহ আপনার উন্নতি সমুচিত রূপে লাভ করিতে সমর্থ হন না। এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম সামাজিক উন্নতি বিষয়ে উদাসীন হইতে পারেন না। কিন্তু সামাজিক উন্নতি বস্তুতঃ কি, তাহা অল্প লোকেই আলোচনা করেন। সম্মুখে ইংরাজ জাতির সমাজ যে চাকচক্য প্রদর্শন করিতেছে, অনেকের পক্ষে উহাই উন্নতির সীমা ও আদর্শ। তাঁহাদের উৎসাহ, উদ্যম, চেষ্টা, যত্ন, বক্তৃতা ও রচনা, কষ্ট স্বীকার ও ত্যাগ স্বীকার এ সমুদায়ের এই এক মাত্র উদ্দেশ্য যে, ইংরাজদিগের সামাজিক ভাব তাঁহাদের সমাজে সংক্রামিত হউক। অনেকের চিত্ত আবার এরূপ লঘু যে ইংরাজদিগের মুখের নিন্দা ও প্রশংসাই তাঁহাদের নিয়ামক হইয়া উঠে। তাঁহারা ইহা ভাবেন না যে বৈদেশিক ইংরাজেরা আমাদের সামাজিক অবস্থার বিশেষজ্ঞ নহেন, আমরাও তাঁহাদের সমাজের আন্তরিক বৃত্তান্তের অল্পই পরিচয় পাইতেছি; এরূপ অবস্থায় ইংরাজ জাতি সহস্রমুখে প্রশংসা করিলেও সকল পরিবর্ত্তনই উন্নতি ভাবিয়া মুগ্ধ হওয়া অথবা নিন্দা করিলেই কোন পুরাতন আচার হেয় বোধ করা অতীব নির্ব্বোধের কর্ম্ম। বিশেষতঃ যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিতে এক একটু

অসাধারণতা বিদ্যমান আছে, সেই রূপ এক এক জাতিতে এক একটি অসাধারণ মহত্ত্বের বীজ নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই জন্য প্রত্যেক জাতিকেই আপনার আপনার নিয়তি অনুসারে উন্নতির উপায় সকল উদ্ভাবন ও অবলম্বন করিতে হয়। তদ্ব্যতীত সারবতী উন্নতির কোন প্রত্যাশা থাকে না। বস্তুতঃ সে রূপ অনুকরণ ও প্রকৃত সামাজিক উন্নতি এক পদার্থ নহে।

অনেকে সমাজের সাধারণ উন্নতি ও আপনাদের সুখস্বচ্ছন্দতা উভয়ই এক করিয়া ফেলেন। তাঁহারা যে সকল পরিবর্ত্তন সামাজিক উন্নতি বলিয়া অবধারণ করিতেছেন, তাহা আর কিছুই নহে, পুরাতন সমাজে অবস্থান করিয়া যে সকল অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা হইতে কেবল আপনাদিগকে মুক্ত করা মাত্র। তথাপি যাঁহারা যে সকল পরিবর্ত্তন অঙ্গীকার করিতেছেন, তাহা যদি কোন প্রকার স্থায়ী উন্নতির কারণ হইত, তাহা হইলেও তাঁহাদের দৃষ্টান্ত হইতে অনেক শুভ ফলের প্রত্যাশা করা যাইত। কিন্তু তাঁহাদের কার্য্য দ্বারা কেবল সামাজিক বিষয়ে বিপ্লব মাত্র হইতেছে, কোন শুভকর ও অনুকরণীয় স্থায়ী প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না; হইতেও পারে না।

সকল দেশেই এমন কতকগুলি দেশাচার ও কুলাচার প্রচলিত থাকে যে, তাহার রক্ষা বা বিনাশের সহিত প্রকৃত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। অনেকের মনে এই রূপ সংস্কার জন্মিয়াছে যে তাহার উন্মূলন না করিলে ধর্ম্ম প্রচার বা সমাজসংস্কার হয় না। সকল দেশের ভাষাতেই এমন কতকগুলি শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, একদা কেবল কুসংস্কার ও অজ্ঞান হইতে সেই সমুদায় শব্দ উৎপন্ন হইয়াছিল; সেই সকল শব্দের প্রয়োগ রহিত করিবার আর সর্ব্ব প্রকারে পুরাতন আচার ব্যবহার উন্মূলনের চেষ্টা উভয়ই দুশ্চেষ্টা। দেশ ভেদে ও কুল ভেদে অনেক দেশাচার ও কুলাচার অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে; বিদ্যমান থাকিলে ধর্ম্মতঃ কোন হানি নাই ও সামাজিক উন্নতিরও কোন ব্যাঘাত জন্মে না। ইহা না বুঝিয়া কেহ কেহ সামাজিক উন্নতির নামে তৎসমুদায়েরই উন্মূলন চেষ্টা করিতেছেন।

এইরূপ নানা কারণ একত্র হইয়া যে অনুচিত পরিবর্ত্তনস্রোতঃ প্রবাহিত করিয়েছে তাহাতে পুরাতন আচার ব্যবহারের রূপান্তর ব্যতীত সারবতী উন্নতির প্রত্যাশা অতীব অল্প। যত দিন সমাজের অন্তঃসার পরিবর্দ্ধিত না হয়, তত দিন বাহ্য আচার ব্যবহারে সহস্র প্রকার পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইলেও কোন দেশ উন্নতি লাভ করিতে পারে না। প্রত্যুত এ দেশে ভূরি ভূরি উৎকৃষ্ট ভাব ও আচার ব্যবহার বিদ্যমান আছে, বিপ্লব উপস্থিত করিলে লাভের মধ্যে এই হইবে যে কণ্টক লতার সঙ্গে সঙ্গে সুকোমল পুষ্প লতাও উন্মূলন হইয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন আর একটি দোষ উৎপন্ন হইতেছে; শুদ্ধ ধর্ম্মের জন্য কোন্ সকল বিষয়ের কি রূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক ও কোন্ সকল পরিবর্ত্তনের জন্য অনুকূল সময়ের উপর নির্ভর করা উচিত, সেই গুলি বিশেষ করিয়া বুঝা সাধারণের পক্ষে কঠিন হইতেছে। এই জন্য ব্রহ্মোপাসনা, পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ, বিধবা বিবাহ, অসবর্ণা বিবাহ, স্ত্রীলোকের অবরোধ মুক্তি, এমন কি পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন এই সমুদায়ই এক শ্রেণীতে গণ্য হইয়া পড়িতেছে। বিশেষতঃ যাঁহারা অপেক্ষাকৃত স্থূলদর্শী, তাঁহাদের নিকটে আধ্যাত্মিক ব্রহ্মোপাসনা অপেক্ষাও বাহ্য পরিবর্ত্তন সমধিক গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে,

অনেক কার্য্য পার্থিব বিষয়ে জিগীষা ও ইংরাজি সভ্যতার অনুকরণের অনুরোধ ইত্যাদি নানা কারণে অনুষ্ঠিত হইয়াও এক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের নামে চলিয়া যাইতেছে। শুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানকে তাহা হইতে পৃথক্ করিয়া লইলে দৃষ্ট হইবে যে, ইহা দ্বারা সমাজবিপ্লবের যত দূর আশঙ্কা করা হইতেছে তাহা অমূলক। ইংরাজদিগের আচার ব্যবহারের অনুকরণপ্রবৃত্তি, খৃষ্টধর্ম্মীদিগের হিন্দুধর্ম্ম বিদ্বেষ ও কতকগুলি লোকের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার ইত্যাদি নানা কারণে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, প্রায় তৎসমুদায়ই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া যাইতেছে। এই জন্য অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত ভাব ও ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য কি কি পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কেবল এই মাত্র দোষ হইতেছে না; উক্ত কারণে অনেক অল্পবয়স্ক যুবকের মনে নূতনবিধ সংস্কার আবির্ভূত হইতেছে—বিবেকের—"কর্ত্তব্য বুদ্ধির" নূতন গঠন হইয়া উঠিতেছে। এ সকল বিষয়ে সাধারণ লোকে চিন্তা ও আলোচনা করিতে যায় না; এক প্রকার মত দাঁড়াইয়া গেলেই তাহার অনুসরণ করিতে থাকে। মানব প্রকৃতির বিশেষজ্ঞ মহাকবি সেক্‌সপিয়ার, সিজারের হত্যা লইয়া ব্রুটস্ ও আণ্টনির পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের উত্তেজক বক্তৃতা ও তন্নিবন্ধন সাধারণ লোকের মনের গতি অক্লেশে পরিবর্ত্তন করার যে ছবি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, এখনও অনেক স্থলে সেই রূপ সজীব ছবি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্মমূলক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অন্যান্য পরিবর্ত্তন সকল মিশ্রিত হইয়া যাওয়াতে কিরূপ অনিষ্ট জন্মিতেছে, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে।

বস্তুতঃ সামাজিক উন্নতি অন্যবিধ পদার্থ কেবল পুরাতন আচারের পরিবর্ত্তন নহে যে সকল সাংঘাতিক রোগ ভারতবর্ষের সর্ব্ব শরীর জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে, যে সকল জাতি সাধারণ দোষ, দুর্ব্বলতা ও অনাচার ধর্ম্মনীতির রক্ত পান করিতেছে, যে সকল কারণে মিথ্যা প্রতারণা চৌর্য্য ব্যভিচার ও সুরাপান প্রভৃতি মারাত্মক পাপ সকল ভারতবর্ষের অধঃপাত করিতেছে, তাহা দূর করিতে না পারিলে কেবল আচারগত পরিবর্ত্তন বিড়ম্বনা মাত্র। পূর্ব্বে সমাজস্থ লোকে যে পরিমাণে ধার্ম্মিক ছিল, তদপেক্ষা অধিকতর ধার্ম্মিক করা সামাজিক উন্নতির প্রধান উদ্দেশ্য। যদি দেখিতে পাওয়া যায় যে, লোকে ধার্ম্মিকতা বিষয়ে পূর্ব্বেও যে রূপ ছিল, পরেও সেই রূপ রহিল, তবে তাদৃশ পরিবর্ত্তনের ত্রিসীমায় গমন করা উচিত নহে। যে সমাজে ধার্ম্মিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, সেই সমাজই প্রকৃতরূপ সামাজিক উন্নতি লাভ করিবে। অবাধে ঈশ্বরোপাসনা, ন্যায়পরতা, সত্যবাদিতা, লোকহিতৈষণা, জিতেন্দ্রিয়তা, সরল ব্যবহার ইত্যাদি মহৎ গুণে লোকের চরিত্র যে পরিমাণে বিভূষিত হইবে, সমাজ সকল সেই পরিমাণে সভ্যতা ও উন্নতি লাভ করিবে।

ব্রাহ্মাবধূত শ্রীযুক্ত শ্রী নারায়ণ গিরি-স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

১৪৫ সংখ্যক পত্রিকার ৪৪ পৃষ্ঠার পর।

অনন্তর গঙ্গোত্তীর তীর্থে উপনীত হইয়া গঙ্গা দেবীর মন্দির দর্শন করিলাম। মহারাজ নেপালাধিপতি ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরের সম্মুখে একটি বৃহৎ ঘণ্টা লম্বমান রহিয়াছে। গঙ্গা, যোগমায়া, ভোগমায়া ও গণপতি এবং মহারাজ ভগীরথ ও শঙ্করাচার্য্য স্বামী প্রভৃতি দেব দেবী ও মহাত্মাদিগের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। অর্দ্ধ সের আটার রোটি ও কিঞ্চিৎ শাক মাত্র তাঁহাদিগের ভোগ হয়। অতিথি বা অভ্যাগত ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন। নিকটে তেমন কোন গ্রাম নাই।

সুখবা নামে একটি মাত্র গ্রাম আছে; তথায় পাণ্ডা ও বাদ্যকরদিগের বাস। এখানে বাদ্যকরই নাপিতের কর্ম্ম করিয়া থাকে। নিকটে একটি শিলাখণ্ড পতিত রহিয়াছে; সকলে কহে ভগীরথ উহাতে তপস্যা করিয়াছিলেন। গঙ্গার গর্ভে ভগীরথকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড ও ভৃগুকুণ্ড নামে কএকটি কুণ্ড আছে। এই স্থান হইতে গোমুখী পঞ্চদশ মাইল হইবেক। গোমুখীর পথ অতীব দুর্গম; দুই পার্শ্বে হিমশিলাতে আবৃত পর্ব্বত; মধ্যের পথও হিম শিলাতে আচ্ছন্ন, তাহার নিম্ন দিয়া গঙ্গার জল নিঃসৃত হইতেছে। তথায় গমন করিলে প্রত্যাগমন করা নিতান্ত দুষ্কর। কেহ গমন করিলে পর্ব্বতশিখর হইতে হিমশিলা পতিত হইয়া তাহাকে প্রোথিত করিয়া ফেলে। যদি কস্মিন্ কালে তাহার মৃত শরীর প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে দৃষ্ট হয় যে, তাহা কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই। গোমুখী হিন্দুদিগের মহাতীর্থ, পূর্ব্বে অনেক অনেক ধর্ম্মাত্মা এই স্থানে ইচ্ছা পূর্ব্বক কলেবর পরিত্যাগ করিতেন। দূর হইতে হর-জটা নামে এক হিমাবৃত পর্ব্বত দৃষ্ট হয়; ঐ সকল হিমশিলা জটার ন্যায় লম্বমান হইয়া আছে, তাহার মধ্য দিয়া গঙ্গা নিঃসৃত হইতেছে; ইহাতেই সকলে কহিয়া থাকে, ঐ স্থানে গঙ্গা হরজটা হইতে নিঃসৃত হইতেছেন। যে স্থানে গঙ্গা দেবীর মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তি আছে, তথায় কোন পাত্রে গঙ্গার জল কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে উহার সহিত যে কঙ্কর, প্রস্তর ও মৃত্তিকা মিশ্রিত থাকে, তাহা নিম্নে পড়িয়া যায়। সেই জল পান করিলে অতীব সুস্বাদ বোধ হয়। এই তীর্থ অতি পূর্ব্ব কাল অবধিই সুপ্রসিদ্ধ ছিল; মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের উৎপাতে বিলুপ্তপ্রায় হয়; পরে পরম হংস পরিব্রাজক শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য প্রকাশ করেন।

এই সকল দেশে মৃগনাভি কস্তুরি, সবরের চর্ম্ম, বন্য মধু ও মধূচ্ছিষ্ট যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। রজক ও নাপিত নাই, পরস্পর আপনারাই সচরাচর বস্ত্রাদি ধৌত ও ক্ষৌর কর্ম্ম করে। পর্ব্বতের উপরিস্থ লোক সকল অত্যন্ত অপরিষ্কৃত থাকে, মলিন বস্ত্রাদি পরিধান করে, স্নান প্রায় করে না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও ডোম এই তিনটি মাত্র জাতি বাস করে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পরের মধ্যে ভোজ্যান্নতা ও কন্যা পুত্রের আদান প্রদান প্রচলিত আছে। স্ত্রী যত বার বিধবা হয়, তত বার তাহার বিবাহ হইতে পারে। কাহার পত্নী অন্য পুরুষে আসক্ত হইলে তাহার পূর্ব্ব স্বামীকে বিবাহের ব্যয় প্রদান করিলে সেই পুরুষ তাহাকে আপনার গৃহিণী করিয়া রাখিতে পারে; উক্ত স্ত্রীকে চাঁটী কহিয়া থাকে। এরূপ চাঁটী হওয়া কিছুমাত্র নিন্দনীয় নহে। কোন ব্যক্তি মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে অর্থের পরিবর্ত্তে স্ত্রী, পুত্র বা কন্যা প্রদান করে অথবা তাহাদিগকে স্থানান্তরে বন্ধক দিয়া বা বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করে। স্ত্রী ও পুরুষ সচরাচর কম্বল পরিধান করে, তন্তু বস্ত্র প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। এদেশে চোর নাই, কোন গুরুতর পাপ কাহারও অনুষ্ঠিত হয় না। গোধূম, যব, ধান্য মেকয়া, কোদ, সামা, টিনা ইত্যাদি শস্য উৎপন্ন হয়। ইহারা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময় ব্যতীত তৈলাক্ত প্রদীপ প্রজ্বালিত করা অলক্ষণ জ্ঞান করে। চিড় নামে এক প্রকার কাষ্ঠ আছে, তাহার সার মসালের ন্যায় প্রতিদিন প্রজ্বলিত করে; তাহাতে অতি উৎকৃষ্ট আলোক হয়।

অনন্তর গঙ্গোত্তরী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ভৈরব ঘাটিতে উত্তীর্ণ হইলাম, এই স্থান হইতে তিব্বত দেশে গমন করিবার পথ আছে। অনন্তর ভ্রমণ করিতে করিতে পুনরায় উত্তর কাশীতে উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে ভুগেশ্বর মহাদেব দুই ক্রোশ হইবেন, সেই স্থান হইতে আর টিড়িতে গমন না করিয়া বন্য পথ অবলম্বন করিয়া কেদারনাথ তীর্থে গমন করিতে লাগিলাম। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা গ্রাম উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিযোগী নারায়ণের পর্ব্বতে উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর একত্র হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। একটি মন্দিরে তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। পুরাণ অনুসারে এই স্থানে গিরি দুহিতা পার্ব্বতীর সহিত মহাদেবের বিবাহ হইয়াছিল। এই স্থানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েতে ত্রিশ বা চল্লিশ ঘর লোকের বাস আছে, দোকান আদি কিছুই নাই। গ্রামের মধ্যে কেবল মেকয়ার আটা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ত্রিযোগী নারায়ণ হইতে অহল্যা বাইএর প্রথম ধর্ম্মশালা সাত ক্রোশ, তথা হইতে দ্বিতীয় ধর্ম্মশালা সাত ক্রোশ ও তথা হইতে আর ছয় ক্রোশ অতিক্রম করিলে গৌরীকুণ্ডে উপনীত হওয়া যায়। গৌরীকুণ্ডের জল সর্ব্বদাই উষ্ণ থাকে। এই স্থানে নানা দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি। এক খানি তৃণাচ্ছাদিত ধর্ম্মশালা ও কএক খানি দোকান আছে। এই স্থান হইতে সাত ক্রোশ গমন করিলে মন্দাকিনীর পরপারে কেদারনাথের মন্দির প্রাপ্ত হওয়া যায়। মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া কেদারনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়; তথায় পূজাদি সমাপন করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে আলিঙ্গন ও মস্তক স্পর্শ করিতে হয়। পরে নন্দী কেশব ও ভুগেশ্বর ভৈরবের পূজা করিয়া রেতঃকুণ্ডের জল পান ও গুরু ধারণ করিতে হয়। পরে যথাক্রমে উদককুণ্ডে, হংসকুণ্ডে ও ব্রহ্মকুণ্ডে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। কেদারের পূজকের নাম কেদার লিং দক্ষিণী জঙ্গম। পাণ্ডা প্রায় তিন শত হইবেক। পাণ্ডারা শ্রাদ্ধের দ্রব্য গ্রহণ করেন না; তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, গ্রহণ করিলে অকল্যাণ হয়। শুনিতে পাই, এই স্থানের ব্রহ্মকুণ্ডে অনেক স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা পতিত আছে। পরে ঈশানকুণ্ড দর্শন ও স্পর্শ করিয়া কেদার পর্ব্বত দর্শন করিতে হয়। এই স্থানের ভূমি ত্রিকোণাকার। ঐ ভূমি আর সকল

দিকে পর্ব্বতে বেষ্টিত, কেবল পশ্চিম দিকে মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছে। শীত অত্যন্ত। আবার সূর্য্য কিরণ যত প্রখর হয়, ততই প্রচণ্ড বায়ু বহিতে থাকে ও তাহার সঙ্গে তুষার বৃষ্টি হয়। বৃক্ষ নাই, সুতরাং কাষ্ঠ পাওয়া যায় না। যে দিকে যাওয়া যায়, শ্বেত পর্ব্বত সকল দেখিতে পাওয়া যায়। এই রূপ কিংবদন্তী আছে যে, কেদার পর্ব্বতের উত্তরে হিমকেদার মহাদেব আছেন; যে ব্যক্তি তথায় গমন করিয়া তাঁহার পূজা করিতে পারে, সে ব্যক্তি মহাবল পরাক্রান্ত হয়। কিন্তু সেখানে গমন অসাধ্য। যে ত্রিকোণাকার ভূমি আছে, তাহা সকল দিকে অর্দ্ধ ক্রোশেরও অধিক হিমশিলাতে আবৃত। তাহা অতিক্রম করিয়া গমন নিতান্ত দুষ্কর। নিম্ন দিকে গমন করিলে পুনর্ব্বার উপরে আরোহণ করা যায় না। পূর্ব্বে ধর্ম্মাত্মা হিন্দুগণ ঐ স্থান স্বর্গস্থ তীর্থ বলিয়া আপনাদের শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া প্রাণের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতেন। লোকের এই রূপ সংস্কার আছে যে, ঐ স্থানে মৃত্যু হইলে শিবলোক প্রাপ্তি হয়। যদি কোন ব্যক্তি কোন কৌশলে ফিরিয়া আসিত, পাণ্ডারা তাহাকে পাপী বলিয়া প্রহার করিতে করিতে মারিয়া ফেলিত। এক্ষণে রাজপুরুষেরা তথায় তীর্থ যাত্রীদিগের গমন রহিত করিয়া দিয়াছেন। তন্নিমিত্ত কমিস্যনর সাহেব তথায় বার জন প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি যখন তথায় গমন করিয়াছিলাম, তখন রামজে সাহেব কমিস্যনর ছিলেন।

THE CLAIMS OF THE ADI BRAHMO SAMAJ.

The Adi Brahmo Samaj is the first Brahmo Samaj established in India, and as such stands in the relation of parent to the other Brahmo Samajes. It looks with an eye of parental love upon the latter, though some of them may differ in opinion from it in matters of social reformation, and other non-essential points, provided they hold no opinions or perform any practices contrary to the fundamental principles of the Brahmic faith, as contained in the Brahmo Dharma Vija. As the Adi Samaj stands in the relation of parent to the other Brahmo Samajes, it is the duty of the latter to accord to it the same sympathy, affection and aid which a son accords to his father although he may differ in opinion on some points from the latter. As the parent of all the other Samajes of India, it has undoubted claims upon such sympathy, affection and aid

The Adi Brahmo Samaj is the first Brahmo Samaj established not only in India but in the world and as such stands in the relation of parent to other Theistic Churches that have been or may be established in other parts of the world. It has therefore claims also upon their sympathy, affection and aid. A time will undoubtedly come when Theistic Churches will be established in all parts of the world, but the Adi Brahmo Samaj must be considered to be the parent of them all and should be regarded by them with feelings of veneration and love. It is not to be expected that all Theistic Churches, established in different parts of the world, would agree in opinion with the Adi Brahmo Samaj on all points. But still the filial claims mentioned above can never be ignored.

The Adi Brahmo Samaj has not only claims upon the sympathy and aid of Theists but of every idolatrous Hindu. or Christian or Mahomedan who, continuing to believe in his own religion, has so far risen above its prejudices as to admit the duty of uniting with the followers of others in worshipping the Common Father of all. It was the intention of the illustrious founder of the Samaj that the followers of all religions should unite in its Hall in such worship. It is open to every one who wishes to resort to it for such purpose whatever his religion maybe. Every liberal minded Hindu, Mahomedan or Christian should regard the Samaj as the first religious institution which set an example of such united worship and should therefore accord their aid to it.

সম্বাদ।

বোম্বাই প্রদেশে পুনা নগরে একটি প্রার্থনা সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে তাহার উপাসনা প্রণালী অনেক পরিমাণে আদি ব্রাহ্মসমাজের ন্যায়। তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বক্তৃতা করিয়া থাকেন। তিনি লিখিয়াছেন "আমাদিগের মধ্যে যে সকল কথা মূল সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে এখানে তাহাই আন্দোলন করিবার ও বুঝাইবার আবশ্যক হয়"। যখন ঐ প্রদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের এই প্রথম আন্দোলন হইতেছে? তখন স্বভাবতঃ এই রূপ হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি?

গত ১৫ জ্যৈষ্ঠ দিবসে কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের কার্য্য অতি সমারোহ পূর্ব্বক

সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াসী মাহাশয় ও শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। অনেক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকার সমাগম হইয়াছিল।

ব্রাহ্মধর্ম্মবোধিনী সভার প্রেরিত এক জন পরিব্রাজক আদি ব্রাহ্মসমাজের সহযোগী কালনা ব্রাহ্মসমাজ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন তথাকার সমাজ উৎকৃষ্ট রূপে চলিতেছে। শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েক জন ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা সমাজের কার্য্য সুনির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহাদিগের উপাসনা, বক্তৃতা ও সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া পরিব্রাজক মহাশয় অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি সোমড়া গ্রামে উপনীত হইলে তথাকার অনেক বিষয়াপন্ন সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহার নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের মত পরিজ্ঞাত হইতে অভিলাষ জানাইলেন ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। সভার আর এক জন পরিব্রাজক মধ্যে কোন্নগর, আকনা, বর্দ্ধমান ও বহরমপুর প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মসমাজ সকল পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। ঐ সকল স্থানের প্রসিদ্ধ সমাজ পূর্ব্ববৎ উত্তম চলিতেছে। অতএব তাহাদিগের বিশেষ সম্বাদ দেওয়া গেল না।

জনরব এই যে, যে সকল ব্রাহ্ম ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক হইয়া স্বতন্ত্র সমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন তাঁহারা পুনর্বায় ঐ সমাজের সঙ্গে মিলিয়াছেন কিন্তু এ জনরব অমূলক। নূতন সমাজের অধিকাংশ সভ্য এরূপ করেন নাই, অল্প সংখ্যক সভ্যই এই রূপ করিয়াছেন। কয়েক সপ্তাহ হইল শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ঐ সমাজের উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। স্থূল বিষয়ে তর ঐক্য থাকিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে অনৈক্য সত্ত্বেও আদি ব্রাহ্মসমাজ অন্য সমাজকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ নহেন, তাহা এই দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধারণের প্রতীত হইবেক।

JUST PUBLISHED

Theistic Toleration and Diffusion of Theism Price one anna.

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩ আষাঢ় রবিবার প্রাতঃকালে ৭ ঘটিকার সময় মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

আগামী ৯ আষাঢ় শনিবার রাত্রি ৭॥ ঘন্টার সময় ভবানীপুরের বিংশতি সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

---

৩১ আষাঢ় রবিবার দুই প্রহর সাড়ে পাঁচটার সময় ব্রাহ্মধর্ম্ম বোধিনী সভার অধিবেশন হইবে, সভ্য মহাশয়েরা উপস্থিত থাকিবেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।
শ্রীনবগোপাল মিত্র।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

চৈত্র ১৭৯৩ শক। বৈশাখ ১৭৯৪ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৮৪১ ৶৫
পূর্ব্বকার স্থিত ..	৩৮১৷৵৫
সমষ্টি	১২২২ ৸/১০
ব্যয়	৮০৫ / ০
স্থিত	৪১৭ ৸ ১০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৩৯২ ৷৶৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৬৫ ৸৵০
পুস্তকালয় .	৪৩ ৸৵১০
যন্ত্রালয়	৯৪ ॥০
গচ্ছিত ..	৪৪ ৷৶১০
সমষ্টি	৮৪১ ৶৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ ..	২৫৫ ৷ ০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৬৭ ৸/১০
পুস্তকালয়	৪৩ ॥০
যন্ত্রালয়	১০১
গচ্ছিত	৩৭ ৷৶১০
সমষ্টি	৮০৫ / ০

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৩০৯ ৶ ১
" শিবচন্দ্র দেব	১০
" নিতাইচাঁদ দে	৫
" হরচন্দ্র রায়	২
" রজনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২
" দয়ালচন্দ্র শিরোমণি ...	২
" শ্যামাচরণ চৌধুরী ...	১
" ত্রৈলোক্যনাথ বসু	১
" দীননাথ অধ্যেতা ...	১
" সাহাজাদপুরের আমলাগণের দান	৩

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	২০
" শ্যামাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ...	২
দানাধারে প্রাপ্ত	৩৪ ৷ ০
সমষ্টি	৩৯২ ৷৶৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

Registered No 2

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী আসা—তাল ঠুংরি

দয়া-ঘন তোমা হেন কে হিতকারী।
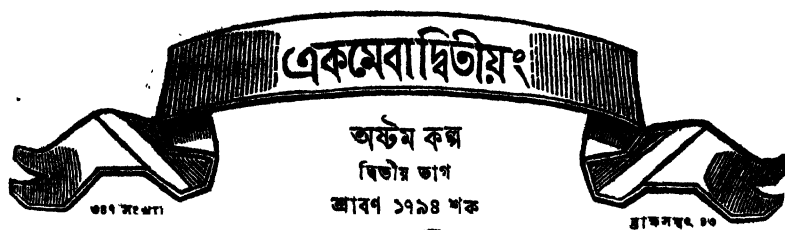
দুঃখ সুখে সমবন্ধু এমন কে, শোক তাপ ভয়হারী।

শঙ্কট-পূরিত ঘোর ভবার্ণব তারে কোন্ কাণ্ডারী,

কার প্রসাদে দুর-পরাহত রিপুদল বিপ্লবকারী

পাপ-দহন-পরিতাপ নিবারি, কে দেয় শান্তির বারি,

ত্যজিলে সকলে অন্তিম কালে, কে লয় ক্রোড় প্রসারি।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল সুর ফাকতাল।

আজি বিশ্ব-জন গাইছে মধুর স্বরে, সনাতন দুঃখহরণ বিশ্বম্ভর অনন্তে আনন্দ ভরে।

পূর্ণ গগন অনাদি নাদ আলাপ করে; গাইছে জল দল জলধীর গম্ভীরে।

বিশ্বনাথ অমর-সেবিত, অনুপম জ্যোতিতে বিরাজে

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল সুর ফাকতাল।

আদি-নাথ, প্রণব রূপ, সম্পূরণ দেও হে তব প্রসাদ শান্তি-সিন্ধু, মহেশ, সকল-গুণ-নিধান।

অযুত লোক, অকথিত বাণী তোমারি হে—মোহন রব অনুপম পুরে মহাগগন, ভাবে মোহি জগজ্জন।

অনুপম, অবিনাশী, অনন্ত, অগম্য অ-পার, সুন্দর অতি-অপূর্ব্ব-ভাতি নিরঞ্জন।

সকল রূপ কারণ, সকল দুঃখ নিবারণ, তারণ, ভয়ভঞ্জন, সুরনরমুনিবন্দন।

রাগিণী নটনারায়ণ—তাল চৌতাল।

হৃদয় চাতক মোর চায় তোমারি পানে শান্তিদাতা; শান্তি পীযুষ-বারি হে বরিষ বরিষ।

নয়নের তুমি তারা, প্রেমচন্দ্র হৃদাকাশে, শোক-তাপ-সন্তাপহা; তুমি মাত্র আশা সদা সুখে দুঃখে।

পূরহ প্রাণ, প্রাণাধিপ, বিতরি প্রেমবারি; পাই হে অবিনাশী জীবন, পাইলে তোমারে।

নিশি দিন হৃদে জাগো, দুঃখ নিশি পোহাইয়ে, মোহ আঁধার নাশিয়ে,—কৃপারি হে ভিখারী কৃপাবিন্দু যাচে।

নব বর্ষ ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ ১৭৯৪। ১ বৈশাখ

আজি নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ। অতএব এই নব বর্ষের প্রথম দিন, প্রথম দিনের প্রথম ভাগ সেই পূর্ণ মঙ্গল পরমেশ্বরের উপাসনাতে উৎসর্গ করিয়া আজি আমরা এই জন্য স্বস্ত্যয়ন করিতেছি যে, তাঁহার অনুগ্রহে এই উপস্থিত সংবৎসর কাল যেন আমাদের মঙ্গল হয়; যেন আমাদিগকে কোন অমঙ্গলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে না হয়। কোন আন্তরিক রিপু যেন আমাদিগকে তাঁহা হইতে বিচ্যুত না করে; কোন প্রলোভন যেন আমাদিগের হৃদয়কে অভিভূত করিয়া না ফেলে; কোন ঘটনা যেন আমাদের চিত্তের শান্তি ও ধৈর্য্য অপহরণ করিতে না পারে। আমরা তাঁহারই পৃথিবীতে বাস করিব, তাঁহারই ঐশ্বর্য্য ভোগ করিব, তাঁহারই রাজ্যে সঞ্চরণ করিব, তাঁহারই শক্তিতে জীবন ধারণ করিব এবং তাঁহারই ক্রোড়ে বিশ্রাম করিব, এ বিষয়ে কিছুই সংশয় নাই, কিন্তু সংশয় এই যে, পাছে এমন ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাই—পাছে সম্পদের সময় অকৃতজ্ঞ হই, পাছে বিপদের সময় তাঁহার সান্ত্বনাকর স্নিগ্ধ দর্শন না পাই। বারংবার সন্তাপের অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছি, আর সে রূপ দুর্দ্দশায় পতিত হইতে না হয়, এই জন্য আজি আগ্রহের সহিত তাঁহার উপাসনা করিতে আসিয়াছি; তাঁহার উপাসনাই আমাদের স্বস্ত্যয়ন, তাঁহার উপাসনাই আমাদের রক্ষা-কবচ, তাঁহার উপাসনাই আমাদের বল। সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার উপাসনা করুন, সকলের মঙ্গল হইবে। উপাসনাতেই ধর্ম্ম, উপাসনাতেই স্বর্গ, উপাসানাতেই মোক্ষ; উপাসনাই তপস্যা, উপাসনাই সাধন, উপাসনাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। ঈশ্বরের উপাসনা—ঈশ্বরের সমীপে অবস্থান, পিপাসু নয়নে তাঁহার সৌন্দর্য্য পান, তাঁহার বিশ্বব্যাপী গম্ভীর সত্তার আস্বাদন, তাঁহার সর্ব্ব-সন্তাপ-হরণ অমৃতায়মান সংস্পর্শ অনুভব অথবা মুক্ত হৃদয়ে তাঁহাকে আহ্বান, আত্মনিবেদন ও অনুগ্রহের জন্য প্রতীক্ষা—এই রূপ উপাসনাই আমাদের সকল মঙ্গলের নিদান। পৃথিবী কি রূপ স্থান, তাহার পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই, সকলেই জানিতেছেন—ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিলে ইহা যথার্থই অকূল সমুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতএব যাহাতে কোন অবস্থায় ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইতে না হয়, আজি তাহার জন্য আত্মাকে তাঁহার নিকট উপনীত করিয়া প্রার্থনা করুন।

যাঁহাদিগের শাস্ত্র অনুসারে অদ্য হইতে নব বর্ষের গণনা আরব্ধ হইতেছে, সেই পূজনীয় পূর্ব্বপুরুষগণকে আজি ভক্তিনম্র হৃদয়ের সহিত স্মরণ করুন; ইহাও জীবনের একটি মহৎ কর্ম্ম। আমাদের ভক্তি-প্রবাহ পূজ্যপাদ পিতৃদেব মাতৃ-দেবী হইতে আরম্ভ করিয়া ঊর্দ্ধতন পুরুষগণের প্রতি প্রবাহিত করিতে অভ্যাস করিলে দেখিতে পাইব যে, যে পূর্ণ পুরুষ সকলের আদি, যে প্রস্রবণ হইতে জীব প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে, আমাদের মাতাপিতৃ-ভক্তি ও পূর্ব্বপুরুষ-ভক্তি তাঁহাতেই পর্য্যবসিত হইতেছে। আমাদের ভক্তি ঈশ্বরকে এক দিকে "সাক্ষাৎ পিতা" ও আর এক দিকে "পুরাতন পিতামহ" বলিয়া আলিঙ্গন করিবে, ইহা অতি মনোহর দৃশ্য। যেমন হিমালয় অবধি সাগর পর্য্যন্ত একই গঙ্গা উভয়কে সংযোগ করিয়া দিতেছে, সেই রূপ প্রথম সৃষ্ট মনুষ্য অবধি আমা পর্য্যন্ত একই রক্ত-প্রবাহিত হইয়া একটি যোগ-সূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে। যিনি যে লোকে

থাকুন, যথার্থতঃ আত্মীয়তাসূত্রে সকলেই পরস্পর বদ্ধ হইয়া আছেন, ইহা ধ্যান করিলে কি এক অনির্ব্বচনীয় মহৎ ভাবের কি এক অচ্ছিন্ন উদার ভাবের উদয় হয়, এক বার অনুভব করুন। ইহাও স্মরণ করিতে থাকুন যে, আমরা কেবল পিতৃপিতামহাদির "পরিত্যাজ্য" পার্থিব ধনের উত্তরাধিকারী হই নাই, তদপেক্ষা বহুমূল্য সম্পদের—আধ্যাত্মিক রত্নের উত্তরাধিকারী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। এক্ষণে আমরা যে জ্ঞান ধর্ম্ম প্রভৃতির উন্নতি দর্শন ও লাভ করিতেছি, ইহা শুদ্ধ আমাদের পরিশ্রমে উপার্জ্জিত নহে, তাঁহাদের শ্রমার্জ্জিত উন্নতির বহুল পরিমাণে অধিকার করিয়া আমাদের আত্মা জন্মগ্রহণ করাতেই অধিকতর জ্ঞান, অধিকতর ভাব ও অধিকতর ধর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। অতএব তাঁহাদিগকে কখন ভক্তিশূন্য হৃদয়ে চিন্তা করিবেন না। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন, যাঁহারা স্বর্গস্থ হইয়াছেন, যাঁহারা মর্ত্ত্যলোকে অবস্থান করিতেছেন ও ভবিষ্যতে যাঁহারা জন্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের সকলের মধ্যে এক আত্মীয়তার অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে থাকুক।

পরিশেষে আর একটি বক্তব্য আছে। বর্ত্তমান বৎসরের মধ্যে আমাদের ধার্ম্মিকতার আরও বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক। পৃথিবীতে অবস্থানের জন্য অবশ্যই সকলকে পার্থিব ধন আহরণ করিতে হইবে কিন্তু আমরা কেবল তাহারই উপার্জ্জন ও উপভোগ করিতে এখানে আসি নাই, পুণ্য উপার্জ্জন—ধর্ম্ম বৃদ্ধি অধিকতর প্রয়োজনীয়। পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেই পার্থিব ধনের সঙ্গে সম্বন্ধ নিঃশেষ হইবে; কিন্তু ইহ লোক ও পর লোক উভয়ের জন্যই ধর্ম্মধন সঞ্চয় করিতে হইবে। অতএব এখানে যে যে অবস্থায় ধর্ম্ম নাশের সম্ভাবনা, তাহাতে অত্যন্ত সাবধান হইতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া ধার্ম্মিক হওয়া অতি সহজ কথা। এখানে সাধুসমাজের মধ্যে অবস্থান, উচ্চৈঃস্বরে পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন ও সুমধুর ধর্ম্মসঙ্গীত সহজেই লোকের মনে ধর্ম্মভাব উদ্দীপন করিয়া দেয়। এখানে প্রলোভনের আকর্ষণ বা রিপুগণের উদ্দীপন নাই। কিন্তু এই গৃহ হইতে বহির্গত হইলেই কুসংসর্গ, কুদৃষ্টান্ত ও পাপ প্রলোভন হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে অবসর প্রাপ্ত হইবে। পুনরায় কহিতেছি—পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে ধার্ম্মিক থাকা কঠিন নহে। কিন্তু যিনি সংসারে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ধার্ম্মিক থাকিতে পারিবেন, তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক। বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া বাণিজ্যাগারে প্রবেশ করিয়া জটিলতর নানাবিধ সাংসারিক কর্ম্মে পতিত হইয়া যিনি ধার্ম্মিক থাকিতে পারিবেন, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক। ঐ সকল স্থলে ধর্ম্মের সাংঘাতিক শত্রু সকল লুক্কায়িত হইয়া আছে, তাহাদের উপরে ধর্ম্মকে জয়ী করিতে পারিলেই আমরা ধার্ম্মিক হইতে পারিব। ঈশ্বর যেন সকলের এই শুভ সংকল্প সিদ্ধ করেন।

প্রেমস্বরূপ ঈশ্বর! জানিনা, এই সংবৎসর কি ভাবে অতিবাহিত হইবে। আমরা তোমার প্রতি নির্ভর করিতেছি। আমাদিগকে দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা কর। হৃদয় যেন নিদারুণ ভারে পিষ্ট হইয়া না যায়। জ্যোতিঃস্বরূপ! জীবনের পথে তোমার জ্যোতি বিস্তার কর, অন্ধকার যেন আমাদিগকে বিনষ্ট না করে। হে রুদ্র! আমাদিগকে আর রোদন করাইও না। তোমার প্রসন্ন মুখ দেখিতে দাও। পিতা! আমাদের পাপ তাপ দূর কর। আমাদের দ্বারা তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আত্মদর্শন।

সপ্তম অধ্যায়।

আত্মা অমর। শরীর কিছুকাল পরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আত্মা বিনষ্ট হয় না। এখানে যে রূপ কর্ম্ম করে, তদনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া লোকান্তরে অবস্থান করিতে থাকে। শিশু যেমন গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, আত্মা সেই রূপ এ লোক হইতে পর লোকে গমন করে।

আত্মার মৃত্যু নাই এই জ্ঞান স্বভাবসিদ্ধ। আমি আছি, আমি দেখিতেছি, আমি করিতেছি, এই রূপে যখনই আত্মজ্ঞান বিকশিত হইতে থাকে, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানও মিশ্রিত হইয়া থাকে যে, আমার বিনাশ নাই, আমি চিরকাল জীবিতবান্ থাকিব। আত্মার অস্তিত্ব, কর্ত্তৃত্ব, জ্ঞান ও শক্তি যেমন আত্মা আপনা আপনি জানিতেছে, সেই রূপ আপনাআপনি জানিতেছে যে আমি চিরকাল বিদ্যমান থাকিব। আপনার বর্ত্তমান জীবনে যেমন কোন সংশয় উৎপন্ন হয় না, সেই রূপ প্রথমাবস্থায় ভবিষ্যৎ জীবনেও কোন সংশয় জন্মে না। এমন কি, উভয় জীবনের বিচ্ছিন্নতাও প্রথমে অনুভূত হয় না; এক মাত্র অনন্ত জীবনই উপলব্ধ হইতে থাকে। মনুষ্য মাত্রেই এই অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করিয়া থাকে। পৃথিবীতে অদ্যাপি এমন জাতি বিদ্যমান আছে যে, তাহারা সভ্যতার লেশ মাত্রও লাভ করিতে পারে নাই, অদ্যাপি তাহাদের মধ্যে অক্ষরের সৃষ্টি হয় নাই; কিন্তু এমন একটি জাতিও নাই যে আপনাকে অবিনাশী বলিয়া জানে না। কোথা হইতে এই বিশ্বাস উৎপন্ন হইল? অগ্রে পরলোকের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া পশ্চাৎ যে তাহাতে প্রত্যয় স্থাপন করিয়াছে, তাহা নহে; বুদ্ধিবৃত্তি যে রূপ উন্নত হইলে এই বিষয়ে অনুসন্ধান, তর্ক বিতর্ক, ও প্রমাণ সংগ্রহ সম্ভব হইতে পারে, জনসমাজ তাদৃশ উন্নত অবস্থায় আরোহণ করিবার পূর্ব্বাবধিই আপনার অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। অদ্যাপি অধিকাংশ মনুষ্যই বিনা বিচারে উহাতে বিশ্বাস করিয়া থাকে।

এই বিশ্বজনীন বিশ্বাসকে যাঁহারা কুসংস্কার বোধ করেন, তাঁহারা জানেন না যে, তাঁহারা নিজেই কুসংস্কারে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত হইবার পূর্ব্বে পারলৌকিক বিশ্বাসের সহিত নানাবিধ কুসংস্কার মিশ্রিত হইয়া থাকে, ইহা কেহই অস্বীকার করে না, তাহা বলিয়া পারলৌকিক বিশ্বাসকেও যে কুসংস্কার বলিতে হইবে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। বস্তুতঃ এই স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান কুসংস্কার নহে। যেমন "চক্ষু আকাশে বিস্তৃত পদার্থ সকল দর্শন করিতেছে" এবং বিনা বিচারে ও বিনা প্রমাণে তাহাতে বিশ্বাস উৎপন্ন হইতেছে; যেমন অপরাপর জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল সহজেই আপনার আপনার বিষয় উপলব্ধি করিতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে প্রত্যয় করিতেছে; সেই রূপ মনুষ্য যখনই আপনাকে দেখিতেছে, তখনই আপনাকে অমর বলিয়া জানিতেছে; যেমন সহজেই জানিতেছে আমি আছি, আমি দেখিতেছি, আমি করিতেছি; সেই রূপ সহজেই জানিতেছে আমার জীবন আছে ও সেই জীবন অবিনশ্বর। বিনা প্রমাণে বিশ্বাস করিলেও দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান সকল যেমন কুসংস্কার নহে, বিনা তর্কে ও বিনা বিচারে বিশ্বাস করিলেও যেমন আমি আছি, দেখিতেছি, করিতেছি, ইত্যাদি জ্ঞান সকল কুসংস্কার নহে, সেই রূপ দর্শন শাস্ত্রের আবির্ভাব ও প্রমাণ সংগ্রহের পূর্ব্বেও মনুষ্য

আপনার অমরত্বে যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহাও কদাপি কুসংস্কার নহে। তাহা হইলে আমাদের দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান সকলকেও কেন না কুসংস্কার বলা যাইতে পারে।

কেহ কেহ আপনার অমরত্বের প্রতি সংশয় করিয়া থাকেন, অথবা এক বারেই তাহাতে অবিশ্বাস করেন। তাঁহারা বলেন, যেমন বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা রূপ রস প্রভৃতি বহির্বিষয় সকল দর্শন করিতেছি এবং বিনা চেষ্টাতেই তাহাতে বিশ্বাস উৎপন্ন হইতেছে; অথবা আমি আছি, আমি দেখিতেছি ও আমি করিতেছি ইত্যাদি জ্ঞান যেমন সহজেই উৎপন্ন হইতেছে এবং বিনা চেষ্টাতেই তাহাতে বিশ্বাস জন্মিতেছে, আত্মার অমরত্ব সেরূপ অনুভব করিতে পারিতেছি না। কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক আপনার অনন্ত জীবনে সংশয় প্রকাশ করেন, এরূপ বোধ হয় না; সত্য সত্যই তাঁহারা অন্তর্দৃষ্টিতে আত্মার অমরত্ব অনুভব করিতে পারেন না। কেবল আত্মার অমরত্ব নহে, দেহ ও আত্মা উভয়ের বিভিন্ন সত্তাও উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন না; আকৃতি বিস্তৃতি প্রভৃতি জড়ীয় গুণ সম্পন্ন দেহকেই জ্ঞান শক্তি কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি চেতন গুণের আশ্রয় বলিয়া বোধ করেন। কেবল যে বুদ্ধিদোষে এই রূপ ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়, তাহা নহে, তাঁহাদের চিন্তার পদ্ধতি আর এক পথে পড়িয়া যায়—যে পদ্ধতিতে চিন্তা করিলে এবম্বিধ আধ্যাত্মিক সত্য সকল দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের চিন্তা সে পথ অবলম্বন করিতে পারে না। নতুবা, জ্ঞানহীন কর্ত্তৃত্বহীন শরীর ও জ্ঞানকর্ত্তৃত্ব-সম্পন্ন আত্মা এই দুইকে বিভিন্ন বলিয়া জানা যে রূপ সহজ, দুইকে এক বলিয়া উপলব্ধি করা তত সহজ নয়; শঙ্খকে শ্বেত ও হরিদ্রাকে পীতবর্ণ বলিয়া অনুভব করাই সহজ, উভয়কেই পীতবর্ণ বলিয়া অনুভব করা সহজ নহে; চক্ষুর সংস্থান প্রণালীতে কোন প্রকার রোগ উৎপন্ন না হইলে এরূপ বিপর্য্যয়-দৃষ্টি জন্মে না। শরীর নিয়োজ্য যন্ত্র, আত্মা নিয়োজক যন্ত্রী, পরস্পরের এতদ্রূপ বৈলক্ষণ্য সত্ত্বেও উভয়কে এক করিয়া চিন্তা করা কখনই মনের স্বাভাবিক কার্য্য নহে। এরূপ মনে হইতে পারে যে, আত্মা যে দেহাতিরিক্ত পদার্থ, ইহার কোন প্রমাণ নাই; কিন্তু দেহই যে আত্মা, তাহারই বা প্রমাণ কি, এ দিক্ তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখেন না—দেহ জড় পদার্থ, জড় পদার্থে চেতন শক্তি ও কর্ত্তৃত্ব শক্তি কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি কি প্রমাণ অবলম্বন করিয়া যে দেহে তাহার আরোপ করা হয়,—দেহ হইতে চেতন শক্তি ও কর্ত্তৃত্ব শক্তি উৎপন্ন হইতেছে ইহা কি প্রকারে বিনা প্রমাণে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহারা ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে পারেন না। অনুধাবন করিয়া দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে যে তাঁহারা যাহা বিশ্বাস করিতেছেন, সে দিকে প্রমাণের বল কিছুই নাই, তথাপি মন সেই দিকে বিশ্বাসোন্মুখ হইতেছে; আর যে দিকে বিশ্বাস করা সহজ, সেই দিকে তাহা সংকুচিত হইয়া উঠিতেছে, ইহা কখনই স্বাভাবিক অবস্থা নহে। বস্তুতঃ যেমন নীল ও পীতের পরস্পর ভিন্নতা সহজেই উপলব্ধ হইতেছে, আমি জল বায়ু প্রভৃতি কোন বাহ্য বস্তু নই ও আমি হস্ত নই, পদ নই, চক্ষু নই, কর্ণ নই, ইহাও সেই রূপ সহজে অনুভূত হইতে থাকে এবং সেই রূপ আত্ম-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আপনার অমরত্ব প্রতীত হয়।

যাঁহার মনে সংশয় উৎপন্ন হইয়াছে, যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া সাক্ষাৎ

সম্বন্ধে তাঁহার সংশয় অপনোদন ও বিশ্বাস উৎপাদন করা যায় না। যত দিন তাঁহার চিন্তাপ্রণালী পরিবর্ত্তিত না হইবে, তত দিন সংশয় দূর হইবে না। কোন কোন ব্যক্তি এই রূপ আছেন যে, তাঁহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক সংশয় পোষণ করিয়া রাখেন; ইহা অতীব অনিষ্টকর। যাঁহারা ইচ্ছা করেন, সংশয় দূর হউক, কিন্তু তদ্বিষয়ে আপনাকে আপনি সাহায্য করিতে পারেন না; তাঁহাদের জন্য আত্মার অমরত্ব বিষয়ক কএকটি প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতেছে। সেই গুলি পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সংশয় তিরোহিত ও আত্মার অমরত্ব বিষয়ক স্বাভাবিক জ্ঞান উদ্দীপ্ত হইতে পারে।

প্রথম। শরীর হইতে আত্মা বিভিন্ন পদার্থ, ইহা বুঝিতে পারিলে এ বিষয়ে আর সংশয়ের অবকাশ মাত্র থাকে না। কারণ, জগতের কোন পদার্থই ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না। আমরা স্থূল চক্ষে দেখিতেছি, জল শুষ্ক হইয়া গেল, কাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া গেল, এবং মৃত শরীর মৃত্তিকাসাৎ হইল। বস্তুতঃ তাহার এক বিন্দুও ধ্বংস প্রাপ্ত হইল না, তাহার প্রত্যেক অংশই অন্য আকারে এই পৃথিবীতেই বিদ্যমান থাকিল।—জল বাষ্প হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইল, কাষ্ঠ ভস্ম হইয়া কিয়দংশ বায়ুতে ও কিয়দংশ পৃথিবীতে প্রবেশ করিল এবং মৃত শরীরের উপাদান পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশাইয়া রহিল। জড় পদার্থের কোন অংশই যখন বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, তখন কি কারণে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আত্মা বিনাশ প্রাপ্ত হয়? জড় যেমন নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, আকাশের অতীত আত্মা সেরূপ বিভক্ত হইবারও নহে। শরীর যে সকল পদার্থে নির্ম্মিত, শরীরান্তর্গত সেই সমস্ত পদার্থের নিয়তই পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্বেও যে আমি ছিলাম, পরেও সেই আমি আছি; শারীরিক অংশের ন্যায় এক আত্মা বিনষ্ট হইয়া আর নূতন আত্মা আসিতেছে না। ইহা অনুধাবন পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেহ হইতে আত্মার বিভিন্ন সত্তা অনুভূত হইতে থাকিবে।

দ্বিতীয়। যাঁহারা আত্মতত্ত্বের ও ধর্ম্মের সবিশেষ অনুশীলন করেন, তাঁহারা সকলেই আত্মার অমরত্ব বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন; ইহা নিতান্ত সামান্য প্রমাণ নহে। যাঁহারা শারীর স্থান ও শারির বিধান বিদ্যার আলোচনা করেন, শারীরিক বিষয়ে যেমন তাঁহাদিগের উপদেশ গ্রহণীয়, সেই রূপ যাঁহারা আত্মতত্ত্ব বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের তদ্বিষয়ক উপদেশ একে বারে অগ্রাহ্য নহে; কারণ মনুষ্য আত্মতত্ত্বের অনুশীলন করিলে কি রূপ জ্ঞান লাভ করিতে পারে, তাহা তাঁহারা প্রদর্শন করিতেছেন। এবং আত্মার অমরত্ব বিষয়ে ইহা অপেক্ষা আর অধিক প্রমাণ কি যে, মনুষ্য মাত্রেই আপনার অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করিয়া থাকে। সকল দেশের সকল কালের সকল জাতির মধ্যেই পারলৌকিক বিশ্বাসের আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিশ্বজনীন বিশ্বাস কেহ ইচ্ছা পূর্ব্বক নির্ম্মাণ করিয়া পৃথিবীতে ব্যাপ্ত করে নাই। মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বর অন্যান্য ভাবের ন্যায় ইহাও মনুষ্যের হৃদয়ে নিহিত করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য বিশ্বজনীন বিশ্বাস অনুপলব্ধ সত্যের একটি প্রমাণ।

তৃতীয়। প্রত্যেক মনুষ্যের প্রকৃতিতেই আত্মার অমরত্বের প্রমাণ নিহিত হইয়া আছে। মনুষ্যের কামনা, আশা ও প্রতীক্ষা অজ্ঞাত রূপে পরলোকের অস্তিত্ব কীর্ত্তন করিতেছে। প্রত্যেক আত্মাই অনন্ত জীবন

কামনা করিতেছে, প্রত্যেক আত্মাতেই অনন্ত জীবনের আশা উদ্দীপ্ত হইয়া আছে, কেবল আশা নহে, প্রত্যেক আত্মাই তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। এই কামনা ক্ষুধা তৃষ্ণার ন্যায় স্বাভাবিক, কোন প্রকারেই কৃত্রিম নহে। যিনি ইন্দ্রিয় প্রদান করিয়া তাহার বিষয় সকল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রদান করিয়া অন্নপান পরিবেশন করিতেছেন, তিনি এই কামনা পূর্ণ করিবার উপায় করিয়া রাখেন নাই, ইহা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। এই কামনা যেমন স্বাভাবিক, তাহার বিষয় স্বরূপ অনন্ত জীবনও সেই রূপ স্বভাবিক, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এরূপ হইতেই পারে না যে, ঈশ্বর মনুষ্যকে অমরত্বের কামনা প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তাহা মিথ্যা! কেবল অমরত্বের কামনা নহে, তাহার সঙ্গে এমন কতকগুলি আশা গ্রথিত, এমন কি মিশ্রিত হইয়া আছে যে, অনন্ত জীবন ব্যতীত তাহা প্রাপ্ত হওয়া কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। এখানে আত্মার জ্ঞানপিপাসা সম্যক্ পরিতৃপ্ত হয় না, তাহার ধর্ম্মবুদ্ধিও এখানে পদে পদে ক্ষুব্ধ হইতেছে, তাহার প্রেমতৃষ্ণা পূর্ণ হইতেছে না, তাহার ঈশ্বরস্পৃহা এখানে অপরিতৃপ্ত রহিয়াছে; অথচ আত্মা এই সমস্ত বৃত্তিকে তৃপ্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আছে; ইহা কি প্রবঞ্চনা মাত্র! অনন্ত জীবনের অনুমাপক নহে?

চতুর্থ। পৃথিবীই যে সকল পদার্থের শেষ গতি, তৎসমুদায় পৃথিবীতে উন্নতির পারা কাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। পুষ্প ও ফল যত দুর বিকশিত ও পরিপক্ক হইতে পারে, সেই পরিমিত সময়ের মধ্যেই তাহা সম্পন্ন হইতেছে। এক ঋতুতে যে পুষ্প মুকুলিত ও বিকশিত হয়, দুই ঋতু তাহাকে রক্ষা করিলে তাহার আর উন্নতি হইবে না; এক বৎসরের মধ্যে যে ফল উৎপন্ন, পুষ্ট ও পরিপক্ক হয়, দুই বৎসর সময় দিলে তাহার আর কিছুই বৃদ্ধি হইবে না। মনুষ্যের শরীর এই রূপ; ইহারও বৃদ্ধির একটি সীমা আছে, সেই সীমা প্রাপ্ত হইলেই আবার ক্ষয় পাইতে থাকে। মনুষ্য যদি কেবল পৃথিবীর জন্যই হইত, তাহা হইলে মনুষ্যের আত্মার উন্নতিও তদ্রূপ এই পৃথিবীতে সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন হইত। কিন্তু মনুষ্য পুষ্প ও ফলের ন্যায় সম্পূর্ণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, তাহার কোন শক্তি এখানে পরিপক্ক হয় না, তাহার সকল শক্তি ও সকল ভাব এখানে পরিস্ফুটিত হয় না। এখানকার সর্ব্বোন্নত মনুষ্যকেও পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাঁহার সমুদায় শক্তি বৃদ্ধ ও পরিপক্ক হয় নাই, দেখিবামাত্রই বোধ হইবে তাহা আরও উন্নমনোন্মুখ হইয়া আছে, এমন কি তাহার সমুদায় শক্তির অর্দ্ধেকও এখনও প্রস্ফুটিত হয় নাই। এক্ষণে কি এই রূপ বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে, তৎসমুদায় আর কখনই উন্নত হইতে অবসর পাইবে না? তাহা কখনই নহে। বৃক্ষ লতা ও পশুপক্ষী প্রভৃতির সহিত মনুষ্যের এই রূপ প্রকৃতিগত বৈসাদৃশ্য কি পরিণাম বিষয়েও বৈসাদৃশ্য প্রমাণ করিয়া দেয় না? মনুষ্যের পর লোক কি ইহাতে অনুভূত হয় না?

পঞ্চম। এখানে অনেক সময় সত্য অসত্যের নিকট, ন্যায় অন্যায়ের নিকট ও ধর্ম্ম অধর্ম্মের নিকট নিপীড়িত হইতেছে। কত ব্যক্তি মনুষ্য-সমাজের অবিচারে অকারণ কষ্ট পাইতেছে, কত মনুষ্য নিরপরাধ হইয়াও অন্যের অপরাধে দণ্ডিত হইতেছে, কত ব্যক্তি ধর্ম্মের অনুরোধে দুর্ব্বৃত্তদিগের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এই সকল অন্যায়ের কি আর পুনর্ব্বিচার হইবার স্থান

নাই? এক ব্যক্তি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া ধর্ম্মপথে দণ্ডায়মান আছে, আর এক ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী হইয়া অধর্ম্মের সেবা করিতেছে: উভয়েই এক পরিণাম প্রাপ্ত হইবে! এ সমুদায় ব্যাপারই পারত্রিক জীবনের পরিচয় দান করিতেছে।

বস্তুতঃ ইহ লোক একটি অখণ্ড রাজ্যের অংশমাত্র প্রদর্শন করিতেছে। ইহা দর্শন করিলেই অপরাংশের সত্তা আপনা হইতে অনুভূত হয়। অনুধাবন পূর্ব্বক পৃথিবীর তৎকালপরিজ্ঞাত আকার মাত্র আলোচনা করিয়াই মহাত্মা কলম্বসের মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, আট্লাণ্টিক মহাসাগরের পরপারে অবশ্যই এক মহাদেশ বিদ্যমান আছে।—মৃত্যুরূপ মহাসাগরের পরপারে যদি এক মহাদেশ না থাকে তবে ইহ লোকের সমস্ত ভাব ও গতির কোন অর্থই নিষ্কাশিত হয় না। এক বার ভাব যে, পর লোক নাই, মৃত্যুই আমাদের শেষ, এখানে যে কিঞ্চিৎ সুখ ভোগ করিতেছি, ইহাতেই তৃপ্ত হইতে হইবে, বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ধর্ম্ম প্রভৃতি সমুদায়ই ইহ লোকের জন্য. ধর্ম্মের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড ইহ লোকেই যাহা কিছু ঘটিবে তাহাই সম্পূর্ণ, যদি না ঘটে তবে আর কখনই ঘটিবে না, ইহা নিভৃত ভাবে এক বার ভাবিয়া দেখ, মন বল পূর্ব্বক ইহার প্রত্যেক কথা অগ্রাহ্য করিতে থাকিবে।

সংক্ষেপে যাহা প্রদর্শিত হইল, ধর্ম্মার্থীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। যাঁহাদের হৃদয় স্বাভাবিক অবস্থায় আছে, তাঁহাদের নিকটে এ সকল আন্দোলন বাহুল্য মাত্র। তাঁহারা ন্যায় শাস্ত্রের যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শনের পূর্ব্বেই অনন্ত জীবনে অকাট্য বিশ্বাস বন্ধন করিয়া আছেন এবং তাহার বলে এখানকার সমুদায় বিঘ্ন বিপত্তি অম্লান বদনে বহন করিতেছেন। মনুষ্য একবার যে জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে, অনন্ত কাল তাহার প্রবাহ প্রবাহিত হইবে, আত্মা অনন্ত কাল বিস্তৃত হইতে থাকিবে, তাহার জ্ঞান ও শক্তি সম্পদ্ ও আনন্দ অনন্ত কাল বর্দ্ধিত হইতে চলিল। তিনি লোক লোকান্তরে সঞ্চরণ করিবেন, কত শোভা দেখিবেন, কত আশা পূর্ণ করিবেন, কত কামনা চরিতার্থ করিবেন এবং জ্ঞানেতে ভাবেতে ও ইচ্ছাতে ঈশ্বরের সহিত একীভূত হইয়া নিত্য কাল তাঁহার সংবাস জনিত ভূমানন্দ ভোগ করিতে থাকিবেন। একটি আত্মাও কস্মিন্ কালে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না।

ব্রাহ্মাবধূত শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ গিরি-স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

১৪৩ সংখ্যক পত্রিকার ৫৯ পৃষ্ঠার পর।

অনন্তর কেদার হইতে বদরিকাশ্রমে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কেদার হইতে পুনরায় গৌরীকুণ্ডে আসিতে হয়। তথা হইতে নানা স্থান ও নানা গ্রাম অতিক্রম করিয়া গুপ্ত কাশীতে উপনীত হইলাম। এই স্থানে বিশ্বেশ্বর মহাদেব, অন্নপূর্ণা, কাল ভৈরব ও গণপতি প্রভৃতি নানা দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এক খানি ধর্ম্মশালা ও এক খানি ক্ষুদ্র গ্রামও দৃষ্টি গোচর হইল। ঐ গ্রামে প্রায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতিতে পঞ্চাশ ঘর লোকের বাস আছে। তথা হইতে অখিমঠ এক ক্রোশ হইবে। এই অখিমঠ নামক স্থানে রাউল বদরিসীং নামে কেদার নাথের পুরোহিত অবস্থান করেন। এই স্থানেও নানা দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। একটি ডাকঘর ও একটি দাতব্য ঔষধালয়, নদীর অপর পারে পাঁচ সাত ঘর প্রজা ও এক খানি ধর্ম্মশালা আছে। তীর্থ যাত্রীগণের উক্ত পুরোহিতকে অর্থাদি দ্বারা সম্মান করিতে হয়।

তথা হইতে তুঙ্গনাথ পর্ব্বতে গমন করিলাম। পর্ব্বতের উপর একটি মন্দির আছে; সেই মন্দিরে তুঙ্গনাথ মহাদেব আছেন। ঐ পর্ব্বতের উত্তর ভাগ মহারণ্য ও হিমশিলাতে আবৃত। ঐ অরণ্যে ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি বন্য জন্তু সকল বাস করে। কোন কোন স্থানে উচ্চ উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে অঘোরী নামক যোগী তপস্যা করিতেছেন। এই পর্ব্বতে কাশ্মীরীপত্র ও বজ্রদন্তী নামক ঔষধি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তথা হইতে গোপেশ্বর মহাদেবের গ্রামে উত্তীর্ণ হইলাম। এই স্থানে গোপেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। এই রূপ প্রবাদ আছে যে, প্রায় তিন সহস্র বৎসর হইল গোপরাজ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গোপেশ্বর মহাদেব প্রতিষ্ঠিত করেন। তথা হইতে কএক ক্রোশ অতিক্রম করিলে চণ্ডী দেবীর মন্দির প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথা হইতে একটি পথ পর্ব্বতের উপর দিয়া ও আর একটি পথ নিম্ন দিয়া গিয়াছে। উপরের পথ দিয়া যতিমঠে ও নিম্নস্থ পথ দিয়া আলমোড়া ও হরিদ্বার প্রভৃতি দেশে গমন করা যায়। আমি উপরের পথ অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগিলাম। যে স্থানে অলকনন্দা ও নন্দ গঙ্গা মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানকে নন্দ প্রয়াগ কহে। আমি নন্দ প্রয়াগ দিয়া ধামাকোটি ও পিপ্পল কোটি অতিক্রম করিয়া যতিমঠে উপস্থিত হইলাম; নন্দ প্রয়াগ হইতে এই স্থান প্রায় চতুর্দশ ক্রোশ হইবে। এই স্থানকে পূর্ণাগিরি পীঠ অর্থাৎ পূর্ণাগিরী দেবী ও নারায়ণ দেবের স্থান কহে। প্রাকৃত ভাষায় ইহাকে জসিমঠ কহে। পূর্ব্বে নারায়ণ গিরি গোস্বামী নামে এক জন যতি এই স্থানে যোগ করিতেন। পূর্ব্বে এই স্থানে অথর্ব্ব বেদ পাঠ হইত। এই স্থানে শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য স্বামীর যোগাসন আছে, সচরাচর তাহাকে শঙ্করাচার্য্যের গদি কহে। শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত নরসিংহ দেব ও কালিকা দেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই স্থানে একটি নীল বানর দেখিলাম। নীল বানরের একটি বিশেষ গুণ এই যে, বিষ মিশ্রিত খাদ্য দ্রব্য ভক্ষণ করে না। এই জন্য পূর্ব্বে পূর্ব্বে রাজারা নীল বানর পুষিতেন এবং সমুদায় খাদ্য দ্রব্য তদ্দ্বারা পরীক্ষা করিয়া ভোজন করিতেন। এই স্থানের স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত জঘন্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের আচার ব্যবহার দেখিলে ঘৃণা উপস্থিত হয়। এই স্থানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ডোম ও মুসলমান প্রভৃতিতে প্রায় তিন চারি শত ঘর লোকের বাস আছে। যতিমঠ হইতে বিষ্ণুপ্রয়াগ এক ক্রোশ, বিষ্ণু প্রয়াগ হইতে পাঁচ ক্রোশ গমন করিলে ভোটদেশীয় মনুষ্যদিগের অন্নক্ষেত্র ভূমী ও ঝোপড়া গ্রাম, তথা হইতে কুলবাড়ি দশ ক্রোশ হইবে। তথা হইতে চারি ক্রোশ গমন করিলে বদরী নারায়ণের পুরী প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরীর মধ্যে একটি কুণ্ড আছে, পুরীর পশ্চিমে পাঁচ ছয় ক্রোশ অন্তরে নারায়ণ নামে একটি পর্ব্বত আছে, ঐ পর্ব্বত হইতে উষ্ণোদক প্রস্রুত হইয়া পুরীর কুণ্ডে পড়িতেছে; ঐ কুণ্ডকে তপন কুণ্ড কহে। বিষ্ণু দেবতা ঐ পর্ব্বতে তপস্যা করিতেন; তাঁহার নাম যোগ ধ্যানিবালা। এই রূপ প্রবাদ আছে যে, তাঁহার আদেশ অনুসারে পূজ্যপাদ শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য স্বামী অলকনন্দার তীরে সেই প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মলবার দেশীয় যে নম্বুরী ব্রাহ্মণ কুলে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বংশ্য ব্রাহ্মণেরা উক্ত নারায়ণ দেবতার রাউল (পূজক) হইয়া থাকেন; আর কাহারও তাহাতে অধিকার নাই। তিনি যোগ ধ্যানি বালা দেবতাকে ঐ স্থানে স্থাপিত করিয়া আনন্দবার সম্প্রদায় ভুক্ত নৃরাজোটকাচার্য্য স্বামী নামক দণ্ডীকে পূজার কার্য্যে, নন্দ ব্রহ্মচারী নামক এক ব্যক্তিকে সূপকার কর্ম্মে ও নিরাশ্রমী নারায়ণ গিরি গোস্বামীকে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করিয়া শ্রীনগরের রাজার হস্তে তৎসমুদায়ের তত্ত্বাবধানের ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। পরে নৃরাজোটকাচার্য্য দণ্ডী স্বামী একটি বিধবা ব্রাহ্মণীতে আসক্ত হন, তাহাতে ঐ বিধবার গর্ভ সঞ্চার হয়, তদ্দর্শনে দণ্ডী স্বামী বোধ হয় তৎকালীন প্রথানুসারে পঞ্চ শিখা (দাড়ি গোঁপ আদি) ধারণ করেন। পরে শ্রীনগরের রাজা এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উক্ত দণ্ডীকে পদচ্যুত করিয়া মালবার দেশ হইতে নম্বুরী ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করিয়া তৎপদে নিযুক্ত করেন। সূপকার নন্দ ব্রহ্মচারী পর্ব্বতস্থ এক ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহার গর্ব্ভে ডিগিড়ি নামক ব্রাহ্মণ জাতির সৃষ্টি হয়। অদ্যাপি তাহারাই পাচক ও পাণ্ডার কর্ম্ম করিয়া থাকে। যোগধ্যানি বালার পূজার নিমিত্ত দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা আয় হয় এই রূপ দেবত্র ভূমি আছে; তদ্ভিন্ন অনেক চড়াও মুদ্রা (যাত্রীদিগের প্রণামী আদি?) প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রতিদিন তিন বার করিয়া যোগধ্যানিবালার ভোগ হইয়া থাকে। প্রাতে বালাভোগ, মধ্যাহ্নে রাজভোগ ও সায়াহ্নে যোগভোগ। মন্দিরের নিম্নে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের যোগাসন আছে, রাউলজী উহাতে উপবেশন করেন। কিন্তু কোন দণ্ডী তথায় আগমন করিলে তিনি সেই আসন তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। এই স্থানের পূর্ব্ব দিকে আরও নিম্নে শিব স্থাপন আছে। তথায় দশনামা গিরি গোস্বামীদিগের সমাজ হয়। তাহার আরও নিম্নে বদরীনাথের 'তোষাখানা' (ধনাগার) আছে। তপনকুণ্ড তাহার নিম্ন ভাগে অবস্থিত। এই কুণ্ডের পূর্ব্বাঙ্গে নারদ শিলা, তাহার পার্শ্বে অলকনন্দার গর্ভে নারদকুণ্ড তীর্থ। বসুধারা নামক তীর্থ এই পুরীর উত্তর ভাগে প্রায় দুই ক্রোশ হইবে। তথায় মানা নামে একটি গ্রাম আছে, তাহার নিকটে ভোটিয়দিগের বাস। তথায়

মহর্ষি বেদব্যাসের যোগাসন ছিল, অদ্যাপি তাহার চিহ্ন বিদ্যমান আছে।

পুরাণে এই রূপ কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, ব্রহ্মা একদা মহাদেবের নিন্দা করিয়াছিলেন। কাল ভৈরব তাহা শ্রবণ করিয়া তাঁহার একটি মস্তক ছেদন পূর্ব্বক বদরিকাশ্রমের নিকটবর্ত্তিনী অলকনন্দায় নিক্ষেপ করেন। সকলে কহে, বদরীনাথের মহাপ্রসাদ লইয়া ঐ ব্রহ্মকপালে পিণ্ড দান করিলে গয়া শ্রাদ্ধ অপেক্ষা অধিক ফল জন্মে। ঐ মহাপ্রসাদ ভোজন করিলে মহাপাপ হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়। বদরী মাহাত্ম্যে লিখিত হইয়াছে যে, বদরীনাথের প্রসাদ ব্রহ্মাদি দেবতাগণ প্রার্থনা করেন। প্রাকৃত ভাষায় কহে— "শ্রেয়া বদরীকায়া সুধরি" বদরী গমন করিলে শরীর শুদ্ধ হয়। তীর্থ যাত্রীরা অলকনন্দায় স্নান, বদরী নাথ ও তাঁহার মাতার প্রতিমূর্ত্তি দর্শন, মহাপ্রসাদ ভোজন ও ব্রহ্মকপালে পিণ্ড দান করেন।

পত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আদি ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয়ে আমি মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন স্থলে যাহা বলিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই সকল কথা একত্রিত করিয়া সেই সকল বিষয়ের পুনরালোচনা করিবার আবশ্যকতা হইয়াছে। নিম্নে তাহারই কয়েকটী কথা লিখিতেছি, যদি অনুগ্রহ করিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে স্থান দান করেন তাহা হইলে বাধিত হইব এবং পরে আরো কোন কোন বিষয়ে যাহা আমার বক্তব্য আছে তাহা লিখিয়া প্রেরণ করিব।

ব্রহ্মোপাসনা—ব্রহ্মসাধন।

যখন আমরা প্রথমে মেদিনীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয় হইতে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করি, তখন প্রার্থনার বিরোধে এক প্রস্তাব সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হয়। তাহা লইয়া ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একটু আন্দোলন হইয়াছিল। আমি সেই সময় চিন্তা করিতাম ব্রাহ্মগণ যত প্রকারে পারেন ঈশ্বরকে নিঃসঙ্গ নির্লিপ্ত "দূরাৎ সুদূরে" এবং এক প্রকার যন্ত্রনির্ম্মাতা করিয়া রাখিতে এত ভাল বাসেন কেন? তাহার পরেই যখন প্রার্থনার বিরোধে ঐ আন্দোলন হইতে লাগিল, আমি সেই সময় কোন বন্ধুকে বলিয়াছিলাম, "ব্রাহ্মগণ ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে চান না, তাঁহারা তাঁহাকে কেবল 'সাক্ষী গোপাল' করিয়া রাখিতে চান; এবার প্রার্থনা ত্যাগ করিলে ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মের কিছুই থাকিবে না।" কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে ব্রাহ্মসমাজ প্রার্থনা ত্যাগ করিলেন না। বরঞ্চ প্রার্থনার আরো উপকারিতা দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু তখনো ব্রাহ্মসমাজে যথার্থ ব্রহ্মোপাসনার চিহ্ন দেখিতে পাই নাই। তখন যেরূপ লোক সকলকে সমাজে দেখিতাম ১৭৮৬ শকে 'ব্রহ্মসাধন' নামক পুস্তকে তাহাদের বিষয় এই রূপ লিখিত হইয়াছিল— 'এমন সকল লোক দৃষ্ট হয়েন যাঁহারা সমাজে নিয়মিত রূপে উপস্থিত থাকেন, সাধু সঙ্গ করেন, ও ধর্ম্ম বিষয়ক আন্দোলন লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন এবং কবিত্বশক্তি নিবন্ধন ঈশ্বর বিষয়ক রসাত্মক বাক্যও তাঁহাদিগের মুখ হইতে বিনিঃসৃত হয়; কিন্তু প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেম তাঁহাদের মনে উদিত হয় না।'—এই সকল লোককে ব্রহ্মসাধনে প্রবৃত্ত করিবার জন্য যত দূর বলিতে হয় এবং ঐ তত্ত্ব যেমন করিয়া বুঝাইতে হয়, তখন ব্রহ্মসাধনে তাহার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করা হয় নাই। তাহার পর ব্রাহ্মসমাজে যদিও সাধনের বিষয় অনেক আলোচিত হইয়াছে কিন্তু সে সকলই কেবল আলোচনা বা জল্পনা মাত্র, কার্য্যে কিছুই হয় নাই। মধ্যে মধ্যে এই সাধনক্রিয়ার প্রণালীগত কখন বা তাহার মূলগত যে সকল দোষ দর্শন করিয়াছিলাম, তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এতাদৃশ গম্ভীর বিষয় সম্বন্ধে অন্যের ভুলকে হঠাৎ ভুল বলা অথবা ভুল প্রতিপন্ন করা সহজ নহে। পরন্তু 'ফলেন পরিচীয়তে, এই ৭।৮ বৎসরের পরীক্ষা এবং সুফলদায়ী সংবাদ পত্র ও সম্মোহন বক্তৃতাদির উপযোগী রাশি রাশি বাগাড়ম্বরের পর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে ব্রহ্মসাধন পুস্তকের উপরিউক্ত কথা ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে তখন যেমন খাটিয়াছিল এখনো তেমনি খাটিতেছে। এত কালে তাহার কিছুই ইতর বিশেষ হয় নাই। মধ্যে মধ্যে বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজে যে নানা প্রকার গণ্ড গোল ঘটিয়াছিল ও ঘটিতেছে এবং তদুপলক্ষে সে দিবস আমাদের সহযোগী ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ধর্ম্মতত্ত্বে সাধনের বিষয় উল্লেখ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে ঐ কথা বিশিষ্ট রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

আমি ঐ জন্য এবারে অনেক স্থানের ব্রাহ্মসমাজে বলিয়াছিলাম যে ব্রাহ্মদিগের বাক্যস্রোতঃ অনেক শুনা গিয়াছে। শিশুর প্রথম স্ফুর্ত্ত বচনাবলীর মত ব্রাহ্মদিগের মুখে ব্রহ্মবিষয়ক কথা সকল প্রয়োজনোপযোগী হউক বা না হউক প্রথম প্রথম শুনিতে বড় মিষ্ট বোধ হইত। এখন যুবা লোকদিগের মত ব্রাহ্মদিগের মুখে

সারগর্ভ কাজের কথাই চাই। আমি এই বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলাম, "এখন সেই গান গাও যাহা ব্রহ্মসাধনের কাজে আইসে, সে কার্য্যে না আসিলে সে সঙ্গীত গান করিও না; সেই কথা কও যাহাতে ব্রহ্মসাধনের সাহায্য হয়, তাহা যদি না হয়, সে কথা বা সেরূপ কথা কহিও না; সেই প্রার্থনা কর যাহাতে ব্রহ্মসাধনের দিকে অগ্রসর হইতে পার, যদি না পার, তবে আর তেমন প্রার্থনা করিও না। সে গান, সে আলোচনা, সে প্রার্থনা কিছু নয় বলিয়া জানিবে। এইরূপ করিয়া সাধনের তত্ত্ব দেখ, আপনাদের অভাব দেখ—অভাব পূরণ হইল কিনা দেখ, আজিও যা কালিও তা—এ বৎসরও যা, পর বৎসরও তা, এরূপ অবস্থা হইলে ব্রাহ্মাভিমানী হইও না। চির দিন এক রূপে সেই দীন দুর্ব্বল দরিদ্র হইয়া থাকা ব্রহ্মোপাসকের লক্ষণ নয়।" ইত্যাদি। আমার বোধ হয় খোষা দিয়া যদি কাহাকেও ভুলান না যায়, তাহা হইলে সে শস্যের অন্বেষণ করিবেই করিবে। প্রকৃত ধর্ম্মপথ নামক এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে ধর্ম্ম সাধনের যথার্থ পথ প্রাপ্ত হইলে ঈশ্বর সহজেই লভনীয় হয়েন, তাহা না হইয়া সহস্র বৎসর ধরিয়া অপথে ঘূর্ণমান হইলেও কখন ব্রহ্ম লাভ হয় না।

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিরোধ ও তাহার মীমাংসা।

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিরোধের জন্য আমি অবশ্যই দুঃখিত, কিন্তু অনেকে যেরূপ অসহিষ্ণু হয়েন আমি তদ্রূপ নয়। আমি এক স্থলে বলিয়াছিলাম "স্বদেশস্থ বা বিদেশস্থ অপরাপর বন্ধুবর্গ থাকিতে কেবল তত্তদ্দেশবাসী সমধর্ম্মাবলম্বী তাঁহাদিগেরই সহিত মত বিরোধ জন্য বিবাদ উত্থিত হয় কেন? ইহাতে সেই বিবদমান ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতাই আরো প্রতিপন্ন হইতেছে।" প্রকৃত ধর্ম্ম বিষয়ক মত বিরোধ স্থলে স্বপক্ষ সমর্থনার্থে পরস্পরের মধ্যে যে বিবাদ হয়, তাহা অবশ্যই মঙ্গলকর বলিতে হইবে কারণ তাহা হইতে সত্য নির্ণয় হয়। ইহাতে অসহিষ্ণু ও কাতর হইয়া অনেকে যে অনর্থক মিলন গান করেন, তাহাতে রোগ অন্তরে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ রূপ শরীরকে নষ্ট করিবে, কখন কোন পক্ষকে সুস্থ হইতে দিবে না। তবে ইহার মধ্যে যাঁহারা রাগ-দ্বেষ-পরবশ হইয়া অসত্য ঘোষণা ও কুভাষা ব্যবহার পূর্ব্বক আপনাদের ...নের গ্লানি প্রকাশ করেন, তাঁহারা আপনাদেরই অনিষ্ট করেন। তাঁহাদের কথা ধর্ম্মসমাজের বাহিরে থাকে সুতরাং তাঁহাদের কথায় ধর্ম্মসমাজের যথার্থ অশান্তি কেহ অনুমান না করেন।

এই জন্য যখন কেশব বাবুর শিষ্যদিগের অতিভক্তির কথা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়, তখন তাহা অযথাযথরূপে মীমাংসা করিয়া লইবার চেষ্টা হইয়াছিল। আমি তাহাতে লিখিয়াছিলাম যে দুএকটী কথা লইয়া কখন এরূপ বিরোধ উপস্থিত হয় নাই, মূলেতে অনেক দোষ আছে। তাঁহাদের সংরচিত 'অহঙ্কার' 'অবিশ্বাস' 'শুষ্কতা' 'নিরাশা' 'কাঙ্গাল' 'দয়াল' 'মহাপুরুষ' 'পাপীর গতি' প্রভৃতি শব্দে—'স্বর্গস্থ পিতার মনুষ্যকে পদাঘাত' 'আনন্দের বাজার খোলা' 'পিতার একবার ভাল করে শ্রীচরণ দেওয়া' 'জগচ্চন্দ্রহার পরা' প্রভৃতি বাক্যে * * * * * তাঁহাদের ব্রাহ্মভাব বিরুদ্ধ শত শত বিড়ম্বনা দিবা নিশি প্রত্যক্ষ হইতেছে। এসকল সত্ত্বে ব্রাহ্মদিগের বিরোধ মীমাংসার সম্ভাবনা কোথায়?" এই কথাতে কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কাঙ্গাল দয়াল পাপীর গতি' প্রভৃতি কথা ত ভাল, ইহা থাকিতে বিরোধ মীমাংসা হইবে না কেন? আমি তখন ইহার কিছুই উত্তর দিতে পারি নাই। এখন তাহার একটী কথার তাৎপর্য্য বলিতে পারিব, পরে যদি আর সকল কথার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া দিতে পারি, চেষ্টা করিব। বিগত চৈত্র মাসে শ্রীযুক্ত বাবু কানাই লাল পাইন মহাশয়ের বাটীতে যে ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছিল তাহাতে কেশব বাবু এই মর্ম্মে বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে ঈশ্বরকে 'দয়াল' রূপে দেখিলে অনেক বাহির করিয়া দেখা হয়। যাহারা প্রথম ধর্ম্ম চর্চ্চা করে, ইহা তাহাদের যোগ্য হইতে পারে। কিন্তু তিনি প্রাণের প্রাণ এই বলিয়া যে তাঁহাকে দেখা, তাহাই ঠিক দেখা, এই দিন দয়াল নামের অযোগ্যতা এবং তাহাতে যে সকলের তৃপ্তি হইতে পারে না তাহা বিশিষ্ট রূপে দেখান হইয়াছিল। আমিও সেই অর্থে ঐ কথা বলিয়াছিলাম। যাঁহারা দয়াল নামে উন্মত্ত হইয়া নাচিতে না পারেন, তাঁহারা অন্যের নাচুনি দেখিয়া অবশ্যই তাহাতে দোষাশঙ্কা করিবেন। আমি এক স্থলে আশা পূর্ব্বক বলিয়াছি "ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যের সকল বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব নিরূপণ করিবেন * * মনুষ্যের সমুদায় তর্ক মীমাংসিত হইবে * * ঈশ্বর যেমন এক এবং তাঁহার ধর্ম্মও এক, মনুষ্যদিগের হৃদয়ও তেমনি এক হইবে" এই গুলি না হইলে ব্রাহ্মদিগের বিরোধ মীমাংসা কোন্ কাজের কথা? পরন্তু কালে এই ফল ফলিবে। সকল অনৈক্য অপগত হইয়া মধুর প্রেমপ্রবাহ ব্রাহ্মসমাজে প্রবাহিত হইবে। ইহা নিঃসংশয়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও প্রচারক।

তত্ত্বালোচনা দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল নর নারীর হৃদিস্থিত ধর্ম্ম। সুতরাং ইহার আর নূতন প্রচার করিতে হয় না। তবে প্রচারকের কার্য্য কি? যাঁহারা অন্যের হৃদয়ে আপনাদের মত ও ভাবকে প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিবেন, অথবা দলবল দ্বারা কোন বিধি নিষেধাদির প্রবর্ত্তনা করিবেন—কোথাও বা লোকের উদ্ধারের ভার গ্রহণ করিয়া বসিবেন, তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের কিছুই কার্য্য করা হইবে না। যিনি উপলক্ষ মাত্র থাকিয়া অন্যকে ধর্ম্ম চিন্তায় ও ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত করিবেন, এবং আপনিও অন্য সকলের মত এক জন চিন্তাশীল বলিয়া পরিগণিত হইবেন, তিনিই ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির পক্ষে কিছু কার্য্য করিবেন। যিনি এই কার্য্য করেন তিনি জগতের অবশ্যই কিছু কার্য্য করিলেন বলা যাইতে পারে। কিন্তু তা বলিয়া প্রচার কখনই কোন মনুষ্যের সমস্ত জীবনের একমাত্র কর্ম্ম হইতে পারে না। সুতরাং 'প্রচারক' ইহা একটি 'নাম' নহে—ইহা 'স্বর্গীয় নাম'ও নহে—ইহা কেবল ক্রিয়াসূচক বাক্য—সে ক্রিয়াপদও ব্রাহ্মধর্ম্মে বল পূর্ব্বক খাটাইতে হয়। যে ব্যক্তি গৃহস্থ নয়, সে কখন ব্রাহ্ম নয়, যে গৃহস্থ অন্যের উপর স্ত্রীপুত্রাদির ভরণ পোষণের ভার নিঃক্ষেপ করে, সে গৃহস্থ নয়। ব্রাহ্মের যে প্রচারার্থ গমন করা সে কেবল অপর ব্রাহ্মেরা তৎকার্য্যে মনোযোগ করেন না বলিয়া নতুবা প্রকৃত অর্থে (আমি অন্য এক স্থানে যেমন বলিয়াছি) প্রত্যেক ব্রাহ্মই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক; ইহার অন্যথায় আর যাহা হয়, তাহা অস্বাভাবিক। আমি বলি সকল ব্রাহ্ম এই বিষয়ে আপনাদের কর্ত্তব্য বুঝিয়া কার্য্য করুন। আমরা অন্যের দানের উপর নির্ভর না করিয়া আপনাদের শ্রমোপার্জ্জিত অন্নে পরিবার প্রতিপোষণ করি এবং পুত্র কন্যা ও প্রতিবেশী মণ্ডলীর সহিত ধর্ম্ম চিন্তা করিয়া স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করি। ইহার পর আমাদের আর সুখ নাই। প্রচারক বলিয়া কোন উচ্চ অধিকারের বা কোন মহত্ত্বের ভ্রান্তিতে আমরা ভুলিতে পারি না।

ব্রাহ্ম পরিবার।

অনেক দিন অবধি এই কথা শুনিতেছি এবং ইহার জন্য অনেকের মধ্যে এক প্রকার টানাটানিও দেখিতেছি কিন্তু এপর্য্যন্ত ইহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। আমি একবার লিখিয়াছিলাম "যাঁহারা ব্রহ্মোপাসক তাঁহাদের সমষ্টি একটী ব্রাহ্ম পরিবার। এই পরিবারস্থ লোকগণ যে একত্রে বসতি করিতেছেন, তাহা নহে; পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে তাঁহাদের নিবাস। হয়ত পরস্পরের নিকট তাঁহারা যথোচিত রূপে পরিচিতও নহেন। কিন্তু তথাপি তাঁহারাই এক পরিবার।" ইহা ভিন্ন কেবল বঙ্গ দেশের লোকদিগের মধ্যে দশটী ব্রাহ্ম পরিবার কেমন করিয়া গঠিত হইবে এবং যে ব্রাহ্মের এক পুত্র ব্রাহ্ম, অপর পুত্র নাস্তিক, স্ত্রীর সর্প মন্ত্রে ভূতমন্ত্রে ও দৈবজ্ঞ প্রভৃতির সিদ্ধান্তে যৎপরোনাস্তি বিশ্বাস, কন্যা স্বামীর মতানুসারে দিন দিন মত পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাঁহার পরিবারকে কি ব্রাহ্ম পরিবার বলা যাইবে, তাহা আমার বুদ্ধিতে আইসে না। তবে যাঁহারা সাম্প্রদায়িকতাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন অথবা "অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়" বন্ধন করিতে জানেন, তাঁহারা যাহা ইচ্ছা করিবেন করিতে পারিবেন; কিন্তু কখনই ব্রাহ্মধর্ম্ম কাহারো মুষ্টি মধ্যগত হইয়া থাকিবে না। যদি নিতান্ত তাহাই হয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম আর ব্রাহ্মধর্ম্ম থাকিবে না। উহার নাম যদি এই রূপে নষ্ট হয়, হউক, ব্রাহ্মধর্ম্ম অন্য নাম লইয়া অথবা নাম বিহীন হইয়া সর্ব্ব সাধারণ মনুষ্য মাত্রেরই হৃদয়ে ধর্ম্মের মহাফল উৎপন্ন করিতে থাকিবে।

স্ত্রী জাতির অধিকার,—স্ত্রী স্বাধীনতা।

এক্ষণে স্ত্রীস্বাধীনতা কেবল ব্রাহ্মসমাজের কেন. সমুদায় বঙ্গীয় সমাজেরই—অথবা সমুদায় সভ্য সমাজেরই আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে; ব্রাহ্মগণ এবিষয়ের মত ভেদে দুই তিন দলে বিভক্ত হইয়াছেন। স্ত্রীদিগের প্রকাশ্যে ভ্রমণ সম্বন্ধে আমি এক স্থানে বলিয়াছি "আমাদের স্ত্রীলোকেরা যদি অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া সতী লক্ষ্মীর ন্যায় স্বামীর বামপার্শ্ব শোভান্বিত করেন, তাহাই বা কেন অবাঞ্ছনীয় হইবে! কিন্তু যথেচ্ছাচারের সহিত আমাদের সম্মুখ সংগ্রাম।" আমার বোধ হয় স্ত্রীদিগের যথেচ্ছাচারিতাই কি ব্রাহ্মসমাজের কি সমুদায় বঙ্গীয় সমাজের কি সমুদায় পুরুষসমাজের ভয়। আমি শুনিয়াছি কোন কোন ইংরাজও স্বজাতীয় স্ত্রীদিগের যথেচ্ছাচারিতায় উৎপীড়িত হইয়া আমাদের স্ত্রীদিগের অবস্থাকে জনসমাজের মঙ্গলকর বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। এরূপে যথেচ্ছাচারিণী না হইয়া যদি এদেশীয় স্ত্রীগণ যথার্থ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন তাঁহারা যাহা চান করুন, কাহারই চক্ষে তাহা অসহনীয় হইবে না। আমি আরো বলিতে পারি তাঁহারা লোকের শ্রদ্ধার পাত্রী হইবেন। ভাল পদার্থে কাহার অরুচি? তাহার প্রমাণ, চির সংস্কারের অননুমত হইলেও কলিকাতার সুনির্ম্মল সুস্বাদু কলের জল কত দিন

অব্যবহৃত হইয়া রহিল! কিন্তু স্ত্রীদিগের স্বাধীনতার কার্য্য কিরূপ হওয়া উচিত? তাহা নারী-প্রকৃতি-তত্ত্ব আলোচনা দ্বারা স্থির হইবে। যদি নারীদিগকেই তাহা স্থির করিতে দেও তাহা হইলে পুরুষদিগের এত গোলযোগ করিতে হয় না। স্ত্রীরাও যে তাহা এক প্রকার স্থির করিয়া না লইয়াছেন এমন নয়। এত কাল মনুষ্য জাতির অর্দ্ধ ভাগ স্ত্রী জাতি যে (পক্ষাহত অঙ্গের ন্যায়) মনুষ্যত্ব বিহীন হইয়া পড়িয়া আছে ইহা অতি অসঙ্গত কথা। সৃষ্টি কালাবধি এই রূপ হইয়া আসিতেছে যে সমুদায় বল সাহস ও কঠিন পরিশ্রমের কার্য্য পুরুষগণ ও অপরাপর সুসম্পাদ্য সহজ কার্য্য সকল স্ত্রীগণ করিয়া থাকেন। তাহাই স্বভাবানুযায়ী। পুরুষগণ যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজ্য শাসন ও দেশ বিদেশে গিয়া বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, স্ত্রীগণ নিজ নিজ পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। উভয় পক্ষের কার্য্যেরই সমান গুরুত্ব, ও সমান মর্য্যাদা। পরন্তু এই কার্য্য সূত্রে পুরুষদিগের সর্ব্বদা রাজদ্বারে ও দেশ বিদেশে এবং স্ত্রীদিগের অন্তঃপুরে থাকা ঘটিয়া থাকে। আবার দেখ; সংসারের কার্য্য স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরের সাহায্য দ্বারা নির্ব্বাহ করে, এই রূপত স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধ। ঠিক এই রূপেই সংসারের কার্য্য হইতেছে। সময়, অবস্থা ও প্রয়োজনানুসারে সংসারে যখন যে কার্য্য আবশ্যক হয়, তাহার কিছুই পড়িয়া থাকে না, হয় স্ত্রী না হয় পুরুষে তাহা সম্পন্ন করিয়া লয়। এই রূপে এত কাল কার্য্য করিতে করিতে স্ত্রী ও পুরুষ আপন আপন শক্তি অনুসারে সংসারের কার্য্য ভাগ করিয়া লইয়াছে। ইহাতে যে কেবল ঐ সকল কার্য্য নির্ব্বাহ পক্ষে সুবিধা হইয়াছে, তাহা নহে, সংসারের একটী সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠবও দাঁড়াইয়াছে। কোন কার্য্য স্ত্রীগণ অধিক পারেন, এবং তাহাদিগকেই তাহা শোভা পায়, কোন কার্য্য পুরুষের সাধ্য ও তাহাকেই শোভা পায়,তদ্বিতর পক্ষে তাহা ভালও হয় না, শোভাও পায় না। এই জন্য কি স্ত্রী কি পুরুষ যাহার দোষে অন্যতর পক্ষকে আপনার শক্তি ও অধিকার বহির্ভূত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া জনসমাজের অশৃঙ্খলা ও অসৌষ্ঠব সংঘটন করিতে হয়, তাহাকে নিন্দনীয় হইতে হয়। তাহার প্রমাণ, কোন স্থানে স্ত্রীদিগকে মাটিকাটা প্রভৃতি কঠিন পরিশ্রম করিতে দেখিলে কে সেই দেশের ব্যবস্থাকে অথবা সেই স্ত্রীর নিয়োক্তা পুরুষকে দোষ না দিয়া থাকিতে পারেন? এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া চলিলে স্ত্রী ও পুরুষকে কোন প্রকারে অস্বাধীনতা-বোধ-জনিত-গ্লানি ভোগ করিতে হয় না। তবে এক্ষণে সময়ের গতিতে কতকগুলি কার্য্য এমন উপস্থিত হইয়াছে যাহা মূলেতেই অসৌষ্ঠব অসুখজনক ও মনুষ্যের স্বভাববিরুদ্ধ ও সামাজিকতা বিরুদ্ধ। তাহাও কাল ক্রমে আসিয়াছে—কালেতে চলিয়াও যাইবে। তাহার সংশোধন জন্য নিত্য নিত্য চীৎকার উত্থিত হইতেছে। এখন পুরুষকে এই সকল কার্য্যে আপাততঃ লিপ্ত হইতে হয় বলিয়া স্ত্রী-দিগকেও কি ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার অংশভাগী হইতে হইবে? পুরুষে মন্দ কর্ম্ম করে বলিয়া স্ত্রীদিগকেও কি তাহা করিতে হইবে! এই কি স্ত্রীস্বাধীনতার পন্থা? পুরুষগণ কতকগুলি অন্তঃসারশূন্য অপদার্থ বিষয়ে প্রলুব্ধ হইয়া প্রতারিত হয় বলিয়া স্ত্রীদিগকেও কি সেই রূপে প্রতারিত হইতে হইবে? আমার বিবেচনায়, পুরুষের অবস্থা ক্রমে সহজ ও তাহার প্রকৃতি সঙ্গত হইয়া আসুক এবং তাহারা পুরুষ-পক্ষপাতী না হইয়া দাক্ষিণ্য সহকারে স্ত্রীদিগের সুখ দুঃখে সমুচিত সহানুভূতি করুক, তাহা হইলে স্ত্রীদিগের ঐ রূপ অসঙ্গত লালসার বিষয় অল্পই থাকিবে। তদ্ভিন্ন জনসমাজের মঙ্গলের সম্ভাবনা কি? পরন্তু দেখা যাইতেছে যে এরূপ হইলে স্ত্রীগণ এক্ষণে যে ভাবে যে প্রণালীতে ও যে অবস্থায় সংসারে অবস্থান করিতেছেন উহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার আশার অত্যাল্পই বিদ্যমান থাকিবে।

এক্ষণে ব্রাহ্মদিগের ভাঙ্গিবার ও গড়িবার অনেক জিনিস আছে। পরন্তু তৎপূর্ব্বে মনুষ্যের যথার্থ প্রকৃতি কিরূপ ও তাহার অবস্থা কি রূপ হওয়া উচিত, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে এবং তাহার পক্ষে স্ত্রীর অবস্থা কত দূর উন্নত ও পুরুষের অবস্থা কত দূর উন্নত—স্ত্রীর কত অভাব পুরুষের কত অভাব দেখিতে হইবে। এক এক স্থানের সমুদ্রপ্রমাণ জলরাশি মন্থন করিয়া সত্যামৃত লাভ করিতে হইবে।—মনুষ্য প্রকৃতির যথার্থ শ্রী ও শোভা প্রকাশিত হইবে। এরূপ না করিয়া "সে যাহা হউক, পুরুষে যাহা করে স্ত্রীকে তাহা করিতে দিবে কি না" এই বলিয়া বিতর্ক করাতে স্ত্রীদিগের যথার্থ অধিকার নির্ণয় হয় না এবং সেরূপ আন্দোলনে কিছুই মঙ্গল নাই।

১৩ আষাঢ় ১৭৯৪ শক।

শ্রী ঈশানচন্দ্র বসু।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডিড্।

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
রায় বাহাদুর
হাইকোর্টের উকীল
নডিপাড়া রোড নং ৯,

" " " বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
বলরাম বসুর ঘাট রোড নং ১১,

" " " উমেশচন্দ্র মিত্র
পোর্টকেনিং কোং মেনেজর
পদ্মপুকুর রোড নং ৭,

" " " মহেশ চন্দ্র চৌধুরি
হাইকোর্টের উকীল
পদ্মপুকুর রোড নং ১১,

" " " রমেশ চন্দ্র মিত্র
হাইকোর্টের উকীল
পদ্মপুকুর রোড নং ৭,

" " " উমেশ চন্দ্র বসু
বলরাম বসুর রোড নং ১৭,
সর্ব্ব সাকিম ভবানীপুর
মহাশয়গণ সমীপেষু

লিখিতং শ্রীদেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর
পিতার নাম ৺দ্বারকা নাথ ঠাকুর
সাকিম সহর কলিকাতা যোড়াসাঁকো
ও শ্রীচন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
পিতার নাম ৺শিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
ও শ্রীক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
পিতার নাম ৺রাধামোহন চট্টোপাধ্যায়
ও শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ বসু
পিতার নাম ৺চণ্ডীচরণ বসু
সর্ব্ব সাকিম ভবানীপুর
ডিহি পঞ্চান্নগ্রাম
সবডিষ্ট্রিক্ট আলিপুর,

কস্য ট্রস্টডিড পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী সবডিষ্ট্রিক্ট আলিপুরের সামিল ডিহি পঞ্চান্নগ্রামের চক্রবেড় ডাক ভবানীপুর গ্রামে ইতি পূর্ব্বে ৺শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও ৺কাশীশ্বর মিত্র ও ৺হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ৺প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় ও ৺ঈশানচন্দ্র হালদার ও ৺কৈলাসনাথ মল্লিক ও আপনারা বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু বামাচরণ মুখোপাধ্যায় ও বাবু উমেশচন্দ্র মিত্র ও বাবু উমেশচন্দ্র বসু ও আমরা শ্রীচন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ভবানীপুর নিবাসীগণ একত্রিত হইয়া ঈশ্বর আলোচনা উদ্দেশে প্রথমত জ্ঞানপ্রকাশিকা নামক সভা সন ১২৫৯ সালের ৯ই আষাঢ় তারিখে সংস্থাপন করায় কিয়দ্দিবস ঐ সভা ৺শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের কেরায়ার বাটীতে সাপ্তাহিক প্রতি সোমবার সন্ধ্যার পর নিয়মিত উপাসনা কার্য্য ভগবৎগীতা ও বেদ পাঠ ও তৎসম্বন্ধীয় বক্তৃতা ও সংগীতাদি কার্য্য নির্ব্বাহ হইত কিয়দ্দিবস পরে আমি শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৺কাশীশ্বর মিত্রের প্রযত্নে ঐ সভাস্থ হইয়া জোড়াসাঁকো (আদি) ব্রাহ্মসমাজের নিয়মানুসারে উপাসনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ হওনের এবং কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঐ সভা ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ নামে বিখ্যাত করার প্রস্তাব করায় তৎকালের সভা সংস্থাপকগণ সম্মত হয়েন, পরে বহু যত্নে ও চেষ্টায় চক্রবেড গ্রামে শ্রীযুক্ত তারক নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট তিন কাঠা ভূমি এক শত টাকা পণে চিরস্থায়ী মকররী পাট্টা লওনের কথা স্থির হইয়া ঐ সভা সংস্থাপকগণের মধ্যে ভবানীপুর নিবাসী ৺হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ৺প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু বামাচরণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বসুদিগকে ট্রষ্টী নিযুক্ত করায় তাঁহারা এবং আমরা চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগের নামে ঐ জমি এক শত টাকা পণ দিয়া বার্ষিক বার টাকা জমায় চিরস্থায়ী মকররী পাট্টা লিখিত পঠিত হইয়া তাহা রেজেষ্টরি হওনান্তর উক্ত জমি দখল লওয়া হয়, অনন্তর তাঁহারা এবং আমরা ঐ চাঁদার টাকায় প্রথমত একহারা একতালা পাকা ঘর প্রস্তুত করি পরে সন ১২৬০ সালের আষাঢ় মাহায় এই নিয়ম স্থির হয় যে কলিকাতা (আদি) ব্রাহ্মসমাজে যে প্রণালীতে উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ হয় সেই প্রণালীতে এখানকার সমাজের উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে, পরে জ্ঞান প্রকাশিকা সভা নামের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মসমাজ নাম করণ হইয়া তদনুসারে অত্র সমাজে ঐ নিয়ম বদ্ধ হইয়া ব্রহ্ম উপাসনাদি কার্য্য ঐ নিয়মে চলিতে আরম্ভ হইল পরে সন ১২৬১ সালের আষাঢ় মাহায় দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক সভা উপলক্ষে নূতন গৃহে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
নং শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর আমমোক্তার
শ্রীচন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ বসু

প্রবেশ করিয়া ঐ পূর্ব্বমত প্রণালী ক্রমে এ যাবৎ ব্রহ্ম উপাসনা কার্য্যাদি ঐ নিয়মে চলিয়া আসিতেছে কিন্তু আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত ট্রষ্টডীড ৺হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট ছিল তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হওয়ায় ঐ ডিড এইক্ষণে কোথায় আছে তাহা সন্ধানে পাওয়া যায় না উক্ত ডীড রেজেস্টরি না থাকা প্রযুক্ত তাহা পাইবার কোন উপায় নাই এবং ট্রষ্টীদিগের মধ্যে দুই জন পরলোক গমন করিয়াছেন এক জন কোথায় আছেন তাহা আমরা জানি না অতএব ঐ সমাজের কার্য্য ও তৎসংক্রান্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি সকল অপর কর্ত্তৃক গৃহীত ও অপহৃত হইতে না পারে এবং আমাদিগের উদ্দেশ্যের অর্থাৎ পূর্ব্বমত উপাসনাদি কার্য্য প্রণালীর পরিবর্ত্তন বা ব্যাঘাত হইতে না পারে এই অভিপ্রায়ে জীবিত ট্রষ্টীদিগের সহযোগী ট্রষ্টী নিযুক্ত করিয়া নূতন ট্রষ্টডীড লিখিয়া দেওয়া যুক্তি যুক্ত হওয়ায় আমাদের যত্নে ও চাঁদার টাকায় ঐ সমাজ গৃহ প্রস্তুত হওয়ায় এবং আমরা পূর্ব্বাবধি ঐ সভার সংস্থাপক বর্ত্তমান থাকায় এবং আমাদের সভার সংস্থাপক সত্ত্বে আপনাদিগকে ট্রষ্টী নিযুক্ত করিয়া ঐ ট্রষ্ট সম্পত্তির মূল্য ২০০০ দুই হাজার টাকা পরিমাণে এই ট্রষ্টডীড লিখিয়া দিতেছি যে নীচের লিখিত প্রণালীমত এইক্ষণে আপনারা ও পরে আপনাদিগের স্থলাভিষিক্তগণ ঐ সভার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষা ও ঈশ্বর আরাধনার প্রণালী পূর্ব্বমত নির্ব্বাহ হওনার্থে যথাযোগ্য মনোযোগী হইয়া ঐ সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন।

১। চক্রবেড়স্থিত তিন কাঠা ভূমি যাহার চৌহদ্দী দক্ষিণ ৺দেবনারায়ণ বর্দ্ধনের বসত বাটী, পূর্ব্ব তারক নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রজাগণের রাস্তা, পশ্চিম ৺অভয়চরণ সরকারের ভাড়াটিয়া বাটী, উত্তর সরকারি রাস্তা, এই চৌহদ্দীর মধ্যস্থিত যে ভূমির উপর ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের পাকা ঘর যাহা চাঁদা দ্বারা আমরা প্রস্তুত করিয়াছি ঐ ইমারত কেহ কোন রকমে নষ্ট বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না বরং সময়ে সময়ে মেরামতাদির প্রয়োজন হইলে তাহার ব্যয়ের টাকা আপনারা চাঁদা দ্বারা উঠাইয়া আপনাদিগের বিবেচনা মত ও অর্থের সংস্থানানুসারে মেরামতাদি কার্য্য করিবেন তদ্বিষয়ে অন্যের হস্তার্পণের ক্ষমতা থাকিবেক না যখন ঐ মেরামতাদি কার্য্য প্রয়োজন হইবেক সভার নিয়োজিত কর্ম্মচারী সময় মত আপনাদিগকে লিখিত আবেদন পত্র দ্বারা জানাইবেন।

২। ঐ সমাজ ঘরের তলস্থ পাট্টাই ভূমীর খাজনা সময় মত দেওয়া হইতেছে কি না এ সভার কর্ম্মচারী সর্ব্বদা তাহার অনুসন্ধান করিবেন এবং তিনি পাট্টার লিখিত খাজনা নিয়ম মত দিবেন কেবল আপনারা ঐ সকল কার্য্য সুচারু রূপ নির্ব্বাহ হইতেছে কি না তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং জমীর প্রতি কোন রকমে ব্যাঘাত না জন্মে তাহাতে মনোযোগী থাকিবেন।

৩। ঐ সমাজ ঘরের অস্থাবর সম্পত্তি দেওয়ালগিরি ও মেজ ও পাখা এবং বেঞ্চ ইত্যাদি যাহা আছে ও ভবিষ্যতে যাহা প্রয়োজন হইবেক তাহা ঐ কর্ম্মাধ্যক্ষের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবেক কিন্তু তৎসম্বন্ধে যখন যাহা আবশ্যক হইবেক ঐ কর্ম্মচারীর সম্বাদ মতে আপনারা যাহা বিবেচনা করিবেন ঐ কর্ম্মাধ্যক্ষ তাহা সম্পাদন করিবেন।

৪। সমাজে যে সকল ব্যক্তি সভ্য শ্রেণীতে নিযুক্ত হইবেন ও নিয়মিত দাতব্য দিবেন তাহার আয় ও ব্যয়ের হিসাব ঐ কর্ম্মচারী সমাধা করিবেন তাঁহার নিকট বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের নিকাশ আপনারা লইয়া আপনাদিগের বিবেচনা মতে সাধারণের গোচরার্থে সাধারণ সভায় অথবা পুস্তকাকারে মুদ্রিত কিম্বা কোন প্রকাশ্য পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়া দিবেন।

৫। যে কোন ব্যক্তি সভ্য শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করিবেন সমাজের নিয়ম সমস্ত অবগত হইয়া মাসিক ন্যূন কল্পে চারি আনা দাতব্য দিলে সম্পাদক তাঁহাকে সভ্য শ্রেণীতে নিয়োজিত করিবেন কিন্তু কোন সভ্য বা সভ্যগণ একত্রিত হইয়া আপনাদিগের নিজাভিপ্রায় বলবৎ করণ জন্য সমাজের কার্য্যের বা দ্রব্যের অথবা ঈশ্বর আরাধনার প্রণালীর প্রতি হস্তার্পণ করিতে পারিবেন না তাঁহারা নিয়ম মত সভাস্থ হইয়া সমাজের নিয়মানুসারে ঈশ্বর আরাধনা করিবেন এবং নিয়মিত কার্য্যের ব্যতিক্রম দেখিলে আপনাদিগকে জানাইতে পারিবেন।

৬। ঐ সমাজের সম্পত্তি কাহারও নিজ সম্পত্তি নহে এবং কাহারও দেনায় তাহা ক্রোক বা নিলামে বিক্রয় হইতে পারিবেক না কেহ কোন গতিকে হস্তান্তর করিতে পারিবেন না করিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবেক না যদি ঐ সমাজ সম্বন্ধে কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ের প্রয়োজন হয় তাহা আপনাদিগের অথবা আপনাদিগের স্থলাভিষিক্তগণের নামে হইবেক এবং সমাজের যাহাতে কোন রকমে ঋণ না হয় তাহার প্রতি আপনারা সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন।

৭। উত্তর কালে আমরা অথবা মহাশয়দিগের মধ্যে কেহ কোন গতিকে অনুপস্থিত বা অবর্ত্তমান হইলে এই ডিডের নিয়মানুসারে বর্ত্তমান ট্রষ্টী অথবা ট্রষ্টীগণ অপর ট্রষ্টী নিযুক্ত করিতে পারিবেন কিম্বা আপনারা সকলে বর্ত্তমানেও প্রয়োজন বা যুক্তিযুক্ত হইলে অপরকে সহকারী বা অতিরিক্ত ট্রষ্টী নিযুক্ত করিতে পারিবেন, ঐ সমাজ সম্বন্ধে ট্রষ্টী যিনি যখন নিযুক্ত থাকিবেন তাঁহাদিগের ক্ষমতা ব্যতীত অপর কোন সভ্যের মাসিক বা বার্ষিক কিছু দাতব্য দান করা বলিয়াই সমাজের কোন অংশে ক্ষমতা রহিল না তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগের দাবি থাকিল না।

৮। সমাজের সম্পাদক বা অপর কর্ম্মচারী পরিবর্ত্তন করা আপনাদিগের ক্ষমতায় রহিল তদ্বিষয়ে অপর কেহ হস্তার্পণ করিতে পারিবেন না।

৯। সমাজ গৃহে আপনারা কোন সৃষ্ট বস্তুর অথবা কোন পরিমিত দেবতার উপাসনা করিতে দিবেন না ব্রহ্মোপাসনার সময় অন্য ধর্ম্মাক্রান্ত সম্প্রদায় বিশেষের বিরুদ্ধে নিন্দা করিয়া বক্তৃতা কি গান করিতে কাহাকেও দিবেন না এই সমাজ গৃহে কেবল একমাত্র অদ্বিতীয় জগৎ পিতার উপাসনা অত্র সমাজের নিয়মানুসারে হইবেক এবং প্রেম ধর্ম্মাচার নিষ্ঠা সৌজন্য সদসৎ এবং মানব জাতির পরস্পরের ভ্রাতৃ ভাব সংস্থাপন বিষয়ে বক্তৃতা করিতে দিবেন।

১০। সন ১২৬০ সালের আষাঢ় মাহায় অত্র সমাজ যৎকালে কলিকাতা (আদি) ব্রাহ্মসমাজের সহিত ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে যোগ হইয়াছিল তৎকালে উক্ত সমাজের মূল গ্রন্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ এই

প্রথম—পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন অন্য আর কিছুই ছিল না তিনি এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন।

দ্বিতীয়—তিনি জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, মঙ্গল স্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র অদ্বিতীয় সর্ব্বশক্তিমান্ স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ, কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

তৃতীয়—একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

চতুর্থ—তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

এই ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ ও উপাসনা প্রণালী আপনারা কাহাকেও অত্র সমাজে পরিবর্ত্তন করিতে দিবেন না।

১১। নিয়মিত কার্য্য সম্বন্ধে যে সকল বিধি অত্র ডিডেলেখা হইল না সেই সকল নিয়ম আপনাদের অধিকাংশের মতে হইবেক এতদর্থে ট্রস্টডীড পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৭৯ সাল তারিখ ৭ জ্যৈষ্ঠ

মরকুমা
শ্রীশশিভূষণ সেন
হাল সাকিম ভবানীপুর। ইসাদি।

শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং চক্রবেড় ভবানীপুর। শ্রীপ্রসন্নকুমার বিশ্বাস হাল সাং ভবানীপুর। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় হাল সাং ভবানীপুর। শ্রীবরদাচরণ চৌধুরি হাল সাং ভবানীপুর।

আয় ব্যয়।

জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৪ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৩১২ (৫
পূর্ব্বকার স্থিত ..	৪১৭ ৸১০
সমষ্টি	৭২৯ ৸১৫
ব্যয়	২৮২।/৫
স্থিত	৪৪৭ ।৶ ১০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৯৭। ৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা .	১২৭ ॥৶
পুস্তকালয় .. .	৭ (১০
যন্ত্রালয়	৬৫
গচ্ছিত ...	১৫ /১০
সমষ্টি .. .	৩১২ (৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৯৫।/৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১০২ ৸৶১৫
পুস্তকালয় . ..	২১ /১০
যন্ত্রালয় ...	৫৭ ॥৶১৫
গচ্ছিত	৫ ।০
সমষ্টি . ..	২৮২।/৫

দান প্রাপ্ত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু ..	২০
" রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৪০
" রাজারাম মুখোপাধ্যায় ...	১০
" শ্রীনাথ মিত্র ও ভ্রাতৃগণ	৩
" অমৃতলাল দে	২
" মথুনামোহন সুর	১
" অদ্বৈতচরণ রায় ...	২
" রামজীবন ঘোষ	২৶
" মতিলাল চট্টোপাধ্যায় ...	২
" হরিমোহন রায় ...	২
" সারদাপ্রসাদ চৌধুরী ...	১
" গোপালচন্দ্র সরকার ...	১
দানাধারে প্রাপ্ত ...	৶৫

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রসেখর বসু ...	১০
সমষ্টি	৯৭। ৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাশুল বার্ষিক ছয় আনা।
সম্বৎ ১৯২৮। কলিগতাব্দ ৪৯৭২। ১ শ্রাবণ সোমবার।

Registered No 2

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

উপদেশ।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক বিবৃত।

২৯ চৈত্র বুধবার ১৭৯৭ শক।

সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বদা।
কামক্রোধৌ বসে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতং॥
ব্রাহ্মধর্ম্ম ২খ, ৬অধ্যায়।

সত্যই যাঁহার ব্রত ও সর্ব্বদা দীনেতে যাঁহার দয়া এবং কাম ক্রোধ যাঁহার বশীভূত, তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়াছে।

ঈশ্বর সত্য স্বরূপ। সত্য হইতে ঈশ্বর ভিন্ন নহেন এবং ঈশ্বর হইতেও সত্য একটি ভিন্ন পদার্থ নাই। ঈশ্বরই সম্পূর্ণ রূপে সত্য শব্দের বাচ্য হয়েন, তিনি ভিন্ন আর কিছুই সম্পূর্ণ সত্য শব্দের বাচ্য হইতে পারে না, কারণ সত্য ও নিত্য একই পদার্থ। ঈশ্বর নিত্য, সুতরাং তিনিই সত্য স্বরূপ। জগতের মধ্যে জড় ও চেতন, এই দুই প্রকার মাত্র পদার্থ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে কোন কোন বস্তুর কোন কোন অংশে সত্যের সহিত ঐক্য দেখিয়া তাহাকে সত্য মনে করা যায়, অথচ তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে, আপেক্ষিক সত্য; কারণ তাহা অনিত্য, তাহার আদি আছে, অন্ত আছে। কিন্তু ঈশ্বর মূল সত্য, তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, পরিমাণ নাই। তাঁহা হইতে আর আর সকল সত্য নিঃসৃত হইয়া তাঁহারই অধিষ্ঠানে স্থিতি করিতেছে। তিনি আদি-সত্য, অনাদি সত্য; তিনি সত্যের সত্য, পরম সত্য, ধ্রুব সত্য সনাতন।

জড় বস্তুর অস্তিত্ব এবং জীবাত্মার চেতন শক্তি দেখিয়া আমরা তাহারদিগকে সত্য মনে করি, কিন্তু কি জড় কি জীব চৈতন্য, এ সমুদায় বস্তুরই আদি আছে, অন্ত আছে, পরিমাণ আছে। দেশ, কাল ও গুণ ইত্যাদি সকল বিষয়েই জড় ও জীবাত্মার সীমা করা যায়, সুতরাং জড় ও চেতনময় এই সমুদায় জগৎই আপেক্ষিক সত্য, কেন না অল্পকাল-স্থায়ী বস্তু অপেক্ষা দীর্ঘ কাল স্থায়ী বস্তু কতক অংশে সত্য রূপে প্রতীত হইয়া থাকে; যেমন জড় বস্তু অপেক্ষা জ্ঞান-বান্ বস্তু সত্য——অচেতন বস্তু অপেক্ষা সচেতন বস্তু সত্য। কিন্তু যিনি অনাদ্যনন্ত কূটস্থ নিত্য, তিনিই সম্পূর্ণ পারমার্থিক সত্য শব্দের বাচ্য হয়েন। অতএব এই জড়

চেতন বিশিষ্ট সমুদায় জগৎ-সংসারকে আপেক্ষিক সত্য বলা যাইতে পারে, কিন্তু নিত্য সিদ্ধ ঈশ্বরই সম্পূর্ণ কূটস্থ সত্য শব্দের বাচ্য হয়েন।

সত্য পদার্থ তিন প্রকারে প্রতীত হয়; প্রাতিভাসিক সত্য, আপেক্ষিক সত্য ও কূটস্থ সত্য। রজ্জুতে যখন সর্প ভ্রম হয়, সেই ভ্রম কালে সেই সর্পকে অসত্য জ্ঞান হয় না, সত্যই বোধ হইয়া থাকে, কারণ সত্য সর্প দর্শনের ন্যায় তদ্দর্শনে ভয় ও পলায়ন প্রভৃতি সম্ভব হয়, অতএব সেই যে সত্য, তাহার নাম প্রাতিভাসিক সত্য, তাহা কেবল প্রতিভাস মাত্র, বস্তুতঃ তাহা সত্য সর্প নহে, কেবল সত্য সর্পের প্রতিভাস অর্থাৎ প্রতিরূপ মাত্র ভ্রম বশত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা অপেক্ষাকৃত সত্যও নহে এবং নিত্য সত্য বস্তুও নহে, সুতরাং তাহাই প্রাতিভাসিক সত্য।

আর যাহা অল্পকাল স্থায়ী বস্তু অপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী, তাহার নাম আপেক্ষিক সত্য, যেমন ঐন্দ্রজালিক বস্তু অপেক্ষা ব্যাবহারিক ঘট পটাদি বস্তু সত্য, কিন্তু তাহা রজ্জু সর্পের ন্যায় প্রতিভাস মাত্রও নহে এবং নিত্য সত্য বস্তুও নহে, সুতরাং অপেক্ষাকৃত সত্য বস্তু বলিয়া তাহাকেই আপেক্ষিক সত্য কহা যায়।

আর যাহা নিত্য সিদ্ধ সত্য বস্তু, যাহা সর্ব্বকাল সমান রূপে ও পূর্ণ রূপে বিদ্যমান, যাহার পরিবর্ত্ত নাই, যাহা ক্ষয়োদয় রহিত, তাহারই নাম কূটস্থ সত্য; তাহা ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুতেই সম্ভব হয় না।

'সত্য যে বস্তু, তাহা কখন মৃত জড় বস্তু নহে, সুতরাং অমৃত চেতা ঈশ্বরই সত্য বস্তু। সত্য যে বস্তু, তাহা কখন অনিত্য বস্তু নহে, অতএব নিত্য ঈশ্বরই সত্য বস্তু। সত্য যে বস্তু, তাহার কখন পরিবর্ত্ত হয় না, অতএব অপরিবর্ত্তনীয় ধ্রুব ঈশ্বরই সত্য বস্তু। সত্য যে বস্তু তাহা দেশ কালের পরিচ্ছেদ্য নহে, অতএব অপরিসীম ঈশ্বরই সত্য বস্তু। সত্য যে বস্তু তাহা অপূর্ণ নহে, সুতরাং পূর্ণ মঙ্গল স্বরূপ ঈশ্বরই সত্য বস্তু। সত্য যে বস্তু, তাহা আশ্রিত ও পরতন্ত্র নহে, অতএব স্বতন্ত্র ঈশ্বরই সত্য বস্তু।" তিনি "সত্যমেবায়তনং" "সত্যস্য সত্যং"

ঈশ্বর যদি সত্য স্বরূপ হইলেন, তবে সুতরাং যিনি ঈশ্বরকে প্রার্থনা করেন, তিনি সত্য ব্রত অবলম্বন করিবেন। ঈশ্বরকেই তিনি সত্য বলিয়া জানেন, সুতরাং তিনি মনেতে তাঁহারই আলোচনা করিবেন, বাক্যেতে তাঁহাকেই ব্যক্ত করিবেন এবং তদনুযায়ী হইয়াই আচরণ করিবেন। মন, বাক্য ও আচরণকে সম্যক্ রূপে সত্যের অনুগত করিবেন, কদাপি মিথ্যাকে তাহাতে সংস্পৃষ্ট হইতে দিবেন না। যেমন নির্ম্মল জলে প্রতিবিম্বিত মুখ স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়, কিন্তু জল অপরিষ্কৃত হইলে তাহাতে প্রতিবিম্ব স্পষ্ট বা পরিষ্কৃত রূপে প্রকাশিত হয় না, তদ্রূপ মন, বাক্য ও আচরণ সত্য হইলে তাহাতে সত্য স্বরূপ ঈশ্বরের আবির্ভাব স্পষ্ট প্রতীত হয়। "সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন"। সত্য কথন দ্বারা, মনের একাগ্রতা দ্বারা, সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায়।

দীনের প্রতি সর্ব্বদা দয়া প্রকাশ করা ঈশ্বরের একটি অভিপ্রেত প্রিয় কার্য্য, অতএব যিনি দীন দরিদ্রের প্রতি সর্ব্বদা আন্তরিক ও বাহ্যিক দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, যিনি ধর্ম্ম বিষয়ে দীন দরিদ্রের প্রতি ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, জ্ঞান বিষয়ে দীন দরিদ্রের প্রতি জ্ঞান দান করেন, ধন বিষয়ে দীন দরিদ্রকে ধন দান করেন এবং অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধ পথ্যাদি বিষয়ে দীন দরিদ্রকে

যথা সাধ্য সে সমুদায় দান করিয়া থাকেন ; কোন লোকে তাঁহার অসন্তোষের কারণ বিদ্যমান নাই, তিনি তিন লোক জয় করিয়া ইহলোকেই ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন।

কাম ও ক্রোধ এই দুইটী সকল রিপু হইতে প্রধান। ইহারদিগকে বশীভুত করিতে পারিলে আর আর সকল রিপুকেই স্ববসে আনয়ন করা সহজ হইয়া উঠে, নতুবা ইহারা প্রবল হইলে মনুষ্য নানাবিধ পাপাচারে প্রবৃত্ত হইতে পারে। যিনি ইহারদিগকে বসতাপন্ন করিতে পারিয়াছেন, তিনি সকল লোকেই সমাদৃত হয়েন। অতএব কামকে জয় করিবার নিমিত্তে তাহার বিষয় হইতে চিত্তকে দূরে রাখিবেক এবং ক্রোধকে জয় করিবার নিমিত্তে ক্ষমা অভ্যাস করিবেক।

হে ধ্রুব সত্য পরমেশ্বর ! আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি আমার দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া তোমার নিত্য সত্য স্বরূপ আমার নিকট প্রকাশিত কর, আমার কুপ্রবৃত্তি সকল দমন কর, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতে বিরত করিয়া নীচকামনা হইতে দূরে রাখিয়া, তোমার প্রেমে আমাকে নিমগ্ন কর এবং তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনে নিযুক্ত কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বৈদান্তিক মত।

ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান।

জগতে যাহা কিছু বস্তু আছে, তাহার কোন এক বস্তুকে অন্য বস্তু হইতে পৃথক্ করিবার কারণ ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন মাত্র। এই রূপ ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন দ্বারাই এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুকে পৃথক্ করা যায়, যেমন অবয়ব, বিস্তৃতি, কার্য্য ও বর্ণ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন দ্বারাই জানা যায় যে ঘট হইতে বস্ত্র একটী পৃথক্ বস্তু। এই জন্য বস্তু মাত্রকে লক্ষ্য এবং আকৃতি বিস্তৃতি প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন সকলকে লক্ষণ কহে। অতএব যে বস্তু অন্য বস্তু হইতে পৃথক্কৃত হয়, তাহার নাম লক্ষ্য, আর যে সকল চিহ্ন দ্বারা পৃথক্ করা যায়, সেই চিহ্ন সকলের নাম লক্ষণ বলা যায়।

এই লক্ষণ দুই প্রকার, স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। তাহার মধ্যে "স্বরূপমেব লক্ষণং স্বরূপলক্ষণং" স্বীয় অবয়ব রূপ যে লক্ষণ, তাহার নাম স্বরূপ লক্ষণ, যেমন বৃষের লক্ষণ গলকম্বল, শৃঙ্গ ও অসংযুক্ত ক্ষুর বিশিষ্ট চতুষ্পদ পশু বিশেষ, এবং অশ্বের লক্ষণ গলকম্বল রহিত, কেশরযুক্ত ও সংযুক্ত ক্ষুর বিশিষ্ট চতুষ্পদ পশু বিশেষ ইত্যাদি, এই সকল লক্ষণ দ্বারা তাহারদিগকে পৃথক্ করা হইয়া থাকে। কিন্তু যদিও ব্রহ্ম "অলক্ষণমব্যপদেশ্যং" কোন লক্ষণ দ্বারা ব্যপদেশ্য নহেন, তথাপি তাঁহার স্বরূপ লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, এক ও অদ্বিতীয় মাত্র তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। আর তটস্থ লক্ষণ "যাবল্লক্ষ্যকালমনবস্থিতত্বে সতি সদ্ব্যাবর্ত্তকং তদেব" লক্ষ্যের সমান কাল বিদ্যমান না থাকিয়াও যে চিহ্ন এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুকে পৃথক্ করে, তাহাকে তটস্থ লক্ষণ কহে। যেমন পক্ষি বিশিষ্ট গৃহ——যে গৃহের উপর পক্ষি বসিয়া আছে, ঐটী অমুকের গৃহ। এস্থলে পক্ষি রূপ চিহ্ন অন্য গৃহ হইতে ঐ নির্দ্দিষ্ট গৃহটীকে পৃথক্ করিতেছে। যদিও ঐ নির্দ্দিষ্ট গৃহটী যত কাল থাকিবে, পক্ষি তত কাল তাহার উপরে থাকিবে না, তথাপি পক্ষী এস্থলে ঐ নির্দ্দিষ্ট গৃহের তটস্থ লক্ষণ হইতেছে। সেই রূপ "জন্মাদ্যস্য যতঃ" যাঁহা হইতে এই জগতের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম ; এস্থলে যদিও জগতের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ ব্রহ্মের সমান কাল বিদ্যমান থাকিবে না, তথাপি তাহারদিগকে তাঁহার

তটস্থ লক্ষণ বলা যায়। অতএব যাঁহা হইতে এই জগতের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ হইতেছে, সেই সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, এক, অদ্বিতীয়, নিরবয়ব চৈতন্যই ব্রহ্ম ইহা সিদ্ধ হইল।

বস্তুর স্বরূপ জানিবার নিমিত্তে বেদান্তে ছয়টী প্রমাণ নিরূপিত হইয়াছে। যে সকল সাধন দ্বারা বস্তুর স্বরূপ জানা যায়, তাহাদিগকেই প্রমাণ কহে। যথা প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অনুমান প্রমাণ, উপমান প্রমাণ, আগম প্রমাণ, অর্থাপত্তি প্রমাণ এবং অনুপলব্ধি প্রমাণ। তাহার মধ্যে প্রথম প্রত্যক্ষ প্রমাণ,—অক্ষ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়——শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা এবং ঘ্রাণ, ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয়, ইহাদের প্রত্যেক দ্বারা যে জানা হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষ জ্ঞান। শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা জানা শ্রাবণ প্রত্যক্ষ, ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা জানা ত্বাচ প্রত্যক্ষ, এই রূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, রাসন প্রত্যক্ষ ও ঘ্রাণ প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষের সাধন চৈতন্য, চৈতন্য ব্যতীত কোন প্রত্যক্ষই সাধিত হয় না। এই নিমিত্তে প্রত্যক্ষ স্থলে চৈতন্যকে তিন নামে বিভক্ত করিতে হয়, যথা—বিষয় চৈতন্য, প্রমাণ চৈতন্য ও প্রমাতৃ চৈতন্য। ঘটাদি বিষয় স্থিত চৈতন্যের নাম বিষয় চৈতন্য, অন্তঃকরণ-বৃত্তিস্থ চৈতন্যকে প্রমাণ চৈতন্য বলে। অন্তঃকরণ বৃত্তি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এবং অন্তঃকরণস্থিত চৈতন্যকে প্রমাতৃ চৈতন্য কহে। এই প্রমাতৃ চৈতন্যের সহিত প্রমাণ চৈতন্য সহকারে বিষয় চৈতন্যের ঐক্য হইলেই বিষয় প্রত্যক্ষ হয়। কোন বিষয় দর্শনের সময় সেই বিষয়ে চক্ষুঃ সন্নিকর্ষ হইলে অন্তঃকরণ সেই বিষয়াকারে পরিণত হয়, তখন ঐ বিষয়স্থিত চৈতন্য ও অন্তঃকরণ-বৃত্তিস্থ চৈতন্য এবং অন্তঃকরণস্থ চৈতন্য সুতরাং এই তিন চৈতন্যই একীভূত হইল। এই রূপ কোন শব্দ শ্রবণের সময় সেই শব্দে শ্রোত্র সন্নিকর্ষ হইলে অন্তঃকরণ সেই শব্দাকারে পরিণত হয়, তখন ঐ শব্দস্থিত চৈতন্য ও অন্তঃকরণ-বৃত্তিস্থ চৈতন্য ও অন্তঃকরণস্থ চৈতন্য সুতরাং তিনই একীভূত হইল। এই রূপ ত্বক্, জিহ্বা ও ঘ্রাণের সহিত তাহারদিগের বিষয় সন্নিকর্ষ হইলে তিন চৈতন্যই একীভূত হইয়া বিষয় জ্ঞান হয়। এই রূপ পূর্ব্বোক্ত স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ দ্বারা নিরূপিত অখণ্ড ব্রহ্ম চৈতন্য জ্ঞান কালে সেই অখণ্ড চৈতন্যে অন্তঃকরণ সন্নিকর্ষ হইলে, তখন অন্তঃকরণ সেই অখণ্ড চৈতন্যাকারে পরিণত হয়, এবং অন্তঃকরণস্থ চৈতন্য, ও অখণ্ডাকার-বৃত্তিস্থ চৈতন্য এবং অখণ্ড ব্রহ্ম চৈতন্য এই তিন চৈতন্য একীভূত হওয়াতেই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

সামান্য বস্তু সাক্ষাৎকার হইতে অখণ্ড ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে, অন্যান্য বস্তুর আকারে পরিণত অন্তঃকরণ বৃত্তিস্থ চৈতন্য বিষয় চৈতন্যকে প্রকাশ করিতে পারে, কিন্তু যেমন প্রদীপ প্রভা সূর্য্য প্রভাকে প্রকাশ করিতে না পারিয়া স্বয়ং কুণ্ঠিত হয়, সেই রূপ অখণ্ড ব্রহ্মাকারে পরিণত অন্তঃকরণ-বৃত্তিস্থ চৈতন্য স্বপ্রকাশ স্বরূপ অখণ্ড ব্রহ্ম চৈতন্যকে প্রকাশ করিতে না পারিয়া সুতরাং স্বয়ং কুণ্ঠিত হইয়া থাকে। অন্তঃকরণ অখণ্ড ব্রহ্ম চৈতন্যাকারে পরিণত বৃত্তি ধারণ করিতে পারে বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, "মনসৈবেদমাপ্তব্যং" এবং অখণ্ড ব্রহ্মাকারে পরিণত অন্তঃকরণ-বৃত্তিস্থ-চৈতন্য অখণ্ড ব্রহ্ম চৈতন্যকে প্রকাশ করিতে না পারাতেই উক্ত হইয়াছে "যন্মনসা ন মনুতে" ইত্যাদি। পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপাদক এই রূপ যত শ্রুতি আছে, সমুদায়ই এই রূপে মীমাংসিত হইয়াছে।

বর্ণিতে না পারি আমি স্মরণেই আড়ষ্ট রসনা !
ভাবিলে মানস হয় উদাস, শরীর হয় দ্রব !
কেনই বা হইল হৃদয়ে আজি আশার সূচনা ?
ত্যজ নাই ! ত্যজ নাই ! ইথে পাইলাম অনুভব।
হাতে পেয়ে সুতন বাক্যের খনি, আর নারি
থাকিতে নীরব ॥

২

মরি বাঁচি কিছুতেই ক্ষণেক না করিয়া দৃক্‌পাত,
গাইব প্রশংসা তব, দেহে প্রাণ থাকে যতক্ষণ।
ধন মান যৌবন সকলি মোর হইবে নিপাত,
কিন্তু মাথা থাকিবে আমার গাঁথা, যথা শ্রীচরণ !
তাহে প্রক্ষালিতে সদা নিযুক্ত রহিবে দু নয়ন !
হায় ! হায় ! আমাপবে নয়ন তোমার দিবারাত—
নাহি জানে নিদ্রা তন্দ্রা—সুপথের প্রদীপ রতন—
যেথা যাই সেইখানে দেখা পাই—ফিরে সাথে সাথ !
আঁখি মোর ফিরাবেই নিজ-প্রতি, কে পারে
এড়াতে তব হাত ?

৩

এমন করুণা হবে কবে নাথ দীনের উপর
যখন তোমার মুখ-সম্মুখে দিবস বিভাবরী
থাকিব তোমার কার্য্যে হয়ো মগ্ন ভকত কিঙ্কর,
আপনার সুখ দুঃখ এক-কালে সকল পাশরি !
আহা আহা ! তার তরে কিনা দেই কিনা তুচ্ছ করি !
দেহ মন প্রাণ মোর ধন্য হয় নাহি যার পর !
প্রবল ঝটিকা-ঘাতে অধীর হইলে মনোতরী
তুমি কূল ! তোমায় যখন করে নয়ন গোচর,
লঘু হইবারে কি না ধন ত্যজে ! কি না করে
যাইতে সত্বর !

৪

দরশন দিয়া নাথ ভকতের পুরাও মানস !
দিতেছি দিতেছি আমি প্রাণ মন চরণে ঢালিয়া !
প্রেম-সুধা পিয়াও আসিয়া তুমি রজনী দিবস ;
তৃপ্ত হয়ো না যেন পলাই রাখ এমতি লালিয়া।
তৃপ্তি লভিলেও, মাতা পয়োধর যতনে গালিয়া
দেয় ক্রোড়-ধনে, পাছে সে খেলায় হয়ো বশ,
পদস্খলি আঘাত খাইয়া পড়ে অজ্ঞান হইয়া।
যাচি তাই, তৃপ্তি না যাহাতে লভি পিয়া তব রস,
ক্রোড় পরে রাখিয়া পিয়াও মোরে, স্নেহ-আঁখি
রাখি অবলস ॥

ব্রাহ্মাবধূত শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ গিরি-স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

৩৪৭ সংখ্যক পত্রিকার ৭০ পৃষ্ঠার পর

আমি বদরিকাশ্রম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার চণ্ডীদেবীর মন্দিরে গমন করিলাম এবং তথা হইতে নিম্ন দিয়া যে দ্বিতীয় পথ গিয়াছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া কর্ণ প্রয়াগে উপনীত হইলাম। কর্ণ প্রয়াগ হইতে তিনটী পথ গিয়াছে, উত্তর দিকে হরিদ্বারের পথ, পশ্চিম দিকে টিড়ি ও ভেহারার পথ এবং পূর্ব্ব দিকে কামাউ দেশে যাইবার পথ। আমি পূর্ব্ব দিকের পথে যাইতে আরম্ভ করিলাম। কর্ণ প্রয়াগ হইতে বুড়া বদরিনাথের গ্রাম নয় ক্রোশ, তথা হইতে লোহাখান সাত ক্রোশ, লোহাখান হইতে গোঁয়াড় সাত ক্রোশ, গোঁয়াড় হইতে রামগঙ্গা পাঁচ ক্রোশ, রামগঙ্গা হইতে দোয়ারহাট্টা পাঁচ ক্রোশ। এই দোয়ার হাট্টা পূর্ব্বে দ্রুপদ রাজার রাজধানি ছিল, তথায় দ্রুপদ রাজার প্রতিষ্ঠিত শিবালয়ের চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে এবং কেদারনাথ নামক এক মহাদেব তথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন। ভৈরবগিরি নামে এক গোস্বামী ঐ কেদারনাথের পূজারি নিযুক্ত আছেন। কেদারনাথের নিকট উপত্যকায় বদরি নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। বদরি নারায়ণের কিঞ্চিৎ দেবোত্তর ভূমি আছে, তদ্দ্বারা তাঁহার সেবাদি হইয়া থাকে। তাহার উপরিভাগে দ্রোণা গিরির অধিত্যকায় দ্রুপদ রাজার প্রতিষ্ঠিত দেবী মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। তথা হইতে এক ক্রোশ উত্তরে অত্যন্ত নিবিড় বন, ঐ বন মধ্যে একটী স্থানের নাম পাণ্ডবখোলি, পাণ্ডবেরা তথায় অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন। কর্ণেল ড্রামন্ সাহেব ঐ বনের কিয়দংশ আবাদ করিয়া তাহাতে চার চাস করেন। উহার কোন কোন স্থানে প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীন মন্দিরের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

পাণ্ডবখোলি হইতে বোরারাও সাত ক্রোশ, বোরারাও হইতে পিঙ্গনাথ মহাদেব পাঁচ ক্রোশ, পিঙ্গনাথ হইতে বাগেশ্বর মহাদেব ছয় ক্রোশ। প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই বাগেশ্বর মহাদেব স্থাপিত হইয়াছেন। তাঁহার মন্দিরের দ্বারের উপরে প্রস্তরে খোদিত উহার বিবর লিখিত আছে। এই মন্দিরের মধ্য দেশ অতি মনোহর স্থান। বাগেশ্বরের সেবার নিমিত্তে যে ভূমি আছে, তাহার

বার্ষিক আয় চারি শত মুদ্রা। শিবারাউল নামক এক জন রাজপুত তাহার অধিকারী। ইহার দক্ষিণ ভাগে কালভৈরব প্রতিষ্ঠিত আছেন, ইহাঁরও কিঞ্চিৎ দেবোত্তর ভুমি আছে এবং এক জন গৃহস্থ পুজারি ইহাঁর সেবায় নিযুক্ত আছেন। তথায় প্রস্তর নির্ম্মিত অনেক প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। ইহার পূর্ব্ব দিকে দশ নামা বৈরাগিদিগের সমাজ গৃহ এবং ইহার নিম্নে শরয়ূ ও গোদাবরীর সঙ্গম স্থানে মার্কণ্ডেয় শিলা আছে, মার্কণ্ডেয় মুনি তথায় তপস্যা করিতেন। উহার নিকট শ্মশান মধ্যে ভুতনাথ মহাদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাহার পূর্ব্ব দিকে ত্রিযোগী নারায়ণ ও বালেশ্বর মহাদেব স্থাপিত রহিয়াছেন এবং তন্নিকটস্থ নীল গিরি পর্ব্বতে নীলেশ্বর মহাদেব আছেন। এই স্থানের মৃত্তিকা খনন করিয়া মনুষ্যের অনেকানেক বৃহৎ বৃহৎ অস্থি খণ্ড পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় পূর্ব্বকালে এই স্থানে অনেক যোগী ও সন্ন্যাসীর বাস ছিল।

শরয়ূ নদীর উত্তর তীরে অনেক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বসতি আছে। তথায় শরয়ূর উপরে একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত সেতু আছে, ঐ সেতুর পূর্ব্বাংশে রাজ পুরুষদিগের বাঙ্‌লা। রাজ পুরুষেরা কখন কখন আসিয়া সেই বাঙ্‌লায় বাস করেন। এই স্থানে উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে ও শিবরাত্রির দিবসে এক একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। সেই সময়ে এই বাগেশ্বর ধামে অনেক সন্ন্যাসীদিগের সমাগম হয় এবং তথায় আসিয়া তাঁহারা কল্প বাস করেন। এই বাগেশ্বর ধাম পর্ব্বত-বাসীদিগের প্রধান তীর্থ স্থান। এই মেলার সময়ে তথায় ঘোঁড়া, সোহাগা, চামর, মৃগনাভি, পশম, রাঙ্কব বস্ত্র, মেষ, ছাগ প্রভৃতি প্রায় কোটি মুদ্রার দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। এখানে ঘোটকের ঔরসে গোরুর গর্ভে এক প্রকার জন্তু উৎপন্ন হয়, তাহারদিগকে জুবু কহে, তাহারা মেষ, ছাগ ও গোরু অপেক্ষা অধিক ভার বহন করিতে পারে, তাহারদিগের দ্বারাই সকল বিক্রেয় দ্রব্য মেলায় আনীত হয়। তিব্বত ও চীনদেশীয়েরা ঐ সকল দ্রব্য এখানে বিক্রয় করিয়া এদেশের দ্রব্য জাত স্বদেশে লইয়া যায়। তিব্বত ও চীনদেশীয় বৃহৎ বৃহৎ কুক্কুর সকল চারি দিকে বেষ্টিত থাকিয়া হিংস্র জন্তু হইতে ঐ সকল জুবুকে রাত্রিকালে রক্ষা করে।

বাগেশ্বর হইতে একটী পথ পূর্ব্ব মুখে আর একটী পথ উত্তরাভিমুখে নির্গত হইয়াছে। আমি প্রথমত তাহার পূর্ব্বাভিমুখ পথে গমন করিতে লাগিলাম। বাগেশ্বর হইতে পড়াই গ্রাম আট ক্রোশ, তথা হইতে কিড়েই গ্রাম দুই ক্রোশ, কিড়েই হইতে বালেশ্বর মহাদেবের মন্দির বার ক্রোশ। এই বালেশ্বরের মন্দির প্রায় তিন সহস্র বৎসর নির্ম্মিত হইয়াছে, ইহাঁর বার্ষিক তিন শত মুদ্রা আয়ের দেবোত্তর ভুমি আছে, এক জন এতদ্দেশীয় গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ইহাঁর পূজারি নিযুক্ত আছেন। এই স্থানের নাম থল, এখানে বৈশাখী সংক্রান্তিতে এক বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে, তাহাকে থলের মেলা কহে। এই মেলায় ভোট দেশীয় নানা প্রকার দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহার নিকট রামগঙ্গা নামে একটী নদী আছে। মেলার সময় ঐ নদীর উপর কাষ্ঠের ছোট একটী সেতু নির্ম্মিত হয়, ঐ সেতুকে সাঙ্গা কহে। পর্ব্বতের উপরিভাগে একটী গ্রাম আছে, তাহাতে অনেক ঘর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও ডোম বাস করে।

থল হইতে পুনরায় বাগেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তথা হইতে উত্তর দিকের পথে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বাগেশ্বর হইতে কপকোট গ্রাম ছয় ক্রোশ, কপকোট হইতে শ্যামাগ্রাম আট ক্রোশ, তথা হইতে পানালা গ্রাম পাঁচ ক্রোশ, পানালা হইতে বাছলিবগড় ছয় ক্রোশ, তথা হইতে তিজম গ্রাম দুই ক্রোশ। এই তিজমে ভোট দেশীয় অনেক লোক বাস করিয়া রহিয়াছে, তথায় গবর্ণমেন্টের সংস্থাপিত একটী হিন্দী ভাষার পাঠশালা আছে, ভোট দেশীয় বালকেরা তথায় হিন্দী ভাষার পুস্তক অধ্যয়ন করে। পূর্ব্বোক্ত রামগঙ্গা এই গ্রামের নিম্ন দিয়া গমন করিয়াছে, এই স্থানে ঐ নদীর উপর একটী বৃহৎ সাঙ্গা আছে। ভোট দেশীয় এক জন সম্ভ্রান্ত ধনী এই গ্রামের প্রধান লোক, তাঁহাকে মানী বড়ুয়া কহে। দেবু বড়ুয়া নামক আর এক জন গবর্ণমেন্টের অধীনে তহশীলদারি কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন, তাঁহার বেতন মাসিক দশ মুদ্রা। ইহাঁদিগের সহিত আলাপ করিয়া সুখী হইলাম।

তিজম হইতে কুঁইটী গ্রাম তিন ক্রোশ। এই কুঁইটী গ্রামে ভোট দেশীয় রাজার পুত্র ধনসিংহ বড়ুয়ার অনেক প্রকার বাণিজ্য কার্য্য আছে। এই ধনসিংহ বড়ুয়ার পিতা বিজয়সিংহ বড়ুয়া ভোট

দ্বিতীয়, অনুমান প্রমাণ—কার্য্য থাকিলে অবশ্যই তাহার কারণ বিদ্যমান আছে, এই রূপ সিদ্ধান্তের সাধন যে জ্ঞান, তাহার নাম অনুমান প্রমাণ। যেমন কোন স্থানে ধূম দৃষ্ট হইলে অবশ্যই সেখানে অগ্নি বিদ্যমান আছে এমত জ্ঞান হয়, বা শোক সূচক কোন কলরব শ্রুতি গোচর হইলে অবশ্যই সেখানে দুঃখের কারণ আছে, কিম্বা কোন প্রকার সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে অবশ্যই সেখানে তদুপযুক্ত দ্রব্য বিদ্যমান আছে বোধ হয়, তদ্রূপ এই জগৎ কার্য্য বিদ্যমান দেখিয়া অবশ্যই ইহার কারণ অরূপী ঈশ্বরের বিদ্যমানতা জ্ঞান হইয়া থাকে।

তৃতীয়, উপমান প্রমাণ—সাদৃশ্য নিশ্চয়ের সাধন যে জ্ঞান, তাহার নাম উপমান প্রমাণ। যে ব্যক্তি নগরে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত সিংহ দর্শন করিয়াছে, সে বনে গিয়া যদি তৎসদৃশ কেশরাদি বিশিষ্ট প্রকৃত সিংহ দেখে, তাহা হইলে তাহার নিশ্চয় বোধ হয় যে ইহা মৃত্তিকা নির্ম্মিত সিংহের সদৃশ অতএব ইহা অবশ্যই সিংহ, সেই রূপ সর্ব্ব দেহ ব্যাপী চৈতন্যময় অরূপী জীবাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া তৎসাদৃশ্য সম্ভাবনায় জগৎ ব্যাপী অশরীরী ব্রহ্ম চৈতন্যকে উপলব্ধি করা যায়।

চতুর্থ, আগম প্রমাণ—যে বাক্যের স্বরূপ অর্থ কোন প্রকার প্রমাণ দ্বারা বাধিত না হয়, তাহার নাম আগম প্রমাণ। এই বাক্য জন্য জ্ঞানের কারণ আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা আসত্তি ও তাৎপর্য্য জ্ঞান। কোন একটী পদ উচ্চারণ করিলে তাহাতে যে অন্য পদের অপেক্ষা করে, তাহাকে আকাঙ্ক্ষা বলে, যেমন কর্ত্তৃপদ উচ্চারণ করিলেই কর্ম্ম ও ক্রিয়াদির অপেক্ষা হইয়া থাকে। উচ্চারিত বাক্যের অর্থে যদি কোন বাধা না থাকে, তবে তাহাকে যোগ্যতা কহে, যেমন জলে স্নান কর বলিলে তাহার অর্থে কোন বাধা নাই কিন্তু অগ্নিতে স্নান কর বলিলে তাহার অর্থে বাধা হয়। অব্যবধানে পদ সমুদায়ের উচ্চারণের নাম আসত্তি, অতএব এখন একটী পদ উচ্চারণ করিয়া কালান্তরে আর একটী পদ উচ্চারণ করিলে তাহাকে বাক্য বলা যায় না। বাক্য উচ্চারণ করিবা মাত্র লোকে যদি তাহার স্বরূপ অর্থ স্পষ্ট বুঝিতে পারে, তবে তাহাকে তাৎপর্য্য জ্ঞান কহে, নতুবা নানার্থ ঘটিত পদ প্রয়োগ পূর্ব্বক লোকের ভ্রান্তি জন্মানর নাম বাক্য নহে। অতএব সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ইত্যাদি পদ সমুদায়ই আগম প্রমাণের বাচ্য হয়।

পঞ্চম, অর্থাপত্তি প্রমাণ—সাধ্য বস্তু দেখিয়া তাহার মূলীভূত সাধনের কল্পনা করার নাম অর্থাপত্তি প্রমাণ। যদি কোন ব্যক্তি দিবসে ভোজন না করে, অথচ তাহার শরীর হৃষ্ট পুষ্ট থাকে, তাহা হইলে যেমন তাহার কান্তি পুষ্টি দেখিয়া তাহার রাত্রি ভোজন কল্পনা করা যায়, অথবা জীবিত রাজকুমার গৃহে নাই বলিলে, সেই জীবিতের গৃহে অসত্ত্ব দেখিয়া তাহার বহির্বিদ্যমানতা কল্পনা করা যায়, তদ্রূপ ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন, এই বাক্যে জ্ঞানের মিথ্যা-জ্ঞান নাশকত্ব দেখিয়া সংসার বন্ধনের মিথ্যাত্ব কল্পনা করিতে হয়।

ষষ্ঠ, অনুপলব্ধি প্রমাণ—অভাব অনুভবের সাধন যে জ্ঞান, তাহার নাম অনুপলব্ধি প্রমাণ। যেমন কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে বা কার্য্য বিনাশের পর কারণেতে সেই কার্য্যের অভাব অনুভব হয়, তদ্রূপ জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে বা জগৎ প্রলয়ের পর তাহার কারণ রূপ ব্রহ্মেতে এই জগতের

অভাব অনুভব করা যাইতে পারে। “অধিষ্ঠানাবশেষোহি নাশঃ কল্পিতবস্তুন ইতি।”

এই সকল প্রমাণ স্বতঃসিদ্ধ, ইহাদের প্রামাণ্যের নিমিত্তে আর কোন প্রমাণ আবশ্যক করে না, ইহাদের দ্বারাই সকল বস্তুর স্বরূপ নিরূপিত ও অনুভূত হইয়া থাকে। এস্থলে বৈদান্তিক আচার্য্যেরা বস্তুর স্বরূপ তিন প্রকারে নিরূপণ করিয়া থাকেন, পারমার্থিক, ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক। ব্রহ্মের স্বরূপ পারমার্থিক, ঘট পটাদির স্বরূপ ব্যাবহারিক এবং রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয়, বা শুক্তিকায় যে রজত ভ্রম হয়, সেই ভ্রমাত্মক সর্প বা রজতের স্বরূপকে প্রাতিভাসিক স্বরূপ কহে।

কোরাণের উপদেশ সংগ্রহ।

১। মনুষ্য-হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ সকল তিনি জানিতেছেন। যে কোন জীব এই পৃথিবীতে সঞ্চরণ করে, সকলেরই আহারের উপায় তিনি করিয়া রাখিয়াছেন তিনি জানেন কোথায় তাহাদের বাসস্থান ও কোথায় তাহাদের অবস্থিতি।

২। অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবেক; যেহেতু, ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি জয়যুক্ত হয়েন।

৩। ঈশ্বরই আমার একমাত্র আশ্রয়; তাঁহারই উপর আমি বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁহার দিকে আমার দৃষ্টি নিয়োগ করি।

৪। পরমেশ্বরই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রক্ষক; যে কেহ দয়া প্রকাশ করে, তাহাদিগের মধ্যে তিনিই সমধিক দয়াবান্।

৫। দ্যুলোক ও ভূলোকের স্রেষ্টা! তুমিই আমার ইহলোকের ও পরলোকের সহায়।

৬। তোমাদের মধ্যে যিনি আপনার বাণী গুপ্ত রাখেন ও যিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট তাহা প্রচার করেন; যিনি নিশার অন্ধকারে লুক্কায়িত হয়েন ও যিনি দিবালোকে প্রকাশ্য রূপে গমন করেন; ইহাঁরা সকলেই সেই ঈশ্বরের জ্ঞানের সম্বন্ধে সমান।

৭। বজ্র তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে,

৮। অনন্ত কাল পর্য্যন্ত তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া আমাদের চলিতে হইবে। অতএব তুমি ঈশ্বর ভিন্ন কি আর কাহাকেও ভয় করিবে?

৯। যে কিছু প্রসাদ তোমরা লাভ করিয়াছ, তাহা নিশ্চয় ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ এবং যখন কোন অমঙ্গল আসিয়া তোমাদিগকে পীড়ন করিবেক, তখনও তোমরা তাঁহারই দ্বারে উপস্থিত হইয়া ক্রন্দন করিবে।

১০। যাহা কিছু তোমার নিকটে আছে, সকলই বিফল হইবে; যাহা ঈশ্বরের নিকটে আছে, তাহাই চিরস্থায়ী।

১১। সপ্তলোক, পৃথিবী এবং পৃথিবীস্থ সমুদায় জীব, তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করিতেছে; এমন একটী পদার্থ নাই, যাহা তাঁহার মহিমা ঘোষণা না করে, অথচ তাহারা যে তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করিতেছে, তাহা তোমরা বুঝিতে পার না।

১২। ধন পুত্র ইহ জীবনের অলঙ্কার বটে; কিন্তু শুভ কর্ম্ম সকল, যাহা চিরস্থায়ী, তাহাই তোমার প্রভুর চক্ষে উৎকৃষ্টতর।

ঈশ্বরের প্রতি হৃদয় নিবেদন।

দীন হীন মানব কি জানি আমি তোমার বিভব!
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কিছুর সনে না যার তুলনা!
করুণার ভাণ্ডার খুলিয়া, রত্ন দেখাও না সব;
কিন্তু যা দেখেছি তাহে মুগ্ধ আছি! তাই অগণ্য!

দেশের রাজা ছিলেন। তিনি সাত বৎসর নেপালাধিপতির সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষে পরাজিত হয়েন। পরে নেপালাধিপতি তাঁহার সমুদায় সৈন্য সামন্তাদি আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় রাজ্য শাসন সংক্রান্ত কাজি পদে অভিষিক্ত করেন। এই কুঁইটী গ্রাম ইংরাজদিগের শাসনাধীন হওয়াতে কমিসনর টেলর সাহেব তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া অত্যন্ত গ্রীষ্ম প্রধান দেশে প্রেরণ করেন, তাহাতে কিছু দিনের মধ্যে যারমাগুরা রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। রাজা বিজয় সিংহ বড়ুয়ার যোড়শ সহস্র মুদ্রা রাজ্যের আয় ছিল, ও বাণিজ্য বিষয়েও অনেক ধনাগম হইত। এক্ষণে তাঁহার পুত্র ধনসিংহ বড়ুয়ার বার্ষিক অশীতি মুদ্রা আয়ের ভূমি মাত্র আছে এবং বাণিজ্যেরও কিঞ্চিৎ আয় আছে। তিনি অতিশয় বদান্য ও গুণগ্রাহী। এক্ষণে তাঁহার যাহা কিছু আয় হয়, তাহাতে তাঁহার সংসার নির্ব্বাহ মাত্র হয়, তথাপি কুঁইটী গ্রামের নীচে ঝরণা নদীর উপরে তিনি যে একটী সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, বোধ হয় তাহাতে সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়া থাকিবে; আর অতিথি অভ্যাগত লোক তাঁহার নিকট আগমন করিলে তিনি যথেষ্ট সমাদর করেন।

কুঁইটী হইতে গিরি গ্রাম চারি ক্রোশ। এই স্থানে খেসিয়া নামক জমিদারদিগের বসতি। এই গ্রামে উত্তম মধু ও মধূচ্ছিষ্ট অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ব্যাঘ্র, ভল্লূক, মৃগ প্রভৃতি নানা প্রকার বন্য জন্তু আছে। এখানকার স্ত্রীলোকেরা ঘাগরা পরে এবং গাত্রের উপর কম্বল আচ্ছাদন দেয় ও পাদুকা ধারণ করে। পুরুষেরা কম্বল মাত্র গাত্রে বন্ধন করে, তাহাতেই সর্ব্ব শরীর ঢাকা থাকে, তাহাকে গাতি কহে। এখানে চোরি কিম্বা প্রতারণা প্রভৃতি কোন প্রকার অত্যাচার নাই। পথিকেরা রাত্রিকালে অনায়াসে পর্ব্বত শিখরে অনাবৃত স্থানে বাস করিয়া থাকে, কেবল হিংস্র জন্তুর ভয়ে এক একটী আলোক জ্বালিয়া রাখে। এখান হইতে পঞ্চ চুলি পর্ব্বত দুই ক্রোশ, এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে পঞ্চচূড়া শিখর ও পঞ্চ পাণ্ডবও কহে, ইহার আয়তন তিন ক্রোশ।

পঞ্চচুলি পর্ব্বত হইতে এক ক্রোশ দূরে মনশারি, জলদ, শুড়িং, দরকোট, ডোমর, তৈজতি ও নমজলি প্রভৃতি কতকগুলি সংলগ্ন গ্রাম আছে, ভোট দেশীয় লোকেরা তথায় বাস করে। এদেশে প্রজাদিগকে কেহিনী কহে। খেসিয়া জমিদারদিগের কেহিনীরা রাত্রিকালে ভোট দেশীয় আগত বণিক্গণের বাণিজ্য দ্রব্য রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং দিবসে কৃষি কর্ম্ম করিয়া থাকে। এখানে যব, গোধূম, মেড়ুয়া, চুহা, চিনা এবং কচু, শশা, মূলা, বেগুণ, প্রভৃতি অনেক শস্য উৎপন্ন হয় ও উত্তম মধু, মধূচ্ছিষ্ট, গাবীঘৃত প্রাপ্ত হওয়া যায়। মনশারি গ্রামের নিম্ন দেশে গোরি গঙ্গা নামক নদী আছে, ইহার জলে বরফ মিশ্রিত ও অত্যন্ত বেগ থাকাতে মৎস্যাদি কোন প্রকার জল জন্তু নাই। ইহার উভয় পারে অনেক ভোটীয় লোক বাস করে। ভোটীয়দিগের মধ্যে যাহারা ব্যবসায়ী, তাহারদিগকে সাহুকা কহে। গোরি গঙ্গার পরপারস্থিত ভোটীয়দিগের জাঠাবা, চলকাঠা, বিল জুয়াল ও বরফাল প্রভৃতি অনেক প্রকার উপাধি আছে, তাহারাই এদেশের আদিম অধিবাসী। এখান হইতে দুই ক্রোশ অন্তরে যম ঘাট নামক স্থানে কুড়াকাকু দেবতার এক মন্দির আছে, তিনিই ইহাদিগের উপাস্য দেবতা। পূর্ব্বে ইহারা ঐ দেবতার নিকট গো বলি প্রদান করিত। একটী গোককে গ্রাম প্রদক্ষিণ করাইয়া শেষে কুড়াকাকু দেবতার মন্দিরের সম্মুখে আনয়ন পূর্ব্বক দৃঢ় রূপে বন্ধন করিয়া তাহার মস্তকে প্রত্যেকে এক এক কুঠারাঘাত করিত, পরে গোরুর প্রাণ বিয়োগ হইলে অপরাপর মেষ, ছাগ, প্রভৃতি পশু সকল ঐ রূপে বধ করিয়া তাহাদিগের মাংস পাক করত মদ্যের সহিত কুড়াকাকু দেবতার ভোগ দিত এবং শেষে নক্ত নগরের স্ত্রী পুরুষ একত্রিত হইয়া প্রসাদ ভোজন করিত। ভোজনান্তে উন্মত্ত হইয়া স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নৃত্য গীত বাদ্য করত সায়ংকালে গৃহে প্রত্যাগমন করিত। নেপালাধিপতির শাসনে প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল ঐ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণদিগের মতে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে উহারা গোবধ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু হইয়াছে ও হিন্দুশাস্ত্রও মানিয়া থাকে এবং তদনুসারে এখন কেবল মেষ, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি বধ করিয়া ঐ প্রথা নির্ব্বাহ করে। বোধ হয় ইহারা রাজপুত জাতি, কারণ ইহারদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে ইহারা চন্দ্র বংশীয় রাজপুত্র ও ইলা বংশীয় রাজপুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। এদেশে চারি প্রকার জাতি আছে, ব্রাহ্মণ, সাহুকা, খেসিয়া ও ডোম। সাহুকারা খেসিয়াদিগের সহিত পান ভোজন করে না। যদি করে, তাহা হইলে তাহারদিগকে জাতি-

চ্যুত হইতে হয়। এদেশে দাস ও দাসীকে ছোড়া ও ছোড়ি কহে। যদি সাহুকাদিগের গৃহে খেসিয়া ছোড়ি থাকে, তাহা হইলে তাহার স্বামী-কেও ছোড়া করিয়া ক্রীত দাসের ন্যায় উভয়কেই যাবজ্জীবন রাখিতে হয়। তাহারা অন্ন পর্য্যন্ত পরিবেশন করিতে পারে কিন্তু পংক্তিভোজনে পরিবেশন করিতে পারে না। ঐ ছোড়া ছোড়ির সন্তান হইলে তাহাদিগকে কুনকে বলে। কুনকে-দিগের সন্তানেরা যদি ধনশালী হয়, তাহা হইলে সাহুকাদিগের গৃহে বিবাহ করিয়া তাহারাও সাহুকা হইতে পারে, কিন্তু ধনবান না হইলে পূর্ব্ববৎ কুনকেই থাকে এবং কুনকে কন্যাকেই বিবাহ করে।

পত্র।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আদি ব্রাহ্মসমাজ সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

ব্রাহ্মবিবাহ—বিবাহের নূতন আইন।

আমি এই বিবাহের আইনকে ব্রাহ্মবিবাহ আইন বলিতে পারিনা। কারণ তাহা সত্যের বিপরীত। ব্রাহ্মবিবাহের আইন না হইয়াই উহা অবাধে বিধিবদ্ধ হইতে পারিয়াছে। ব্রাহ্মদিগের জন্য উহা বিধিবদ্ধ হইতে পারে না, ইহা যখন স্থির হইল, তখন উহাতে ইণ্ডিয়ান সকসেশন আক্‌ট, ডাইভোর্স আক্‌ট, বিলাতের 'কন্সাঙ্গুইনিটী' প্রভৃতি অনেক বিজাতীয় ভাব ও প্রথা উহার মধ্যে প্রবিষ্ট করান হয়। যে সকল ব্রাহ্ম উক্ত আইনের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন—তাঁহারা তখন তাহাতেও গা পাতিয়াছিলেন, পরে বিলাতের 'কন্সাঙ্গুইনিটী' উঠিয়া গেল, তাহাও ভাল বলিয়া মানা হইল; বোধ হয় কোন মতে আইনটী পাশ হওয়াই তাঁহাদের সর্ব্বোপরি প্রার্থনীয় ছিল। যে কোন রূপে হউক, যেমন আইন পাশ হইল, অমনি তাহা ব্রাহ্মদিগের জন্যই হইয়াছে—ব্রাহ্ম-বিবাহ আইন হইয়াছে—সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে—ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে হইয়াছে—উক্ত ব্রাহ্মেরা এই রূপ ঘোষণা করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহাদের কোন দ্বিধা, তর্ক, বা সংশয় দেখা গেল না। কিন্তু এই সকল ব্রাহ্মের মনে মনে বোধ হয় অন্তর্দাহ হইতেছিল, তাহা কিন্তু তখন প্রকাশ করিবার সময় নয়। রেজিস্টরের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়া বিবাহ করা হিন্দু সন্তানের কর্ম্ম নহে। আইন পাশ হইলেও সে কার্য্যে পদ নিঃক্ষেপ করিতে তাঁহারা সমর্থ হন নাই। আবার লেফ্‌-টেনেন্ট গবর্ণর বাহাদুরেরও অনুগ্রহ প্রার্থনা করা হইয়াছিল। তিনি অনুগ্রহ করিয়া কয়েক জন ব্রাহ্মকে রেজিস্টর করিয়া দিলে তবে ঘরের লোক রেজিস্টর বলিয়া গোপনে ঐ ধর্ম্মব্যতিরিক্ত কার্য্যটী সম্পাদিত হইতে পারিল। কিন্তু ইহাও ব্রহ্মম-ন্দিরের স্ত্রীদিগের পরদার ন্যায় বল পূর্ব্বক এক পরদা খাটান মাত্র; পরে সেই 'ধর্ম্মাবতার' রেজিস্টর সাহেবই বিবাহের অধিদেবতা হইবেন। এখনো যদি লেফ্‌টেনেন্ট গবর্ণর বাহাদুর ব্রাহ্ম-দিগকে রেজিস্টর হইতে না দিতেন, তাহা হইলে এই চেহারা ফিরিয়া যাইত, তাহা হইলে সেই রেজিস্টরের ঘরে বা আফিসে বা যেখানে হউক, রাজাজ্ঞামত যাওয়াই ঐ সকল ব্রাহ্মের অসংশ-য়িত ধর্ম্ম কর্ম্ম হইত। আমি এ সকল কথা এই জন্য বলিতেছি যে ইহা দ্বারা জানা যাইবে যে সেই সকল ব্রাহ্মকে অপায্যমানে যাহা করিতে হইতেছে, তাহাই তাঁহারা প্রধান ধর্ম্ম কর্ম্ম বলিয়া গণনা করিয়া লইয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম কি এমনই অবস্থানুগত ধর্ম্ম? ইহার কি কিছুই মূল নাই? কিছুই নিয়ামক নাই? কিছুই স্থিরতা নাই? কিছুই বল নাই? তা অবশ্যই আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ব্রাহ্মগণ তাহার মত কিছুই বিচার করিলেন না। বিবাহ সম্বন্ধে আপনাপন প্রবৃত্তি অনুসারে যাহার যে পথটী মনোরম বোধ হইতেছে—যিনি যে দিকে যাইতে সুবিধা পাই-তেছেন—তিনি সেই দিকেই গমন করিতেছেন এবং তিনিই এক পৃথক্ বিবাহ পদ্ধতি প্রণয়ন করিতেছেন। ব্রাহ্মবিবাহ ঠিক কাহাকে বলা যাইবে, কোন দিনই তাহার বিচার হইল না। আমি কাহারো কাহারো সহিত ঐ বিষয়ে দুচারিটী কথা কহিয়া দেখিয়াছি, ঐ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, যে দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে হয় এবং যে দিকে পদ নিক্ষেপ করিতে হয়, তাহা তাঁহাদের ভয়ঙ্কর বোধ হয়। তা বলিয়া কি করা যাইবে? ধর্ম্ম যদি নিতান্ত তীব্র হইল, তাহাই অজনা

করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন ধর্ম্মজীবিদিগের উপায় কি? যাহার যাহা মনোমত, তাহাই ত ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে না। আর "আমার ছেলের কি হইবে" ইহা বলিয়াও কোন সত্যকে রাতারাতি সংসারে বদ্ধমূল ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ করিতে পারা যাইবে না। যদি ধর্ম্মকে ভাল বাস, তবে ধর্ম্ম পালন কর, ইহার ফল যত দিনে ফলে ও যেরূপে ফলে, তত দিনে ও সেই রূপেই তাহা ফলিবে। ইহার অন্যথায় তুমি আমি ব্যস্ত হইয়া কি করিতে পারিব?

৪ শ্রাবণ ১৭৯৪ শক। } শ্রী ঈশানচন্দ্র বসু।

LETTER TO MISS F. P. COBBE.

(*Written by the Author of the Lecture in Reply to the Query "What is Brahmoism?" in receiving her present of her collection of Theistic prayers titled. "Alone to the Alone."*)

Calcutta,
———*June*, 1871.

Dear Madam.

I have received your very valuable present of a copy of "Alone to the Alone" * * * * The book is a little compact chest of distilled sweets, distilled from the flowers of love and veneration growing in the innermost recesses of the human heart. * * It represents all the shadows and lights of human life and all the moods of the human mind from doubt to faith, from grief and despondency to social mirth and merriment. It is adapted to all states of the mind. It will infuse strength into the weak and wavering, give consolation to the miserable and heighten the joy of the happy. It will confirm faith, increase veneration and rekindle the flame of divine love in hearts becoming cold as mine. It is indeed a most valuable manual of devotion to Theists. It has a mission to fulfil. May God speed that mission!

The fact of the prayers in the book having been contributed by fifteen individuals of different countries and races and trained up in the midst of different religions speaks to the identity of Theism and is an earnest of its future universal diffusion and permanence.

The preface to your book is an invaluable one. Seldom have I seen such noble thoughts expressed in such luminous and felicitous language, evincing the finest intuitions and the most delicate perceptions of the true, the good, and the beautiful.

I perfectly agree with what you say about prayer being a natural act of the human mind. As the lotus, to use a Hindu simile, opens its closed petals to the rising beams of its beloved sun, so the human heart opens itself to God by prayer. As the lark rises higher and higher in the sky towards the sun, raining a flood of melody below, so the soul of man rises higher and higher to God by means of prayer, delighting with its utterances men below. It is as natural to man to pray as for a lotus to open its petals to the rising sun and for the lark to rise in the sky and sing as it rises. Your remarks on prayer for spiritual blessings delight me much. The invariable fulfilment of such prayer comes from an invariable spirtual law. Unless we want God, we cannot obtain Him; unless we want the aid of God, to enable us to obtain Him, we cannot obtain Him. But the noblest of prayers is, I think, that to which the word prayer, in its usual sense, cannot apply. It is the state of

"Still communion which transcends
The inferior offices of prayer and praise.

It is the state which our Vedas call the state of full contact with God, the state which it declares to be the source of the greatest felicity. This state is compared by it to holding the *Amalaki*

fruit in the palm of the hand. The word for prayer in the Sanskrit language (*upasana*) comes from a root signifying "to sit" and literally means "sitting lowly before God." This "sitting lowly before God" at last culminates in the contact with God mentioned above.

Your expression "the Being dearer and nearer to us than a flower or star" brought to my mind the saying of the Persian poet Sadi: "The Friend is nearer to me than I am to myself. This is troubling to me that I am far from him." Our Vedas say in one place: "The wise who see him in the soul enjoy everlasting peace and not others" and in another: "The wise, who see him in the soul, enjoy everlasting felicity and not others." This constant perception of God as the soul of the soul, nearer to me than I am to myself and more mine than I am mine, is, I think, the highest prayer.

Most of the prayers in the book are addressed to God as father and mother. The ideas of God as father and mother are very consoling and, at the same time, true in as much as (to quote the beautiful words of Leigh Hunt) that side of God which touches humanity is true but still those words only figuratively express the relation of God to us. God is not exactly our father and mother as one's earthly fatherand mother are. More spiritually true, therefore, is the undefinable mysterious relationship which draws us to Him as nearer and dearer to ourselves than we are to ourselves. This is well illustrated in the following song of Bishtooram, one of our principal Brahmo song-makers: "I am at a loss to think what relationship is there between you and me. I find no clue of this, O Thou beyond conception! in the Vedas and the Puranas. Art thou father, mother or any near relation? This cannot possibly be said of thee. How strange is this that there is no relationship with thee but still I do not consider thee as a stranger. I hear from all the Shastras that thou art in every place but still I know thee not. Thou must be some body who is mine, yea, more mine than I am mine. If this be not the case, why does the mind of itself draw to thee?" Bishtooram puts in the words "Brother, sister, son or daughter" after "Father, mother, near relative" but, as it is offensive to good taste to use those words with reference to God, I have expunged them from the translation.

I quite agree with you in the opinion that there is a separate set of faculties for the attainment of religious knowledge and that the intellect or, in other words, the reasoning faculty (there is a difference between the reasoning faculty and reason) plays but an inferior part in the process, acting simply as "regulator and corroborator" of what we learn from those faculties, but, from your frequent allusions to sculpture, painting and music when treating of the existence of those faculties, it seems that you think them somewhat akin to the aesthetic faculty (which does not occupy a very high rank in the classificaton of the faculties) and the affections. You seem to think them to be more of an emotional character than otherwise, but this is not what you exactly mean appears again from other words in the preface where you say that we know God by means of the three faculties of will, conscience, and affection. I however go to the length of saying that even these three faculties are insufficient to give us the knowledge of God. They certainly give us the idea of a Being possessed of intelligence, purity

and love far higher than our intelligence, purity and love but they do not lead us to the idea of the Absolutely Perfect Being. For that idea we must seek other sources than those three faculties. I think those sources are the intuitions of reason and judgment. Matter is not an object of sensuous perception nor is mind that of consciousness. By sensuous perception we know only the qualities of matter and not matter itself. By consciousness, we know only the qualities of mind and not mind itself. It is by an operation of reason that we know matter and mind, but that is an operation of reason in its intuitive form. As we know mind and matter by intuition of reason, we know the Perfect Being, the eternal ground of all existences, upon whom matter and mind depend, by intuition of reason also, but the intuition of reason cannot give us an enlightened idea of absolute perfection. It only gives us a vague idea of the Perfect Being. It only enables us to know that the imperfect depends absolutely upon the Absolutely Perfect. But what is absolute perfection itself it does not enable us to know. For an enlightened idea of the Absolutely Perfect Being, we are indebted to the intuition of judgment which lets us know what qualities are nobler than others. It is by the intuition of judgment we perceive that one idea of absolute perfection is nobler than another until we arrive at the highest idea of God. From the intuitions of judgment also, we derive our notions of right and wrong. In this view of the question, conscience merges into the faculty of intuitive judgment, the feelings of moral approbation and disapprobation accompanying each act of such judgment being distinct from the latter. Conscience in its usual acceptation more properly means these feelings than the judgment above alluded to * * * * *

You seem to think that the ideas of God, given by the will, the conscience and the affections, are of an intuitive character but strictly considering they are not so. The Being who has given us will must have will—the Being who has given us ideas of moral purity must himself be pure—the Being who has given us love must himself have love—are all inferences and not intuitions. They are correct inferences no doubt but not intuitions.

You say in one place of your preface: "Because we rejoice in these relics of ancient piety and delight to use them as often as they suggest themselves, as the genuine expressions of our feelings and love to link ourselves by their employment to the great chain of pious souls, stretching through the past, it does not therefore follow that we can confine ourselves within their limits or find in them as a whole the free channel wherein our faith can flow unbrokenly." This is a very sound principle. According to this principle, old and new elements should both be united in Theistic services and prayerbooks. The retention of the old element aids the diffusion of Theism among the mass of man kind who has a tender fondness for the past. The acknowledgement of the merits of Christ in some of the prayers in your book, besides sounding very graceful as expressions of gratitude in the mouths of European Theists who have conscientiously greater admiration for Christ than we, Hindu Theists, have, links the past with the present, and aids the diffusion mentioned above. I am very glad to mark the sacred regard and the affectionate tenderness with which you have

spoken of the past every where in your preface.

How happy is your expression "as if the Divinity were something hidden in a lump of quartz!" How often have I quoted this to some of my scientific friends who do not depend on the intuitional argument (if such a term can be used) for the existence of God but seek for proofs of his existence in the external world.

You say in one place of your preface. "Virtue, truth and charity are such blessed things that we can not even think of them without being the better for it or brush past them on our way through life without carrying on our garments the smell of the field which the Lord hath loved" This brought to my mind the saying of the Persian poet: "The company of the pious is like an ottoholder. Though it may not give us a portion of the otto of roses it contains, yet there cometh out a smell thereof." This means in Eastern language: "Though we may not be actually pious from the company of the pious yet we may be the better for it"

You say in a certain place of your preface: "A man may or may not make rules of devotion, trusting in the later case only to the unflagging ardour of his heart." This want of rule may suit a few truly exalted and disciplined minds like yours but in the case of the generality of men rules of devotion are required. If they be taught to "leave the generous flames to shape themselves," I fear they will be totally extinguished. * *

I was literally charmed by the last paragraph of your preface and blessed the hand that indited it.

I am very glad to see the book opens with a motto from Plotinus. If any non-Hindu approached in his opinions and character to the Rishis of ancient India, it was Plotinus of Alexandria. In fact, it is said by some historians that he borrowed his doctrines from the sages of India. Hindu ships that sailed to Alexandria imported philosophical opinions into that city as well as articles of merchandise * * *. Although the book opens with a motto from Plotinus, I am sorry to see that there is not a single prayer in the book which properly illustrates its charming title and which can be called truly Plotinian in character,—one which Plotinus himself, refined by the influence of Theism, would have composed at your request had he been living. I have attempted to supply the deficiency in the following prayer Although I am but a worm compared with the great Alexandrian, I was led to write it out as my personal opinions on the subject of divine communion and my personal feelings towards God are much akin to his. Had this been not the case, I would not have written it for prayer should come out from the heart. I also send you another prayer expressing my gratitude to God for the many mercies he has shown me in my own life.*

I hope the strictures I have made above are not of such a nature as to merit the censure which you have justly pronounced upon criticism "as our burden and bane." How bitterly we are feeling the truth of this remark in our Calcutta society. * * *

* * * * *

I remain,
DEAR MADAM,
With the deepest respect,
Your Hindu fellow-Theist,
* * *

---

* One of these prayers has been already published in the columns of this journal. See No 336.

REPLY OF MISS COBBE.

26, Hereford Square.
London, S. W.
September 26th.

My Dear Sir,

I have been longer than I purposed in replying to your long and very kind and interesting letter and I fear now that I shall be able to answer it only very imperfectly. My eyesight has become so bad from overwork that I write little more than I am obliged to do in the way of business. It gives me sincere pleasure to find that you liked my little book so much and think it likely to be of use. The way in which you can blend the religious feelings of the east and west and trace identity between the expression of them is proof (if we needed it) of the way in which Theism is the great unity underneath all multiform shapes of human religion. With regard to your very acute criticism of the faculties from which we desire our knowledge of God, I hardly feel I could justice to it or to my own views on the subject in a much longer letter than I can attempt to write. My object in drawing a parallel between religious and aesthetic knowledge is not to place them by any means on a level for I entirely and heartily agree with you (as my book on intuitive morals shows) in considering our knowledge of morals and religion transcendental and intuitive. I wished only to make good the point that as we admit the (lower) faculty of aesthetic taste to bear testimony in it own realm so we ought in fairness to permit the religious sentiment to bear testimony in that wherein it is concerned. Perhaps you will be interested in hearing what the wisest and most respected of our men of science, Sir Charles Lyell, said to me in reference to this:

"I entirely agree with you that the religous sentiment has just as good a right to be trusted as the intellect or any other faculty of our nature and I think those who dispute it are altogether wrong. It is one of the deepest and most universal of human feelings and grows stronger with the progress of the race and is clearest in the noblest minds." After all I believe we rather involve ourselves in needless and artificial difficulties when in such matters we take too much of the various parts of our minds which in truth form a simple personality. To that personality even in its innermost abysmal depths God directly reveals himself, spirit to spirit, will to will. We know we can know nothing more.

I thank you heartily, Dear Sir, for the beautiful prayers which you enclose in your letter and which it will give me great pleasure to print in another edition of my book, should I find one called for. You and I would perhaps differ over some details were we to meet. You might think me to be too hastily progressive and I might think that venerable as is the piety of the last, the danger of losing any one of its relics is less than that of embalming its errors. But whatever we might find to discuss I am quite sure we should find far more on which most cordially to join. Believe me then with sincere regards,

Your friend and fellow-theist
Frances Power Cobbe.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

সমুদায় হিন্দুশাস্ত্রের চরম উপদেশ ও মুক্তি লাভের অদ্বিতীয় উপায় ব্রহ্মোপাসনা পুনরুদ্ধৃত হইয়া এ দেশে সর্ব্বত্র প্রচারিত হয় এই উদ্দেশে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় আদি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন। ঐ মহৎ অভিপ্রায়ানুসারে এই সমাজের কার্য্য প্রণালী অদ্যাপি তদনুরূপ চলিয়া আসিতেছে। মহাত্মা রাজা রামমোহন

রায় যখন এই সমাজ সংস্থাপন করেন, তখন হিন্দু সমাজের অনেক প্রধান প্রধান লোকে ইহার যথেষ্ট আনুকূল্য করিতেন, তৎকালে তাঁহারা যদ্যপি তদ্রূপ আনুকূল্য না করিতেন, তাহা হইলে এই মহৎ কার্য্য সুন্দর রূপে নির্ব্বাহিত হওয়া কঠিন হইত। এক্ষণেও ঐরূপ আনুকূল্য আবশ্যক হইতেছে, এই জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনায় দেশ বিদেশীয় মহৎ লোক মাত্রেই ইহার সাহায্যার্থ কৃত সংকল্প হইয়া যথাসাধ্য দান করিতেছেন। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে সম্প্রতি

শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী	... ...	৫ ০
শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু	(দ্বারভাঙ্গা)...	২ ০
" হরচন্দ্র চৌধুরী	(ময়মনসিংহ) ...	২ ৫
" নদিয়ারচাঁদ সাহা	(সাহাজাদপুর) ...	১ ৫
" যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	(হাজারিবাগ) ..	১ ০

আদি ব্রাহ্মসমাজের সাহায্যার্থ দান পাঠাইয়াছেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সম্বাদ

গত ৩১ আষাঢ় দিবসে ব্রাহ্মধর্ম্মবোধিনী সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সেই অধিবেশনে সামান্য লোকদিগের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিবার উপযুক্ত উপায় সকল অবধারিত হইয়া স্থিরীকৃত হইল যে ঐ সকল উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক সভা উক্ত কার্য্যে শীঘ্র প্রবৃত্ত হয়েন। আর ইহাও অবধারিত হইল যে আদি ব্রাহ্মসমাজের সহযোগী সমাজ সকলে ও অপরাপর সমাজের সঙ্গে এ সভা যোগ সংস্থাপন করেন। মফঃস্বলস্থ কতকগুলি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম সভ্য পদে নিযুক্ত হইলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মবোধিনী সভার আয় ব্যয়।

বৈশাখ হইতে আষাঢ়।

আয়	...	...	৩৩॥০
ব্যয়	...	...	২৭।০
স্থিত	...	...	৬।০

আয়

মাসিক দান প্রভৃতির বিবরণ।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর	...	৬
" " রাজনারায়ণ বসু	...	৪
" " জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর	...	৬
" " নবগোপাল মিত্র	...	৪
" " গুণেন্দ্র নাথ ঠাকুর	...	৬
" " নীলকমল মুখোপাধ্যায়	...	৬
" " নীলমণি চট্টোপাধ্যায়	...	১
" " জগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	॥০
		৩৩॥০

ব্যয়

পাথেয় ও পুস্তক ছাপা জন্য পরিব্রাজকের ব্যয়	২০
বিবিধ ব্যয়	৭।০
	২৭।০

ব্রাহ্মধর্ম্মবোধিনী সভা,
১ শ্রাবণ, ১৭৯৪ শক
আদি ব্রাহ্মসমাজ

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীনবগোপাল মিত্র
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

বর্ষ শেষ হওয়াতে যাঁহাদিগের এই পত্রিকার অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা বর্ত্তমান বর্ষের নিমিত্ত অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। অগ্রিম মূল্য অগ্রে প্রদান না করিলে সমাজের ক্ষতি করা হয়।

যাঁহাদিগের নিকট এই পত্রিকার মূল্য দ্বাদশ মাস অনাদায় আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান মাসের মধ্যে উহা পরিশোধ করিবেন। নতুবা সমাজ আগামী মাস অবধি তাঁহাদের নিকট মাশুল দিয়া এই পত্রিকা প্রেরণে অসমর্থ হইবেন।

আয় ব্যয়।

আষাঢ় ১৭৯৪ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	...	৩ ৮ ১ ৸ ১৫
পূর্ব্বকার স্থিত		.	৪ ৪ ৭ ।৶১০
সমষ্টি	...	...	৮ ২ ৯ । ৫
ব্যয়	...	.	২ ৭ ৯ ।৶১০
স্থিত	..	...	৫ ৪ ৯ ৸/ ১৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৯ ৭ ।৶৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		. .	১ ৪ ১
পুস্তকালয়	...	..	৭ ৶
যন্ত্রালয়	... . .	...	১ ২ ৮ ৸ ০
গচ্ছিত	...		৭ ॥১০
সমষ্টি	... ...	...	৩ ৮ ১ ৸ ১৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	১ ১ ১ ৸ ১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		...	৯ ৭ ৸৶১০
পুস্তকালয়	...	...	২ ১ ৶
যন্ত্রালয়	...	...	৪ ৬ ॥৶১০
গচ্ছিত	...	...	১ ৸৶
সমষ্টি	...	...	২ ৭ ৯ ।৶১০

দান প্রাপ্তি।

শ্রীমতী মহারাণি স্বর্ণময়ী	...	৫ ০
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর	...	২ ৫
" যদুনাথ মুখোপাধ্যায়	...	১ ০
" রামদয়াল মুখোপাধ্যায়	...	৫
" কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী	..	৫
" যজ্ঞেশ্বর কুণ্ডু	... ...	১
" নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৸৶
দানাধারে প্রাপ্ত	...	।৶৫
সমষ্টি	... ...	৯ ৭ ।৶৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সম্বৎ ১৯২৮। কলিগতাব্দ ৪৯৭২। ১ ভাদ্র শুক্রবার।

Registered No 2

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগিণী নটনারায়ণ—তাল ঝাঁপতাল।

অগণন-ভুবন-ভার-ধারী প্রভাব তব, বিশ্বম্ভর, ঈশ, আনন্দ-রূপ।

সকল গুণ সাগর, অসীম পরাৎপর, এক ধ্রুব-নায়ক।

রাগিণী কাফি—তাল ঝাঁপতাল।

তুমি হে ভরসা মম, অকুল পাথারে; আর কেহ নাহি যে, বিপদ ভয় বারে, এ আঁধারে যে তারে।

এক তুমি অভয় পদ জগত সংসারে; কেমনে বল দীন জন ছাড়ে তোমারে।

করিয়ে দুখ অন্ত, সুবসন্ত হৃদে জাগে যখনি মন-আঁখি তব জ্যোতি নেহারে।

জীবন সখা তুমি, বাঁচি না তোমা বিনা, তৃষিত মনপ্রাণ মম ডাকে তোমারে।

রাগিণী কাফি—তাল সুর ফাকতাল।

দীন হীন ভকতে, নাথ, কর দয়া; অনাথ নাথ তুমি; হৃদয় রাজ বিরাজ নিশি দিন হৃদি মাঝে।

তব সহবাস আশে, আনন্দে হৃদয় ভাসে; তোমা বিনা নিশি দিন মন, নাথ নাথ ধ্যায়ে।

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালি।

দীন দয়াময় ভুল না অনাথে।

স্থান দিও প্রভু তব পদকমলে, মনে রেখো ভুল না অনাথে।

ভ্রমি এ অরণ্যে হয়ে পথ হারা, সত্বর লও তব সাথে।

কোন্ গুণ আছে হেন মন্দমতি মম, যাইবারে তব সন্নিধানে।

তুমি হে জ্যোতির জ্যোতি, এ আঁখির কি শকতি, তাকাইতে সে মিহির পানে।

নিরখি মনের প্রতি, নাহি দেখি কোন গতি, ক্ষণে হই মগন নিরাশে।

স্মরি তব কৃপাগুণ, ভরসা হয় পুনঃ, নিজগুণে তারিবে হে দাসে।

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠুংরি।

প্রেমদাতা! দেখা দেও হে, প্রাণ সদা
তোমারে চায়।

দূরে যায় পাপ, দূরে যায় তাপ,
দূরে যায় শোক;

ভাসে হৃদয় মম প্রেম-আনন্দে,
প্রেমমুখ যদি হে তায়।
অপার শান্তি, হৃদয়ে বিরাজে
পূরে মনস্কাম;
যখনি দয়া তব, স্মরণে জাগে
মন তব চরণে ধায়।

উপদেশ।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক
বিবৃত।

২৭ বৈশাখ বুধবার ১৭৯৪ শক।

প্রাপ্য চাপ্যুত্তমং জন্ম লব্ধ্বা চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবং।
ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু সভবেদাত্মঘাতকঃ॥
ব্রাহ্মধর্ম্ম ২. খ ৪ অ।

উত্তম মানব জন্ম প্রাপ্ত হইয়া এবং ইন্দ্রিয় সৌষ্ঠব লাভ করিয়া যে ব্যক্তি আত্মহিত না জানে, সে আত্মঘাতী হয়।

স্থাবর জঙ্গম সমুদায় পদার্থের মধ্যে জন্ম মরণশালী বস্তু সকলকে স্বীয় স্বীয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার জন্য নিরূপিত হইয়াছে উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ, এই চারি প্রকার দেহ ধারণের নাম জন্ম। ইহার মধ্যে জল বায়ু তেজ প্রভৃতির সহায়তায় ভূমিকে ভেদ করিয়া যাহারা উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের নাম উদ্ভিজ্জ, যেমন বৃক্ষ লতা ইত্যাদি। এবং স্বেদ অর্থাৎ সঠিত জলাদি হইতে যাহারা জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগের নাম স্বেদজ, যেমন কৃমী কীট মশক মক্ষিকা ইত্যাদি। ও যাহারা প্রাণীগর্ভে অথচ অণ্ড হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের নাম অণ্ডজ, যেমন পক্ষী সর্প কচ্ছপ মৎস্য প্রভৃতি। আর যাহারা জরায়ু অর্থাৎ গর্ভকোষ হইতে জন্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগের নাম জরায়ুজ, যেমন মনুষ্য গো অশ্ব ইত্যাদি।

এই চারি প্রকার জন্মের মধ্যে জরায়ুজই শ্রেষ্ঠ; এবং তাহার মধ্যে আবার মনুষ্য জন্মই উৎকৃষ্ট জন্ম; কারণ উদ্ভিদ জন্মে বুদ্ধিবৃত্তির সম্পর্ক মাত্র নাই; অপর মনুষ্যগণ যে প্রকার বুদ্ধি বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, ঈশ্বর আর কোন প্রাণীকেই তাহা প্রদান করেন নাই। মনুষ্যগণ বুদ্ধি দ্বারা যেমন দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া নানা প্রকার কার্য্য নির্ব্বাহ করে এবং বিবিধ প্রকার কার্য্য কারণ বিচার ও পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে, অন্য কোন প্রাণী তদ্রূপ করিতে সমর্থ হয় না। অপরাপর প্রাণীগণ এক প্রকার স্বাভাবিক সংস্কার বশতই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।

সংস্কারের কার্য্য যে রূপ বুদ্ধির কার্য্য সে রূপ নহে, কারণ সংস্কারের স্বভাব এই, যে উহা সর্ব্বাধারে ও সকল অবস্থাতেই সমান ভাবে বর্ত্তমান থাকে। কৃমি, কীট, পক্ষী, পতঙ্গ, গো, অশ্ব প্রভৃতি যে জাতীয় জীব জন্তুতে যে প্রকার সংস্কার দৃষ্ট হয়, দেশ কাল পাত্র বা অবস্থা বিশেষে কখনই তাহার ইতর বিশেষ দৃষ্টিগোচর হয় না। পূর্ব্বেও যে জাতীয় প্রাণী যে প্রকার স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া আহার নিদ্রা ভয় প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়াছে, এখনও সেই জাতীয়কে সেই প্রকারে কার্য্য সাধন করিতে দেখা যাইতেছে, তাহার অণুমাত্রও ইতর বিশেষ হয় নাই। কিন্তু বুদ্ধির প্রকৃতি সে রূপ নহে। বুদ্ধি সর্ব্বাধারে সমান হয় না এবং সকল অবস্থায় একবিধ থাকে না, সুতরাং উহার কার্য্য ব্যক্তি-বিশেষে ও অবস্থা বিশেষে বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। এক জন মনুষ্য বুদ্ধি বলে যে কার্য্য সম্পন্ন করে, অপর ব্যক্তি হয় তো তাহা কি প্রকারে নিষ্পন্ন হইল, তাহার অনুসন্ধান করিতেও

সমর্থ হয় না এবং এক সময়ের লোকে যাহা মনুষ্যের অসাধ্য জ্ঞান করে, অন্য সময়ের লোকে হয় তো তাহা অনায়াসে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়। বিশেষত বুদ্ধির স্বভাব উন্নতি-শীল, উহা যত মার্জ্জিত ও অনুশীলিত হয়, ততই উহার উন্নতি হইতে থাকে।

ধর্ম্ম সাধন মনুষ্যের আর একটী শ্রেষ্ঠ-ত্বের মহৎ কারণ, ইহা আর কোন জীব জন্তুতেই দৃষ্ট হয় না, তাহা কেবল মনুষ্যের প্রকৃতিতেই অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। ঈশ্বর মনুষ্যের প্রকৃতি যে রূপ করিয়া নির্ম্মাণ করি-য়াছেন, তাহাতে বোধ হয় সকল জীব জন্তু অপেক্ষা কেবল মনুষ্যকেই শ্রেষ্ঠ পদবীতে আরোহণ করাইবার নিমিত্তে তিনি ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন। মনুষ্যের নিকটে ধর্ম্মের তুল্য গুরুতর সাধনীয় বিষয় আর কিছুই নাই; ঐহিক কি পারত্রিক আত্মার সমু-দায় হিত সাধন একমাত্র ধর্ম্মেতেই আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। নিজের হিত সাধন, পরি-বারের হিত সাধন, সমাজের হিত সাধন ও পৃথিবীর হিত সাধনের নিমিত্ত ধর্ম্মই কেবল মনুষ্যের একমাত্র সহায়! অতএব যিনি যে পরিমাণে ধর্ম্ম সঞ্চয় করেন, তিনি সেই পরিমাণে আপনারই হিত সাধনে অগ্রসর হয়েন। যেমন অন্ন পান ব্যতীত শরীর রক্ষা পায় না, সেই রূপ ধর্ম্ম সাধন ব্যতিরেকে আত্মার হিত সাধনের অন্য উপায় নাই।

পরলোকে আত্মার শান্তি লাভের নিমিত্তে মনুষ্যের যে প্রত্যাশা আছে, ধর্ম্ম সাধন ব্যতীত কখনই সে শান্তি লাভ হইতে পারে না এবং ইহ লোকেও ধর্ম্মহীন আত্মা অসা-ধারণ সুখ শান্তি অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। ঈশ্বরের আরাধনা, পিতামাতার সেবা, পরিবারগণের রক্ষণাবেক্ষণ, আত্মীয় স্বজনের প্রতিপালন, দুঃখীর দুঃখ মোচন, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, শোকার্ত্তের অশ্রুমোচন ও দুর্ব্বলের সহায়তা ইত্যাদি যে সকল কার্য্য পুণ্য লাভের—আপনার হিত সাধনের উ-পায়,—ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের নিদান এবং মোক্ষ পথে অগ্রসর হইবার হেতু, সেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানই ধর্ম্মের লক্ষণ, তাহা মনুষ্য ব্যতীত আর কোন জীব জন্তুর সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সর্ব্ব জীবের শ্রেষ্ঠ এই রূপ মানব জন্ম লাভ করিয়াও বুদ্ধি বৃত্তি ও বিবেচনা শক্তি সত্ত্বেও উপদেশ ও মনো-যোগের অভাবে অনেকে ধর্ম্ম লাভে বঞ্চিত হয়েন। এই নিমিত্তে উক্ত হইয়াছে,

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ। আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধাশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।

শুনিবার উপায় অভাবে অনেকে যে পরব্রহ্মকে লাভ করিতে পারে না, অনেকে শ্রবণ করিয়াও যাঁহাকে জানিতে পারে না, তাঁহার জ্ঞান উপদেশ করিতে পারে এমত বক্তা অতি দুর্লভ ও অত্যন্ত নিপুণ যে ব্যক্তি, সেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে, নিপুণ রূপে অনুশিষ্ট জ্ঞাতাও অত্যন্ত দুর্লভ।

অন্ধ খঞ্জ মূক বধিরতা প্রভৃতি দোষে দূষিত ইন্দ্রিয় দ্বারাও ধর্ম্ম সাধনের অনেক প্রতিবন্ধ ঘটিয়া থাকে, অতএব ঈশ্বর যখন আমাদিগকে ঐ সকল প্রতিবন্ধক হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তখন সকল জন্মের শ্রেষ্ঠ এমন উৎকৃষ্ট মানব জন্ম ও অবিকল ইন্দ্রিয় সকল প্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি আত্মার হিত চেষ্টা ও উন্নতি সাধন না করিয়া পাপাচরণ দ্বারা আপনি আপনার অনিষ্ট করিয়া আত্মাকে বিনাশ করে, তাহাকেই আত্মঘাতী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব হে মানবগণ! সর্ব্বদা আত্মার হিত চিন্তা কর, কিসে আত্মা জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত হয়, এবং ঈশ্বর প্রেমে বর্দ্ধিত হইয়া মুক্তি লাভ করে, তাহার উপায় সকল অনুসন্ধান করিয়া কৃতার্থ হও।

হে করুণানিধান বিধাতা পুরুষ! মানবগণের প্রতি তোমার কি অপার করুণা! তুমি মনুষ্যকে যে সকল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি দ্বারা বিভূষিত করিয়াছ, তাহারদিগকে যথোচিত চালনা দ্বারা মার্জিত করিয়া আমরা যেন তোমার অনুগামী হই, এবং তোমার প্রতিষ্ঠিত সমুদায় ধর্ম্মনিয়ম পালন করিয়া মানসিক সুখ সম্ভোগ করি ও মনের সহিত তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আত্মার হিত সাধন করি। হে ঈশ্বর! এই প্রকার সামর্থ্য আমারদিগকে প্রদান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ভারতবর্ষ ও ব্রাহ্মসমাজ।

কি ধর্ম্ম, কি আচার ব্যবহার, কি রাজনীতি কি কৃষি বাণিজ্যাদি কার্য্য সকল, কোন বিষয়ে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা উৎকৃষ্ট নহে, প্রত্যুত সকল বিষয়েই এমন সকল গুরুতর অভাব দৃষ্টিগোচর হইবে যে, কত দিনে কি রূপে তাহার পরিহার হইবে ভাবিয়া স্থির করা যায় না। কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, যত দিন সেই সমস্ত গুরুতর অভাবের পরিহার না হইতেছে, তত দিন এ দেশের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি সুদূরপরাহত হইয়া থাকিবে। স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি আত্মপরিবারের ন্যায় স্বদেশের কল্যাণ চিন্তা ও হিতানুষ্ঠানেও সাধ্যানুসারে আনুকূল্য করা প্রত্যেকেরই উচিত, এই মধুময় ধর্ম্মটি যত দিন সাধারণের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত না হইবে, যত দিন অধিকাংশ লোকে কেবল আত্ম সুখ সাধনেই নিবৃত্ত হইয়া থাকিবে, সাধারণ উন্নতির সহিত প্রত্যেকের উন্নতির কি রূপ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তাহা যত দিন সকলে বুঝিতে সমর্থ না হইবে, তত দিন আমাদের স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি দর্শনের প্রশস্ত আশা অবশ্যই সঙ্কুচিত হইয়া থাকিবে। আমাদের মনে এই রূপ সংস্কার দিন দিন দৃঢ়ীভূত হইতেছে যে, ধর্ম্মের সহায়তা ব্যতীত কোন দেশের উন্নতিই সারবতী হয় না ও কোন উন্নতির চেষ্টাই সম্যক্‌রূপে সফল হইতে পারে না। যাঁহারা অনুধাবন পূর্ব্বক মনুষ্যের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করেন নাই ও নানা জাতির ইতিহাস পাঠ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা সহসা মনে করিতে পারেন যে, ধর্ম্মের সহায়তা ব্যতীত কোন দেশের উন্নতিই সারবতী ও কোন চেষ্টা ফলবতী হয় না, একথা অন্ধের ন্যায় ব্যক্ত করা হইতেছে; কিন্তু অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা আমাদের সম্পূর্ণ পোষকতাই করিবে। যে সকল নাম মাত্র ধর্ম্ম সংকীর্ণ ও অনুদার ভাবে আক্রান্ত হইয়া আছে, আমরা সে রূপ ধর্ম্মের কথা উল্লেখ করিতেছি না, সে রূপ ধর্ম্ম বর্ত্তমান কালে মনুষ্যসমাজের সাংঘাতিক রোগ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। যে ধর্ম্ম মনুষ্যত্বেরই নামান্তর মাত্র, তাহাই উল্লিখিত হইতেছে। আজি কালি যাঁহারা স্বদেশের হিতানুষ্ঠান নামে বর্ত্তমান সময়োচিত নানাবিধ কার্য্যে হস্ত ক্ষেপ করিতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশকেই ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা কার্য্যতঃ অনেক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু সুপ্রশস্ত ধর্ম্মের সমুদায় অবয়বে তাঁহাদের দৃষ্টি পতিত হইতেছে না। এই জন্য অনেকের এক হস্ত যেমন দেশের কল্যাণ সাধনে ব্যাপৃত দেখিতে পাওয়া যায়, সেই রূপ আর এক হস্ত পাপপিশাচের পদ সেবার জন্য সেই কল্যাণের মূলোচ্ছেদ করিতেছে, দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেবল ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি না থাকাই ইহার এক মাত্র কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। একক্ষণে এক মাত্র

ব্রাহ্মসমাজ সকল এ বিষয়ে আমাদের আবেদন স্থান হইয়া আছে। ধর্ম্মের সংযোগ ভিন্ন কেন সারবতী উন্নতির প্রত্যাশা করা যায় না, ব্রাহ্মগণ ইহা অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, স্বদেশানুরাগ অন্যান্য সাধারণ লোকের ন্যায় ব্রাহ্মগণের মধ্যেও নিতান্ত নিস্প্রভ হইয়া আছে। সাধারণতঃ মনুষ্যের প্রতি প্রীতি অপেক্ষা পিতা মাতার প্রতি যেমন বিশেষ পদার্থ, সেই রূপ সাধারণতঃ লোক হিতৈষণা ও স্বদেশানুরাগ পরস্পর বিভিন্ন। যিনি স্বদেশানুরাগ ও বিদেশের প্রতি বিদ্বেষ এক পদার্থ বলিয়া গণনা করেন অথবা যিনি সাধারণ লোকহিতৈষণার ব্যপদেশে স্বদেশানুরাগ লুপ্ত করিয়া ফেলেন, তাঁহারা উভয়েই ভ্রান্ত। পিতা মাতার প্রতি বিশেষ প্রীতি যেমন সাধারণ প্রীতির অপহারক নহে, সেই রূপ স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি বিশেষ প্রেমও সাধারণ প্রীতিকে অপহরণ করে না। কিন্তু যে ব্যক্তির মনে স্বদেশের প্রতি বিশেষ প্রেম নাই, সে ব্যক্তি পিতা মাতার প্রতি ভক্তিশূন্য অসৎ পুত্রের ন্যায় পরিগণিত হয়।

উপরে উল্লিখিত হইয়াছে যে, স্বদেশানুরাগ সাধারণ লোকের ন্যায় ব্রাহ্মগণের মধ্যেও নিতান্ত নিস্প্রভ হইয়া আছে। অবচ্ছেদাবচ্ছেদে সমুদায় ব্রাহ্মই সে রূপ না হইতে পারেন কিন্তু অনেককেই স্বদেশের প্রতি তাদৃশ অনুরক্ত বলিয়া বোধ হয় না। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের প্রথমাবস্থায় দেশীয় খৃষ্টধর্ম্মীগণের ন্যায় তাঁহাদিগের আচার ব্যবহারে স্বদেশনির্ম্মমতার লক্ষণ নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। এক্ষণে যাঁহাদিগকে স্বদেশের আচার ব্যবহার ভাল লাগিতেছে না ও কোন অনির্দ্দেশ্য অন্ধতা স্বদেশ-মমতার সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে দিতেছে না, ভরসা করি, উপযুক্ত সময়ই তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবে ও পুনরায় প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য করিবে অথবা অবিবেচ্যকারিতার ফলস্বরূপ অনুশোচনা ভোগ করাইতে থাকিবে। ধীরপ্রকৃতি ধার্ম্মিকগণের নিকটে যাহা হেয় বলিয়া বোধ হয়, যৌবনসুলভ হঠকারিতার চক্ষুতে তাহাই স্বর্গবৎ আদরণীয় হয় ও সেই স্পৃহনীয় ধীরাচরণ নানা উপহাসের সহিত অবমানিত হইতে থাকে; কিন্তু ইহা অতি যথার্থ কথা যে, "যুবকেরা কহে বৃদ্ধেরা ক্ষিপ্ত, কিন্তু বৃদ্ধেরা জানেন যুবকেরা ক্ষিপ্ত।" এই জন্য আমরা এতদ্দেশীয় সমস্ত ব্রাহ্মসমাজকে এই অনুরোধ করিতেছি যে, স্বদেশ ও স্বদেশীয়দিগের সহিত স্বাভাবিক বন্ধন যাহাতে সম্যক্ রক্ষা পায়, যে সকল ভাব ও আচার ব্যবহারে সেই বন্ধন ছিন্ন হইবার উপক্রম হইবে তাহা যাহাতে দূর হইতে পরিত্যক্ত হয় এবং স্বদেশের প্রতি সকলের মমতা যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তদ্বিষয়ে বিশেষ রূপে উৎসাহান্বিত হন।

যিনি অনুধাবন পূর্ব্বক এদেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার পর্য্যালোচনা ও তাহার কারণ সকল অনুসন্ধান করিবেন, হৃদয় পাষাণবৎ হইলেও তাঁহাকে অশ্রুপাত করিতে হইবে। কানপুর হত্যাকাণ্ডের চিত্রপট দর্শন করিয়া সকলেই শোকাকুল হন, কিন্তু যদি কেহ ভারতবর্ষের অধুনাতন অবস্থা চিত্রিত করিয়া জনসমাজে প্রদর্শন করিতে পারেন; তদপেক্ষা সহস্র গুণ শোকানল তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বাহিরে এদেশের যাহা কিছু উন্নতি বলিয়া বোধ হয়, একটি বিদেশীয় জাতির সমাগম তাহার এক মাত্র অবলম্বন। আজি যদি ইংরাজ জাতি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যায়, কালি হইতেই তৎসমুদায় অন্তর্হিত হইতে থাকিবে।

এরূপ অন্তঃসারশূন্য উন্নতিতে যাঁহারা সন্তুষ্ট হইতে চান, তাঁহারা নিতান্ত অদূরদর্শী। পরকীয় আভরণ পরিধান করিয়া আপনার দরিদ্রতা বিস্মৃত হওয়া আর বর্ত্তমান উন্নতিতে আপনাদিগকে উন্নত বলিয়া অভিমান করা উভয়ই প্রায় তুল্য। কি উন্নতিই বা লাভ হইয়াছে! ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইতেছে? ধন বৃদ্ধি হইতেছে? না বল বৃদ্ধি হইতেছে! বর্ষে বর্ষে অনেক গুলি বালক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা প্রদান করিয়া উপাধি প্রাপ্ত হইতেছে বটে কিন্তু তৎপরে প্রায় সকলেই সাধারণ লোকের সঙ্গেই মিশ্রিত হইয়া যাইতেছে; কদাচিৎ কোন স্থানে দুই একটি উন্নত মস্তক দৃষ্ট হয় মাত্র। ধর্ম্মই দেশের প্রধান বল; কিন্তু বর্ত্তমান উন্নতি যে যে স্থানে সংক্রামিত হইতেছে, সেই সেই স্থানে ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইয়া যাইতেছে। ধন সম্পদও পৃথিবীর পক্ষে সামান্য বল নহে, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিবে, বর্ষে বর্ষেই এদেশের মূল ধন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। কৃষক শিল্পী বণিক ও অন্যান্য পরিশ্রমী লোকে যে অকাতরে পরিশ্রম করিতেছে, তাহা সেই ক্ষতি পূর্ণ করিতেই পর্য্যবসিত হইয়া যাইতেছে। অন্যান্য শক্তি বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশঃই বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। যিনি যে বিষয়ে যত উন্নতি প্রদর্শন করুন, সকলই এই রূপ অন্তঃসারশূন্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে। যাঁহারা বলেন যে, লোকদিগের শ্রমশক্তি বাড়িতেছে, তাঁহারা দেখেন না, যে তাহার সঙ্গে সঙ্গে লোকের শারীরিক বল পুরুষে পুরুষেই অল্প হইয়া আসিতেছে ও রোগের পরিমাণও বাড়িতেছে। জ্ঞানের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইতেছে, শুদ্ধ এই মাত্র উন্নতি ধরিতে পারা যায়। কিন্তু জ্ঞানোন্নতি সহকারে বুদ্ধিবৃত্তি যথাযথ মার্জ্জিত হইলে বিশুদ্ধ কল্পনা ও উদ্ভাবনী শক্তি প্রভৃতি যে রূপ স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া থাকে, তাহা কোথায়! শিক্ষার্থীরা পক্ষীর ন্যায় কেবল অভ্যস্ত বাক্য গুলিই উচ্চারণ করিতে শিখিতেছে। তথাপি বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাই যথেষ্ট উন্নতি বলিয়া ধরিলেও তাহা তিমিরাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ অরণ্যের মধ্যে একটি খদ্যোতিকা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আবার ইহাও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে এক দিকে যেমন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে, আর এক দিকে সেই রূপ ভারতবর্ষের পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানরত্ন সকল লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

ভারতবর্ষের দুরবস্থা মোচন ও প্রকৃত রূপ উন্নতি সাধন জন্য আমরাই সর্ব্বাংশে দায়ী। ভারতবর্ষ আমাদেরই দেশ, ইহার উন্নতি ও অবনতির সহিত আমাদেরই শুভাশুভ জড়িত হইয়া আছে। স্বীকার করি যে, অন্য কোন জাতি আমাদের সুখের সুখী ও দুঃখের দুঃখী থাকিতে পারেন, কিন্তু আমাদের দায়ের দায়ী আর কোন জাতিই নহে, সে কেবল আমরাই। ইহার উন্নতি ও অবনতি উভয়ের ফল আমাদিগকেই ভোগ করিতে হইবে। অন্য জাতির পক্ষে আমাদের উন্নতি অপেক্ষা অবনতিই হয়তো স্বার্থ সাধনের অধিকতর সুযোগ। ইহা মুক্ত কণ্ঠে বলা যাইতেছে যে, ভারতবর্ষীয় লোক ব্যতিরেকে ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করিতে আর কেহই নাই। ইংরাজ জাতি হইতে আমরা নানা বিষয়ে উপকৃত হইতেছি; তন্নিমিত্ত তাঁহাদের প্রতি অবশ্যই আমাদিগকে কৃতজ্ঞ হইতে হইবে। তাঁহারা আমাদিগকে আরও সুখী করিতে উদ্যত আছেন, তাহাতে কেহই সংশয় করেন না। কিন্তু ইহা একটুও মিথ্যা নহে যে, তাঁহারা আমাদের ততটুকু উন্নতি চান, যতটুকুতে তাঁহাদের স্বার্থের ব্যাঘাত না হয়। এ জন্য

ইংরাজ জাতিকে দোষ দেওয়া যায় না; বিদেশীয়দিগের নিকট তদপেক্ষা অধিক অনুগ্রহের প্রত্যাশা করাই অযুক্ত। ভারতবর্ষীয় ব্যতিরেকে ভারতবর্ষের প্রকৃত হিত আর কাহারও দ্বারা হইতে পারে না। কিন্তু তদ্বিষয়ে চেষ্টা ও উদ্যোগের কথা দূরে থাকুক, তাহার কর্ত্তব্যতা এখনও সকলের মনে উদিত হয় নাই; সকল দুঃখ ও সকল অভাবের মধ্যে এইটিই প্রধান।

এরূপ অবস্থায় এ দেশের হিত সাধনের নিমিত্ত যে স্থানে যত প্রকার সদুপায় উদ্ভাবিত ও অবলম্বিত হইয়াছে; তন্মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনই আমরা প্রধান বলিয়া গণ্য করি। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ধর্ম্মের সংযোগ ভিন্ন কোন উন্নতিই সারবতী হয় না; ব্রাহ্মসমাজ দেশের সেই ধর্ম্মোন্নতির ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, ব্রাহ্মসমাজ তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবেন, ইহাতে আমরা এক দিনের নিমিত্তও সন্দিহান হই না। আমরা নিঃসংশয়ে কহিলাম যে ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সংস্কারে কৃতকার্য্য হইবেন। কিন্তু সে কোন্ ব্রাহ্মসমাজ? ব্রাহ্মসমাজ নামে অনেক অদ্ভুত পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে ও ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে অনেক অদ্ভুত মতও প্রচলিত হইতে পারে —কেহ কেহ খৃষ্টীয়সমাজ আদর্শ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইতেছেন, কেহ কেহ আপনাদের চঞ্চল কল্পনা হইতে অদ্ভুত আদর্শ প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে তদনুরূপ মূর্ত্তি প্রদান করিতেছেন, কেহ বা ব্রাহ্মসমাজকে অন্য প্রকার অস্বাভাবিক আকারে পরিণত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। ভবিষ্যতে ব্রাহ্মসমাজ নামে আরও কি রূপ সমাজ উৎপন্ন হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? —কিন্তু তৎসমুদায় চিরকালই পুরাতন ভারতবর্ষের প্রতি পরিহাস অথবা অভিসম্পাত বলিয়া পরিগণিত হইবে। কোন কোন ইউরোপীয় ভাস্কর প্রস্তরাদিতে ভারতবর্ষীয় দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া প্রত্যাশা করিয়াছিল যে হিন্দুরা ইহা আদরের সহিত বহুমূল্যে ক্রয় করিয়া পূজা করিতে থাকিবে, কিন্তু তাহা সামান্য পুত্তলিকার ন্যায় ক্রীড়নক হইয়া থাকিল——উক্ত প্রকার ব্রাহ্মসমাজও এদেশে তদপেক্ষা অধিক আদরণীয় হইবে না। এই জন্য আমরা এ দেশের সমুদায় ব্রাহ্মসমাজকে এই অনুরোধ করিতেছি যে বিজাতীয় কুহকে মুগ্ধ না হইয়া এ রূপে ব্রাহ্মসমাজ নির্ম্মাণ করিবেন যে, বর্ত্তমান সময় ও ভারত বর্ষের প্রকৃতির সহিত তাহা সমঞ্জসীভূত হয়।

ভূভাগের আভ্যন্তরিক উন্নতি।

ঈশ্বর এই জগতের কোন্ স্থানে কি উপায়ে কি কার্য্য সাধন করিতেছেন তাহা আমাদিগের মধ্যে যিনি যে পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারেন, সেই পরিমাণে তিনি সুখী, সেই পরিমাণে তিনি জ্ঞানী এবং সেই পরিমাণে তিনি জীবিত। যিনি জগতের নিত্য কার্য্যের মধ্যে তাঁহার ভাব ও হস্ত চালনার সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই, তাঁহার জীবনের মূল্য অতি অল্প, তাঁহার জীবন ফলতঃ একটি অন্ধবেগ বিশিষ্ট যন্ত্রবৎ। বাস্তবিক, যদি জ্ঞানেতে প্রেমেতে উন্নতি লাভ করিবার নিমিত্ত মনুষ্যের পক্ষে কিছুমাত্র সদুপায় থাকে, তবে তাহা ঈশ্বরের বিচিত্র কার্য্যের নিগূঢ় দেশ পর্য্যবেক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। অতএব আমাদিগের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিরই সাধ্যানুসারে প্রয়াস স্বীকার পূর্ব্বক গভীরতম সৃষ্টি-

ব্যাপারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সমুদায় মনোমত শিক্ষারত্ন লাভ করা উচিত। এই অভিপ্রায়ে অদ্য তাঁহার একটি মহান্ কার্য্যের তথ্যালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

বোধ হয় আমাদিগের মধ্যে অনেকেই দেখিয়াছেন যে, সমুদ্র ও নদীতে নূতন নূতন দ্বীপ সমুদায় উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ জলের উপরিভাগ হইতে এত উচ্চ হইয়া উঠে যে জল শেষে যত দুর স্ফীত হউক না কেন, কোন মতেই তাহাদিগের উপরিভাগ সিক্ত করিতে পারে না। শুদ্ধ দ্বীপাদিরই যে এই রূপ আভ্যন্তরিক উন্নতি হইতেছে এমত নহে, প্রত্যুত পর্ব্বত, সমভূমি, গুহা ও নদীতল প্রভৃতি সমুদায় স্থানই উদ্ভিদাদির ন্যায় নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্যান্ত স্ফীত হইয়া উঠিয়া বিবিধ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে। কি উপায়ে ও কি নিয়মে ঈশ্বর এই বিশাল ব্যাপার সম্পাদন করিতেছেন, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে এমন লোক নাই যাঁহার হৃদয় বিস্ময় ও আনন্দে যুগপৎ প্লাবিত না হয়।

এক উপায় দ্বারা সহস্র ব্যাপার সাধন করা, ঈশ্বরের কার্য্যের একটি বিশেষ ও প্রধান রীতি। পৃথিবীর ভূভাগ যে উন্নত হইতেছে, সূর্য্যের তাপ, জল ও বায়ুর গুরুত্ব, পৃথিবীর আবর্ত্তন-বেগ ও রাসায়ণিক আকর্ষণ, এই কয়েকটিই তাহার প্রধান উপায়। এই কয়েকটি দৃশ্যতঃ সামান্য উপায়কে অস্ত্র স্বরূপ করিয়া ঈশ্বর কত স্থানে যে কত প্রকার নির্ম্মাণ ও পতন সংসাধন করিতেছেন তাহা নির্দ্দেশ করা কাহার সাধ্য। ভূভাগের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা সমুদ্র ও নদী গর্ভস্থ দ্বীপ ও চরের উন্নতি অধিকতর দ্রুতবেগে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে বলিয়া, তাহার তথ্যালোচনাই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা সহজ, অতএব, আমরা অন্যান্য স্থান পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ দ্বীপাদির বৃদ্ধি লইয়াই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম, তাহা হইলে প্রস্তাবিত বিষয়টির সমুদায় অংশই আমাদিগের নিকট পরিষ্কৃত রূপ ধারণ করিবে।

জলের স্রোত যে স্থান দিয়া মন্দ মন্দ ভাবে গমন করে, সেই স্থানে যে তদানীত বালুকা ও কঙ্করাদি আপন আপন গুরুত্ব বশতঃ অধস্থ হইয়া ক্রমে জলের উপরিভাগ পর্য্যন্ত রাশি হইয়া পড়ে, ইহা না বলিলেও সহজে সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। কিন্তু কিছু দিন অন্তে ঐ মৃত্তিকারাশি কি প্রকারে জলের উপরিতন ভাগ হইতেও উচ্চতর হইয়া উঠিয়া মনুষ্য, ইতর প্রাণী ও বৃক্ষ গুল্মাদির আবাস ভূমি হইয়া উঠে তাহাই—সেই রহস্য-জনক ব্যাপারই, আমাদিগের আলোচ্য বিষয়। বালুকাদি সংগৃহীত হইয়া যে মৃত্তিকা রাশি প্রস্তুত হয়, ভাটা বা বর্ষা ঋতুর অন্তর্ধান বশতঃ জলের উপরিভাগ যখন তাহার নিম্ন ভাগে অবতরণ করে, তখন তাহার শিখর দেশ হইতে জলকণা সকল সূর্য্য তাপে বাষ্পীভূত হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়। এই রূপে জলকণা সকল যতই ঊর্দ্ধগামী হইতে থাকে, মৃত্তিকার আভ্যন্তরিক ছিদ্র সকল ততই শূন্য-গর্ভ হইয়া পড়ে। এ দিকে নিম্নস্থ জলীয়াংশ সকল বহিঃস্থ বায়ুর গুরুত্ব দ্বারা পিষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধে গমন করতঃ ঐ সকল শূন্য-গর্ভ ছিদ্র পূর্ণ করিতে থাকে। বায়ুর গুরুত্ব দ্বারা পিষ্ট হইয়া নিম্নস্থ জল যে কিরূপে ঊর্দ্ধগামী হয়, তাহা সামান্য পিচকারীর কার্য্যকারিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। একটি পাত্রস্থ জলের মধ্যে পিচকারীর অগ্রভাগ নিমগ্ন করিয়া যদি তাহার শলাকাটি টানিয়া উপরে উঠান যায়, তাহা হইলে পিচকারীর মধ্যে জল উঠিয়া সমুদায় শূন্য স্থান পূর্ণ করে।

পিচকারীর চতুর্দ্দিকস্থ জল উপরিস্থ বায়ু দ্বারা পিষ্ট হয় বলিয়াই ঊর্দ্ধে উঠিয়া তাহার অভ্যন্তরস্থ শূন্য স্থান পূর্ণ করে। দ্বীপাদির বহিঃস্থ জলরাশিও ঐ রূপে বাহ্য বায়ু দ্বারা পিষ্ট হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয় এবং তাহাতেই তাহাদিগের উপরিভাগস্থ ছিদ্র সকল নিয়ত সূর্য্যতাপে শূন্যগর্ভ হইয়াও পূর্ণগর্ভ হইতে থাকে। দ্বীপাদির সমুদায় আয়তন মধ্যে যে এই রূপে বহিঃস্থ জলের সার্ব্বক্ষণিক আগমন হইতে থাকে, ইহাই তাহাদিগের বৃদ্ধির এক প্রধান উপায়। কারণ, জল যখন বাষ্পাকার ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, তখন তাহার সহিত যে সমুদায় পদার্থ রাসায়ণিক ও সামান্য যোগে মিশ্রিত থাকে, তৎসমুদায় পৃথক্ হইয়া পড়ে এবং বায়ু অপেক্ষা তাহাদিগের ভার অপেক্ষাকৃত অধিক বলিয়া নিম্নেই থাকিয়া যায়। ঐ সকল পদার্থ দ্বীপাদির শিখর দেশস্থ মৃত্তিকার সহিত সামান্য ও রাসায়ণিক যোগে মিশ্রিত হইয়া যায়, এই নিমিত্ত তাহাদিগের কলেবর ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

জলের গুরুত্ব দ্বীপাদির উন্নতি বিষয়ে বিস্তর পোষকতা করে। যদি কাষ্ঠ প্রভৃতি কোন শিথিলাণু বস্তুকে জলের মধ্যে নিমগ্ন করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে জল আপন গুরুত্ব বশতঃ তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে যে কিঞ্চিৎ স্ফীত করিয়া তুলে, ইহা বোধ হয় সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সেই রূপ, জোয়ার বা বর্ষার সময়ে দ্বীপাদি যখন চতুর্দ্দিকস্থ জলের মধ্যে নিমগ্ন প্রায় হয়, তখন জল তাহাদিগের অভ্যন্তরে বেগে প্রবেশ করতঃ তাহাদিগকে ঊর্দ্ধাধোভাবে কিঞ্চিৎ স্ফীত করিয়া উঠায়। উক্ত জোয়ার বা বর্ষার অবসানে জল যখন অধোমুখ হইয়া নিম্নগামী হয়, তখন দ্বীপাদিও অনেক পরিমাণে শুষ্কতা প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু তন্নিবন্ধন তাহাদিগের স্ফীতির সম্পূর্ণ বিনাশ হয় না। কারণ, তাহাদিগের অভ্যন্তর ভাগের সহিত জলস্থ বিবিধ পদার্থ রাসায়ণিক যোগে মিলিত হওয়ায়, আয়তনের যে দৃঢ়তর বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহা জলের বহির্গমনে কোন মতেই ক্ষয় হইতে পারে না। অপরন্তু,জলপ্রবেশ বশতঃ স্ফীত হইবার সময়, মৃত্তিকার দানা সকল যেরূপ পরস্পরাবলম্বন ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছিল, জলের অপসরণ বশতঃ কিরূপে তাহারা অন্য ভাব ধারণ করিবে? সুতরাং বর্ষার সময় দ্বীপাদি যত দূর স্ফীত হয়, তাহার অবসানে আপন গুরুত্ব নিবন্ধন কুঞ্চিত হয় বটে, কিন্তু ঠিক তত দূর হইতে পারে না। এই রূপে প্রত্যেক জোয়ার বা বর্ষা দ্বারা দ্বীপের অল্প অল্প করিয়া বৃদ্ধি সংসাধিত হয়।

পূর্ব্বে যে রাসায়ণিক যোগের বিষয় উল্লিখিত হইল, তদ্দ্বারা ঈশ্বর আর একটি মঙ্গলোদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন। দ্বীপাদির মৃত্তিকা প্রথমতঃ এরূপ বালুকাময় থাকে যে, তাহাতে বৃক্ষ লতাদি জন্মিতে পারে না, জীবগণ বাস করিতে পারে না, তাহাদিগকে তখন এক প্রকার মরুভূমি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ঈশ্বরের এমনই আশ্চর্য্য কৌশল যে, উক্ত রাসায়ণিক সংযোগ দ্বারা যেমন আয়তন বৃদ্ধি করিয়া দেন, তেমনি বালুকার সহিত বিবিধজাতীয় পদার্থ আনিয়া মিশ্রিত করিয়া তাহাকে অল্প কালের মধ্যেই সুদৃঢ় মৃত্তিকায় পরিণত করেন। এই রূপে নূতন দ্বীপ কিছু দিনের মধ্যেই তাহার বাহ্যপরিহিত কর্ক্কশ মরুবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুশোভন হরিদ্বর্ণ তৃণ লতা ও প্রাণী পুঞ্জ শোভিত মনোহর বেশ ধারণ করিয়া পিতার জয় ঘোষণা করিতে থাকে।

যে সকল উপায় দ্বারা ঈশ্বর আমাদি-

গের প্রস্তাবিত ব্যাপার সম্পাদন করিতেছেন, তন্মধ্যে পৃথিবীর আবর্ত্তনবেগ বিশেষ কার্য্যকর। পৃথিবী যে প্রতিনিয়ত পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ঘূর্ণমান হইতেছে, ইহা কি প্রাচীন পণ্ডিতগণ, কি আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ, সকলেরই স্বীকার্য্য বিষয়। এই সার্ব্বক্ষণিক আবর্ত্তন হইতে দ্বীপাদির কলেবর যে কিরূপে উন্নতি লাভ করিতেছে, তাহা সুন্দর রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে একটি সামান্য দৃষ্টান্তের প্রতি মনঃসমাধান করা কর্ত্তব্য। যখন কোন শকট দ্রুতবেগে চলিতে থাকে, তখন তাহার চক্রগুলির পরিধিতে কর্দ্দমাদি যাহা কিছু সংলগ্ন হয়, তাহা সবেগে তাহা হইতে প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকে। কেন্দ্র-বিমুখ বেগই যে এই রূপ প্রক্ষেপের নিদান, ইহা পণ্ডিতদিগের বহু পরীক্ষার সিদ্ধ কথা। পৃথিবীর সার্ব্বক্ষণিক আবর্ত্তন নিবন্ধন তাহাতে যে কেন্দ্র-বিমুখ বেগ উৎপন্ন হইতেছে, তদ্দ্বারা দ্বীপাদির শিথিলাণু মৃত্তিকারাশি অধিকতর স্খলিতবন্ধন হইয়া ক্রমে ক্রমে স্ফীত হইয়া উঠিতে থাকে। শুদ্ধ যে মৃত্তিকা রাশিই স্ফীত হইতে থাকে এমত নহে, উক্ত বেগ বশতঃ নিম্নস্থ জলকণা সকল কৈশিক পন্থা সমুদায় অবলম্বন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধগত হইয়া পূর্ব্বোক্ত উপায়দ্বয়েরও পোষকতা করিতে থাকে। অপরন্তু, পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত অপেক্ষা মধ্যভাগে উল্লিখিত বেগকে অধিকতর প্রবল করিয়া দিয়া ঈশ্বর একটি অসাধারণ মঙ্গল সাধন করিতেছেন। ঐ বেগ এবং সূর্য্য তেজের প্রবলতা নিবন্ধন প্রান্তদ্বয় অপেক্ষা পৃথিবীর মধ্যভাগস্থ সাগরাদিতেই অধিক সংখ্যক দ্বীপ উৎপন্ন হইয়া উদ্ভিদ্ ও প্রাণীগণের বাস স্থানের প্রাশস্ত্য সম্পাদন করিতেছে। প্রান্তদ্বয়ে অধিক দ্বীপ নির্ম্মিত হইলে, ভীষণতম শীতের দৌরাত্ম্যে, তাহা উদ্ভিদ্ ও প্রাণী মাত্রের বাসোপযোগী হইতে পারিবে না এই কারণেই বোধ হয় তাঁহার এতদ্বিষয়ে এই রূপ বিধান হইতেছে।

দ্বীপাদির যে রূপ আভ্যন্তরিক উন্নতি সেই রূপ আবার বাহ্যোন্নতিও হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে উদ্ভিদ্ ও জীব-শরীর গলিত হইয়া মৃত্তিকা রূপ ধারণ পূর্ব্বক তাহাদিগের উপরি ভাগে অবস্থিতি করে এবং বায়ু সহযোগে স্থানান্তরের পদার্থ কণা সমুদায় আসিয়া তাহাদিগের উপরি ভাগে পতিত হয়, ইহাতেই অল্পে অল্পে বাহ্যোন্নতিও সাধিত হইয়া থাকে।

ঈশ্বর যে সকল উপায়ে নূতন নূতন দ্বীপ ও চর নির্ম্মাণ করিয়া উদ্ভিদ্ ও প্রাণী পুঞ্জের নব নব বাস স্থান প্রস্তুত করিতেছেন, তদ্দ্বারা পুরাতন ভূভাগের উপরিতম প্রদেশ অল্পে অল্পে সমুন্নত ও দৃঢ় করিয়া বিবিধ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন। কিন্তু জগতের সমুদায় ভৌতিক বৃদ্ধিরই সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছেন; এই হেতু দ্বীপই হউক আর পুরাতন ভূভাগই হউক, সকলই নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে না। যাহা অদ্যাপি নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত উন্নত হয় নাই, তাহা প্রতিনিয়তই কিছু কিছু করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং যাহা সীমা স্থানে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহা আর উন্নত না হইয়া গলিত বা স্খলিতাণু হইতেছে। সমভূমি হইতে যে নূতন পর্ব্বতাদি উত্থিত হইতেছে, পুরাতন অট্টালিকাদির চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি উন্নত হওয়ায় তাহা যে প্রোথিত হইয়া পড়িতেছে, পর্ব্বত শিখর যে সময়ে সময়ে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে এবং নদীতল প্রভৃতি নিম্ন স্থানও যে ক্রমে উচ্চ হইয়া উঠিতেছে, এই সমুদায়ই এক বৃদ্ধি ব্যাপারের অন্তর্ভুক্ত। এই সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ করিলে কে না জ্ঞান, শক্তি, ও

প্রেম স্বরূপ ঈশ্বরের হস্তাঙ্গুলির নিদর্শন দেখিতে পান?

পারসীক ধর্ম্ম।

যখন মুসলমানেরা ধর্ম্ম প্রচার উপলক্ষে পারস্য দেশ আক্রমণ করে,সেই সময়ে কতক-গুলি স্বধর্ম্মানুরক্ত পারসীক জন্মভূমি পরি-ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে আসিয়া বাস করেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, প্রথমে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দুজাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া যান; এক্ষণে তাঁহারাই মহারাষ্ট্রীয় জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। তৎপরে দুই বারে আর যে সকল পারসীক আগমন করেন, তাঁহারাই এক্ষণে পারসী নামে প্র-সিদ্ধ হইয়া বোম্বে প্রদেশে বাস করিতেছেন। সংক্ষেপে ইহাঁদের ধর্ম্ম প্রকাশ করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

পারসীদিগের ধর্ম্মপুস্তকের নাম আ-বেস্তা। ইহা জেন্দ্ নামক পুরাতন পারসীক ভাষাতে লিখিত, এই নিমিত্ত সচরাচর ইহাকে জেন্দ আবেস্তা কহে। পারসীদিগের মতানুসারে এই গ্রন্থ পূর্ব্বে বিংশতি কাণ্ডে বিভক্ত ছিল। কিন্তু এক্ষণে বেন্দিদাদ্ নামে একটি সম্পূর্ণ কাণ্ড ও বিস্পরেদ্, য়চ্ঞ ও খোর্দ্দ আবেস্তা নামে অসম্পূর্ণ আর তিনটি কাণ্ড প্রাপ্ত হওয়া যায়। বন্দেহেষ নামে আর এক খানি পুস্তক আছে, তাহাও পারসীদি-গের নিকট শ্রদ্ধা পূর্ব্বক গৃহীত হইয়া থাকে

অহুর মজদ পারসীকদিগের প্রধান দেবতা; তিনিই জগতের স্রষ্টা ও জীবদি-গের সুখ সৌভাগ্যের বিধাতা। তিনি করোহর নামক দিক্পাল সকল সৃষ্টি করিয়া জীবদিগের রক্ষার্থে নিয়োজিত করিয়াছেন। বেন্দিদাদ অনুসারে জরথস্তর নামক এক ব্যক্তি এই দেবতার সহিত কথোপকথন করিয়া সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইয়া প্রচার করেন। ইহাঁদিগের মতে অহ্রিমান্ নামে একটি দৈত্য আছে, সে সর্ব্বদা সৃষ্টির অনিষ্ট করিয়া থাকে। অহুর যেমন দেব-গণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অহ্রিমান্ সেই রূপ দৈত্যগণকে উৎপাদন করিয়াছে। অহুর মনুষ্যদিগের ধর্ম্ম শিক্ষার নিমিত্ত হোম, জমষেদ্ প্রভৃতি মহাত্মাগণকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

অগ্নি পূজাই পারসীদিগের প্রধান অনু-ষ্ঠান। আমাদের শাস্ত্রে যে মন গার্হপত্য প্রভৃতি ত্রিবিধ অগ্নি উল্লিখিত ও চিরকাল অগ্নিরক্ষার বিধি বিহিত হইয়াছে, পারসী-কদিগেরও সেইরূপ বর্হাম ও আদিরান্ নামে দ্বিবিধ অগ্নি আছে, তাঁহারাও অগ্নিচয়ন পূর্ব্বক চিরকাল তাহা রক্ষা করিয়া থাকেন। উদয়পুর, নউসরি; ও বোম্বে এই তিন স্থানে বর্হাম অগ্নি রক্ষিত হইয়া থাকে। আদি-রান্ অগ্নি নানা স্থানে স্থাপিত আছে। তদ্ভিন্ন সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি আকাশস্থ জ্যোতিষ্ক পদার্থও ইহাঁদিগের উপাস্য দেবতা। ইহাঁরা প্রাতে সূর্য্যের উদয় কালে তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন।

ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান কালে পারসীরা "হোম" নামক লতাবিশেষের রস ব্যবহার করিয়া থাকেন। গোমূত্রও তাঁহাদের মতে অতি শুদ্ধ পদার্থ। পারসীদিগের বিবাহ ক্রিয়া অগ্নিমন্দিরের মধ্যেই সম্পন্ন হয়। বহু বিবাহ নিষিদ্ধ; বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। সন্তান জন্মিলে নামকরণের ন্যায় এক প্রকার ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সাত বৎসর বয়সের পর চৌদ্দ বৎসর তিন মাস বয়সের মধ্যে বালকদিগের যজ্ঞোপবীত হইয়া থাকে। উহাকে কস্তি কহে। উহা বায়াত্তরগাছী উষ্ট্রলোমে নির্ম্মিত। সেই সময়ে সত্রা নামক একটি গাত্রাবরণও ধারণ করিতে হয়।

মৃত শরীরের দাহ অথবা সমাধি হয় না। তাহা অনাবৃত করিয়া শ্মশানে রাখিয়া আসে। গৃধ্র পক্ষী প্রথমে তাহার দক্ষিণ চক্ষু ভক্ষণ করিলে, তাহা শুভ চিহ্ন বলিয়া পারসীরা আনন্দিত হন। দৈত্যগণ মৃত ব্যক্তিকে আক্রমণ না করে এই জন্য মৃত শরীরের চারি দিকে কুক্কুর সকলকে রক্ষা করিয়া থাকেন এবং তাহার নিকটে স্তোত্র পাঠ করেন। তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, মৃত্যুর চারি দিবস পরে সরিওষ নামক দূত আসিয়া মনুষ্যের আত্মাকে বিনেবাদ নামক সেতু দ্বারা রষনে-রষৎ নামক আর এক দূতের নিকট লইয়া যান; তিনি সেই আত্মার পাপ পুণ্যের পরিমাণ করেন। স্বর্গের দ্বারে একটি কুক্কুর আছে; পুণ্যবান্ ব্যক্তি স্বর্গে প্রবেশ করিলে সে কিছুই বলে না; কিন্তু পাপী ব্যক্তিকে প্রবেশ করিতে দেয় না। পাপীকে নরকে পতিত হইতে হয়; নরক যন্ত্রণা অত্যন্ত ভয়ানক, কিন্তু চিরস্থায়ী নহে। পারসীকদিগের যাজকেরা একটি পৃথক্ জাতি। তাঁহারাই পুরুষানুক্রমে যাজকতা করিয়া থাকেন, দক্ষিণাদি যাহা কিছু প্রাপ্ত হন, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। এ ক্ষণে পৌরোহিত্য পদের মর্য্যাদা সকল জাতির মধ্যেই সমান হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং পারসীক পুরোহিতেরাও অনেকে অন্যান্য উপায় দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। যাজকদিগের মধ্যে যাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবসায় করেন, তাঁহাদিগকে দস্তুর কহে ও যাঁহারা যাজ্যক্রিয়া করেন, তাঁহাদের নাম মোবেদ। যাজকেরা যজমানের কন্যা বিবাহ করিতে পারেন, কিন্তু যজমানেরা যাজকের কন্যা বিবাহ করিতে পারে না।

পারসীকগণ শ্বাপদ পশু, কুক্কুর ও শশকের মাংস ব্যতীত প্রায় আর তাবৎ জন্তুর মাংসই ভক্ষণ করিতে পারেন। ইহাঁরা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত একত্র আহার করেন না।

কোরানের উপদেশ সংগ্রহ।

১। যাহা তোমাদিগের সম্মুখে ও যাহা তোমাদিগের পশ্চাতে, ঈশ্বর তাহা সকলই জানেন; কিন্তু তোমরা ইহা জ্ঞান দ্বারা বুঝিতে পার না।

২। ঈশ্বরেতে দৃঢ়-রূপে যুক্ত হও।

৩। ঈশ্বর, যিনি রাজা—যিনি সত্য—তাঁহার মহিমা মহীয়ান্ হউক্!

৪। যদি তোমাদিগের প্রতি ঈশ্বরের দয়া ও ক্ষমা না থাকিত, তাহা হইলে তোমাদিগের মধ্যে এমন একটী লোকও প্রাপ্ত হওয়া যাইত না, যিনি পাপ হইতে একেবারে মুক্ত হইয়াছেন।

৫। যিনি সকল জীবের প্রভু, তিনিই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাকে পরিচালিত করিতেছেন, আমাকে খাদ্য ও পানীয় প্রদান করিতেছেন। তিনিই আমার মৃত্যু সঙ্ঘটিত করিবেন ও পুনর্ব্বার আমাকে জীবন প্রদান করিবেন। হে প্রভু! আমাকে সুবুদ্ধি প্রদান কর; সাধু ব্যক্তিদিগের সহিত আমাকে সম্মিলিত করিয়া দাও, এবং আমাকে স্বর্গের অধিকারী কর।

৬। তিনিই একমাত্র ঈশ্বর; তদ্ব্যতীত আর ঈশ্বর নাই। ইহ লোকে ও পর লোকে তিনিই আমাদের স্তবনীয়।

৭। যাহারা ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করে, তন্তুকীটের সহিত তাহাদিগেয় সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়; তন্তুকীট আপনার নিমিত্ত গৃহ নির্ম্মাণ করে বটে, কিন্তু সকল গৃহাপেক্ষা, তন্তুকীটের গৃহই অধিকতর নশ্বর।

৮। ঈশ্বরের করুণার চিহ্ন সকল আলোচনা করিয়া দেখ;—পৃথিবী যখন মৃতবৎ হয়, তখন তিনি আবার কেমন তাহাতে জীবন সঞ্চার করেন।

৯। মনুষ্যের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া আপনার মুখকে বিকৃত করিও না; অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিও না; কারণ, ঈশ্বর অহঙ্কারী লোককে ভাল বাসেন না। তোমার গতি কিঞ্চিৎ মন্দীভূত কর ও তোমার কণ্ঠ-স্বর কিঞ্চিৎ মৃদু-কর। তুমি কি দেখিতেছ না, যে যাহা কিছু ভূলোকে ও যাহা কিছু দ্যুলোকে, সকলই তোমার সেবায় তিনি নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন এবং কি বাহিরে কি অন্তরে, সর্ব্ব প্রকারে তাঁহার প্রসাদ তোমার উপর অজস্ররূপে বর্ষণ করিয়াছেন।

১০। সাধুকারী হইয়া যিনি ঈশ্বরেতে আত্মসমর্পণ করেন, তিনিই সুদৃঢ় আলম্বন প্রাপ্ত হয়েন। সকল কর্ম্মের ফলাফল কেবল সেই ঈশ্বরের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে।

ব্রাহ্মাবধূত শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ গিরি-স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

৩২৮ সংখ্যক পত্রিকার ৮৩ পৃষ্ঠার পর।

মনশারি হইতে যমঘাট দুই ক্রোশ, যমঘাট হইতে খলকোট দুই ক্রোশ, খলকোট হইতে রাড়া দুই ক্রোশ, রাড়া হইতে বাগ্‌ডোয়ার দুই ক্রোশ। পূর্ব্বোক্ত গোরিগঙ্গা এই বাগ্‌ডোয়ারের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে এবং এ স্থানেও উহার উপর একটী সাঙ্গা আছে, এই সাঙ্গা দিয়া পার হওয়া অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, অনেক সময় গো অশ্ব প্রভৃতি জন্তুগণ ঐ সাঙ্গা হইতে গোরিগঙ্গায় পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। বাগ্‌ডোয়ার হইতে সেরকানি দুই ক্রোশ, এই সেরকানিতে ঐ গোরিগঙ্গার উপর দুইটী সাঙ্গা আছে। সেরকানি হইতে রেলকোট দেড় ক্রোশ, তথায় রেলকোটিয়া নামক ভোটীয়দিগের বসতি। তথা হইতে মরতোল দেড় ক্রোশ, মরতোল হইতে বরফু এক ক্রোশ, বরফু হইতে মাপা এক ক্রোশ, মাপা হইতে জ্ঞানাঘর অর্দ্ধ ক্রোশ, জ্ঞানাঘর হইতে পাঁচুগ্রাম অর্দ্ধ ক্রোশ, পাঁচুগ্রাম হইতে মিলম এক ক্রোশ, এই সকল গ্রামেই ভোটীয়দিগের বসতি, কিন্তু ইহার মধ্যে মিলম গ্রামই বৃহৎ এবং তথায় ন্যূনাধিক তিন শত ঘর ভোটীয় লোক বাস করিয়া আছে। এই মিলমের পশ্চিমাংশে গোরিগঙ্গা ও দক্ষিণাংশে মানিকেনি নামক বৌদ্ধদিগের দেবযন্ত্র স্থাপিত রহিয়াছে, এবং ইহার উত্তরে মানতলাউ নামক ভোটীয়দিগের তীর্থ স্থান, কেহ কেহ ইহাকে সংস্কৃও ও শাণ্ডিল্যকুণ্ডও কহে, এই স্থানে শাণ্ডিল্য মুনি তপস্যা করিতেন। মানতলাউয়ের উত্তরে রাক্ষস তলাউ নামক কুণ্ড, ইহাও একটী ভোটীয়দিগের তীর্থ স্থান। এই স্থানে মমিরা, নির্ব্বিষি ও শালমমিশ্রি নামক ওষধি জন্মে। ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিমে তুষারাবৃত দুইটী পর্ব্বত আছে। পূর্ব্বোক্ত বিজয়সিংহ বড়ুয়া এই স্থানের রাজা ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার পুত্র পূর্ব্বোক্ত ধনসিংহ বড়ুয়া এ স্থানের ভোটীয়দিগের প্রধান। প্রতি গ্রামে ভোটীয়দিগের এক এক জন প্রধান থাকে, সেই প্রধান দিগের মধ্যেও আবার ধনসিংহ বড়ুয়া সর্ব্বপ্রধান, তিনি পঞ্চায়েতের সভাপতি হয়েন এবং তাঁহার মতেই সকল বিষয় মীমাংসিত হয়।

এই পরগণার নাম জোহার এখানে গ্রামকে পট্টি কহে। এই জোহার পরগণার মধ্যে রেলকোট, খেলাচ, সুমদু, টোলা, বরফাল, মরতুলী, লা, মাপা, গেনাঘর, পাঁচু, বিলজু, ও মিলম নামক বার খানি পট্টী আছে, তাহাতে প্রায় সাত শত ঘর ভোটীয় বাস করে। সকলেই বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, প্রায় দাসত্ব স্বীকার করে না, কেবল দেবু বড়ুয়া গবর্ণমেণ্টের তহশীলদার ও নয়নসিংহ বড়ুয়া তিজমের গবর্ণমেণ্টের পাঠশালার পণ্ডিত, এই দুই জনমাত্র দাসত্ব করিয়া থাকে। ভোটীয়েরা সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার করে না, পুরুষেরা ইজের, চাপকান, কোমর বন্ধ, চোগা, চাদর, টোপী ও চর্ম্ম-পাদুকা পরে এবং স্ত্রীলোকেরা ঘাঘরা, কোমরবন্ধ ও উলের কোর্ত্তা পরিয়া তাহার উপর এক খানি কম্বল আপাদ মস্তক আচ্ছাদন দেয় ও বনাতের পাদুকা পরিধান করে।

ভোটীয়েরা দিবসে অন্ন এবং রাত্রিকালে রোটী ও মাংস আহার করে, পীড়াতে মৃত পশুর মাংস পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করে না, শুষ্ক মাংস ইহারদিগের অধিক প্রিয় বস্তু, কারণ হিম-প্রধান দেশে সদ্যোমাংস ভোজনে অপেক্ষাকৃত শরীর শীতল হয়। ইহারা স্বস্ব গৃহে মদ্য প্রস্তুত করিয়া পান করে। চিন, তাতার ও তিব্বত প্রভৃতি দেশে ধান্যাদি উৎপন্ন হয় না বলিয়া ইহারা ভারতবর্ষ হইতে তণ্ডুল, গোধূম, যব, শ্যামা প্রভৃতি তিব্বতে লইয়া গিয়া এবং তথা হইতে কিনখাপ, তুষ, কম্বল, লবণ,

সোহাগা, গন্ধক, হরিতাল, চামর, মৃগনাভি ও পশম প্রভৃতি ভারতবর্ষে আনয়ন পূর্ব্বক বাণিজ্য করিয়া থাকে। ইহারা প্রায় অনেকেই লেখা পড়া জানে না, দড়িতে গ্রন্থি দিয়া হিসাব রাখে। এখানে চৌর্য্য বা মিথ্যা প্রবঞ্চনা নাই। শাস্ত্রে যে সকল দেবতার নাম মাত্রও নাই, ইহারা সেই সকল দেবতার নাম করিয়া পূজা করে, ইহারদিগের পূজায় ব্রাহ্মণের প্রয়োজন নাই, আপনারাই সম্পন্ন করে ও মদ্য মাংস দ্বারা ভোগ দেয়। বিশেষ কর্ম্মানুরোধ ব্যতীত ইহারা প্রায় স্বীয় গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া গ্রামান্তর যায় না. যদি কদাচিৎ দৈবাৎ কাহারও কোন কুটুম্বের সহিত পথে সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে অতি আগ্রহের সহিত তাহাকে বাটীতে আনয়ন পূর্ব্বক আহারাদি না করাইয়া কোন ক্রমে বিদায় করে না।

পিতা মাতা প্রভৃতির মৃত্যু হইলে ভোটীয়েরা ভারতবর্ষীয়দিগের ন্যায় সমারোহ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধাদি করে না, শ্রাদ্ধের পরিবর্ত্তে ইহারা তিনটী কার্য্য করিয়া থাকে। সামান্য লোকের মধ্যে কেহ মৃত ব্যক্তির নামে নদীতে একটী সেতু বন্ধন করিয়া দেয়, কেহবা গ্রামের মধ্যে মৃত ব্যক্তির নামে একখানি সাধারণ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া থাকে, সেই গৃহকে ছকসা কহে। ধনাঢ্যেরা তৃণ ও বস্ত্র দ্বারা মৃত ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করত রত্নালঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া এক গৃহ মধ্যে স্থাপন করে এবং একাদশ দিবস পর্য্যন্ত দেবতার ন্যায় সেই মূর্ত্তিকে পূজা করে ও তাহার নিকট নৃত্য গীত বাদ্য করিয়া মদ্য মাংসাদি দ্বারা ভোগ দেয়, পরে দ্বাদশ দিবসে তাহাকে জলে কিম্বা পর্ব্বতোপরি বিসর্জন করে। ঐ প্রতিমূর্ত্তির গাত্রের অলঙ্কারাদি সমুদায় মৃত ব্যক্তির ভাগিনেয় বা দৌহিত্রেরা পাইয়া থাকে। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী ঐ দিবস অবধি এক বৎসর স্নান করে না, মলিন বেশে দিন যাপন করে।

ভোটীয়দিগের বিবাহ বন্ধন অতি চমৎকার। কন্যা পাত্রের বিবাহ স্থির হইয়া দিন অবধারিত হইলে তাহার সাত আট দিন পূর্ব্ব হইতে প্রতি দিন দিবা রাত্র ঢক্কা বাদ্য হইতে থাকে ও স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া সমারোহ পূর্ব্বক নৃত্য গীত করিয়া বেড়ায় এবং একত্রে বসিয়া আহারাদি করে, পরে বিবাহ হয়। ইহারা কেহ দান, কেহ পরিবর্ত্ত ও কেহ বিক্রয় করিয়া থাকে। কন্যা বিধবা হইলে সে পুনর্ব্বার পিতামাতার বাটীতে আইসে ও পুনর্ব্বার বিবাহ হয়। দ্বিতীয় বার বিবাহিতা স্ত্রীকে চাঁটী বা দ্বিধিস্থ কহে। পতি বর্ত্তমানেও অন্যকে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু পূর্ব্ব বিবাহিত পতিকে তাহার বিবাহ ব্যয় ফিরিয়া দিতে হয়, এরূপ বিবাহ দুই তিন বারও হইয়া থাকে। ভোটীয় ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্রালোচনা করে, কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে কেহ কেহ শাস্ত্র মানে, অনেকেই প্রায় শাস্ত্র মানা করে না।

SELECTION.

A little consideration of what takes place around us every day would show us that a higher law than that of our will regulates events; that our painful labours are very unnecessary, and altogether fruitless, that only in our easy, simple spontaneous action are we strong and by contenting ourselves with obedience we become divine.

The radical tragedy of Nature seems to be the distinction of more and less How can less not feel indignation or malevolence towords more? Look at those who have less faculty and one feels sad and knows not well what to make of it. Love reduces them all, as the Sun melts the ice-berg in the sea The heart and soul of all men being one, this bitterness of his and mine ceases. His is mine.

Love for love. Give and it shall be given you. What will you have? pay for it and take it. If you put a chain around a neck of a slave, the other end fastens itself around your own. Bad counsel confounds the adviser.

Nothing can work my damage except myself—the harm that I sustain I carry about with me and never am a real sufferer but my own fault.

You can not do wrong without suffering wrong.

No man had ever a point of pride, that was not injurious to him.

A mutual understanding is ever the firmest chain.

A man may teach by doing and not otherwise.

We can only be valued as we make ourselves valuable.

As much goodness as there is—so much reverence it commands.

Never a sincere word was utterly lost.

Never a magnanimity fell to the ground.

সম্বাদ।

লাহোর সৎসভা।

লাহোরের সৎসভা দ্বারা নিম্নোল্লিখিত পুস্তক গুলি পঞ্জাবী ভাষায় অনুবাদিত ও বিরচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশ প্রকাশিত হইয়াছে ও অবশিষ্ট কতকগুলি প্রকাশিত হয় নাই।

১ প্রথম পুস্তক
২ মনোহরবার্ত্তা
৩ জ্ঞানশিক্ষা
৪ গণিত মঞ্জরী
৫ পঞ্জাবী ভাষার ব্যাকরণ
৬ ব্যাকরণ সার
৭ চরিতাবলী
৮ বিনয় পত্রিকা ১, ২, এবং ৩ ভাগ (ভজন)
৯ আত্মতত্ত্ববিদ্যা
১০ শ্রুতি স্মৃতি সার সংগ্রহ (ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে)
১১ ধর্ম্মোপদেশ (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে)
১২ ধর্ম্মানুষ্ঠান (অনুষ্ঠান পদ্ধতি হইতে)
১৩ ধর্ম্মশিক্ষা
১৪ ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস
১৫ হিতবাক্য
১৬ জপজী (গ্রন্থ সাহেব হইতে)
১৭ জ্ঞান ও ভক্তির মীমাংসা
১৮ সংস্কৃত ও হিন্দী অভিধান
১৯ ভূগোল বৃত্তান্ত
২০ ব্রাহ্মধর্ম্ম মূল সংস্কৃত ও গুরুমুখী ভাষায় অর্থ
২১ পরকাল
২২ ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব
২৩ ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যাখ্যান
২৪ ব্রাহ্মধর্ম্ম সার

এতদ্ব্যতীত সভা প্রশ্ন মঞ্জরী ও ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা অনুবাদ করিতে সংকল্প করিয়াছেন। উপরে লিখিত পুস্তক সকলের মধ্যে অধিকাংশ পুস্তক ধর্ম্মোৎসাহী শ্রীযুক্ত লালা বিহারীলাল দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি এ বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়েও বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। ঐ সকল পুস্তকের মধ্যে সৎসভার বিরচিত ভজন গুলি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। তাহা বালকেরা সভায় গাইয়া থাকে; গাইবার সময় অতি মধুর লাগে। লাহোরস্থ সকল সমাজের ব্রাহ্মেরা ঐ সকল ভজন গ্রহণ করিয়াছেন।

যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিতর সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবিষ্ট না হয় এবং ব্রাহ্মেরা হিন্দু সমাজ হইতে পৃথক হইয়া সকল জাতির ঘৃণিত এক স্বতন্ত্র বিমিশ্র সম্প্রদায় রূপে পরিণত না হয়েন এবং তদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট না করেন, এই জন্য সৎসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটি সমাজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন। ভারতবর্ষস্থ হিন্দু বংশোদ্ভব ব্রাহ্ম মাত্রেই সেই সমাজের সভ্য হইতে পারিবেন। এই সমাজের সভ্যেরা বিদেশীয় ব্যবহার অবলম্বন করিতে সহসা প্রবৃত্ত হইবেন না। বুদ্ধি ও বিবেচনার বিরুদ্ধে দেশাচারের দাস হইয়া থাকিবেন না কিন্তু যে নূতন রীতি প্রচলিত করা আবশ্যক হইবে সমাজস্থ লোকদিগের সভাতে তাহার প্রস্তাব করিয়া বিচারের সহিত তাহা গ্রহণ করিবেন। চিরাচরিত রীতি নীতি যতদূর সংশোধন আবশ্যক ততদূর সংশোধন করা এ সমাজের লক্ষ্য থাকিবেক। ধর্ম্ম বুদ্ধির অনুরোধে ও কাল প্রভাবে সমাজের অবস্থাভেদে যে যে রীতি পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক, তাহা পরিবর্ত্তন করা হইবেক, অথচ কেবল নূতন বলিয়া কোন রীতি পরিগৃহীত হইবে না। ঐ সমাজের ব্রাহ্মেরা অন্য সমাজের ব্রাহ্মদিগের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবেন না, প্রত্যুত আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাদিগের সহিত ভ্রাতৃভাব রক্ষা করিবেন। সারদা বাবু এই সমাজের নাম "আর্য্য সমাজ" রাখিতে চাহেন। যাহাতে আর্য্যদিগের পৈতৃক সম্পত্তি ও প্রধান গৌরবস্থল পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্মভাব ও সদাচার পরিবর্ত্তনের স্রোতে বিলুপ্ত না হইয়া যায় অথচ ভাবি উন্নতির প্রতিবন্ধক না ঘটে তাহাই এই সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে।

বৌবাজার উপাসনা সমাজ।

যে সকল ব্রাহ্মেরা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক হইয়া স্বতন্ত্র সমাজ সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সমাজ সংস্থাপন কালাবধি অদ্য পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে, কখন বন্ধ হয় নাই। ঐ সমাজের কার্য্য প্রথমে যে রূপ পৃথক ভাবে চলিয়াছিল অদ্যাপি সেই রূপ পৃথক ভাবে চলিতেছে। ঐ সমাজ এক্ষণে "বৌবাজার উপাসনা সমাজ" নাম ধারণ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু অন্নদাচরণ কাস্তগিরি মহাশয় তাহার সম্পাদক হইয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছে, যে পর্য্যন্ত উক্ত গৃহ সংস্কার সম্পন্ন না হয়, তত দিনের জন্য শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় নিজ ভবনে উপাস-

নার স্থান প্রদান করিয়াছেন। অতএব সাধারণকে অবগত করিতেছি যে গত ২০ ভাদ্র বুধবার অবধি শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে আদি ব্রাহ্মসমাজের নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মোপাসনা হইতেছে।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
সহকারি সম্পাদক।

মাসিক ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ৭ আশ্বিন রবিবার প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

ব্রাহ্মধর্ম্মবোধিনী সভা।

আগামী ৭ আশ্বিন রবিবার অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় ব্রাহ্মধর্ম্মবোধিনী সভার অধিবেশন হইবেক, সভ্য মহাশয়েরা উপস্থিত থাকিবেন ইতি।

আয় ব্যয়।

শ্রাবণ ১৭৯৪ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৮ ৪ ৮ I/১৫
পূর্ব্বকার স্থিত .	৫ ৪ ৯ ৸/১৫
সমষ্টি	১ ৩ ৯ ৮ ৶/১০
ব্যয়	৮ ৮ ২ I/
স্থিত	৫ ১ ৫ ৸৶/১০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৫ ৭
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা .	১ ৬ ২ ৸৶
পুস্তকালয় ...	১ ৪ II৶ ৫
যন্ত্রালয় .. . . .,	৫ ৫ ৬ II
গচ্ছিত ..	৫ ৭ ৶/১০
সমষ্টি	৮ ৪ ৮ I/১৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	১ ১ ৮ I৵
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১ ৩ ২ I ১০
পুস্তকালয়	১ ৪ ৮ ৶
যন্ত্রালয়	২ ৯ ৫ II/৫
গচ্ছিত	১ ৮ ৭ ৸৶৫
সমষ্টি . ..	৮ ৮ ২ I/

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র চৌধুরি ...	২ ৫
" নদিয়ার চাঁদ সাহা ..	১ ৫
" শিবচন্দ্র নন্দী ...	১ ০
" বাঞ্ছারাম মুখোপাধ্যায় ..	২

শুভ কর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর ...	৫
সমষ্টি	৫ ৭

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ব্রাহ্মধর্ম্মবোধিনী সভার ১৭৯৪ শকের শ্রাবণ মাসের আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু ...	২
" " গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৬
" " নীলকমল মুখোপাধ্যায় ...	৬
" " চন্দ্রশেখর গঙ্গোপাধ্যায় ...	II০
" " প্রসন্ন কুমার বিশ্বাস ...	৩
" " ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১
" " নীলমাধব মিত্র	১
" " তারকনাথ দত্ত ...	II০
" " সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি, এস্ ...	১০
	৩০
ফেরত প্রাপ্তি ও পূর্ব্ব মাসের স্থিত ...	৯৸৶
	৩৯৸৶

ব্যয়

বিবিধ ব্যয়	১৸/১০
স্থিত	৩৮/১০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।
শ্রীনবগোপাল মিত্র।
সম্পাদক।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের ১৭৯৪ শকের বৈশাখ লাং আষাঢ় মাসের আয় ব্যয়ের বিবরণ।

আয়

মাসিক দান প্রাপ্ত	৭৭II০
সাম্বৎসরিক সভায় দান প্রাপ্ত ...	১০৮
পুরাতন গদির কয়ার বিক্রয় ...	১
	১৮৬II০
পূর্ব্বের স্থিত	২৯৸৶৫
	২১৬I৶৫

ব্যয়

উপাচার্য্যদিগের গাড়ি ভাড়া ..	২০৸/৬
গায়কের বেতন	২০
বাদাকরদিগের বেতন	১৬৵৬
আলোক ব্যয়	১৵
সমাজ ভূমির রাজস্ব ...	৪
সমাজের রক্ষকের বেতন ...	১৩II০
সাম্বৎসরিক সভার ব্যয় ...	৪৫I৶৩
ট্রষ্টডিড প্রস্তুত করার ব্যয় ...	২১II৶
বিবিধ ব্যয়	৫৸৶৩
	১৪৮II৶৬
স্থিত	৬৭৸ ১১

শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

Registered No 2

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-
মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রাহ্মধর্ম্ম।

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ১খ। ১৬অ। ১৭ শ্লো।

এই অসীম আকাশে যে অমৃতময় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন, এই আত্মাতে যে অমৃতময় তেজোময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন; সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন,—তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।

ঈশ্বরের দুই কার্য্য মহান্; এক, আমারদের সম্মুখে অগণ্য নক্ষত্র মণ্ডিত অসীম আকাশ, দ্বিতীয়, অন্তরে আমারদের উন্নতিশীল এই চিরজীবী আত্মা। আত্মা স্থূলও নহে অণুও নহে কিন্তু সে কি সার বস্তু! এক বিন্দু আত্মা অসীম আকাশ দর্শন করিতেছে, এক বিন্দু আত্মার উপর যেন সমুদয় আকাশ অবলম্বিত রহিয়াছে। আত্মা না থাকিলে আর কিছুই থাকে না—আত্মার অভাবে শত শত সূর্য্য অন্ধকারময়; আত্মার উদয়েই সকল বস্তু জ্যোতিষ্মান্ হয়। বাহিরে আকাশ, অন্তরে আত্মা; দুইই সেই "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" অনন্ত পুরুষের আদর্শ, এদুয়েতেই তাঁহার আবির্ভাব। অসীম আকাশে তিনি বর্ত্তমান, আবার চিন্ময় আত্মাতেও তাঁর সিংহাসন। অন্তরে বাহিরে তিনি প্রাণ রূপে রহিয়াছেন। যখন নিভৃতালয়ে যাই, তখন সেখানে সাক্ষী-রূপে তাঁহাকে দেখিতে পাই; যখন কর্ম্মক্ষেত্রে গমন করি, তখন দেখি তিনি কর্ম্মাধ্যক্ষ-রূপে সকল ঘটনাকেই নিয়মিত করিতেছেন। তিনি বিষয়-রাজ্যের যেমন রাজা, তেমনি আত্মারও অধীশ্বর। তিনি ধর্ম্ম রাজ্যে আত্ম-সিংহাসনে থাকিয়া, পাপকে দমন করিয়া এবং পুণ্যের পুরস্কার দিয়া, আপনার দিকে সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁর করুণা বিস্তৃত আকাশে, তাঁর করুণা নিভৃত আত্মাতে,—তিনি বৃষ্টি দিয়া পৃথিবীকে শীতল করিতেছেন, তিনি অমৃত সিঞ্চন করিয়া আত্মাকে তৃপ্ত করিতেছেন। তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া আমরা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতেছি এবং অমৃত হইয়া তাঁহার সহবাসে পবিত্র আনন্দ উপভোগ করিতেছি।

উপদেশ।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্তৃক বিবৃত।

৩০ জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৭৯৪ শক।

অবিসম্বাদকো দক্ষঃ কৃতজ্ঞো মতিমানৃজুঃ।
কীর্ত্তিঞ্চ লভতে লোকে নচানর্থৈর্ন যুজ্যতে।
ব্রাহ্মধর্ম্ম ২ খ। ৮ অ। ৭ শ্লো।

যিনি অবিবাদী, কার্য্যদক্ষ, কৃতজ্ঞ, বুদ্ধিমান্ ও ঋজুস্বভাব, তিনি ভূমণ্ডলে কীর্ত্তি লাভ করেন এবং কোন অনর্থ সাধন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন না।

কাহারও সহিত বিবাদ করা বিধেয় নহে। ঈশ্বর আমারদিগের মনে যে স্বজাতি সহবাসের ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা মনুষ্য মনুষ্যের সহিত একত্র বাস করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করেন। বালক বালকের সহিত, যুবা যুবার সহিত এবং বৃদ্ধ বৃদ্ধের সহিত সহবাস করিতে যে ব্যগ্র হয়, এই ইচ্ছাই তাহার মূলীভূত কারণ। এই সহবাসের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করিবার জন্য কত সময় কত জ্ঞানী ব্যক্তিকে অজ্ঞান লোকের নিকট গমন করিতে হয়, কত সাধু ব্যক্তিকে অসাধুর সহিত সহবাস করিতে হয়, কত ধনী লোককে দরিদ্রের সংসর্গ করিতে হয় এবং কত উচ্চ সম্মান বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নীচের সহিত মিশ্রিত হইতে হয়। অতএব স্বজাতি সহবাস মানব জাতির স্বভাবসিদ্ধ এবং ইহা দ্বারা অনেক শিক্ষা, অনেক উন্নতি, অনেক মঙ্গল লাভ ও অনেক প্রকার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সহবাস বিষয়ে অত্যাচার দোষে অনেককে ঘোর বিপদে পতিত হইতেও হয়। সহবাসের গুণে যেমন মানব জাতির অশেষ প্রকার শিক্ষা, উন্নতি, মঙ্গল, ও শ্রীবৃদ্ধি হয়, সেই রূপ তাহার বিপরীত বিবাদাচরণে অনেক প্রকার দুর্গতিও ঘটিয়া থাকে। জগদীশ্বর আমাদের কল্যাণ সাধনের জন্য আমারদিগকে যে অসামান্য শুভকরী ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন, তাহার বিপরীতাচরণ করিয়া সেই অবশ্যম্ভাবী মঙ্গল হইতে বঞ্চিত হওয়া আমারদিগের কোন প্রকারে উচিত নহে। যে স্বজাতি সহবাসের ইচ্ছা আমাদিগের এতাদৃশ সুখ সৌভাগ্য ও সম্পদের কারণ, তাহার বিপরীত আচরণ করিয়া অমঙ্গল উদ্ভাবিত করা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। অতএব যাহাতে উক্ত প্রকার ইচ্ছার বিপরীত অমঙ্গলের কারণ কাহারও সহিত বিবাদ উপস্থিত হইতে না পারে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সতত সে বিষয়ে সাবধান থাকাই কর্ত্তব্য।

কর্ত্তব্য কার্য্যে নিপুণতার নাম কর্ম্ম দক্ষতা। সামান্য কার্য্যই হউক আর গুরুতর কার্য্যই হউক, যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়, নৈপুণ্য সহকারে তাহা সম্পাদন করিতে হইবে। নিপুণতা ভিন্ন কোন কার্য্য অনায়াসে বা অল্প সময়ে নিষ্পন্ন হয় না। এ বিষয়ের বিবরণ ১৭৯২ শকের ১৩ আশ্বিন দিবসীয় উপদেশে বিবৃত হইয়াছে, এস্থলে তাহার আর পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে। কৃতজ্ঞতা আমারদিগের মনের একটী স্বাভাবিক ভাব। কোন ব্যক্তি আমারদের কিছুমাত্র উপকার করিলে তখনি ঐ ভাব মনোমধ্যে উদিত হইয়া পশ্চাৎ তাহা কার্য্যেতে পরিণত হয়। মনের প্রকৃতিই এই রূপ যে আমাদের আন্তরিক ভাব সকল আকৃতিতে, বাক্যেতে ও কার্য্যেতে ব্যক্ত করিবেই করিবে। যদি কেবল কতকগুলিন সুবিন্যস্ত বাক্যেতে উপকারির প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, আর তাহার সহিত মনের ঐ ভাব মিশ্রিত না থাকে, তাহা হইলে মুখের ভাব

ও কথার ভাব দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারা যায়। আর আমারদের সমুদায় বাক্য ও সমুদায় কার্য্যে এই কৃতজ্ঞতার ভাব প্রবাহিত হইলে আমাদের মুখে একটী অনির্ব্বচনীয় জ্যোতি প্রকাশিত হয়, আমাদের কণ্ঠ হইতে উপকারির প্রশংসা ধ্বনি উৎসাহের সহিত উত্থিত হইতে থাকে। উপকারীর প্রতি আমাদের যথার্থ কৃতজ্ঞতার ভাব উদয় হইলে অবশ্যই আমাদের মনে এক প্রকার প্রসন্নতা—এক প্রকার সন্তোষ বিরাজ করিতে থাকে। ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা অন্য প্রকার। আমাদের হৃদয় ঈশ্বরের করুণা রসে আর্দ্র হইলে আমাদের মন হইতে স্বভাবত যে ভাব উত্থিত হয়, মুখ হইতে স্বভাবত যে সকল বাক্য নিঃসৃত হয়, তাহা-তেই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। "যখন কোন সুগন্ধি পুষ্প হস্তে করিয়া মনের সহিত তাহার স্রষ্টার নাম উচ্চারণ করা যায়, তখনি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয়। তিনি মুক্ত হস্তে আমাদিগকে যে সকল আনন্দ বিতরণ করিতেছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদের সহিত বার বার নমস্কার করিলেই আমারদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়।" এই প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাব অভ্যাস হইলে সর্ব্বদা মনে এক প্রকার নির-তিশয় আনন্দের উদয় হইতে থাকে।

বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিবেক। বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিবার নিমিত্তে তাহার স্বরূপ জানা আবশ্যক, অতএব যেমন বহির্ব্বিষয়ের কার্য্য সাধন জন্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্য করণ বলা যায়, সেই রূপ অভ্যন্তরে কার্য্য করিবার নিমিত্তে মনকে অন্তঃকরণ বলে। বুদ্ধি ঐ মনেরই একটী অবস্থা বিশেষ। যেমন চক্ষুরাদি বাহ্যকরণ সকল জড় পদার্থ, অন্তঃকরণ সেরূপ নহে, ইহা চেতন পদার্থ। ইহা সমুদায় জ্ঞান কার্য্যের কারণ। সংশয়, নিশ্চয়, স্মরণ, গর্ব্ব, অহঙ্কার ও বিবেচনা প্রভৃতি এই অন্তঃকরণের বিষয় এবং প্রীতি, শ্রদ্ধা, দয়া, ন্যায় ও তর্ক প্রভৃতি বৃত্তি সমুদায় ইহার আশ্রয়। চক্ষুরাদি বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বিষয় উপলব্ধি হয়, বুদ্ধি দ্বারা তাহা আলোচিত না হইলে তদ্বিষয়ে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম জ্ঞান হয় না এবং বুদ্ধিকে যতই সূক্ষ্ম বিষয়ের অনুশীলনে প্রবৃত্ত করা যায়, ততই তাহা মার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। অতএব সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিহিত কার্য্যে এই বুদ্ধিকে নিয়োজিত করিয়া তাহাকে মার্জ্জিত করিবেক।

বাক্য ও ব্যবহারে শরল হইবেক। শরলতা মনুষ্যের একটী অলঙ্কার বিশেষ। শরলের সহিত ব্যবহার করিয়া বা আলাপ করিয়া কখনই কেহ অসুখী হয় না, সুতরাং শরলের প্রতি সকলেই সন্তুষ্ট থাকে। অত-এব এই সকল সাধন দ্বারাই ইহলোকে কীর্ত্তি লাভ হয় এবং অনর্থ সাধন কার্য্যে নির্লিপ্ত থাকিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে পারা যায়।

হে সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর। তুমি আমার হৃদয়ের ভাব সকল নিয়তই দর্শন করিতেছ, অতএব আমি যেন কোন কালে তোমার অপ্রিয় কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া জীবনকে বিফল না করি এবং সাংসারিক কার্য্য সাধন কালে যেন তোমাকে বিস্মৃত না হই। আমার মন বিষয় ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া কিছুমাত্র বিকৃত হইলে যেন তোমার জ্যোতি তাহাতে প্রতিভাত হইয়া তাহাকে সচেতন করিয়া দেয়, এই আমার প্রার্থনা। হে জগদীশ্বর! তুমি, আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ভারতবর্ষ ও ব্রাহ্মধর্ম্ম।

ধর্ম্মই মনুষ্যের জীবন, সৌন্দর্য্য, সুস্থতা ও বল। যে ব্যক্তি সেই ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে পারে; ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত থাকে, ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হয়, ঈশ্বর তাঁহাকে রক্ষা করেন, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে, সেই রূপ প্রত্যেক জাতির পক্ষে এই রূপ নিয়ম। যে জাতি যে পরিমাণে ধর্ম্মপরায়ণ হইবে, সেই জাতি সেই পরিমাণে উন্নতি লাভ করিবে। ইহা অভ্রান্ত উপদেশ যে "ধর্ম্মএব হতোহন্তি, ধর্ম্মোরক্ষতি রক্ষিতঃ।" এবং ইহাও অক্ষয় সত্য যে "অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি। ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।" প্রত্যেক জাতির ইতিহাস হইতে এই দুইটি সত্য সপ্রমাণ হইবে। সকল সময়ে মনুষ্য স্থির চিত্তে সকল দিক্ বিচার করিতে সমর্থ হয় না। এই জন্য উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া এই নিয়মের ব্যভিচার কীর্ত্তন করিতে থাকে। আমরা অনেক সময়ে উন্নতির হেতু সকলকে অবনতি ও অবনতির হেতু সকলকে উন্নতি ভাবিয়া বিচারমূঢ়তা প্রদর্শন করি। কিন্তু অভিনিবেশ পূর্ব্বক আলোচনা করিলে প্রত্যেককেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, ধর্ম্মই উন্নতির ও অধর্ম্মই অবনতির একমাত্র কারণ। অনেক সময় আমাদের এরূপ ভ্রান্তিও উপস্থিত হয় যে, ব্যক্তি বিশেষ বা জাতি বিশেষের উন্নতির মূলে কোন্ ধর্ম্ম আধার হইয়া আছে অথবা ব্যক্তি বিশেষ বা জাতি বিশেষের দুরবস্থার মূলে কোন্ অধর্ম্ম বিরাজ করিতেছে, তাহা দেখিতে পাই না; কতকগুলি সামান্য বাহ্য ব্যাপারকে অধর্ম্ম বা ধর্ম্মের লক্ষণ ভাবিয়া উক্ত নিয়মের ব্যভিচার হইতেছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে যাই। আমাদের ভারত বর্ষ যে এ ক্ষণে দুর্ব্বিবহ জাতি সাধারণ দুরবস্থা ভোগ করিতেছে, আমাদিগেরই দোষ তাহার কারণ। সেই দোষ ভারতবর্ষীয়দিগের ধর্ম্ম বন্ধনের শৈথিল্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। যিনি যে দোষ প্রদর্শন করুন, তৎসমুদায়ই উহার সহচর। অনেকে অদ্যাপি ভারতবর্ষের মধ্যে প্রচুর ধর্ম্মের অস্তিত্ব অনুমান করেন এবং সেই অভিমানে অন্ধ হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপন ও সংকল্প যে কেমন গুরুতর, তাহা অনুভব করিতে অসমর্থ হন। কিন্তু তাঁহাদের অনুমান ও অভিমান যে নিরর্থক, তাহা আর কাহাকেও সপ্রমাণ করিতে হইবে না, হিন্দু জাতি আপনাদের মুখেই ব্যক্ত করিতেছে যে "এক্ষণে চতুষ্পাদ ধর্ম্মের এক পাদ মাত্র অবশিষ্ট আছে।" আমরাও এই বাক্যের পোষকতা করিয়া কহিতেছি যে, হিন্দু জাতি উক্তরূপ ধর্ম্মভ্রষ্ট না হইলে কখনই এরূপ দুরবস্থা উপস্থিত হইত না। যদি অন্তঃসার শূন্য কতকগুলি বাহ্য আড়ম্বর মাত্র ধর্ম্ম হয়, হিন্দু জাতির মধ্যে তাহার কিছুমাত্র অভাব নাই; ঈশ্বরের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা ভক্তি, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরতা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি ধর্ম্মের সারভূত অংশ সকল অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে যথার্থই ভারতবর্ষে ধর্ম্মের তিন পাদ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেবল এক পাদ মাত্র অবশিষ্ট আছে। ধর্ম্ম নামে যাহা কিছু এক্ষণে প্রচলিত আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই অনুভূত হইবে যে, ধর্ম্মের প্রাণ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবল শূন্য আকার মাত্র শৃঙ্খলস্বরূপ হইয়া হিন্দুজাতিকে চলৎশক্তিরহিত করিয়া ফেলিয়াছে। গুরু ও শিষ্য, পুরোহিত ও যজমান, শাস্ত্রী ও বিষয়ী, সকল শ্রেণীর মধ্যেই প্রবেশ করিয়া

দেখ, ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে। যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, ধর্ম্মের জ্ঞান সংকীর্ণ, ধর্ম্মের ভাব ম্লান, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সারশূন্য হইয়া আছে। ঈশ্বরের নিয়ম এই, যে পরিমাণে ধর্ম্মবল ক্ষয় পাইতে থাকিবে, সেই পরিমাণে আর আর তাবৎ শক্তি মন্দীভূত হইয়া আসিবে। এই জন্যই "ব্রাহ্মণেরা নিস্তেজ, ক্ষত্রিয়েরা নির্বীর্য্য" বণিকেরা দরিদ্র, কৃষকেরা অলস। উন্নত আশা, মনুষ্যোচিত অধিকার বোধ, অটল অধ্যবসায়, অশ্রান্ত চেষ্টা সমুদায় মহৎ গুণই ধর্ম্ম লোপের সঙ্গে সঙ্গে পলায়ন করিল; অমনি অশিক্ষিত স্ত্রীজনোচিত কলহ, আত্মম্ভরিতা, নীচ ভাব সকল উপস্থিত হইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুজাতির দুরবস্থার সহস্র দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। বর্ত্তমান দুরবস্থা অকারণ নহে, "ঈশ্বরকৃত বিড়ম্বনাও" নহে, ইহা ধর্ম্মের প্রতি শৈথিল্যের ও অধর্ম্মাসক্তির দণ্ড ঈশ্বরের পবিত্র নিয়ম লঙ্ঘন করিবার প্রতিফল। আমরা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিতেছি, যত দিন ভারতবর্ষীয়গণ ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত না হইবেন তত দিন এই দুরবস্থা ভোগ করিতেই হইবে। অনেকে ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতে থাকেন, কিন্তু সেই সৌভাগ্যের মূলীভূত পূর্ব্ব পুরুষগণের ধর্ম্মপরায়ণতা স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইতে চান না। ভারতবর্ষীয়গণ অকপটে ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হউন, দেখিবেন এক শতাব্দীর মধ্যেই ভারতবর্ষে সকল বিষয়েই যুগান্তর উপস্থিত হইবে।

আমরা আত্মদোষে প্রকৃতিকে বিকৃত করিয়া ফেলি, কিন্তু ঈশ্বর তাহা সংশোধন করিয়া দেন। নির্ম্মল বায়ু আমাদেরই দোষে মলিন হইয়া নানা রোগ উৎপাদন করে, কিন্তু ঈশ্বর বাত্যা ও বজ্রপাত প্রভৃতি উপায় দ্বারা তাহা সংশোধন করিয়া পুনরায় প্রকৃতিস্থ করেন; স্বাস্থ্যকর পৃথিবী আমাদেরই পরিত্যক্ত আবর্জ্জনাতে অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে, কিন্তু ঈশ্বর বায়ু ও আলোক প্রেরণ করিয়া পুনরায় তাহাকে স্বাস্থ্যকর করিয়া দেন। যদি ঈশ্বরের এই বিধান না থাকিত, তাহা হইলে কি ভীষণ দুরবস্থাই উপস্থিত হইত! কেবল ভৌতিক জগৎ দিয়াই যে ঈশ্বর এই রূপ অযাচিত করুণা বর্ষণ করিতেছেন, তাহা নহে, মনুষ্য সমাজের মধ্যেও তাঁহার এই রূপ বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি এক দিকে অপরাধের দণ্ড দান করেন, আর এক দিকে অসীম ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া নব জীবনের পথ প্রস্তুত করিয়া দেন। আমাদের অপরাধে ভারত বর্ষ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে; এই দুরবস্থার সময়ে সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মই আমাদের প্রয়োজনীয়। প্রয়োজনবিজ্ঞানবান্ ঈশ্বরের আশ্চর্য্য বিধান ক্রমে তাহারই উৎকর্ষ সাধনের জন্য ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মগণ এই বৃক্ষের মূলে যত্ন বারি সেচন করিতে থাকুন, এমন সময় আসিতেছে যে, সমুদায় ভারত বর্ষকে অনুরাগের সহিত ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

ভারত বর্ষের সকল শ্রেণীর মধ্যেই ধর্ম্মের বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে; স্বেচ্ছাচার সকল শ্রেণীরই অভ্যন্তর কলঙ্কিত করিতেছে, সকল শ্রেণীকেই তাহার বিষময় ফল ভোগ করিয়া জ্বালাতন হইতে হইতেছে। এ অবস্থা কেহই চির কাল বহন করিতে পারিবে না। এক এক করিয়া সকলকেই প্রতিবিধান চেষ্টায় উৎসুক হইতে হইবে। ধর্ম্ম ব্যতিরেকে অন্তঃকরণ কি রূপ অশান্তি ভোগ করে, গার্হস্থ্য সুখ কত ভ্রষ্ট হইয়া যায়, সমাজ কি রূপ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, ইহা সকল শ্রেণীই পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে

পারিবে। ধর্ম্ম ব্যতিরেকে পিতা সৎপুত্র পাইবেন না, স্বামী পতিব্রতা পাইবেন না, পত্নী সৎস্বামী লাভ করিতে পারিবেন না; ধর্ম্ম ত্যাগের এই ভয়ানক দণ্ড মনুষ্যের মর্ম্মান্তে আঘাত প্রদান করে, কেহই এ রূপ অবস্থা সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্মের শরণাপন্ন না হইয়া মনুষ্য আর কত কাল তিষ্ঠিতে পারিবে। ঈশ্বর করুন, হিন্দু জাতিকে এত দূর দুরবস্থা ভোগ করিতে না হউক। হিন্দু জাতি চৈতন্য লাভ করিয়া পুনরায় পূর্ব্ব পুরুষগণের ন্যায় ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হউন। প্রচলিত ধর্ম্ম-পদ্ধতি সকল নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আর ভবিষ্যৎ বংশ্যদিগের হৃদয় পূর্ণ হইবে না। উচ্চতম ব্রাহ্মধর্ম্মই সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এক্ষণে যতই নূতন পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন হউক, কিন্তু ইনি ভারত বর্ষের পরিচিত বন্ধু। চক্ষু উন্মীলিত হইলেই ভারত বর্ষ ইঁহার প্রেমে আবদ্ধ হইবে।

ব্রাহ্মগণ প্রাণপণে ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করুন, ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধনে যত্নবান্ হউন, সহিষ্ণু হইয়া ইহার বিঘ্ন সকলের সহিত সংগ্রাম করিতে থাকুন। ধর্ম্ম সংস্কার ব্যতিরেকে ভারতবর্ষের হৃদয়গত রোগ আর কিছুতেই দূরীকৃত হইবে না, ধর্ম্মের অগ্নি ব্যতিরেকে কিছুতেই ইহার শীতল রক্তে উত্তাপ সঞ্চার হইবে না; ধর্ম্ম বল ব্যতিরেকে ভারতবর্ষ আর কিছুতে উত্থানশক্তি লাভ করিতে পারিবে না। সহস্র সহস্র বিদ্বান্ উৎপন্ন হউন, সহস্র সহস্র কবি জন্ম গ্রহণ করুন, সহস্র সহস্র রাজনীতিজ্ঞই আসুন; মূলে ধর্ম্ম না থাকিলে সকলের চেষ্টাতেই "হিতে বিপরীত" ঘটিবে। যাহাতে ধর্ম্ম জ্ঞান প্রশস্ত হয়, ধর্ম্ম ভাব উদ্দীপ্ত হয়, ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে ঔৎসুক্য জন্মে,ইহাই এখন প্রধানতম কার্য্য। ধর্ম্ম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সমাজ সংস্কার হইবে, রীতি নীতির সংশোধন হইবে, জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা বাড়িবে—আর সমুদায় অভাব দূর হইবে। পুরাবৃত্তে দৃষ্ট হয়, ধর্ম্মই রাজপদের সৃষ্টি করিয়াছে, ধর্ম্মই কবিতার সৃষ্টি করিয়াছে, ধর্ম্ম হইতেই দর্শন শাস্ত্র সকল আবির্ভূত হইয়াছে; ধর্ম্মের জন্যই শিল্প বিদ্যা উন্নতি লাভ করিয়াছে। ধর্ম্মের প্রসাদেই পৃথিবীর মুখ শ্রী উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ভারত বর্ষে যদি এক বার ধর্ম্মোৎসাহ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে—ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধা ও কর্ত্তব্যের প্রতি অটল নিষ্ঠা উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে, উদ্যম ও চেষ্টার আর অভাব থাকিবে না।

হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস।

৩৩৫ সংখ্যক পত্রিকায় ৬১ পৃষ্ঠার পর।

ব্রাহ্মণ জাতির উৎপত্তি ও প্রাধান্য লাভের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে; পূর্ব্বতন আর্য্যধর্ম্ম তাঁহাদিগের হস্তে কি রূপ আকার ধারণ করিল এবং কোন্ বিষয়ে কি রূপ পরিবর্ত্তন ঘটিল, এক্ষণে তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ইতিহাস নিরূপণ করা তাদৃশ দুষ্কর হইবে না। বিশেষতঃ ক্রমান্বয়ে বৌদ্ধ, মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের সমাগমে যতই বিপ্লব ঘটিয়া থাকুক, অদ্যাপি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মই হিন্দু জাতির অস্থিতে অস্থিতে বিদ্ধ হইয়া আছে এবং উত্তর কালে গোভিল, আশ্বলায়ন ও কাত্যায়ন প্রভৃতি যে সকল সূত্রকার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে অতি সুশৃঙ্খল রূপে গ্রথিত করিয়া ইতিহাসানুসন্ধায়ীদিগের অনেক শ্রমের লাঘব করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বপুরুষভক্তি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মভাব। হিন্দু সমাজের মধ্যে এই ভাব

অসাধারণ রূপে উদ্রিক্ত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সময়ে আর্য্যগণ আশ্চর্য্য ভক্তির সহিত ঊর্দ্ধতন পুরুষগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব পুরুষগণের সমুদায় ব্যাপারই তাঁহাদের চক্ষুতে অলৌকিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পুরাতন ঋষিগণের বাক্য, আচার ব্যবহার ও ক্রিয়াকাণ্ড এমন ভাবে গৃহীত হইতে লাগিল যে, আমরা এ ক্ষণে কোন প্রকারেই সে ভাব অনুভব করিতে সমর্থ হই না। সেই ভাবের বশম্বদ হইয়া অধস্তন আর্য্যগণ পুরাতন ঋষিদিগের বাক্য সকল সংগ্রহ, তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার ও তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত যাগ যজ্ঞ, ব্যবস্থা ও পদ্ধতি রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে আমরা দেখিতেছি, তাঁহাদের সেই চেষ্টা এমন আশ্চর্য্য রূপে সফল হইয়াছে যে, আর কোন দেশেই এরূপ দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে সময়ে লেখার সৃষ্টি হয় নাই, বেদমন্ত্র সকল সেই সময়ের বস্তু; অদ্যাপি তাহার কোন মন্ত্রের একটি অক্ষর বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দান প্রণালী কোন্ অন্ধতম কালে আরব্ধ হইয়াছিল, অদ্যাপি হিন্দুধর্ম্মের প্রধান প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাহা প্রবিষ্ট হইয়া আছে। এক্ষণে হিন্দুসমাজে যে সকল আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি প্রচলিত হইয়া আছে, ইহার অনেক গুলির মূল সেই প্রাচীন কালের আর্য্যসমাজেই দৃষ্টিগোচর হইবে।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সময়ে ভারত বর্ষের পূর্ব্বতন অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। অন্য জাতীয় শত্রুগণের সহিত আর সে রূপ যুদ্ধাদি ঘটিত না। দস্যুগণ বারংবার পরাস্ত হইয়া নিবিড় অরণ্য ও দুর্গম পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। আর্য্যগণের ক্ষমতা বদ্ধমূল হইয়াছিল। এ দিকে আর্য্যগণও ক্রমে ক্রমে বৃহদ্গোষ্ঠী হইয়া উঠিলেন, ভারত বর্ষের নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন, কৃষি বাণিজ্য ও শিল্পের বিস্তার হইতে লাগিল। সুতরাং আর্য্যগণের দৃষ্টি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক বিষয় সকলের শৃঙ্খলা স্থাপনের নিমিত্ত আকৃষ্ট হইল। এই জন্য এই কালের ইতিহাসে অবতীর্ণ হইলে দৃষ্ট হইবে অধস্তন আর্য্যগণ অসামান্য উৎসাহের সহিত পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু সেই পুরাতন ঋষিগণ যে ভাবে অবস্থান করিতেন, তাহার পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আর সে মধুময় নব নব সূক্ত সকল বিনির্গত হইতেছে না, অভিনব তত্ত্বের উদ্ভাবন ও আবিষ্কার কিছু দিনের জন্য স্থগিত হইয়াছে, চিন্তা ও বিচারপদ্ধতি একটি নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে বদ্ধ হইয়াছে, সংক্ষেপে এই মাত্র বলিলেই তৎকালীন হিন্দুসমাজের অবস্থা সুন্দর রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, ভূরি ভূরি টীকাকার সকল উৎপন্ন হইয়া অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু পুরাতন আর্য্যগণের ন্যায় গ্রন্থকার সকল আর জন্মগ্রহণ করিলেন না। বেদের এক অংশ মন্ত্র ও আর এক অংশ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ ভাগের কিয়দংশ পাঠ করিলেই এই বাক্য সপ্রমাণ হইবে। কিন্তু এই সময়ে হিন্দু জাতির ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ, পরিবার ও রাজ্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই একটি সুন্দর শৃঙ্খলা উৎপন্ন হয়। সেই শৃংখলা সংস্থাপনের জন্যই যেন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সময়ে আর্য্যগণ যে বিষয়ে যে প্রকার ব্যবস্থাদি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, অদ্যাপি সেই বিষয় প্রায় তদনুসারেই চলিতেছে। এবং সেই শৃঙ্খলার গুণেই হিন্দু জাতি নানাবিধ

বিপ্লবের মধ্যে পতিত হইয়াও দণ্ডায়মান আছে। এ ক্ষণে আমরা বহু সহস্র বৎসরের পর সেই সকল বিষয়ের মধ্যে যে দোষ দর্শন করিতেছি, ইহা বিচিত্র নহে; কিন্তু যে সময়ের কথা উল্লিখিত হইতেছে, তখন উহাই সম্যক্ উপযোগী ছিল।

অধস্তন আর্য্যগণ যখন পূর্ব্ব পুরুষগণের সমস্ত বিষয়েরই অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহাদিগের সময়ে ঈশ্বর ও পরলোক বিষয়ক মতের অধিক পরিবর্ত্তন সম্ভাবিত নহে। আর্য্য ধর্ম্ম বলিবার সময়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পুরাতন আর্য্যগণ প্রথমে মেঘ অগ্নি বায়ু প্রভৃতি জড় পদার্থকে আরাধনা করিতেন, ক্রমে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের ন্যায় আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট দেব দেবীর কল্পনা করেন, পরিশেষে এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছিলেন এবং ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে, যখন আর্য্য ঋষিরা এক ঈশ্বরের সত্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন, তখনও পুরাতন যাগ যজ্ঞের পদ্ধতি পরিত্যাগ করিলেন না, প্রত্যুত অগ্নি বায়ু ইন্দ্র গরুড় প্রভৃতি সমুদায় দেবতাই এক বলিয়া প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সময়ে সেই উদয়োন্মুখ ব্রহ্মজ্ঞানের তাদৃশ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় না। দুই একটি স্থলে ইন্দ্রাদি সকল দেবের একত্ব প্রতিপাদক ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা কেবল বিদ্বান্ ব্রাহ্মণেরাই অবগত ছিলেন; তাঁহারা তাহা লইয়া যে আন্দোলন বা প্রচার করিতেন, ইহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রত্যুত পূর্ব্বোক্ত অগ্নি বায়ু প্রভৃতি জড় পদার্থ ও নানা দেব দেবীর আরাধনার নিমিত্ত যাগ যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান অধিকতর প্রচলিত হইল দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা যে একবারে স্থগিত হইয়া গেল, তাহা নহে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের শেষাবস্থাতে তাহা পুনর্ব্বার অধিকতর বলে সমুত্থিত হইয়াছিল। আমরা সেই সময়টিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের কাল হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক্ করিয়া বৈদান্তিক ধর্ম্মের কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি; অতএব বৈদান্তিক মত বলিবার সময়ে তাহার আলোচনা করিব। এক্ষণে এই মাত্র উক্ত হইতেছে যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সময়ে পূর্ব্বতন দেব দেবী সকলের আরাধনাই প্রবলতর ছিল।

অধিকন্তু আর্য্যদিগের সময়ে তেত্রিশটি মাত্র দেবতা যজ্ঞীয় দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইতেন, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সময়ে তাঁহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কি প্রকারে দেব সংখ্যার আধিক্য হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত রূপে নিরূপণ করা যায় না। কেবল দুই এক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরাতন আর্য্যেরা একটি দেবতাকেই উদ্দেশ করিয়া যে দুইটি নাম উল্লেখ করিয়াছেন, অধস্তন আর্য্যেরা সেই দুইটি নাম ধরিয়া দুইটি বিভিন্ন দেবতার কল্পনা করিলেন। তাহার দৃষ্টান্ত এই যে, আর্য্য কবিরা কোন একটি বিশেষ দেবতাকে হয় তো ছন্দের অনুরোধে কখন বৃহস্পতি, কখন বা ব্রহ্মণস্পতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং এই দুই নামের শব্দার্থ আলোচনা করিলেও উভয় নামই এক দেবতার প্রতিপাদক বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু অধস্তন আর্য্যেরা বৃহস্পতি ও ব্রহ্মণস্পতি নামে দুইটি বিভিন্ন দেবতার গণনা করিয়া গিয়াছেন। দেব সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার আর একটি কারণও অনুমিত হইয়া থাকে—আর্য্য কবিগণ উষা প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থকে লক্ষ্য করিয়া এমন সকল ঋক্ রচনা করিয়া গিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিলে এখনও নিঃসংশয়ে নিরূপণ করা যায় না

যে, তাঁহারা ঐ সকল পদার্থকে যথার্থই ঈশ্বর বোধ করিতেন, বা কবিজনোচিত ভাব ও কল্পনা দ্বারা ঐ রূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অধস্তন আর্য্যেরা ঐ সকল পদার্থকে দেবতা বলিয়া সুস্পষ্ট গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন।

সেই সমস্ত দেব দেবীর আরাধনা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে সম্পাদিত হইত, কেহ তাহার অন্যথা করিতে পারিত না। যে বিষয়ে যে রূপ পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট ছিল, ভ্রম বা প্রমাদ বশতঃ তাহার অন্যথা হইলে নানা সংশয় উপস্থিত হইত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এই রূপ একটি উপাখ্যান আছে, একদা ঋষির এই সংশয় জন্মিল যে, যদি কোন কর্ম্মের কোন অংশে নিয়মের অন্যথা হয়, এবং কর্ম্ম হইয়া গেলে কেহ তাহা বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে সেই কর্ম্ম কি পুনর্ব্বার নূতন করিয়া অনুষ্ঠান করিতে হইবে? কেহই নিঃসংশয়ে ইহার মীমাংসা করিতে পারিলেন না। পরিশেষে কোন ব্যক্তি এই পরামর্শ দিলেন যে জাতুকর্ণী নামে এক জন প্রাচীন ঋষি আছেন, তাঁহার নিকট গমন করিয়া ইহার মীমাংসা করিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতির রেখা মাত্র অতিক্রম কি রূপ দূষণীয় হইত, তাহা ইহা দ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে।

ভগবদ্গীতা।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃসমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥

হে ধনঞ্জয়! পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়ই সমান জ্ঞান করত কর্ম্ম-সকল অনুষ্ঠান কর; যেহেতু এই রূপ সমভাবই যোগ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

শাক্যসিংহের জীবন চরিত।

ললিত বিস্তর হইতে সংকলিত।

অযোধ্যার অন্তঃপাতী কপিল বস্তু নগরে শুদ্ধোদন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার ঔরসে মায়া-দেবীর গর্ব্ভে শাক্যসিংহের জন্ম হয়। তাঁহার প্রথম নাম সিদ্ধার্থ ও সর্ব্বসিদ্ধার্থ; শাক্য বংশের মধ্যে অতি প্রধান পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হওয়াতে পরিশেষে তিনি শাক্য সিংহ নামে প্রসিদ্ধ হয়েন শাক্য বংশীয়েরা গৌতম গোত্র বলিয়া গৌতম তাঁহার উপাধি হয়। জন্মের এক সপ্তাহ পরে তাঁহার মাতা মায়া-দেবী লোকান্তরে গমন করেন। এই জন্য তাঁহার পিতৃব্য পত্নী গৌতমী তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। পঞ্চম বর্ষ বয়সে পিতার আদেশ অনুসারে তিনি গুরুর নিকট বিদ্যা শিক্ষার্থে প্রবৃত্ত হন।

বিবাহযোগ্য বয়স উপস্থিত হইলে রাজা শুদ্ধোদন বিবাহ দিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। কিন্তু শাক্যসিংহ এক সপ্তাহ পরে, কি রূপ কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে চান, তাহা কএকটি "গাথা" দ্বারা প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাজা শুদ্ধোদন তাহার মর্ম্মার্থ অবগত হইয়া তদনুরূপ কন্যার অনুসন্ধানার্থ পুরোহিতকে নিয়োজিত করেন। কপিলবস্তু নগরে শাক্য বংশীয় দণ্ডপাণির কন্যাকে মনোনীত করিয়া পুরোহিত রাজাকে সংবাদ দেন। কিন্তু রাজা পুরোহিতের উপরেও নির্ভর না করিয়া শাক্যসিংহ স্বয়ং কন্যা মনোনীত করিতে পারেন, এই রূপ কৌশল অবলম্বন করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছিল; শাক্য সিংহ দণ্ডপাণির কন্যা গোপাকেই মনোনীত করিলেন। কিন্তু গোপার পিতার এই রূপ প্রতিজ্ঞা ছিল যে, যে ব্যক্তি তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ

করিতে অভিলাষী হইবে, তাহাকে লিপিজ্ঞান, সংখ্যা গণনা, যুদ্ধ, হস্তিশিক্ষা প্রভৃতি শিল্পবিদ্যায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে হইবে। কথিত আছে, শাক্যসিংহ উক্ত সকল শিল্প বিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি গোপার পাণিগ্রহণ করিলেন।

কিছুকাল পর্য্যন্ত তিনি রাজপুত্রোচিত নানাবিধ সুখ সম্ভোগের সহিত কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু পীড়িত জরাগ্রস্ত মৃত দেহ ও কোন সন্ন্যাসীকে দেখিলে তিনি পীড়া,বার্দ্ধক্য,মৃত্যু ও ধর্ম্মের বিষয়ে ঘোরতর চিন্তায় নিমগ্ন হইতেন। এই রূপ ক্রমে ক্রমে বৈরাগ্য তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিল। একদা তিনি এক কৃষকের গৃহে গমন করিয়াছিলেন,সেই কৃষক পরিবারের দুরবস্থা ও ক্লেশ স্বচক্ষে দর্শন করিলেন, সেই অবধি তাঁহার প্রধূমিত বৈরাগ্যানল প্রবল বেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি পথি মধ্যে একটি জম্বু বৃক্ষের তলে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতে করিতে সংসারের অনিত্য সুখের প্রতি এক বারে বীতরাগ হইয়া উঠিলেন। বাহিরেও তাহার লক্ষণ সকল প্রকটিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাজা শুদ্ধোদন অত্যন্ত শঙ্কান্বিত হইলেন এবং শাক্য সিংহ গৃহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন না করে, এই জন্য সতর্ক হইয়া রহিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। একদা নিশীথ সময়ে শাক্য সিংহ সংসারমায়ায় জলাঞ্জলি দিয়া ছন্দক নামে এক পরিচারকের সহিত অশ্বারোহণ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া অশ্ব ও পরিচ্ছদ ভৃত্যের হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন,—আমার পিতা মাতা জ্ঞাতি ও বন্ধুগণ যেন আমার নিমিত্ত শোকাকুল না হন,আমি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব। ভৃত্য এই সংবাদ লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলে নগরে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল।

কথিত আছে, এ দিকে শাক্য সিংহ খড়্গ দ্বারা আপনার শিখাচ্ছেদন ও পূর্ব্ব বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৈরিকরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধানে পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি মগধ দেশের রাজগৃহ নগরে উপনীত হইলেন। তৎকালে রাজা বিম্বসার মগধ রাজ্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি ভৃত্যগণের মুখে যুবা যোগীর আগমন বার্ত্তা শুনিয়া, স্বয়ং সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া রাজধানীতে তাঁহার অবস্থিতির প্রার্থনা করিলেন। শাক্যসিংহ অসম্মত হইয়া সংক্ষেপে আপনার পরিচয় দিয়া ও ভ্রমণের উদ্দেশ্য অবগত করিয়া রাজগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। তৎপরে অনেক ব্রাহ্মণ ও মুনির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান ও আচার ব্যবহার কোন প্রকারে মুক্তি লাভের হেতু নহে, তাঁহার মনে এই রূপ বিশ্বাস উৎপন্ন হয়।

অনন্তর তিনি নৈরঞ্জনা নদীর তীরে ক্রমাগত ছয় বৎসর অবস্থান করিয়া অনাহার প্রভৃতি নানাবিধ শারীরিক কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক তপস্যা করেন। ছয় বৎসরের পর দেখিলেন যে, এই রূপ তপস্যাতে তাঁহার শরীর ও মন উভয়ই ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, তিনি আর তত্ত্ব চিন্তা করিতে সমর্থ হন না। এই দেখিয়া উক্ত প্রকার তপস্যার প্রণালী পরিত্যাগ পূর্ব্বক রীতিমত পান ভোজন আরম্ভ করিলেন। ইতি পূর্ব্বে জ্ঞানকৌণ্ডিল্য, অশ্বজিৎ, পার্শ্ব, মহানাথ ও ভদ্রিক নামে পাঁচ ব্যক্তি তাঁহার সমভিব্যাহারী হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা শাক্য সিংহকে সহসা আচার পরিবর্ত্তন করিতে দেখিয়া ঘৃণা বশতঃ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বারা-

নদীতে গমন করিলেন। শাক্যসিংহ ক্রমে ক্রমে বল প্রাপ্ত হইয়া—স্থানান্তরে গমন পূর্ব্বক তত্ত্ব চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। কএক বৎসরের পর তিনি অভিপ্রেত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেন। ললিত বিস্তর গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া বুদ্ধ হইলেন।

তিনি স্বয়ং তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না; সেই জ্ঞান প্রচার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু প্রথমে তাঁহার এই সংশয় জন্মিল যে, তাঁহার ধর্ম্ম লোকের বোধগম্য হইবে না। এই জন্য তিনি সহসা প্রচারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই। পরিশেষে প্রচারের কামনাই প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি একবারে বারাণসী নগরে গমন করিলেন। পূর্ব্বে জ্ঞানকৌণ্ডিল্য প্রভৃতি যে পাঁচ জন সহচর তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে প্রথমেই তাঁহারা বুদ্ধের ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। তৎপরে আরও পাঁচ জন আসিয়া তাঁহার শিষ্য হন। অতঃপর যখন তিনি মগধে গমন করেন, তখন ষাটি জন শিষ্য তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন। মগধ দেশে আগমন করিলে মগধাধিপতি বিম্বসার তাঁহাকে স্বীয় রাজধানী রাজগৃহে আহ্বান করিয়া কলন্তকা নামক একটি "বিহার" (বৌদ্ধ সমাজ) নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই স্থানে মাজল্য ও শারিপুত্র নামে দুই প্রধান ব্যক্তি তাঁহার ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। কথিত আছে, ইহাঁরা বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত অনেক গ্রন্থ প্রচার করেন। মহাকাত্যায়ন নামে আর এক ব্যক্তিও এই স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন; শাক্য সিংহ তাঁহাকে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য উজ্জয়িনী নগরীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি তথায় গমন করিয়া গুরুর অভিলাষ সম্যক্ রূপে পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শ্রাবস্তী নগরের এক ধনবান্ ব্যক্তি বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অযোধ্যা প্রদেশে জেতবন নামক প্রসিদ্ধ উদ্যানে অনেক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া বিহার স্থাপন করেন এবং সশিষ্য বুদ্ধকে আহ্বান করিয়া কিছু কাল বাস করান। শাক্যসিংহ এই স্থানে থাকিয়া অনেক ধর্ম্মসূত্র প্রচার করেন এবং কোশলরাজ প্রসেনজিৎ প্রভৃতি অনেক ব্যক্তিকে স্বীয় মত অবলম্বন করান।

এই সময়ে রাজা শুদ্ধোদন পুত্রকে পুনরায় গৃহে আনিবার নিমিত্ত আট জন দূত প্রেরণ করেন, তাহারা শাক্য সিংহের নিকটে আসিয়া তাঁহার ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক সমভিব্যাহারে অবস্থান করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাজা আপন মন্ত্রীকে প্রেরণ করেন, কিন্তু তিনিও তাঁহাকে লইয়া যাইবার পরিবর্ত্তে স্বয়ং বুদ্ধের ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। তৎপরে রাজা কপিলবস্তুতে ন্যগ্রোধ নামে একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দেন। শাক্য সিংহ বুদ্ধ হইবার দ্বাদশ বৎসর পরে ঐ বিহারে অবস্থান করিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তথায় শাক্য বংশীয় সমস্ত ব্যক্তিই বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং তন্মধ্যে অনেকে সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হন। শাক্য সিংহের পত্নী গোপাও অপরাপর অনেক স্ত্রী লোকের সহিত তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভিক্ষু বৃত্তি অবলম্বন করেন।

মথুরা উজ্জয়িনী প্রভৃতি নানা স্থানে বাস করিয়া শাক্যসিংহ অনেক ব্যক্তিকে আপন ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। গঙ্গার দুই পারের দুই রাজা পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; শাক্য সিংহ সেই বিবাদ ভঞ্জন করিয়া উভয়কেই স্বীয় ধর্ম্মে আনয়ন করিলেন। উত্তর পারের রাজা অর্হৎ হইয়াছিলেন।

বারাণসী ও পাটলীপুত্রের মধ্যে গণ্ডক নদীর তীরবর্ত্তী কুশীনর গ্রামে শাক্য সিংহ মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, আমার মৃত দেহ সম্রাটদিগের রীত্যনুসারে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে হইবে। তদনুসারে তাঁহার মৃত দেহ সুগন্ধি জলে ধৌত ও সুগন্ধি তৈল লেপন পূর্ব্বক বস্ত্র ও তুলাতে আচ্ছাদিত করিয়া এক সপ্তাহ কাল একটি লৌহের সিন্দুক মধ্যে রক্ষা করা হইল। পরে পুনরায় সুগন্ধি তৈল লেপন করিয়া চন্দন কাষ্ঠের চিতাতে দগ্ধ করা হয়। পরে শিষ্যেরা সমস্ত ভস্ম সংগ্রহ করিয়া আটটি পাত্রে রাখিয়া আটখানি সিংহাসনে স্থাপন পূর্ব্বক কএক দিবস তাহার সম্মুখে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। পরে, ভস্ম কোথায় রক্ষিত হইবে এই লইয়া নানা স্থানের লোকে পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। পরিশেষে এক ব্রাহ্মণ মধ্যবর্ত্তী হইয়া সেই সমস্ত ভস্ম বিভাগ করিয়া আট স্থানে প্রেরণ করেন। সেই অষ্ট স্থানে ভস্মোপরি এক এক চৈত্য নির্ম্মিত হয়। মধ্যবর্ত্তী ব্রাহ্মণ ভস্মের পাত্র ও ন্যগ্রোধ নামক এক শিষ্য চিতার অঙ্গার লইয়া এক এক স্থানে রাখিয়া তদুপরি এক এক চৈত্য স্থাপন করেন। শাক্য সিংহের চারিটি দন্ত চারি দেশে স্থাপিত হইয়াছে। কথিত আছে, তাহার একটি সিংহল দ্বীপে নীত হয়।

কোরানের উপদেশ সংগ্রহ।

১।—তোমরা কি দেখিতেছ না, যে, ঈশ্বর রাত্রির পর দিবা ও দিবার পর রাত্রি, পর্য্যায়ক্রমে আনয়ন করিতেছেন; এবং চন্দ্র সূর্য্যকে তোমারদিগের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে বাধ্য করিয়াছেন? চন্দ্র সূর্য্য উভয়ই আপন আপন নির্দ্দিষ্ট সীমায় উপনীত হইবার নিমিত্ত দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। তোমরাও যাহা করিতেছ, ঈশ্বর তাহা বিশেষ রূপে অবগত আছেন। ঈশ্বরের জ্ঞান ও শক্তি সম্বন্ধে এই প্রকার কথিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত ঈশ্বরই একমাত্র সত্য পুরুষ ও তাঁহাকে ছাড়িয়া আর যাহাকেই ডাকিবে, তাহাই অসার, অপদার্থ।

২।—সেই তিনি, যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান জানিতেছেন,—যিনি মহান্, যিনি করুণাময়;—সেই তিনি, যিনি আপনার সৃষ্ট সমুদায় পদার্থকে যার পর নাই সুন্দর করিয়াছেন; তাঁহার প্রতি তোমারদিগের ধন্যবাদ কত অল্প প্রেরিত হয়।

৩।—ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, কারণ তিনি আমারদিগের সম্পূর্ণ আশ্রয় দাতা।

৪।—হে ভক্ত! ঈশ্বরকে সর্ব্বক্ষণ স্মরণ কর এবং দিবা রাত্রি তাঁহারই জয় ঘোষণা কর। তোমার প্রতি তাঁহার এরূপ করুণা যে তিনি তোমাকে অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাইবেন।

৫।—হে মানবগণ! ঈশ্বর তোমারদের প্রয়োজনীয়! কিন্তু তাঁহার অন্যের সাহায্য প্রয়োজন হয় না—তিনি স্বতন্ত্র, তিনি স্তবনীয়।

৬।—সেই ঈশ্বর, যিনি আমাদিগের নিকট হইতে দুঃখ অপসারিত করিয়াছেন তাঁহার মহিমা মহীয়ান্ হউক্। ইহা নিশ্চয় যে আমারদের প্রভু পাপীদিগকে মার্জ্জনা করিবার নিমিত্ত ও তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী ব্যক্তিগণকে পুরস্কার দিবার নিমিত্ত উন্মুখ রহিয়াছেন। তিনি আমারদের বিশ্রামের জন্য সেই অমৃত-নিকেতনে লইয়া যাইবেন, যেখানে তাঁহার প্রসাদে পরিশ্রম আমারদিগকে স্পর্শ করিবে না ও ক্লান্তি আসিয়া আমারদিগকে অবসন্ন করিবে না

৭।—ইহা নিশ্চয়, পাছে দ্যুলোক ও ভূলোকের নিপাত হয়, এই হেতু ঈশ্বর তাহা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

৮।—কি দ্যুলোকস্থ কি ভূলোকস্থ কোন পদার্থই ঈশ্বরকে বাধা দিতে পারে না।

৯।—তোমার সেই প্রভুর জয় ঘোষণা কর। লোকে তাঁহার বিষয়ে যাহা কিছু বলে, তাহা হইতে তিনি অনন্ত গুণে উচ্চতর।

১০।—ঈশ্বরকে যাহারা ভয় করিবে, তাহাদিগকে তিনি মুক্ত করিবেন, তাহাদিগকে নিরাপদ স্থানে সংস্থাপিত করিবেন— অমঙ্গল তাহারদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না—দুঃখেও তাহারা ক্লিষ্ট হইবে না।

ব্রাহ্মাবধূত শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ গিরি-স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

৩০৯ সংখ্যক পত্রিকার ১০৭ পৃষ্ঠার পর।

ভোটীয়েরা আপনাদিগকে ইন্দ্র বংশ জাত বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু ভারতবর্ষীয় ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় উপবীত ধারণ করে না। ইহারা প্রতি দিন স্নান ও হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করে না, মস্তকে যে শিখা থাকে, কেবল তাঁহাই ধৌত করে ও মুখ প্রক্ষালন মাত্র করিয়া থাকে। সকলেই স্বহস্তে ক্ষৌরকর্ম্ম ও বস্ত্রাদি ধৌত করে, নাপিত ও রজক নাই। ইহারা সকল প্রকার মৎস্য ও মাংস আহার করিয়া থাকে। তথায় যে সমস্ত যজ্ঞোপবীতধারী ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণাদি অন্যান্য জাতি বাস করেন, তাঁহারা ইহাদিগের সহিত পান ভোজন করেন না; করিলে জাতিচ্যুত হন। সেই জাতিচ্যুত পুরুষ অথবা স্ত্রীদিগকে অগত্যা তাহারদিগের সহিত মিশ্রিত হইতে হয়। কিন্তু উহারা তাহাদিগকে আপনাদের তুল্য জ্ঞান করে না, প্রত্যুত তাহাদিগকে উহাদিগের দাস ও দাসী হইতে হয়। তদ্দেশীয় ভাষাতে তাহাদিগকে ছোড়া ও ছোড়ী কহে। উহাদিগের পুত্র কন্যা জন্মিলে বিবাহ দেওয়া অত্যন্ত কঠিন, উক্ত রূপ ছোড়া ও ছোড়ীর পুত্র কন্যা ব্যতিরেকে আর কাহারও সহিত বিবাহ হয় না। ইহাদের সন্তানগণকে কুনকে কহে। ইহাদিগের তিন পুরুষ অতীত হইলে যদি অধস্তন কুনকেরা ধনসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে ভোট জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ভোট দেশে কন্যা পুত্রের বিক্রয় প্রথা প্রচলিত আছে। ভোটীয়েরা কাহারও বেতনভোগী হয় না, বাণিজ্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং আপনার আপনার হস্তে লোমজ বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া লয়। এদেশের পুরুষ ও স্ত্রী উভয় জাতিই অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী। কাণ্ডি ও ডোগ নামে এক প্রকার ঘোড়া আছে, সচরাচর তাহাতে দেড় মণ বস্তু ধরে; তাহা অনায়াসে পৃষ্ঠে লইয়া চলিয়া যায়।

তোস্কা নামে এক প্রকার অসভ্য নৃত্য প্রচলিত আছে। ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোক ও পুরুষেরা দিবস অথবা রাত্রিতে পরস্পর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক মণ্ডলাকার হইয়া নৃত্য করে এবং শুনিয়াছি ইহাতে অনেক প্রকার পাপাচারও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে "বহেরা" গানের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, এখানে তাহাও প্রচলিত আছে। কুমারীরা একত্র হইয়া বহেরা গান করিয়া থাকে। তাহাদিগের সভার মধ্যে অনেক স্বেচ্ছাচারী পুরুষও থাকে। কুমারীদিগের চরিত্রের প্রতি ভোটীয়দিগের কিছুই দৃষ্টি নাই।

এদেশে বড় বড় বৃক্ষ নাই, ঊর্দ্ধ সংখ্যা দশ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, শীত কালে প্রায় ত্রিশ হাত পর্য্যন্ত বরফে ঢাকিয়া যায়। গৃহাদি নির্ম্মাণের নিমিত্ত ভোটীয়দিগকে প্রায় সাত আট দিনের পথ নিম্নে যাইয়া কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিতে হয়। ইহারা প্রস্তর দ্বারা ভিত্তি নির্ম্মাণ করে ও কাষ্ঠের ছাদের উপরও প্রস্তর বসাইয়া দেয়, তাহাতে তুষার বর্ষণেও তাহার কোন ক্ষতি হয় না। এদেশে তুষার বর্ষণকেই বৃষ্টি কহে, জল বর্ষণ হয় না। শীত কালে নদ নদী সমুদায় তুষারাচ্ছন্ন হইয়া যায়। এদেশে প্রবল ঝটিকা নাই, সময়ে সময়ে কেবল উগ্রতর শীতল বায়ু বহিতে থাকে। রাত্রিকালে কখন তাদৃশ বায়ু প্রবাহিত হয় না, সূর্য্য যত প্রখর হয় ততই উহা প্রবল হইতে থাকে। আমাদের দেশের লোক তথায় বাস করিলে দুই তিন বৎসরেই তাহার সমুদায় কেশ শুক্ল হইয়া উঠে।

সিলম নামক একটি গ্রামের পশ্চিম দিয়া গোরী-গঙ্গা নদী প্রবাহিত হইয়াছে, গোখা নামক আর একটি নদী অতি দূরস্থ তুষারাবৃত স্থান হইতে গোরী গঙ্গাতে মিলিত হইয়াছে। এই স্থানে সব দাহ হইয়া থাকে। সিলম গ্রামের পূর্ব্ব দিকে গোখা নদীর উপর একটি সাঙ্গা আছে, সেই সাঙ্গা পার হইলেই তিব্বত দেশে উপনীত হওয়া যায়।

REVIEW.

Theistic Toleration and Diffusion of Theism Calcutta: G. P. Roy.
(*From the Inquirer of London August 3rd* 1872.)

Although anonymous it is evident that this able pamphlet comes from the pen of one of the friends of Keshub Chunder Sen The doctrines of Brahmoism or Hindu Theism are summed up in the following formulas:—

1. The Entirely Natural Origin of our Religious Knowledge.
2. The Existence of God.
3. The Infinity of God
4. The Fatherhood, the Motherhood, and the Friendhood of God.
5. The Nearness of God to Man
6. The Free Will of Man.
7. The Love of God and doing the Works He loves.
8. The Existence of a Future State.
9. The Distribution of Rewards and Punishments in that State.
10. Self-Satisfaction of Mind, arising from Consciousness of Virtue, is Heaven, and Remorse is Hell.
11. The Remedial Chracter of Divine Punishment.
12. The Eternal Progress of the Human Soul.

In regard to the best way of diffusing Theism the writer lays stress upon its teachers setting an example of a firm faith in its doctrines, and leading truly pious and virtuous lives. He objects to the sectarian attitude which would put forth Theism as an entirely new religion in opposition to all historical and existing systems, when in fact it is as old as the human race, and forms the vital and essential portion of every old religion. His theories of worship and Church reform entirely accord with our own views, and are indeed carried out by those Unitarian congregations who have adopted either a Revised Book of Common Prayer, or considerable portions of that book in their liturgical services.

"Theists (he says) should adopt the old form of Church service, making such changes in it as are imperatively required by the principles of Theism. They should adopt a ritual containing as much of the old form as could be kept consistently with the dictates of conscience. They should also have a book of Theistic texts extracted from the national Scriptures, which already command the veneration of the nation, such a book being essentially necessary for drawing the eyes of the nation to the really important portion of its Scriptures as distinguished from the unimportant, and thereby diffusing the principles of Theism among its members, as well as for serving the subsidiary purpose of a convenient collection of national mottoes for sermons and discourses. This system of propagation does not exclude the introduction of a new element into the Church service, and into the ritual mentioned above, but this element should be cautiously introduced, and in a national shape, suited to the feelings and tastes of the nation. This system of diffusion also does not exclude the acceptance of the truths contained in the Scriptures of other nations and the transfusion of the beauties of those Scriptures in a national shape into our own hymns and discourses."

The writer of the pamphlet is a member of the Adi Brahmo Samaj and not of the Brahmo Samaj of India. Editor T. P.

NEW IDEAL OF LIFE.

(*From the Inquirer of London.* August 3rd 1872.)

There is a new ideal of life, which I think, is slowly arising among us: and which, when it is fully carried out, I be-

lieve, will make an impression upon society, never before seen in the world. This is the idea of mutual helpfulness; of every man's living not to himself, but to God, in loving and helping his kind. Helpfulness, I say—that which Mr. Ruskin describes as the most glorious attribute of God himself; and which has so seized upon his imagination, that he ventures to substitute for "Holy, holy, holy, is the Lord," Helpful, helpful, helpful is the Lord God Almighty! This will not do; but it indicates a glorious tendency of modern thought. The old ideal of life has been to get together the means of comfort and enjoyment, to get wealth, to get a fine house, to get luxuries for wassail and feasting, or to get books and pictures; and then to sit down and enjoy all this good estate, and transmit it to fortunate heirs, with little thought of others—with some charities, perhaps, but without taking into heart or life the common weal, happiness, and improvement of all around.

What a millennium would it begin, if, instead of this, every man should be thinking, just so far as he can go beyond taking care of his own body and soul, what he can do for others—not in any merely eleemosynary way; not merely to instruct and improve men with the pharisaic assumption of being better or better off than they; but by acting a brotherly part to them, speaking neighbourly words, doing neighbourly deeds, smoothing the path, softening the lot, seeing all erring, and sorrow, and joy, and worth, as if they were their own; and wherever there is any difficulty or trial or need to "lend a hand." Whenever such a spirit enters into and pervades society, it will make a world, compared with which *our* time will sink back among the Dark Ages.

Dr. Dewey.

বিক্রেয় পুস্তক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) .. ২

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত ঐ ভাল বাঁধা .. ২॥০

সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে) ॥০

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম খণ্ড (টীকা ও তাৎপর্য্য সহিত) .. .. .. ॥০

সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) ... ।০

বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম .. .. .. ।০

বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড .. ৵১

বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত .. ॥০

ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস .. .. ॥০

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ ॥০

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ ॥০

মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ . ॥০

দশোপদেশ . .. . ॥৵০

অনুষ্ঠান-পদ্ধতি .. .. ॥০

মাঘোৎসব ১

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .... ।৵০

ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ ।০

ব্রহ্মবিদ্যালয় ১

ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .. .. ।৵১

রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা প্রথম ভাগ ॥০

রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ ৸০

কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা .. .. ॥০

বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা .. ।৵০

তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ .. .. ১॥০

ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ভাগ .. ১

ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা দ্বিতীয় ভাগ .. ১

ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্র ২

ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা ៸০

প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা ៸০

ব্রহ্মোপাসনা .. .. .. ／০

ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি .. .. .. ／০

ব্রহ্ম-স্তোত্র .. .. .. ／১০

ধর্ম্ম-শিক্ষা ৵০

পৌত্তলিক প্রবোধ .. .. ।৩

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা .. .	৭
মনুসংহিতা	৫
ধর্ম্ম সংগ্রহ	৶০
ব্রহ্মসঙ্গীত চতুর্থ ভাগ	৶০
উদ্বোধনাঞ্জলি	⁄০
গৃহকর্ম্ম	।০
স্তোত্রমালা	।০
ধর্ম্ম দীক্ষা	⁄০
ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা ১৭৮৭ শকের একত্র বাঁধান	৸০
কুমার শিক্ষা	।০
দীপ্ত-শিরার অভিষেক	।১০
ব্রহ্মসাধন	৶০
ব্রহ্মজ্ঞান	⁄০
ব্রহ্মজ্ঞান সূত্র তাৎপর্য্য সহিত ..	৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড ..	⁄১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড ..	৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব	⁄০
ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত জন-সমাজের সম্বন্ধ	⁄০
হিন্দু জাতি, তাহার অভাব ও কর্ত্তব্য	৶০
উপদেশ	।১০
ব্রাহ্মব্যবহার	⁄০
পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	⁄০

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ঊনবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ তিন ঘণ্টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা ৭ সাত ঘণ্টার সময় ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

উল্লিখিত উৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম সংক্রান্ত কতকগুলি পুস্তক অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রীত হইবে।

শ্রীজগচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ কার্ত্তিক রবিবার প্রাতঃকালে মাসিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

শ্রী আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

সহকারি সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ভাদ্র ১৭৯৪ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৩০০॥/৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৫১৫৸৶১০
সমষ্টি	৮১৬।৶১৫
ব্যয় ..	২৫৫।/১০
স্থিত	৫৬১৶৫

ব্রাহ্মসমাজ	২৪।৶১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা .	১৩১॥৶১০
পুস্তকালয়	২৮৶১০
যন্ত্রালয় . .	৯০
গচ্ছিত	২৬।⁄০
সমষ্টি ..	৩০০॥/৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৮৮॥৶
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৮৭॥৶১৫
পুস্তকালয় .	২১৸৶
যন্ত্রালয় .. .	৪৭।/৫
গচ্ছিত	১২৸/১০
সমষ্টি	২৫৫।/১০

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র রায় মহাশয় ...	১০
" কামাক্ষাচরণ মুখোপাধ্যায় .	৫
" কালীকিশোর চট্টোপাধ্যায় ...	৫
" লক্ষ্মীনারায়ণ বসু	২
দানাধারে প্রাপ্ত	২।৶১৫
সমষ্টি	২৪।৶১৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাশুল বার্ষিক ছয় আনা। সম্বৎ ১৯২৮। কলিগতাব্দ ৪৯৭২। ১ কার্ত্তিক বুধবার।

Registered No 2

ব্রহ্মবা একমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

কালনা ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মোপাসনা।

১ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ১৭৯৪ শক।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্যের উপদেশ।

প্রাতঃকাল।

এ কি মনোহর দৃশ্য! এখানে সকলে সাধু-ভাবে সদ্ভাবে পবিত্র হইয়া সেই পবিত্র-স্বরূপের উপাসনাতে আত্মাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। সকলের মুখ হইতে সাধু-ভাব বিগলিত হইয়া ঈশ্বরের চরণে প্রবাহিত হই-তেছে। এই অধঃস্থ পৃথিবী লোকে—মর্ত্ত্য-লোকে থাকিয়া আমরা অমৃত-স্বরূপের উপাসনা করিতে উপস্থিত হইয়াছি! এ কি আশ্চর্য্য দৃশ্য! পদ্ম যেমন প্রস্ফুটিত হইয়া আপনার সুগন্ধ দান করে, তেমনি সহজে হৃদয়ের প্রেম তাঁরি চরণে অর্পিত হউক। আমরা প্রীতি-কুসুমে ভক্তি-চন্দনে তাঁরি আরাধনা করি। তিনি অন্তরের বস্তু, আমরা তাঁহাকে আন্তরিক প্রীতি ভক্তি দ্বারা পূজা করি—তিনি ভক্তি প্রেমই গ্রহণ করেন, আর কিছুই গ্রহণ করেন না। যে যে প্রকারে পূজা করুক, যদি তাহাতে আন্তরিক প্রেম থাকে, তিনি তাহা গ্রহণ করেন। যদি কেহ বাহিরের পুষ্প চন্দন দিয়া তাঁহাকে পূজা করে, প্রেম বারিতে ধৌত হইলেই তিনি তাহা গ্রহণ করেন, তদ্ব্য-তীত তাহা গ্রহণ করেন না। আমারদের কি পুণ্য, কি বল, যে সেই দেব-দেব মহাত্মাকে পূজা করিতে পারি। তাঁরি কৃপাতে তাঁহাকে পূজা করিবার আমারদের অধিকার হইয়াছে। আমরা ক্ষুদ্র মর্ত্ত্য জীব, তিনি রাজ-রাজ দেব-দেব, তিনি আমাদের পূজা চান, প্রীতি চান; আমরা কি তাঁহাকে পূজা দান করিতে কৃপণতা করিব? কখনই না। গীতাতে আছে—"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।" "সেই নিত্য-যুক্ত যোগী-দিগের মধ্যে যাহারা আমাকে প্রীতি পূর্ব্বক ভজনা করে, তাহারদিগকে সেই প্রকার বুদ্ধি-যোগ প্রদান করি, যাহাতে তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়।" যে ব্যক্তি প্রীতি-পূর্ব্বক তাঁহাকে চায়, সে যদি তাঁহাকে না পায়, তবে আর কে পাইবে? যে ব্যক্তি আপনার প্রীতি দিয়া তাঁহাকে পূজা করে, তিনি

তাঁহার পূজা গ্রহণ করিবেন না তো আর কাহার পূজা গ্রহণ করিবেন—তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইবেন না তো আর কাহার নিকট প্রকাশিত হইবেন? আমারদের আরাধ্য দেবতা নিদ্রিত নন, তিনি জাগ্রৎ দেবতা—তিনি জাগ্রৎ থাকিয়া এই মন্দিরের আকাশের মধ্যে রহিয়াছেন। পবিত্র-স্বরূপ এখানকার এই পবিত্র-সমীরণের মধ্যে ক্রীড়া করিতেছেন। আপনার হৃদয়-সিংহাসনের মধ্যে তাঁর প্রেম-জ্যোতি দর্শন কর; তাঁহার পবিত্র-স্বরূপ দেখিয়া পবিত্র হও। ঈশ্বরের জন্য হস্তকে চালিত কর, পদকে প্রধাবিত কর, তাঁরি কর্ম্মে নিযুক্ত হও। "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি" তাঁহার সহিত যোগ রাখিয়া সকল কর্ম্ম কর। মনুষ্যের আত্মাই পরমাত্মার সহিত যোগ রাখিতে পারে। পশু-পক্ষী বিষয়-সুখে রহিয়াছে, বিষয়-কার্য্য করিতেছে, কার জন্য করিতেছে তাহা তাহারা জানে না। মনুষ্যই তাঁর আদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম পালন করিতেছে, তাঁর প্রেম-মুখ দেখিয়া পবিত্র হইতেছে—তাঁহার অনন্ত সহবাস লাভ করিতেছে। এখানে পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া এক দিনের মধ্যেই শুষ্ক হয় কিন্তু মনুষ্যের আত্মা দেবলোক হইতে দেবলোকে অনন্ত কাল তাঁহার সহচর অনুচর হইয়া থাকে। আমরা অজর অমর অমৃত পুরুষের পুত্র। বাজসনেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি যজুর্ব্বেদ সংহিতাতে বলিয়াছেন "সনোবন্ধুর্জনিতা সবিধাতা।" তিনি আমারদের বন্ধু, তিনি আমারদের পিতা, তিনি আমারদের বিধাতা। "যইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বৎ" যিনি এই সমুদয় বিশ্বভুবনকে অস্তিত্বে আহ্বান করিয়াছেন, "পিতা নঃ" তিনি আমারদের পিতা। তিনিই আমারদিগকে এই সংসারে আহ্বান করিয়াছেন। আমরা কিছু আপনারা আসি নাই, তাঁহার নিমন্ত্রণে নিমন্ত্রিত হইয়া এখানে আসিয়াছি। তিনি আমারদিগকে নিত্য নিত্য অজস্র অন্ন-পান সুখ আনন্দ পরিবেশন করিতেছেন। যিনি এই সমুদয় জগৎ সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি আমারদের পিতা—এই পুরাতন মহাবাক্য কত দিন অবধি এই ভারত ভূমিতে চলিয়া আসিতেছে। কোন্ কালের সেই যজুর্ব্বেদ, কোন্ কালে সেই তেজস্বী যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির আবির্ভাব, আমরা অদ্যাপি তাঁহার সেই হৃদ্গত সত্য উপভোগ করিতেছি—তিনি আমাদের পিতা। পিতা হইতে পুত্র কভু পর নন। তিনি আমারদের আপনারই—তাঁহার সঙ্গে আমারদের অনন্ত কালের যোগ। তাঁর সঙ্গে আমারদের যে প্রকার নিকট সম্বন্ধ, তাহা পিতা-পুত্রের তুলনাতেও পরিচয় দেওয়া যায় না। পিতা-পুত্র হইতেও আমারদের সহিত তাঁহার নিকটতর সম্বন্ধ। তাঁহাকে পিতা মাতা বলিলেও হৃদয় তৃপ্ত হয় না। পিতা কখন কখন ত্যজ্য পুত্র করেন—তিনি কাহাকেও ত্যাগ করেন না। এখানে পিতা-পুত্রে বিয়োগ আছে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে বিয়োগ কোথা? তিনি আমারদের আত্মার অন্তরাত্মা—সেখানে হৃদয়-বন্ধুও যাইতে পারে না। যে আপনার আত্মাতে পরমাত্মাকে জানিয়াছে, সে সকল পুণ্য লাভ করিয়াছে। "বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টং। অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যং।" বেদেতে, যজ্ঞেতে, তপস্যাতে, দানেতে যে সকল পুণ্য-ফল প্রদিষ্ট আছে, যোগী ব্রহ্মকে জানিয়া তাহা সমুদয় প্রাপ্ত হয় এবং পরমোৎকৃষ্ট স্থানকে লাভ করে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আর্য্য ঋষিদিগের তড়িৎ-বিষয়ক জ্ঞান ও বিবিধ কার্য্যে তাহার প্রয়োগ।

পূর্ব্বে এই দেশ যখন ক্ষত্রিয় রাজগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত ও শাসিত হইত, তখন এখানে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যে যে সকল মহানুভব ব্যক্তি কঠোর অধ্যবসায় সহকারে শ্রম করিয়া বিবিধ বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিতেন, তাঁহারা সমাজে ঋষি নামে খ্যাত হইতেন। নারদ, বিশ্বামিত্র, ভৃগু, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, দ্বৈপায়ন, ব্যাস, গৌতম, পরাশর ও জনক প্রভৃতি কত শত মহর্ষি যে এই দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইহার মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। প্রোক্ত মহর্ষিগণের পর, শাক্য, আর্য্যভট্ট, শঙ্করাচার্য্য, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি যে সমুদায় তত্ত্বদর্শী পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা যদিও তৎকাল-প্রচলিত দেশাচারানুরোধে ঋষি নামে খ্যাত হইতে পারেন নাই, তথাচ তাঁহারা অনেক ঋষি অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন ছিলেন না। যাঁহাদিগের নাম স্মরণ করিয়া আমরা এক্ষণে পুলকিত হইতেছি, তাঁহারা বহু আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক যে সকল জ্ঞানগর্ভ পুস্তক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে আমাদিগের শাস্ত্র। অপরাপর দেশে শাস্ত্র দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত; যাহা পরমার্থ প্রতিপাদক তাহা পবিত্র শাস্ত্র, আর যাহা বস্তুতত্ত্ব-প্রতিপাদক বা লোক-ব্যবহার নিয়ামক তাহা অপবিত্র শাস্ত্র। সৌভাগ্য বশতঃ আমাদিগের দেশে শাস্ত্রের পবিত্রতা বা অপবিত্রতা বিষয়ক জ্ঞান সে রূপ সঙ্কীর্ণ নহে। এদেশে পূর্ব্বাপর এই উদার সংস্কার চলিয়া আসিতেছে যে, যে শাস্ত্র আধ্যাত্মিক, শারীরিক, পারিবারিক ও সামাজিক মঙ্গল বিষয়ক এবং যে শাস্ত্র সচেতন বা অচেতন পদার্থ ব্যূহের যথার্থ তত্ত্বজ্ঞাপক তাহাই পবিত্র শাস্ত্র; আর যাহা ইহার বিপরীত অর্থাৎ পাপানুষ্ঠান বিধায়ক তাহাই কেবল অপবিত্র। ফলতঃ যখন স্পষ্টাক্ষরে দেখা যাইতেছে যে, শারীরিক স্বাস্থ্য, পারিবারিক ও সামাজিক কুশল, এবং চেতনাচেতন পদার্থের গঠন ও প্রকৃতি বিষয়ক জ্ঞান ব্যতিরেকে কেহই সেই বাক্য মনের অতীত ব্রহ্মের জ্ঞান ও সহবাস লাভে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, তখন বোধ হয় সমুদায় বুদ্ধিমান ব্যক্তিই আমাদিগের পূর্ব্বতন শাস্ত্রকারদিগের সহিত একবাক্য হইয়া স্বীকার করিবেন যে, হিতজনক শাস্ত্র মাত্রেই পবিত্র শাস্ত্র। শাস্ত্রকারদিগের পবিত্রতা বিষয়ক জ্ঞান এই রূপ অসামান্য রূপে উদার হওয়াতেই তাঁহাদিগের প্রণীত যে শাস্ত্রে ব্রহ্মযোগ সাধনের উপদেশ, সেই শাস্ত্রেই শরীর রক্ষার বিধান; যে শাস্ত্রে যুদ্ধ বিগ্রহাদি বিষয়, সেই শাস্ত্রেই মুক্তিতত্ত্ব বিষয়ক প্রস্তাব; এবং যে শাস্ত্রে ভৌতিক জগতের তত্ত্ব, সেই শাস্ত্রেই লৌকিক ব্যবহার নিয়ামক বিধান অভিন্ন রূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মানব-হিত-পরায়ণ শাস্ত্রকারগণ বহু আয়াস সাধ্য ধ্যান ও পরীক্ষা দ্বারা যে সমুদায় যথার্থ হিতজনক তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছিলেন, তাহা যথাবৎ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু অনেক স্থলে তত্তাবতের যুক্তি প্রদর্শন করিয়া যান নাই বলিয়া, অধুনা অনেকের বিস্তর কষ্ট ও অনেকের নানা প্রকার অনিষ্ট হইতে দেখা যাইতেছে। কিন্তু যখন দুই একটি ভিন্ন সমুদায় শাস্ত্রে প্রায় কোন বিধানেরই যুক্তি প্রদর্শিত হয় নাই, অথচ, যখন প্রত্যেক বিধান অব-

ছেলন স্থলেই নানা প্রকার গুরুতর শাসন বাক্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তখন বোধ হয় তাঁহাদিগের এই রূপ অভিপ্রায় ছিল যে যাঁহারা তাঁহাদিগের ন্যায় তত্ত্বদর্শী, তাঁহারা শাসনের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া অনায়াসে শুদ্ধ কারণ ও যুক্তি উপলব্ধি করিয়াই উক্ত বিধানানুসারে কার্য্য করিবেন; আর যাঁহারা অল্প বুদ্ধি, তাঁহারা প্রত্যেক বিধানের সূক্ষ্ম কারণ নিচয় উপলব্ধি পূর্ব্বক কার্য্য করিতে অসমর্থ, এজন্য তাঁহারা প্রথমতঃ শুদ্ধ শাসন ভয়েই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন, পরে জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইলে যখনই তাঁহারা যে বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসু হইবেন, তখনই তত্ত্ব-বিশারদ আচার্য্যের নিকট হইতে তাহা জানিয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীতে তাঁহাদিগের সদৃশ তত্ত্ববেত্তা আচার্য্যের যে সম্পূর্ণ অসদ্ভাব ঘটিবে তাহা বোধ হয় তাঁহারা স্বপ্নেও জানিতেন না, জানিলে, শাস্ত্র প্রণয়ন কালে অবশ্যই অন্য ভাবে লেখনী ধারণ করিতেন।

শাস্ত্রকারগণ যে সকল বিষয় অতীব পবিত্র ও অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিধি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, অধুনা অনেকেই তত্তাবৎ নিতান্ত ভ্রম সঙ্কুল মনে করিয়া ঘৃণা করেন। এক্ষণকার প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিদিনের আচার ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিলে এই রূপ ব্যভিচার দোষের যে কত শত দৃষ্টান্ত স্থল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা গণনা করা যায় না। অধুনাতন বিদ্যা ও সভ্যতাভিমানী মহোদয়গণ শাস্ত্রীয় বিধানাদির প্রতি এরূপ বক্র নয়নে দৃষ্টিপাত করেন, যেন তাহাদিগের সমুদায়েরই অভ্যন্তরে মিথ্যা ও কল্পনা ভিন্ন কিছু মাত্র সত্য নাই। এরূপ করিবার ফলে তাঁহারা ক্রমশঃ শারীরিক স্বাস্থ্যভ্রষ্ট, মনের তেজঃভ্রষ্ট এবং আত্মার সত্ত্বগুণ ভ্রষ্ট হইতেছেন, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, কিছুতেই শিক্ষা পাইতেছেন না। তাঁহারা আপনাদিগের দন্তভরে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহাদিগের বিদ্যা ও সভ্যতার উপক্রমণিকা মাত্র অভ্যাস করিয়াই তাঁহারা অভিমানী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেক অগ্রগণ্য ব্যক্তিও অদ্যাপি এদেশের প্রাচীন শাস্ত্রাদির প্রতি বিরাগ প্রকাশ করেন নাই।

শাস্ত্রাদিতে যে সমুদায় কার্য্য বিধান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা বিশেষ রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে তৎপ্রণেতাদিগের বিবিধ বিষয়ক বিদ্যা বত্তার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাদিগের বিস্তর উপদেশ আপাততঃ অতীব অকর্ম্মণ্য ও নিরর্থক বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু তত্তাবতের যুক্তি ও উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাহাদিগকে আর কখনই সে রূপ বোধ হয় না। কিন্তু শাস্ত্রকারদিগের সমুদায় বিধানই যে ভ্রমপ্রমাদশূন্য ও বর্ত্তমান কালের উপযুক্ত, এরূপ কোন মতেই বিশ্বাস করা যায় না; কারণ তাঁহারা যখন মনুষ্য, তখন কি রূপে ঈশ্বরের ন্যায় অভ্রান্ত ও ভাবী কালের সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাতা হইবেন? আমরা যদি এইক্ষণে তাঁহাদিগের প্রণীত শাস্ত্র নিচয় সাধ্য মতে আলোচনা করিয়া গুণের ব্যাখ্যা ও দোষের সংস্কার করি, তাহা হইলেই আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইতে পারে।

অদ্য আমরা যে কয়েকটি দৃশ্যতঃ সামান্য শাস্ত্রীয় ব্যবহার-বিধানের তথ্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহাদিগের গূঢ় অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ বিশেষ মনঃ সমাধান করা আবশ্যক। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা যে তড়িৎ-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং সেই বিদ্যা দ্বারা তাঁহারা

যে জনসমাজের বিস্তর উপকার সাধনের চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা এই কয়েকটি বিধান দ্বারাই স্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে। পণ্ডিতেরা বিধান করিয়া গিয়াছেন যে,

(১) দেব মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপরি ভাগে, তাম্র, লৌহ বা পিত্তল নির্ম্মিত ত্রিশূল বা চক্র স্থাপন করিবে।

(২) উপাসনা করিবার সময়ে (শ্রেষ্ঠ কল্পে) রেশম বস্ত্র পরিধান, কম্বল বা গালিচার আসনে উপবেশন এবং সম্মুখে জল পূর্ণ পাত্র স্থাপন, এই কয়েকটি ব্যাপার করিবেই করিবে।

(৩) শয়নের সময়ে কখনই উত্তর দিকে মস্তক স্থাপন করিবে না। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময়ে উত্তর দিকেই মস্তক স্থাপন করিবে এবং পাদদ্বয় একটি জলপূর্ণ গর্ত্তে নিমগ্ন করিয়া রাখিবে।

(৪) স্বর্ণ রৌপ্যাদি নির্ম্মিত মাদুলি বিশেষ বিশেষ সামগ্রী দ্বারা পূর্ণ করিয়া, রোগ স্থানে ধারণ করিলে রোগের প্রতিকার হইতে পারে, অতএব প্রয়োজন হইলে তাহাও করিবে।

(৫) ভোজনের সময়ে আর্দ্র পদে উপবেশন করিবে এবং এক পদ বা পদদ্বয় দ্বারা ভূমিকে স্পর্শ করিবে*।

যে কয়েকটি বিধান উল্লিখিত হইল, তড়িৎ-শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহাদিগের একটিরও মর্ম্ম অবগত হওয়া যায় না। অতএব ইউরোপীয়েরা প্রত্যক্ষ পরীক্ষাদি দ্বারা তড়িৎ-বিদ্যা সম্বন্ধে যে সমুদায় সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তত্তাবতের উপর নির্ভর করিয়াই আমাদিগকে প্রস্তাবিত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে। যখন আমরা নানা কারণে স্বয়ং অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে পারিতেছি না, তখন বোধ হয় কেহই আমাদিগকে বিদেশীয় অস্ত্রের সাহায্যে আপনাদিগের বদ্ধ বাসগৃহের দ্বার ভেদ করিতে বাধা প্রদান করিবেন না। অতএব আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা ইউরোপীয় তড়িৎ-বিদ্যায় তাদৃশ মনঃসমাধান করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাঁহাদিগের বোধ সৌকর্য্যার্থে আমরা প্রথমে তাহার কয়েকটি মূলতত্ত্বের উল্লেখ করিতেছি, ইহার পর সেই গুলির সাহায্যে উপর্য্যুক্ত বিধান কয়েকটির মধ্য হইতে এক একটি লইয়া তাহার সমালোচনে প্রবৃত্ত হইব।

(১) যে শক্তি প্রত্যেক ভৌতিক পদার্থের সহিত ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিতি করিতেছে এবং যে শক্তি কখন স্থির ভাব কখন চঞ্চল ভাব ধারণ করিয়া আকাশে বিদ্যুৎ ও তারে সংবাদ প্রকাশ করিতেছে, তাহারই নাম তড়িৎ।

(২) তড়িৎ দুই প্রকার,—পুরুষাকার ও স্ত্র্যাকার। ইউরোপীয়েরা ঐ দুই প্রকারকে পজিটিব্ ও নেগেটিব্ নামে কহিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের দেশে যখন "তড়িৎ একই প্রকার, দুই প্রকার নহে" বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছিল, তখনই ঐ নামদ্বয় রচিত হয়। অধুনা, যদিও ঐ দেশীয় পণ্ডিতেরাই আবার প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক দুই প্রকার তড়িতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, তথাচ উক্ত অর্থ শূন্য সজ্ঞাদ্বয় যে কি কারণে পরিবর্ত্ত করিতেছেন না, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। নিরর্থকতার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা অন্যায্য বোধে আমরা উক্ত সজ্ঞাদ্বয়

* যখন ব্যবহার দ্বারা সকলেই উক্ত বিধান গুলির অস্তিত্ব অবগত আছেন, তখন যে যে শাস্ত্রের যে যে স্থানে ঐসকল বিষয় লিখিত আছে, তাহা অনর্থক উদ্ধৃত করিয়া স্থান পূর্ণ করা অনাবশ্যক বিবেচনায় তাহাতে ক্ষান্ত হওয়া গেল।

বিহিত রূপে পরিবর্তন করিতে বাধ্য হই-লাম। দুই প্রকার তড়িতের প্রকৃতি ঠিক্ পুরুষ ও স্ত্রীর ন্যায়, এই হেতু একের নাম পুরুষাকার অন্যের নাম স্ত্র্যাকার রাখি-লাম।

(৩) প্রকাশের উপায়,—যখন দুই বা অধিক বিজাতীয় পদার্থ পরস্পর ঘর্ষিত অথবা রাসায়নিক নিয়মে সংযোজিত বা বিয়োজিত হয়, তখন দুই প্রকার তড়িৎই প্রকাশমান হয়।

(৪) পরিচালক,—পৃথিবীতে যত প্রকার ভৌতিক পদার্থ আছে,সমুদায়ই অধিক হউক আর অল্পই হউক, তড়িতের পরিচালক। তন্মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পিত্তলাদি ধাতু ও জল উৎকৃষ্ট পরিচালক এবং কাচ, গন্ধক, লাক্ষা, রেশম, লোম ও শুষ্ক মৃত্তিকা প্রভৃতি পদার্থ অধম পরিচালক।

(৫) যদি একটি উত্তম পরিচালক আর একটি অধম পরিচালকের সহিত একত্রিত হইয়া ঘর্ষিত বা রাসয়ানিক নিয়মে বিগলিত হয়, তাহা হইলে যেটি অধম পরিচালক তাহাতেই পুরুষাকার তড়িৎ এবং যেটি উত্তম পরিচালক তাহাতেই স্ত্র্যাকার তড়িৎ প্রকাশমান হয়।

(৬) দুই প্রকার তড়িতের পরস্পর ব্যব-হার,—যে যে বস্তুতে সমানবর্ণ তড়িৎ মুক্ত ভাবে বিদ্যমান থাকে, তাহারা পরস্পর বিকর্ষণবান—বিযুক্ত এবং যে যে বস্তুতে অসমানবর্ণ তড়িৎ মুক্তভাবে বিদ্যমান, তাহারা পরস্পর আকর্ষণবান্—সংযুক্ত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ পুরুষাকার ও পুরুষাকারে বিরোধ, স্ত্র্যাকার ও স্ত্র্যাকারেও বিরোধ, কিন্তু পুরুষাকার ও স্ত্র্যাকারে প্রণয় লক্ষিত হয়।

(৭) মুক্ত বা প্রকাশমান তড়িৎ,—স্বাভা-বিক অবস্থায় প্রত্যেক বস্তুতেই দুই প্রকার তড়িৎ সাম্যাবস্থায় অবস্থিত থাকে। কিন্তু যখন কোন বস্তুতে পুরুষাকার তড়িতের পরিমাণাপেক্ষা, স্ত্র্যাকার তড়িতের পরিমাণ অধিক হয়, তখন ঐ স্ত্র্যাকার তড়িতের অতিরিক্ত অংশ সেই বস্তুতে মুক্ত বা প্রকা-শমান তড়িতের কার্য্য করে। ঐ রূপ, যখন কোন বস্তুতে স্ত্র্যাকার তড়িৎ অপেক্ষা পুরুষাকার তড়িতের ভাগ অধিক হয়, তখন পুরুষাকারের ঐ অতিরিক্ত অংশ সেই বস্তুতে মুক্ত ভাবে অবস্থিতি করে। এই মুক্ত তড়িৎই যাবতীয় কার্য্যসাধন করে; ইহাই আকাশ হইতে আসিয়া গৃহাদি ধ্বংশ করে, তারের মধ্য দিয়া বার্ত্তা বহন করে, শরীর পোষণ করে এবং যাবতীয় সংযোগ বিয়োগ সাধন করে।

(৮) পৃথিবী মুক্তামুক্ত সর্ব্ব প্রকার তড়িতের প্রকাণ্ড আধার। ইহার যথেষ্ট পরিচালকতা শক্তি আছে। ইহা হইতে কিয়ৎপরিমাণে তড়িৎ গ্রহণ করিলেও ইহার ক্ষতি হয় না, ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণ প্রদান করিলেও বৃদ্ধি হয় না। প্রয়োজন হইলে ইহা হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মুক্ত তড়িৎ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

(৯) পরিচালন প্রক্রিয়া,—তড়িৎ দুই প্র-কারে পরিচালিত হয়; যথা অন্তঃপরিচালন ও বহিঃপরিচালন। যে পরিচালক বস্তুর অভ্যন্তরস্থ তড়িৎদ্বয় সাম্যাবস্থায় রহিয়াছে, তাহার নিকটে যদি মুক্ত তড়িৎ বিশিষ্ট একটি বস্তুকে আনিয়া স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে ঐ তড়িৎদ্বয় পরস্পর বিযুক্ত হইয়া ঐ বস্তুর প্রান্তাভিমুখে গমন করে; তন্মধ্যে যেটি উক্ত মুক্ত তড়িতের অসমানবর্ণ তাহা তদভিমুখীন প্রান্তে এবং যেটি উহার সমানবর্ণ তাহা তদ্বিপরীতমুখীন প্রান্তে উপ-নীত হয়। এই রূপ পরিচালনকে অন্তঃ-পরিচালন বলা যায়। অপরন্তু ঐ বস্তুর

সাম্যাবস্থ তড়িৎদ্বয় উপযুক্ত রূপে বিয়োজিত ও বিপরীত দিগভিমুখে গমন করিলে, ঐ মুক্ত তড়িৎ ও তদাকৃষ্ট অসমানবর্ণটির মধ্যে একটি আপন অবস্থান-পদার্থ হইতে অগ্রসর হইয়া অন্যটির সহিত যাইয়া মিলিত হয় এবং তাহাতে উভয়েই সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই রূপ পরিচালনকে বহিঃপরিচালন বলা যায়। এই বহিঃপরিচালনকে অন্তঃপরিচালনের চরমাবস্থা বলিলেই উপযুক্ত হয়। যাহা বলা হইল তাহা যদি স্পষ্ট না হইয়া থাকে, তবে মনে করুন, ক একটি পরিচালক পদার্থ, ইহার অভ্যন্তরে দুই

গ ঘ ক খ
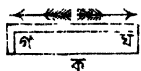
প্রকার তড়িৎই স্বাভাবিক সাম্যাবস্থায় রহিয়াছে। এইক্ষণে যদি খ নামক একটি মুক্ত তড়িৎ-বিশিষ্ট গোলাকে উহার নিকটে আনিয়া স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে কএর তড়িৎদ্বয় পরস্পর বিযুক্ত হইয়া গ ও ঘ প্রান্তাভিমুখে ধাবিত হয়। তন্মধ্যে যদি খ বস্তুতে পুরুষাকার তড়িৎ মুক্ত ভাবে থাকে, তাহা হইলে বিযুক্ত তড়িৎদ্বয়ের মধ্যে স্ত্র্যাকারটি ঘ প্রান্তাভিমুখে এবং পুরুষাকারটি গ প্রান্তাভিমুখে অগ্রসর হয়। এই রূপে অবস্থান পদার্থের সীমার মধ্যে পরিচালিত হওয়াকে অন্তঃপরিচালন বলা যায়। অপর উক্ত তড়িৎদ্বয় গ ও ঘ প্রান্ত অধিকার করিলে, খ পদার্থ স্থিত মুক্ত তড়িৎ ও ঘ প্রান্তস্থিত স্ত্র্যাকার তড়িৎ পরস্পর আকৃষ্ট হওয়ায় তাহাদিগের মধ্যে যেটি হউক, আপন অবস্থান পদার্থ হইতে অগ্রসর হইয়া অপরটির সহিত মিলিত হয় এবং তাহাতে উভয়ই সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই রূপে মধ্যবর্ত্তী বায়ু ভেদ করিয়া যাওয়াকে বহিঃপরিচালন বলা যায়। এই সময়ে ইহাও বলা আবশ্যক যে, যদি ক পদার্থে অন্যত্র হইতে তড়িতাগমের সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে ঘ প্রান্তস্থ তড়িৎ অগ্রসর হইয়া খস্থিত তড়িতের সহিত মিলিত হইতে পারে না।

(১০) অন্তঃপরিচালনে তড়িতের বৃদ্ধি।—যখন এক বস্তুস্থিত মুক্ত তড়িৎ দ্বারা অন্য বস্তুস্থিত স্থির তড়িৎদ্বয় বিয়োজিত হইয়া অসমানবর্ণটি তাহার অভিমুখীন প্রান্তে আকৃষ্ট এবং সমানবর্ণটি তাহার বিপরীত প্রান্তে তাড়িত হয়, তখন ঐ আকৃষ্ট তড়িৎদ্বয়ের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে, কিন্তু প্রোক্ত দুই বস্তুর মধ্যস্থলে কোন প্রকার অপরিচালক পদার্থের ব্যবধান না থাকিলে ঐ রূপ বৃদ্ধি হইতে পারে না। ঐ দুই বস্তুর মধ্যস্থিত ব্যবধান, তাহাদিগের পরিচালকতা গুণের উৎকর্ষাপকর্ষ এবং মুক্ত তড়িতের পরিমাণানুসারে ঐ বৃদ্ধির ন্যূনাধিক্য ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্ব প্রদর্শিত প্রতিকৃতিতে ক ও খ বস্তুদ্বয়ের মধ্যস্থলে রেশম, লোম বা লাক্ষা প্রভৃতি কোন অপরিচালক পদার্থ স্থাপন করিলে ক স্থিত তড়িৎদ্বয় ও খ স্থিত মুক্ত তড়িতের বৃদ্ধি হইতে থাকে। সমুদায় ভৌতিক বৃদ্ধিরই সীমা আছে, সুতরাং এ বৃদ্ধিও সীমাশূন্য নহে।

(১১) তড়িৎ হইতে তাপ, আলোক ও শব্দের উৎপত্তি,—কোন উত্তম বা অধম পরিচালক পদার্থ দিয়া এক সময়ে অধিক তড়িৎ গমন করিলে তাহাতে তাপ উৎপন্ন হয়। কখন কখন ঐ তাপের পরিমাণ এত অধিক হয় যে সেই বস্তু গলিয়া বা ভস্মসাৎ হইয়া যায়। অপর, যখন তড়িৎ কোন পরিচালক পদার্থের প্রান্ত হইতে বায়ু প্রভৃতি ভেদ করতঃ অন্য পরিচালকে গমন করে, তখন আলোক ও শব্দ যুগপৎ উৎপন্ন হয়; তন্মধ্যে আলোক অগ্রে ও শব্দ পশ্চাতে আমাদিগের জ্ঞান গোচর হইয়া থাকে।

আকাশের বিদ্যুৎ-গমনের সময় এই ব্যাপার ঘটিয়া থাকে।

(১২) সূক্ষ্মাগ্র ও স্থূলাগ্র পরিচালক,—যদি দুই প্রকার তড়িৎ দুইটি বস্তুর সমান রূপ স্থল প্রান্তে থাকিয়া পরস্পর আকর্ষণ করিতে থাকে, তাহা হইলে যে তড়িৎটি প্রবল, সেইটি আপন অবস্থান প্রান্ত হইতে অগ্রসর হইয়া মধ্যবর্ত্তী বায়ু ভেদ করতঃ অপরটির সহিত মিলিত হয়। কিন্তু যদি ঐ দুইটি প্রান্তের মধ্যে একটি স্থূলতর এবং অপরটি সূক্ষ্মতর হয় এবং যদি দুইটি বস্তুই তুল্য রূপ পরিচালক হয়, তবে স্থূলাগ্রস্থিত তড়িৎ প্রবলতর হইলেও সূক্ষ্মাগ্রস্থিত তড়িৎ আপন অবস্থান হইতে অগ্রসর হইয়া বায়ু ভেদ করিয়া অপরটির সহিত মিলিত হয়। পিত্তল নির্ম্মিত একটি গোলা আর একটি সূচি, এই দুয়ের মধ্যে গোলাটিতে প্রবলতর তড়িৎ থাকিলেও, সূচ্যাগ্রস্থিত তড়িৎ অগ্রসর হইয়া গোলাস্থিত তড়িতের সহিত মিলিত হয়।

(১৩) রাসায়নিক তড়িৎ-যন্ত্রের প্রান্ত সংযোগ,—দুইটি অসম পরিচালক পদার্থ (তাম্র ও দস্তা) কিয়ৎ পরিমাণ জল ও অম্ল প্রভৃতি কোন দ্রব কারক পদার্থের মধ্যে নিমগ্ন করিয়া রাখিলে দুই প্রকার তড়িৎই উদ্ভূত হয়। এই রূপ যন্ত্রকে রাসায়নিক তড়িৎ-যন্ত্র বলে। কিন্তু ঐ যন্ত্রের দুইটি পরিচালক পদার্থের সহিত যে দুইটি ধাতুর তার সংযুক্ত থাকে, তাহাদিগের বহিঃপ্রান্তদ্বয় পরস্পর সংস্পৃষ্ট না হইলে ঐ যন্ত্রের মধ্যে তড়িতোৎপত্তি হয় না।

(১৪) চুম্বক ধর্ম্ম,—তড়িতের যে যে ধর্ম্ম কথিত হইল, চুম্বকেও প্রায় সেই সকল ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রত্যেক চুম্বক দণ্ডের দীর্ঘ দিকে যে দুইটি প্রান্ত, তাহার একটিকে উত্তর এবং অপরটিকে দক্ষিণ প্রান্ত বলা যায়; কারণ চুম্বক দণ্ড শায়িতভাবে আলের উপর স্থাপিত হইলে একটি প্রান্ত নিয়তই উত্তর এবং অপরটি নিয়তই দক্ষিণ দিক্ নির্দ্দেশ করিতে থাকে। যদি দুইটি চুম্বক দণ্ড পরস্পর সন্নিকটে স্থাপিত হয়, তাহা হইলে দুইটি দণ্ডের সজাতীয় প্রান্তদ্বয় বিকর্ষণ বশতঃ বিযুক্ত এবং বিজাতীয় প্রান্তদ্বয় আকর্ষণ বশতঃ সংযুক্ত হয়; অর্থাৎ উত্তর প্রান্ত উত্তর প্রান্তে এবং দক্ষিণ প্রান্ত দক্ষিণ প্রান্তে বিপ্রকৃষ্ট হয়, কিন্তু উত্তর প্রান্ত ও দক্ষিণ প্রান্তে আকর্ষণ লক্ষিত হয়।

(১৫) চুম্বক দণ্ডের শক্তি রক্ষা ও বিনাশের উপায়,—যদি দুইটি চুম্বক দণ্ডের অসমানবর্ণ প্রান্তদ্বয় পরস্পর সংস্পৃষ্ট ভাবে রক্ষিত হয়,তাহা হইলে উভয়েরই চুম্বক শক্তি স্থির থাকে, কিন্তু যদি তাহাদিগের সমানবর্ণ প্রান্তদ্বয় কিছু দিন সংস্পৃষ্ট ভাবে থাকে, তাহা হইলে যে বিকর্ষণ বেগ উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারা উভয়েরই চুম্বকত্ব নষ্ট হইয়া যায়। চুম্বক দণ্ডকে অগ্নি-তাপে তপ্ত করিলেও তাহার শক্তি বিনষ্ট হয়।

(১৬) কৃত্রিম চুম্বক প্রস্তুত করিবার উপায়,—লৌহ প্রভৃতি পদার্থ কোন চুম্বকের সহিত ঘৃষ্ট হইলে অথবা নিকটে বা সংস্পর্শে থাকিলে তাহা চুম্বক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। যদি চুম্বকের উত্তর প্রান্তের নিকটে বা সংস্পর্শে এক খণ্ড লৌহ থাকিয়া চুম্বক গুণ প্রাপ্ত হয়, তবে ঐ লৌহের যে প্রান্ত সংস্পৃষ্ট থাকে তাহা দক্ষিণ এবং অপর প্রান্ত সুতরাং উত্তর প্রান্তের গুণ বিশিষ্ট হয়। ঐ রূপ যদি কোন চুম্বকের দক্ষিণ প্রান্তের সংস্পর্শে থাকিয়া এক খণ্ড লৌহ চুম্বক গুণান্বিত হয়, তবে ঐ লৌহের সংস্পৃষ্ট প্রান্ত উত্তর এবং অপর প্রান্ত সুতরাং দক্ষিণ প্রান্তের গুণ সমন্বিত হয়। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, চুম্বকের মধ্যস্থান হইতে উত্তর প্রান্ত

পর্য্যন্ত যে ভাগ, তাহার সমুদায় অংশে উত্তর প্রান্তের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ গুণ আছে, এবং মধ্যস্থান হইতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত যে ভাগ, তাহার সমুদায় অংশে দক্ষিণ প্রান্তের ন্যায় আকর্ষণ ও বিকর্ষণ গুণ আছে। সুতরাং চুম্বকের কেবল প্রান্ত সংস্পর্শেই যে কৃত্রিম চুম্বক প্রস্তুত হয় এমত নহে, ঠিক্ মধ্যস্থান ভিন্ন অপরাপর স্থানের সংস্পর্শেও হইতে পারে।

(১৭) চুম্বকের অঙ্গ বিশেষে শক্তির ন্যূনাধিক্য,—চুম্বকের দুই প্রান্তেই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ গুণ প্রবল। প্রান্ত পরিত্যাগ করিয়া যতই মধ্যস্থান অভিমুখে যাওয়া যায়, ততই উক্ত গুণদ্বয়ের লাঘব লক্ষিত হয়।

(১৮) পৃথিবীর চুম্বকত্ব,—পৃথিবীতে যথেষ্ট চুম্বক ধর্ম্ম আছে। লৌহ ও কয়লা প্রভৃতি অনেক প্রকার পদার্থ ইহার সংস্পর্শে চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার যে উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত আছে, তাহাদিগের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বলেই যাবতীয় চুম্বক দণ্ড আলের উপর সমান ভাবে স্থাপিত হইলে উত্তর ও দক্ষিণ দিক্ নির্দ্দেশ করিতে থাকে। কম্পাশের মধ্যে যে চুম্বক শলাকা আছে, তাহার উত্তর প্রান্ত পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্ত দ্বারা এবং দক্ষিণ প্রান্ত পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত দ্বারা আকৃষ্ট হয় বলিয়াই তাহা দিক্ প্রদর্শক হইয়াছে।

যে নিয়ম গুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম, যদিও যন্ত্র যোগে পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগের বাস্তবিকতা সপ্রমাণ করিতে পারিলাম না, তথাচ তাহাতে কাহারও কিছুমাত্র সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না; কারণ তৎসমুদায় আমাদিগের স্বকপোল কল্পিত নহে, ইউরোপীয়দিগের প্রত্যক্ষ পরীক্ষার ফল বলিয়াই প্রচারিত আছে। এইক্ষণে, উল্লিখিত নিয়ম গুলির সাহায্য লইয়া পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রীয় বিধান সকলের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইতেছি।

শাস্ত্রের বিধান এই যে, দেব-মন্দিরের উপরিভাগে ত্রিশূল ও দেবী-মন্দিরের উপরিভাগে চক্র স্থাপন করিতে হইবে। এই উভয়কেই আবার তাম্র, লৌহ বা পিত্তল দ্বারা সূক্ষ্মাগ্র করিয়া গঠন করিতে হইবে। এই রূপ করিয়া ত্রিশূল ও চক্র স্থাপন করিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহা কোন গ্রন্থেই লিখিত দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু পণ্ডিতেরা ইহা মাত্র স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন যে, দূরস্থ পথিকদিগকে দেব বা দেবী মন্দিরের প্রভেদ জ্ঞাপন করিবার নিমিত্তই একের উপর ত্রিশূল অপরের উপর চক্র স্থাপিত হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের এই সিদ্ধান্ত অসঙ্গত নহে বটে, কিন্তু ইহাই পর্য্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ইহাই যদি তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে বিজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ প্রস্তর বা ইষ্টক নির্ম্মিত চিহ্ন স্থাপনের বিধান না দিয়া কখনই ক্ষয়শীল ধাতু নির্ম্মিত অদূর লক্ষ্য চিহ্ন স্থাপনের আদেশ করিতেন না এবং তাহা হইলে সেই চিহ্নের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করিবার বিধানই বা কেন করিবেন? যিনি আমাদিগের শাস্ত্রাদি পর্য্যালোচনা করিয়া অনেক স্থলে তৎপ্রণেতাদিগের মনোগত গূঢ় ভাব অবগত হইতে পারিয়াছেন, তিনি অবশ্যই একেবারে স্বীকার করিবেন যে, তাঁহাদিগের এই বিধানটির কোন বিশেষ অভিপ্রায় আছে। আমরা যত দূর চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় যে, ইউরোপীয়েরা প্রাসাদ পার্শ্বে লৌহ দণ্ড স্থাপন করিয়া যে বজ্রপাত নিবারণ করেন, আমাদিগের শাস্ত্রকারগণও তাহাই করিবার জন্য তাম্র লৌহাদি ধাতু নির্ম্মিত ত্রিশূল ও চক্র প্রোথিত করিবার আদেশ করিয়া গিয়াছেন।

উক্ত ত্রিশূল ও চক্র দ্বারা যে কি রূপে বিদ্যুৎপাত নিবারিত হয়, তাহা এইক্ষণে বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। প্রাকৃতিক-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, আকাশ-স্থিত মেঘে, হয় পুরুষাকার, না হয় স্ত্রাকার তড়িৎ সততই মুক্ত ভাবে অবস্থিতি করে। ঐ মুক্ত তড়িৎকেই সকলে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে দেখিয়া থাকেন*। বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে বায়ু প্রায়ই শুষ্কাবস্থায় থাকে, ঐ সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ সকল একত্রিত হইলে তাহাতে যে মুক্ত তড়িতের সমষ্টি হয়, তাহা বেগে ধাবিত হইয়া প্রায়ই নিকটস্থ মেঘান্তরে প্রবেশ করতঃ সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যদি সেই সময়ে নিকটে কোন মেঘ না থাকে, অথবা যাহা থাকে তাহা যদি সজাতীয় মুক্ত তড়িৎ বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ তড়িৎ পৃথিবীর উপরিভাগস্থ কোন পদার্থে পতিত হয়। কি মেঘান্তর কি পৃথিবী যাহাতেই হউক, পতিত হইবার পূর্ব্বে ঐ মেঘস্থ মুক্ত তড়িৎ (৯ম নিয়মানুসারে) সেই মেঘ বা পৃথিবীস্থ পদার্থের অন্তর্গত সাম্যাবস্থ তড়িৎদ্বয়কে বিয়োগ করিয়া অসমানবর্ণটিকে আপন অভিমুখীন প্রান্তে আকর্ষণ ও সমানবর্ণটিকে বিপরীত প্রান্তে প্রক্ষেপ করিয়া দেয়। এই রূপ বিয়োগের পর, অপরিচালক শুষ্ক বায়ুর মধ্যবর্ত্তিতা নিবন্ধন (১০ম নিয়মানুসারে) ঐ মুক্ত তড়িৎ ও তদাকৃষ্ট অসমানবর্ণটি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং পরস্পর মিলিত হইতে উদ্যত হয়। এই সময় সমানবর্ণ তড়িৎটিরও যে বৃদ্ধি না হয় এমত নহে। এই সময় উক্ত মিলনোন্মুখ তড়িৎ-দ্বয়ের মধ্যে একটি অগ্রসর হইয়া অপরটির সহিত মিলিত হইয়া সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

যে রূপ মেঘের বিষয় উল্লিখিত হইল, যদি সে রূপ কোন মেঘ মন্দিরাদির উপরিতন আকাশে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তদন্তর্গত মুক্ত তড়িতের বিয়োজনী শক্তি প্রভাবে মন্দিরের স্বাভাবিক সাম্যাবস্থ তড়িৎদ্বয় পরস্পর বিযুক্ত হওয়াতে, উক্ত মুক্ত তড়িতের অসমানবর্ণটি উপরিস্থিত ত্রিশূল বা চক্রের অগ্রভাগ অভিমুখে আকৃষ্ট ও সমানবর্ণটি নিম্নস্থ ভূভাগের অভ্যন্তরাভিমুখে প্রক্ষিপ্ত হয়। এই রূপ বিয়োগের পর, শুষ্ক বায়ুর মধ্যবর্ত্তিতা নিবন্ধন আকাশের তড়িৎ ও ত্রিশূলাগ্রস্থিত আকৃষ্ট তড়িৎ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই সময়ে, ত্রিশূলাদির অগ্রভাগ, মেঘের নিম্ন ভাগ অপেক্ষা অধিকতর পরিচালক ও সূক্ষ্মতর বলিয়া (১২শ নিয়মানুসারে) মেঘস্থ তড়িৎ আপন অবস্থান-প্রান্ত হইতে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই, মন্দিরস্থ তড়িৎ সহজেই ত্রিশূলাদির অগ্রভাগ হইতে ঊর্দ্ধগামী হইয়া উক্ত তড়িতের সহিত মিলিত হয়। মেঘ-তড়িৎ এই রূপে সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় কোন প্রকার অনিষ্টাপাতের সম্ভবনা থাকে না।
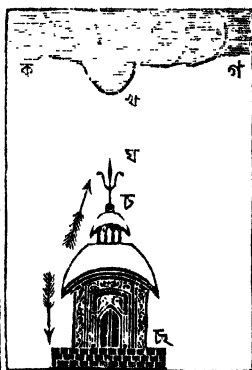
যদি প্রস্তাবিত ব্যাখ্যান বিশদ না হইয়া থাকে, তবে এই পার্শ্বস্থিত প্রতিকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত কর। ক খ গ আকাশস্থিত মেঘ, উহাতে পুরুষাকার তড়িৎ মুক্ত ভাবে বিদ্যমান আছে। ঘ চ ছ মন্দির, উহার উপরিভাগে ঘ চ একটি

---

* অন্যান্য ঋতুতে বায়ু নিয়ত আর্দ্র থাকে বলিয়া তাহা তড়িতের উৎকৃষ্ট পরিচালক হইয়া উঠে। এই হেতু অন্য কালে কোন মেঘে কিঞ্চিন্মাত্র মুক্ত তড়িৎ সংগৃহীত হইতে না হইতেই তাহা বায়ুর মধ্য দিয়া পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হয়।

লৌহ নির্ম্মিত ত্রিশূল প্রোথিত রহিয়াছে। এইক্ষণে ঐ মেঘস্থ মুক্ত তড়িতের বিয়োজনী শক্তি প্রভাবে মন্দিরস্থ সাম্যাবস্থ তড়িৎদ্বয় (৯ম নিয়মানুসারে) পরস্পর বিযুক্ত হইয়া স্ত্র্যাকার তড়িৎটি ঘ অভিমুখে এবং পুরুষাকারটি ছ অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। শুদ্ধ যে এই রূপে বিয়োজিত হইয়াই ক্ষান্ত হইতেছে এমত নহে, উভয়ের মধ্যবর্ত্তী যে শুষ্ক বায়ু, তাহা অপরিচালক বলিয়া (১০ম নিয়মানুসারে) উভয়ই বৃদ্ধি পাইতেছে। উভয়ই বৃদ্ধি পাইবার সময়, পরস্পর আকর্ষণ বশতঃ মিলিত হইতে উদ্যত হওয়ায় মেঘস্থ তড়িৎ আসিয়া মন্দিরস্থ তড়িতের সহিত যুক্ত হইবার পরিবর্ত্তে,মন্দিরস্থ তড়িৎই ত্রিশূলাগ্র হইতে যাইয়া তাহার সহিত একত্রিত হইতেছে। মেঘের খ ভাগ অপেক্ষা মন্দিরের ত্রিশূলাগ্র ভাগ আয়তনে সূক্ষ্মতর ও উৎকৃষ্টতর পরিচালক বলিয়াই (১২শ নিয়মানুসারে) এই রূপ ঘটনার সংঘটন হইতেছে। মন্দির পৃথিবীর সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে, এই হেতু, যখন যে পরিমাণ স্ত্র্যাকার তড়িৎ ঊর্দ্ধগামী হইয়া মেঘস্থ পুরুষাকারের সহিত মিলিত হইতেছে, তখনই (৮ম নিয়মানুসারে) পৃথিবী হইতে সেই পরিমাণ ঐ জাতীয় তড়িৎ যাইয়া মন্দিরের অভাব পূরণ করিতেছে। এই রূপে, পৃথিবী নিরন্তর সাহায্য করিতে থাকে বলিয়া, মেঘস্থ তড়িৎসমষ্টি যতক্ষণ সম্যক রূপে সাম্যাবস্থ না হয়, ততক্ষণ স্ত্র্যাকার তড়িৎ অল্পে অল্পে ত্রিশূলাগ্র হইতে উত্থিত হইতে থাকে। এই স্থলে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, যদি ত্রিশূলাগ্র হইতে নিয়তই তড়িতোদ্গম হইতে থাকে, তবে মেঘ হইতে মেঘান্তরে তড়িৎ গমনের সময়ে আমরা যে রূপ আলোক দর্শন ও শব্দ শ্রবণ করিয়া থাকি, সে রূপ কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় না কেন? ইহার প্রত্যুত্তরে বোধ হয় এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, মেঘের প্রান্ত সমুদায় স্থূল ও অপকৃষ্ট পরিচালক বলিয়া, তাহাতে তড়িৎ বৃদ্ধি পাইয়া যখন অধিক পরিমাণ হয়, তখনই তাহা অগ্রসর হইয়া মেঘান্তরে গমন করিতে পারে; এই রূপে একদা অধিক পরিমাণ তড়িৎ বায়ু ভেদ করিয়া গমন করায় (১১শ নিয়মানুসারে) আলোক ও শব্দ যুগপৎ উৎপন্ন হইয়া আমাদিগের ইন্দ্রিয় গোচর হয়। কিন্তু ত্রিশূলাগ্র সূক্ষ্ম ও উৎকৃষ্ট পরিচালক, সুতরাং তাহাতে সামান্য পরিমাণ তড়িৎ সংগৃহীত হইতে না হইতেই, তাহা ঊর্দ্ধগামী হইয়া উপরিস্থ মেঘে গমন করে, এই জন্য কোন প্রকার আলোক দর্শন বা শব্দ শ্রবণ করিতে পাওয়া যায় না।

ইউরোপীয়েরা আপন প্রাসাদ-পার্শ্বে যে প্রকাণ্ড লৌহদণ্ড ভূমিতে প্রোথিত করিয়া রাখেন, ত্রিশূল বা চক্র অপেক্ষা তাহার বিদ্যুৎপাত নিবারণী শক্তি প্রবলতর নহে। ত্রিশূলাদির কার্য্যকারিতা অপেক্ষা ইউরোপীয় শলাকার ফলোপধায়িতা যে শ্রেষ্ঠ নহে, ইহা শুনিলে বোধ হয় অনেকেই বিস্মিত হইবেন, কিন্তু সে রূপ হইবার কোন কারণ নাই, কেন না, ইউরোপীয় লৌহ শলাকাও যেরূপ,ত্রিশূল সংযুক্ত মন্দিরও ঠিক সেইরূপ একটি ভূমি সংলগ্ন পরিচালক দণ্ড*-

* মন্দির অপেক্ষা লৌহদণ্ড শ্রেষ্ঠতর পরিচালক বটে, কিন্তু কার্য্যের সময় উভয়ই তুল্য-ফলপ্রদ কারণ, তড়িৎ সকল বস্তুরই উপরিভাগ দিয়া গমন করিবার সুবিধা পাইলে আর অভ্যন্তর দিয়া গমন করে না। লৌহদণ্ড প্রোথিত হইবার পর অল্প দিনের মধ্যেই তাহার গাত্র শিশির, বৃষ্টি ও রৌদ্র দ্বারা মলাযুক্ত হইয়া পড়ে; সুতরাং তাহার পরিচালকতা শক্তিও অনেক অংশে হ্রাস হইয়া যায়। মন্দিরের গাত্র নিয়তই আর্দ্র থাকে বলিয়া তাহা পরিচালক হয়। ঐ আর্দ্রতা মন্দিরের অস্তিত্ব

স্বরূপ। সুতরাং উভয়ের মধ্যেই পৃথিবীর তড়িৎ সমান বেগে গমনাগমন করাতে তুল্য রূপ কার্য্য সাধন করে। যদি ইহাতে কাহারও অবিশ্বাস জন্মে তবে তিনি এদেশের কি পুরাতন কি নূতন সকল প্রকার মন্দির পর্য্যবেক্ষণ করুন, তাহা হইলেই দেখিতে পাইবেন যে, ইউরোপীয় শলাকা রক্ষিত প্রাসাদাদিও যেরূপ প্রায় বজ্রাহত হয় না, সেই রূপ ক্ষুদ্র ত্রিশূলাদি বিশিষ্ট মন্দিরাদিও প্রায় কখন বজ্রপাতে বিনষ্ট হয় নাই। অল্প ব্যয়ে প্রকাণ্ড শলাকার কার্য্য নির্ব্বাহ করায়, শাস্ত্রকারদিগের তড়িৎ শাস্ত্র বিষয়ক জ্ঞানের যথেষ্ট প্রাখর্য্য প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহাদিগের জ্ঞানের বিশুদ্ধতা প্রকাশের আর একটি স্থল আছে। ইউরোপীয়েরা তড়িৎ শাস্ত্রের প্রাথমিক অনুশীলন কালে মনে করিতেন যে, মেঘস্থ তড়িৎ অন্য স্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রোথিত লৌহ শলাকার উপরেই আসিয়া পতিত হয় এবং তদ্দ্বারা তাহা পৃথিবীর অভ্যন্তরে নীত হওয়ায় কোন অনিষ্ট সম্ভাবনা থাকে না। এই রূপ সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিচালিত হওয়ায়, তাঁহারা কোন স্থানেই ঐ দণ্ডকে অট্টালিকার গাত্রে সংস্পৃষ্ট ভাবে স্থাপন না করিয়া কতিপয় অপরিচালক শুষ্ক কাষ্ঠ খণ্ড দ্বারা আবদ্ধ করতঃ তাহাকে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে প্রোথিত করিতেন। কিন্তু ঐ দেশীয় আধুনিক পণ্ডিতেরা বহু পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, মেঘের তড়িৎ আসিয়া লৌহ শলাকার উপরে পতিত না হইয়া, পৃথিবীর তড়িৎই তাহার অগ্রভাগ হইতে অগ্রসর হইয়া মেঘ-তড়িতের সহিত মিলিত হয়। এই সিদ্ধান্তের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা এইক্ষণে অনেক স্থলে, শুদ্ধ গাত্র সংস্পর্শ কেন, উক্ত শলকা দ্বারা অট্টালিকার অংশ বিশেষ ভেদ করিতেও সঙ্কুচিত হয়েন না*। ইউরোপীয়দিগের এই সংস্কৃত সিদ্ধান্ত যে বহু কাল পূর্ব্বেই আমাদিগের শাস্ত্রকারগণের জ্ঞান-ক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, তাঁহারা বজ্র নিবারক ত্রিশূলাদিকে মন্দিরের উপরিভাগে প্রোথিত করিবার আদেশ দিতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হয়েন নাই।

অতঃপর কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, যদি বজ্রপাত নিবারণের জন্যই শাস্ত্রকারগণ ধাতু নির্ম্মিত ত্রিশূলাদি সংস্থাপনের ব্যবস্থা প্রদান করিয়া থকেন, তবে বাসগৃহাদির উপরিভাগে সেরূপ কিছুই স্থাপন করিবার বিধান শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না কেন? ইহার প্রত্যুত্তরে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। এদেশে পূর্ব্বে শাস্ত্র ব্যবহারানুসারে, বাসগৃহ, তৃণ নির্ম্মিতই হউক, আর ইষ্টক নির্ম্মিতই হউক, দেব মন্দিরের ন্যায় অধিক উচ্চ করিবার রীতি ছিল না; সুতরাং তৎসমুদায়ের উপরিভাগে বিদ্যুৎ-পাতের সম্ভা-

---

পরন্তু লোপ পায় না, সুতরাং পরিচালকতা শক্তিরও হ্রাস হয় না। এই হেতু, লৌহদণ্ড ও মন্দিরকে তুল্য পরিচালক বলা গেল। এইক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি লৌহ শলাকা ও মন্দির তুল্য পরিচালক হইল, তবে ত্রিশূলাদি স্থাপন না করিয়া তাহার স্থানে ইষ্টকের চূড়া গঠন করিলেই তো কার্য সিদ্ধি হইতে পারে? ইহার উত্তরে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, লৌহাদি ধাতু দ্বারা মন্দিরের শীর্ষ যেরূপ সূক্ষ্ম করিয়া নির্ম্মাণ করা যায়, ইষ্টকাদি দ্বারা সেরূপ করা যায় না বলিয়াই বোধ হয় তদন্তর্ভূত ত্রিশূল বা চক্র স্থাপিত হইবার বিধান প্রদত্ত হইয়াছে।

* কলিকাতার মাদ্রাসা কলেজের সমীপবর্ত্তী গীর্জ্জা ও সারকুলার রোডের যুগল-চূড় গীর্জ্জার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাঁহাদিগের আধুনিক সিদ্ধান্তানুরূপ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গীর্জ্জাদ্বয়ে লৌহ শলাকা চূড়া ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়াছে।

বন্না অতি অল্প। আবার, বাসগৃহাদির চতুর্দ্দিকে যে উচ্চ বৃক্ষাদি থাকে, তাহারা তড়িতের উৎকৃষ্ট পরিচালক বলিয়া তদ্দ্বারাই ত্রিশূলের কার্য্য সাধিত হয়। যদি কখন বিদ্যুৎ-পাতের অনিবার্য্য সম্ভাবনা ঘটে, তাহা হইলে চতুর্দ্দিকস্থ বৃক্ষাদির মধ্যে যেটি গৃহের তুল্য উচ্চ বা তাহা অপেক্ষা উচ্চতর, তাহার উপরেই উহা পতিত হইয়া আপন ভীষণ স্বভাব প্রকাশ করে, কারণ গৃহ, কাষ্ঠ তৃণাদি নির্ম্মিতই হউক, আর ইষ্টক নির্ম্মিতই হউক, তদপেক্ষা সকল জাতীয় সজীব বৃক্ষই শ্রেষ্ঠতর তড়িৎ-পরিচালক। দেব-মন্দির সম্বন্ধে বৃক্ষাদি রক্ষক হইতে পারে না; কারণ শাস্ত্রানুসারে গঠন করিতে হইলে তাহার উচ্চতা এত অধিক হইয়া উঠে যে, প্রায় কোন সামান্য বৃক্ষ তাহা অপেক্ষা উচ্চতর হইতে পারে না; সুতরাং লৌহাদি দ্বারাই তাহাকে রক্ষা করা আবশ্যক। অপরন্তু, পূর্ব্বে প্রতি-গৃহস্থের বাটীতেই এক বা তদধিক দেব মন্দির প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তৎসমুদায়ের উচ্চ শিখর দেশে যে ত্রিশূলাদি স্থাপিত হইত, তদ্দ্বারাই বাটীর অপরাপর গৃহ সকল বজ্রাঘাত হইতে রক্ষা পাইত।

পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা যে ধাতু-নির্ম্মিত শলাকা দ্বারা বিদ্যুৎপাত নিবারণ করিতে জানিতেন, তাহার আর একটি চমৎকার প্রমাণ এখনও বিদ্যমান আছে। পূর্ব্ব প্রদেশে গ্রীষ্ম কালে যে সকল শস্য জন্মে, তাহার অনেকাংশ শিলাবৃষ্টি দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়। এই আপদ নিবারণার্থে গ্রামস্থ কৃষকদিগের প্রার্থনায় এক ব্যক্তি নিযুক্ত হয়, তাহাকে শিলারি কহে।

সে গ্রীষ্ম কালের তিন চারি মাস পর্য্যন্ত শ্মশ্রু ধারণ, অতৈল স্নান, নিরামিষ ভোজন এবং সর্ব্বদা শুচি হইয়া কাল যাপন করে। যখন আকাশে শিলা-মেঘ দৃষ্ট হয়, তখন শিলারি আপন কেশ বন্ধন খুলিয়া দিয়া এবং কপালে বৃহদায়তন সিন্দূর চিহ্ন, দক্ষিণ হস্তে একটি দীর্ঘাকার লৌহ-ত্রিশূল ও বাম-স্কন্ধে একটি মহিষশৃঙ্গ নির্ম্মিত ভেরী ধারণ করিয়া

উলঙ্গ ভাবে গৃহ হইতে বহির্গত হয় এবং ঐ ভেরী বাদন করিতে করিতে শস্য ক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হয়। তথায় উপস্থিত হইয়া প্রান্তরের যে ভাগের উপরিস্থ আকাশে উক্ত শিলা-মেঘকে দেখিতে পায়, সেই ভাগে যাইয়া হস্তস্থিত ত্রিশূল ভূমিতে প্রোথিত করে এবং যতক্ষণ ঐ মেঘ ছিন্ন ভিন্ন ভাবে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া না পড়ে, ততক্ষণ ঐ স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া ভেরী বাদন করিতে থাকে। ঐ মেঘ যদি ঐ স্থানে ছিন্ন ভিন্ন না হইয়া বায়ু সহযোগে স্থানান্তরে গমন করে, তাহা হইলে শিলারি সবেগে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয় এবং যেখানে তাহাকে স্থির হইতে দেখে, সেই খানে উপস্থিত হইয়া ভূমিতে ত্রিশূল প্রোথিত করে। ঐ মেঘ যদি বায়ু কর্ত্তৃক প্রান্তর হইতে বহিষ্কৃত না হয়, তাহা হইলে শিলারির ঐ রূপ প্রক্রিয়া দ্বারা প্রায়ই তাহার শিলাবর্ষণী শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। শিলারি সমস্ত গ্রীষ্ম কাল এই রূপে শস্য রক্ষণে শ্রম করিয়া কৃষকদিগের নিকট হইতে যে কিঞ্চিৎ

শস্য প্রাপ্ত হয়, তাহাই তাহার ভৃতি স্বরূপ। এই ব্যাপারের বাস্তবিকতা বিষয়ে কিছু মাত্র সংশয় নাই; কারণ পল্লিগ্রামের অবস্থার বিশেষজ্ঞ মাত্রেই বোধ হয় ইহা অবগত আছেন।

এইক্ষণে শিলারি যে সকল উপায়ে শিলাবৃষ্টি নিবারণ করে, তত্তাবতের কার্য্যকারিতা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, মেঘে কোন প্রকার মুক্ত তড়িতের আবির্ভাব নিবন্ধন হঠাৎ অত্যন্ত শৈত্য উদ্ভূত হইলে, বাষ্পরাশি জমিয়া শিলারূপ ধারণ করতঃ ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। উক্ত তড়িতের কার্য্যকারিতা বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত শিলারির ত্রিশূলই একমাত্র উপায়। উক্ত ত্রিশূল শিলা মেঘের নিম্ন দেশস্থ ভূমিতে প্রোথিত করিলে পৃথিবী হইতে অসমানবর্ণ তড়িৎ (৯ম নিয়মানুসারে) উত্থিত হইয়া ত্রিশূলাগ্র হইতে ঊর্দ্ধ মুখে অগ্রসর হয় এবং মেঘস্থ তড়িতের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে সাম্যাবস্থায় আনয়ন করে, সুতরাং উক্ত মেঘে ঐ সময়ে আর শিলা জন্মিতে পারে না। শিলারি যে শুচি ব্যবহার, ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ ও ভেরী বাদন করে, তাহার উদ্দেশ্য অধিক কঠিন নহে। ভেরী বাদন দ্বারা সে আপনি সাহস সংগ্রহ করে এবং গ্রামস্থ কৃষকদিগকে তাহার কার্য্যকারিতার বিষয় জ্ঞাপন করে। শুচি ব্যবহার ও ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিবার উদ্দেশ্যটি আড়ম্বর মাত্র বোধ হয়। এদেশে সামান্য লোকদিগের শ্রদ্ধাকর্ষণ ও বিষয় বিশেষ একচেটিয়া করণ অভিপ্রায়ে, যেরূপ অপরাপর সৎকার্য্যের সহিত কতকগুলি করিয়া মিথ্যাড়ম্বর মিশ্রিত হইয়া থাকে, সেই রূপ ইহার সহিতও বোধ হয় অজ্ঞ লোকেরা ঐ দুইটি আড়ম্বর মিশ্রিত করিয়া লইয়াছে। যদিও অজ্ঞ লোক কর্ত্তৃক এই কার্য্যটি নির্ব্বাহিত হইতে দেখা যাইতেছে, তথাচ বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই যে মেঘের প্রকৃতি ও লৌহ শলাকার গুণ অবগত হইয়া ইহার আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কারণ অন্যবিধ লোক ইহার আবিষ্কারক হইলে, শিলা নিবারক ব্যক্তি কখনই "শিলারি" এই সাধু শব্দে উক্ত হইত না।

কোরানের উপদেশ সংগ্রহ।

১। ঈশ্বর সকল পদার্থের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা।

২। হে ঈশ্বর! তুমি তোমার মঙ্গল ভাবে সকল পদার্থ আবৃত করিয়া রাখিয়াছ; যাহারা অনুতাপ করে ও যাহারা তোমার পথের অনুবর্ত্তী হয়, তাহাদিগকে তুমি ক্ষমা কর।

৩। ঈশ্বর মায়াবী-চক্ষু চিনিতে পারিবেন ও হৃদয়ে যাহা প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহাও তিনি জানিতে পারিবেন।

৪। আমার সমস্ত কার্য্য ঈশ্বরেতে সমর্পণ করি, যে হেতু, সেবকদিগের প্রতি ঈশ্বরের দৃষ্টি আছে।

৫। যাহারা পরলোকের ক্ষেত্র কর্ষণ করিবার নিমিত্ত অভিলাষী, তাহাদিগকে সেই ক্ষেত্রের ফল প্রচুর রূপে প্রদান করিব; ও যাহারা ইহলোকের ক্ষেত্র কর্ষণ করিবার নিমিত্ত অভিলাষী, তাহাদিগকে সেই ক্ষেত্রের ফল প্রদত্ত হইবে, কিন্তু তাহারা পরলোকের কোন অংশ প্রাপ্ত হইবে না।

৬। যখন মনুষ্যগণ বৃষ্টির জন্য নিরাশ হইয়া পড়ে, তখন তিনিই আবার বৃষ্টি প্রেরণ করেন এবং তাঁহার করুণা বহির্জগতে বিস্তার করেন। তিনিই আমাদের প্রতিপালক ও স্তবনীয়।

৭। যাহা কিছু তোমাকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা তোমার এজীবনের সংস্থান;

কিন্তু যাহারা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহাদের পক্ষে, ঈশ্বরের নিকট যে পুরস্কার সঞ্চিত আছে, তাহাই শ্রেষ্ঠতর ও অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

৮। যিনি শত্রুকে ক্ষমা ও তাহার সহিত মিত্রতা করেন, তিনি ঈশ্বরের নিকট পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন।

৯। ভক্তজনের নিকট দ্যুলোক ও ভূলোকের সমস্ত পদার্থই ঈশ্বরের শক্তির নিদর্শন। বিদ্বানেরা তোমাদের ও পশুদিগের সৃষ্টিতে, দিবা রাত্রির পরিবর্ত্তনে এবং পৃথিবী মৃতবৎ হইলে তাহা পুনর্জ্জীবিত করিবার নিমিত্ত ঈশ্বর যে বৃষ্টি প্রেরণ করেন, সেই বৃষ্টিতে ও বায়ুর পরিবর্ত্তনে সেই শক্তির নিদর্শন উপলব্ধি করেন। এই সকল ঈশ্বরের নিদর্শন।

১০। ঈশ্বরই সমুদ্রকে তোমাদিগের অধীন করিয়া দিয়াছেন, যে তাঁহার আজ্ঞায় অর্ণবযানে সকল যাতায়াত করিতে পারে এবং বাণিজ্য দ্বারা তাঁহার দান সকল তোমাদের কার্য্যে আনিতে পার ও তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে সমর্থ হও।

REMINISCENCES OF RAM MOHUN ROY BY A FRIEND.*

I remember asking Ram Mohun Roy on one occasion why a belief in the truth of some sacred scriptures such as the Old Testament of the Jews, the New Testament of the Christians, the Koran of the Mahomedans, the Vedas of the Hindoos, the Tripitaka of the Buddhists, the Zenda Vesta of the Persians has been entertained by mankind in every part of the earth. His answer was, the world cannot subsist without some such authority to resort to in the last stage in all religious discussions. Wherever there is a literature, there must be a *Grantha* or Bible also.

Q. Is it to be believed then that God has appeared to any man and given a law to him in person ?

A. This is a dream of many good and great men. It must be remembered that the language of literature in the earliest ages was poetry and a poet always indulges in exaggeration in such expressions as the following: "This maiden's face is comparable to the moon of autumn, nay, many such moons lie prostrate at her feet." The expression that God appeared in human form is of this nature. It might undoubtedly be one part of the providence of God to enlighten the minds of certain men so as to form them instructors of other men. The world is nothing but a manifestation of the power of the Almighty Creator who pervades all space, boundless as it is, and all time from eternity to eternity. Who can therefore say that he cannot so enlighten the minds of men?

But surely the fabulous narratives of God's coming down from heaven to drive away Adam and Eve from the garden of Eden for their eating a certain fruit and of Jehovah's calling himself a jealous God, who cannot brook the notion of brazen images, could never have been framed by one enlightened by religious knowledge. They mark the misconception or defect of language of their writers.

Such fables were perhaps in early ages considered as beautiful illustrations of ideas entertained by the people of that rude time or they would not been entered the imagination of their Reformers.

Q. The New Testament is a child of the Jewish Bible, the Koran is a follower of the Pentateuch, Buddha was a reformer of the Vedic religion and Con-

* Baboo Chunder Shekhur Deb.

fucius a student of the Buddhistic religion. It appears therefore that the Veda and the Old Testament are the two earliest *combatants* in the field of religion. Which of these is to be considered as the elder brother of the other?—

A. I cannot say. The Book of Moses reformed the ideas of the Jews, the Vedas, those of the Hindoos; which of these two nations is the oldest, I have never considered, but the Hindoos seem to have made greater progress in sacred learning than the Jews, at least at the time when the Upanishads were written.

The first words of the Upanishads which teach us that "the Self-existing Alone was living and He willed and the world came into existence" seem to me to give a more sublime idea of the creation than the words of the 1st chapter of the Bible, "God said, let there be light and there was light and God saw the light that it was good and the day and night were the first day" There appears a degree of childishness in this latter representation. Do you not think so?

This marks the degree of progress which the two nations made in literature when the passages were written.

Q. Which of the religions, Christianity or Vedic Hindooism, do you think to be the better systen of religion?

A. If religion consist in the blessings of self-knowledge and of improved notions of God and his attributes and a system of morality hold a subordinate place, I certainly prefer the Vedas.

But the moral precepts of Jesus are something most extraordinary. The Vedas contain the same lessons of morality but in a scattered form* and Hinduism is a religion of toleration and peace, which Christ indeed also taught his apostles and disciples, but which his followers soon forgot. It is a pity that the ministers of religion should foment quarrels amongst the several nations of the world. In religious discussions we should always respect the ideas and feelings of our antagonists The Vedas teach the only religion which considers toleration to be a duty of man.

* The Hindu Shastras contain a code of morality excelling the precepts of Jesus. Ed. T. P.

আয় ব্যয়।

আশ্বিন ১৭৯৪ শক. আদি ব্রাহ্মসমাজ

আয় . .	৭২৩/০
পূর্ব্বকার স্থিত	৫৬১ ॥/৭
সমষ্টি	১২৮৪৶৫
ব্যয় ...	৭৩৮৸৶৭
স্থিত . .	৫৪৭।০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৩৭৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	১১৩
পুস্তকালয় ..	২০॥৶১০
যন্ত্রালয়	২২১॥/১০
গচ্ছিত	১৫
সমষ্টি ...	৭২৩/

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ .	৪২৯॥৶১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৪২৫
পুস্তকালয়	৩৮।৶১০
যন্ত্রালয়	১০০৸/৫
গচ্ছিত	২৭।
সমষ্টি	৭৩৮৸৶৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ...	৩০০
" রমণীমোহন চৌধুরি	৫০
ঐ সাম্বৎসরিক দান ...	২৫
" গোপীনাথ রায় ...	১
সমষ্টি	৩৭৬

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সম্বৎ ১৯২৮। কলিযুগাব্দ ৪৯৭২। ১ অগ্রহায়ণ শুক্রবার।

Registered No 2

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

ত্রিচত্বারিংশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ বৃহস্পতিবার ত্রিচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত প্রতিদিবস সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ব্রহ্মসঙ্গীত ও ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

১১ মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে ৮ ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

কালনা পঞ্চম সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

২ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ১৭৯৪ শক।

প্রাতঃকালের বক্তৃতা।

আজ আমারদের কি শুভ দিন! কি আনন্দের দিন! আজ কালনা ব্রাহ্মসমাজ ষষ্ঠ বৎসরে পদার্পণ করিল। ঈশ্বরের কৃপায় আজ আমরা এই সমাজের পঞ্চম সাংবৎসরিক উৎসবের কার্য্য সমাধা করিবার জন্য এই সমাজ গৃহে একত্র মিলিত হইয়াছি। আমরা সেই পরম কারুণিক জগৎপিতার আরাধনা করিয়া দিবস সফল ও জন্ম সার্থক করিব।

আজ কালনা ব্রাহ্মসমাজ অনেক বিঘ্ন বিপত্তি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্চম সাংবৎসরিক ব্রহ্ম-মহোৎসব সাধনের নিমিত্ত স-

জ্জীভূত হইয়াছে। আজ প্রাতঃকালীন সমীরণ সেই সর্ব্বশক্তিমান্ দেবদেবের সুধা-ময় প্রেম বিস্তার করিয়া সকলের শরীর ও মন সুশীতল করিতেছে। আজ সংসারের যাবতীয় পদার্থ যেন অভিনব ভাব ধারণ করিয়া জগদীশ্বরের অপার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। আজ তরুলতাগণ সেই প্রেম-ময়ের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া আনন্দ অশ্রু বিস-র্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছে। আজ কলকণ্ঠ বিহঙ্গমগণ কল-স্বরে সেই জীবনের জীবন জগৎ পিতার গুণগান করিয়া জগৎ মুগ্ধ করিতেছে। আজ আমারদের আনন্দের আর সীমা নাই। আজ আমারদিগের নয়নে সকলই আনন্দ-ময়, উৎসবময়, প্রেমময় ও ব্রহ্মময় বোধ হইতেছে।

এই মহোৎসব সামান্য মহোৎসব নহে। ইহা যে কেবল সামান্য আমোদ প্রমোদ করিবার জন্য সাধিত হইতেছে, ইহা যেন কেহ মনেও না করেন। আমরা চির পিপা-সিত আত্মাকে সেই প্রেমময়ের প্রেমামৃত পান দ্বারা পরিতৃপ্ত করিব বলিয়া এই সমাজ গৃহে একত্র মিলিত হইয়াছি। সনা-তন ব্রাহ্মধর্ম্মের মহত্ত্ব প্রকাশিত করি-বার জন্য সকলে সঙ্গত হইয়াছি। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম নূতন ধর্ম্ম নহে। ইহা সকল ধর্ম্মের আত্মা-রূপে অন্তরে বিলীন হইয়া রহি-য়াছে। আজ ৪২ বৎসর অতীত হইল, মৃত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ইহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া আপন জন্মভূমি ভারত ভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। ইহা এক্ষণে প্রায় সকল দেশেই আপন প্রভাব প্রকাশ করিতেছে।

এই আদি ধর্ম্ম—সত্যধর্ম্ম—ব্রাহ্মধর্ম্ম আজ কাল ভারত ভূমির সকল স্থানেই লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইয়া আপন আধিপত্য সংস্থাপন করিতেছে। ইহা কুসংস্কারাবিষ্ট মোহান্ধ ব্যক্তিদিগের হৃদয় হইতে অজ্ঞান তিমির দূরীভূত করিয়া সত্যের জ্যোতি প্রকাশ করি-তেছে। দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে ও গৃহে গৃহে, এই সত্য ধর্ম্ম—ব্রাহ্মধর্ম্মের মাহাত্ম্য বিকীর্ণ হই-তেছে। এক্ষণে এমন স্থান দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহাতে এই সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের জ্যোতি প্রকাশিত হয় নাই।

আজ পাঁচ বৎসর অতীত হইল এই কালনা ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহা যে চিরস্থায়ী হইয়া অত্রত্য লোকদিগকে অপার আনন্দ নীরে মগ্ন করিবে, তাহা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নাই। কিন্তু মহানুভাব ধার্ম্মিক প্রবর শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের কৃপায় ও যত্নে এই সমাজ গৃহ নির্ম্মাণ হওয়াতে আমাদিগের সে আশঙ্কা একেবারে দূর হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে এই ব্রাহ্মসমাজ যে চিরস্থায়ী হইয়া অত্রত্য জন-গণের হৃদয়-মন্দিরে সত্য ধর্ম্মের জ্যোতি বিস্তার করিবে, এই আশা আমাদিগের অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হইয়াছে।

কি দুঃখের বিষয়! এই সমৃদ্ধ নগরে বিস্তর কৃতবিদ্য সম্পত্তিশালী লোক বাস করিতেছেন; কিন্তু কেহই এই সত্য ধর্ম্ম—সনাতন ধর্ম্ম—ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধন বিষয়ে কৃত-সংকল্প হয়েন না; কেহই এই সত্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার জন্য অগ্রসর হয়েন না; কেহই ইহার চিরস্থায়িত্ব পক্ষে আন্ত-রিক যত্ন ও আদর প্রকাশ করেন না। এই গ্রামবাসী প্রায় সমুদায় লোকেই এ বিষয়ে উদাসীন ভাব অবলম্বন করিয়া আছেন। হা জগদীশ! এক্ষণে তুমি তোমার সত্য ধর্ম্ম—ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তার করিয়া এই নগরের মুখ উজ্জ্বল কর। এই নগরবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতার হৃদয় মন্দির জ্ঞানালোকে

সমুজ্জ্বল করিয়া তোমার সত্য ধর্ম্মের মহিমা প্রকাশ কর। তোমার সত্য ধর্ম্ম পালনে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণকে সমুৎসুক কর, যাহাতে এই গ্রামবাসী সকলেই অহরহ তোমার মহিমা প্রচার ও অসীম গুণ গান করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতে পারেন এবং এই সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যতা দৃঢ়তর রূপে হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হয়েন।

হে ব্রাহ্ম-ভ্রাতৃগণ, আজ আমারদের সাংবৎসরিক মহোৎসবের দিন। আজ অপার আনন্দের দিন! আমরা সেই পরম দয়াময় পিতার অক্ষম সন্তান! আইস আজ আমরা একাগ্রমনে ব্যাকুল হৃদয়ে সেই পরম কারুণিক অনাথ নাথ পরম পিতার আরাধনা করিয়া দিবস সফল, শরীর পবিত্র ও জন্ম সার্থক করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা।

যখন অত্যন্ত গ্রীষ্মের প্রভাবে মেদিনী দগ্ধ প্রায় হইতে থাকে, সেই সময়ে যেমন এক দিকে সুশীতল জলবাহী মেঘের সঞ্চার হয়,—যখন আকাশ তিমিরে আচ্ছন্ন, সেই সময়ে যেমন এক দিকে শুভ্র উষার উদয় হয় ও পরে জগদালোকপ্রদ প্রভাপুঞ্জ দিবাকর প্রকাশিত হইয়া সমুদায় পৃথ্বীমণ্ডল আলোকিত করে—সেই রূপ এই দুঃখের সময়ে—এই অন্ধকারময় সংসারে ব্রাহ্মধর্ম্ম অভ্যুদিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম মনুষ্যের সকল দুঃখের বিনাশক ও সকল কল্যাণের হেতুভূত। এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে কেহ কথার কথা বলিয়া ভাবিও না—কেহ ইহাকে কেবল মহৎ ধর্ম্ম বলিয়া জানিয়াও নিরস্ত হইওনা—ইহার সম্যক্ তত্ত্ব প্রণিধান কর—ইহার সকল কথা গুলি শ্রবণ কর—ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ কর। ব্রাহ্মধর্ম্ম অসীম বলের সহিত সমুদায় অসত্য ও অসদাচারের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান। সকল অমঙ্গলের বিনাশ ও মঙ্গলের প্রকাশ, এই ইহার সঙ্কল্প। আত্মার অনন্ত কল্যাণ ও সংসারের সম্পূর্ণ মঙ্গল, এই ইহার সাধনীয়। যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের এই সঙ্কল্পে বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস হইল না। অথবা ইহাও বলিতে পারা যায়, যদি বস্তুতঃ এই সংকল্প সাধনের পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের কিছু ক্ষমতার ত্রুটি থাকে, তাহা হইলে আমি ব্রাহ্মধর্ম্মকে যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিব না। কিন্তু না—এরূপ বিতণ্ডা করিবার বিষয় কিছুই নাই। ঈশ্বর মঙ্গল-স্বরূপ; সেই মঙ্গলের ছায়া স্বরূপ এই ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্যের সকল কিরণ ধারণ করিতেছে—উন্নতির সমুদায় প্রশস্ততা আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে—জগতে সর্ব্ব প্রকার কল্যাণ বিস্তার করিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মই সমুদায় সুখ শান্তির আশার স্থান। আমরা প্রথমেই এই বলিয়া মঙ্গলাচরণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়াছি যে হে ব্রাহ্মধর্ম্ম তুমি আমাদের চির শান্তি ও সংসারের সর্ব্ব প্রকার মঙ্গল সাধন জন্য পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছ; তোমার সংকল্প সিদ্ধ হউক।

ব্রাহ্মধর্ম্মের এই সংকল্প সাধন পক্ষে ইহার সকলই অনুকূল। প্রথমতঃ—ইহার মত সকল অতি সুস্পষ্ট। ইহাতে বুঝিতে পারিলাম না বলিবার কিছু নাই—ইহার অপ্রকাশিত কূট ভাব কিছুই নাই—ইহার সকলই প্রত্যক্ষ গোচর। দ্বিতীয়তঃ—কয়েকটী মাত্র মূল কথায় ইহার সকল মত প্রকাশ পায়; তৎসমুদায় কথাই সকল মনুষ্যের হৃদয় নিহিত ও আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ। তাহাতে কাহারো বিশ্বাস না জন্মিবার সম্ভাবনা নাই—তাহা এক ব্যক্তির অপরকে বুঝাইয়া

দিবার অপেক্ষা নাই। তৃতীয়তঃ—ইহার যে সকল মত, তাহা হইতে কোন দ্বন্দ্ব বা বিকৃত ভাবের উদ্ভব হইতে পারে না: জগতের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইতে পারে না; এবং মঙ্গল না হইয়াও থাকিতে পারে না। ঈশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয়: তিনি নিত্য ও নির্ব্বিকার—শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ; তিনি সকলের সৃষ্টি কর্ত্তা বিধাতা, তিনি আমাদের শরণ্য—বরেণ্য; তাঁহার কৃপাতে আমাদের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল হয়; এই সকল মত যেমন বোধ সুগম, তেমনি সারা-র্থক, তেমনি ব্যাপক ও মঙ্গলাবহ। এই কয়েকটি কথাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সূক্ষ্ম ও প্রশস্ত সমুদায় মত ও ভাব আয়ত্তীকৃত রহিয়াছে। যেমন বুঝিলাম ঈশ্বর এক, তেমনি বুঝি-লাম সমুদায় মনুষ্য সেই এক পিতার পুত্র স্বরূপ; যেমন বুঝিলাম তিনি শুদ্ধ ও পবিত্র, তেমনি বুঝিলাম সমুদায় পাপ ও অবিশু-দ্ধতা সর্ব্বথা পরিহার্য্য। যাঁহারা এই সকল মত স্বীকার করেন, তাহারাই ব্রাহ্ম। যাঁহারা মুখে এই সকল মত স্বীকার করিবেন না, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্ম বলিবার অধিকার নাই। কিন্তু এই সকল সত্য তাঁহাদের হৃদয় নিহিত; তাঁহারা কোন না কোন প্রকারে, এই সকল মত স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন না, অতএব তাঁহাদিগকেও ব্রাহ্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। দেখ ব্রাহ্মধর্ম্ম কেমন উদার—কেমন ব্যাপক—কেমন মনুষ্যের হৃদয়াধিষ্ঠিত! এ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি বা কোন সম্প্রদায় সত্যের একান্ত অবমাননা করিয়া থাকিতে পারে নাই, একবারে ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিয়াও তিষ্ঠিতে পারে নাই। এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মকে সর্ব্বহৃদয়াধি-ষ্ঠিত বলিয়া দেখিতে পাই। এই জন্য কাহাকেও ব্রাহ্মধর্ম্মে আনিবার জন্য—কাহাকেও ব্রাহ্ম করিবার জন্য কোন উদ্যো-গের অপ্রয়োজন বিবেচনা করি। যদি আমাদের নিজের বিশেষ ভাব ও মত অন্যের হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত করিয়া দিতে না চাই, অথবা যদি কয়েকটী "গণ্ডী" দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে বদ্ধ বা তাহাকে কোন কূটার্থে পর্য্যবসিত করিতে না চাই, তাহা হইলে অন্যকে "ব্রাহ্ম" করিবার নিমিত্ত কোন বিশেষ প্রয়াস করা নিষ্প্রয়োজন। ব্রাহ্ম হইবার কি ব্রাহ্ম করিবার নিমিত্ত লোককে ডাকাডাকি করিতে হয় না। কেবল আমা-দের এই দেখিতে হইবে যে, যে ব্রহ্মজ্ঞান রূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই আত্মাতে নিহিত আছে, তাহা প্রজ্বলিত হইতেছে কি না, ব্রাহ্মধর্ম্মের যে উদ্দেশ্য, তাহা লোকে বুঝি-তেছে কিনা; লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করি-তেছে কি না? যদি কোন স্থানে এমন দেখা যায় যে দশ বৎসর কাল তথায় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে, নিয়মিত রূপে উপাসনা চলিয়া আসিতেছে কিন্তু ব্রাহ্মগণ কেবল সেই নিয়মিত উপাসনাই করিয়া থাকেন, ব্রহ্ম সাধনের ভাব, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উদ্দেশ্য কিছু বুঝেন নাই, তাহা দেখিয়া কেবল দুঃখই হয়। আর যদি এমন দেখা যায় যে কোন ব্যক্তি যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করিতেছেন কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের নাম না জানিয়া অথবা ব্রাহ্মদিগের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকা বশতঃ তিনি ব্রাহ্ম নাম গ্রহণে অ-নিচ্ছু, তাঁহার ভাব দেখিয়া অবশ্যই তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। অতএব বোধ হয় আমাদের এই দেখা উচিত যে লোকেরা কত দুর ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করিতেছে? লো-কেরা কতদুর ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করিতেছে, ইহা জানিবার অভিলাষী হইয়া যদি আমরা চারি দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে আর এক দৃশ্য দেখিতে পাই। দেখি, কত ব্রাহ্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের অতি অল্পই ধার ধারেন, আর

যাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেন না, তাহাদের মধ্যেও কত লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম বহুল অংশে পালন করিয়া থাকেন। উহা দেখিয়া আমাদের উচিত যে, যাহারা ব্রাহ্ম নয় আমরা তাহাদিগকেও আলিঙ্গন করি; তাহা হইলে তাহারাও আমাদিগকে আলিঙ্গন করিবে; ক্রমে যাহারা ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত, আর যাহারা সেরূপ নয়, সকলেই প্রকৃত অর্থে ব্রাহ্ম হইতে থাকিবে। এরূপ হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্থায়িত্ব ও তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ প্রশস্ত হইবে।

পরন্তু এপর্য্যন্ত হইলেও ব্রাহ্মধর্ম্মের সফলতা হইল না। মরুভূমির মধ্যে সুনির্ম্মল সুস্নিগ্ধ সলিল-পূর্ণ সরোবরের ন্যায় আমরা এই দুঃখময় সংসারে ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু যদি ইহা দ্বারা আমাদের সন্তাপ নিবারণ না হইল, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মকে পাইয়া কি ফল লাভ হইল? ব্রাহ্মই হউন, আর যিনিই হউন, এই সংসারে সন্তাপিত হয়েন নাই, এমন কে আছে? কে এই সংসারে সম্যক্ রূপে তৃপ্তি সম্ভোগ করিয়া থাকে? কে বলিতে পারে যে সংসারের অবস্থা যেমন হওয়া চাই, তেমনি হইয়াছে? কে বলিবে, আত্মা যাহা কিছু চায়, সমুদায় এই সাংসারিক বস্তু সকলের মধ্যেই রহিয়াছে? যাঁহারা সম্যক্ প্রকারে আপনাদিগকে সুখী বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদিগকে বলি, তাঁহারা আপনাদের কিসে সুখ তাহা প্রণিধান করিয়া দেখুন। যাঁহারা এখানে নানা প্রকারে অতৃপ্তি বোধ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে বলি, কিসে তাঁহাদিগের তৃপ্তি লাভ হয়, তাহার অন্বেষণ করুন্। জগদীশ্বর সুখ দুঃখের বোধ সকলকেই দিয়াছেন—সুখ লাভের নিমিত্ত সকলেই ব্যগ্র। মহত্ত্ব—জীবনের সার্থকতা—সকলেই আকাঙ্ক্ষা করে—তবে কেবল রুচির বৈচিত্র্য ও মোহের প্রাদুর্ভাব বশত লোকের ধর্ম্ম-ভাব উদ্দীপ্ত হইতেছে না—অথবা যাঁহাদের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বলবতী হইয়াছে, তাঁহারাও অপ্রকৃত পথে ভ্রাম্যমাণ হইতেছেন। যাহাই হউক, তথাপি ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলকেই সুখ শান্তি প্রদান করিবেন, এমন আশা দিতেছেন—অবশেষে সকলেই নিত্য শান্তি—নিত্য কল্যাণ লাভ করিবে; সন্দেহ নাই। তথাপি এখনো আক্ষেপ এই, কেন মনুষ্য অল্প কালের জন্যও শোক দুঃখে মুহ্যমান হয়? কেন মনুষ্য কুল হারা হইয়া এই সংসার সমুদ্রে ইতস্ততঃ ভাসমান হয়? কেন মনুষ্য দুঃখের কশাঘাত সহ্য করিয়াও তাহা হইতে একান্ত বিমুক্তির ইচ্ছা করে না? কেন মনুষ্য অমৃতের পাত্র সম্মুখে পাইয়াও তাহা পান করিয়া তৃপ্তি সুখ অনুভব করে না? যাঁহারা ব্রাহ্ম, তাঁহাদিগের জন্য এইরূপ আক্ষেপ হয়, কেন তাঁহারা দেখিয়া শুনিয়াও অন্ধ হইবেন? কেন তাঁহারা বিচারে পণ্ডিত কিন্তু কার্য্যে মূঢ় হইয়া কেবল শোক সন্তাপ ভোগ করিতে করিতে পৃথিবী হইতে অবসৃত হইবেন? অসত্য বিনাশশীল; অজ্ঞানতা অন্ধকারময়; বিষয়-রস বিষ তুল্য। মনুষ্যের চিরদিনের অবলম্বন, সুখের নিদান ও শান্তির নিকেতন স্বরূপ সেই একমাত্র পর ব্রহ্মই তাহার অনন্ত কালের উপজীব্য। "নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখং," অল্প বস্তুতে সুখ নাই, ভূমা ঈশ্বরই সুখ স্বরূপ। মনুষ্য তাঁহাকে অবলম্বন করুক, তাহার সকল জ্বালা চলিয়া যাইবে। তাহার নিত্য শান্তি লাভ হইবে, এই পৃথিবীই তাহার স্বর্গ তুল্য হইবে।

এই পৃথিবীকে সুখের আলয় করিবার নিমিত্ত বিবিধ বিজ্ঞান চক্র অহর্নিশ ঘূর্ণিত হইতেছে, কত প্রকার রীতি বর্ত্ম আবিষ্কৃত

হইতেছে, কিন্তু এপর্য্যন্ত তদ্দ্বারা এক জন মনুষ্যও প্রকৃত সুখী হইতে পারিল না। মনুষ্যের সুখৈষণা এখনো বহু প্রকারে নিত্য নিত্য চীৎকার করিতেছে। এখনো মনুষ্যগণ ঐ সুখের আশায় কোন্ পথ ও কি প্রকার নীতি অবলম্বন করেন এবং কোন্ দিকে ধাবিত হয়েন, বলা যায় না। যাহাই হউক, এই রূপ লোক কত দূর সুখী হইতে পারে, তাহা দেখা আবশ্যক। কিন্তু পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছি, এখনো তাহাই দেখিতেছি, কতকগুলি মিথ্যা বিজ্ঞান মনুষ্যকে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখেতেই নিষ্পেষণ করিতেছে। এই সকল বিজ্ঞানের ভ্রমাত্মকতার বিষয়ে যখন মনুষ্যের চক্ষু উন্মীলিত হইবে। তখন সত্যের জন্য শান্তির জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিই সকলের দৃষ্টি প্রত্যাবৃত্ত হইবে। অবশেষে ব্রাহ্মধর্ম্মের শাসনেই পৃথিবীর সমুদায় মঙ্গল ফলিত হইবে।

মনুষ্যগণ এ দিকে বহু প্রকার দারিদ্র্য দুঃখে প্রপীড়িত, ও দিকে প্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত; অন্য দিকে অজ্ঞান ও মোহান্ধকারে অন্ধীভূত, অপর দিকে ভ্রান্তিময় বিজ্ঞান কলে নিষ্পেষিত; এমন অবস্থায় এই ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়। এমন অবস্থায় ইহার উদ্দেশ্য কি তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। সমুদায় অসত্য, কুসংস্কার ও অজ্ঞানের দূরীকরণ পূর্ব্বক সত্য সূর্য্যের উদয়, সমুদায় দরিদ্রতা, অস্বচ্ছন্দতা ও ব্যভিচার নিবারণ পূর্ব্বক অদীনতা, পবিত্রতা ও মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা —মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি এবং সর্ব্বোপরি তাহার ব্রহ্ম লাভ, এই ইহার উদ্দেশ্য। ঊর্দ্ধেতে অনন্ত উন্নতি, অধোতে সম্পূর্ণ সুখ স্বচ্ছন্দতা, এই ইহার সাধন সঙ্কল্প। অনন্ত উন্নতির কি প্রকার গতি ও ভাব তাহা সম্পূর্ণ মনে আয়ত্ত করিতে পারি না—মনে যাহা বুঝিতে পারি তাহাও সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিতে পারি না। সংসারের যেরূপ ভাব প্রদর্শন করা ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য, তাহা এক স্থানে এই রূপে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম——"ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন—আমি লোকদিগের সমুদায় বদ্ধ ভাব দূরীকৃত করিয়া সর্ব্বাংশে মুক্ত করিব; প্রেম ভক্তি ও পবিত্রতাকে সম্যক্ রূপে উন্নত করিব; বিদ্যা বুদ্ধি ও শক্তিকে উজ্জ্বল ও মহীয়ান্ করিব; আমার প্রভাবে বিশুদ্ধাচারী স্ত্রী ও পুরুষগণ পৃথিবীর উপরে স্বর্গীয় শোভা বিস্তার করিবে; পুত্র কন্যাগণ পিতা মাতাকে শুভাকাঙ্ক্ষী দেব দেবীর ন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়া সেবা শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহাদের মৃত্যু শয্যাকে সুখের শয্যা করিয়া তুলিবে; দীন দরিদ্রের রোদন ধ্বনি কাহাকেও শুনিতে হইবে না; রাজাগণ প্রজাদিগের সর্ব্বময় প্রভু না হইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন ভৃত্যের ন্যায় সমাজের শান্তি রক্ষা করিবে, প্রভু ভৃত্য, উত্তমর্ণ অধমর্ণ, ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ পরস্পরের শোণিত শোষণ চেষ্টা না করিয়া হিতকারী বন্ধুর ন্যায় পরস্পরের সাহায্য করিবে; আমি সকল মনুষ্যের আত্মাতে ও সকল ব্যবস্থার মূল দেশে অবস্থান করিয়া মনুষ্যকে ঈশ্বরের প্রেমাস্পদ পুত্র বলিয়া পরিচিত করিব ও পৃথিবীকে সুখ সৌভাগ্যে পূর্ণ করিব। ঈশ্বর-প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী মাত্র কথাও কখন ব্যর্থ হইবার নহে।" —এই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম ভিন্ন আর উপায় নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম ঐ সকল মঙ্গলের সূচনা করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মই তাহার সিদ্ধি করিতে পারেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপরেই ঐ সকল শুভ সাধনের আশা স্থাপিত করা যায়। পৃথিবীর দুঃখ রাশি তিরোহিত হইবে কিনা? জিজ্ঞাসা কর, এক জন তাহাতে উপহাস করিবেন, কেহ বা তাহা অসম্ভব মনে করিবেন, কেহ বা

তাহা আশা করিতেও সঙ্কুচিত হইবেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের কাছে ইহার সংশয় নাই—ইহার অসম্ভাবনা কিছুই নাই—ব্রাহ্মধর্ম্মের দুর্জ্জয় শক্তিতে সকলই সম্ভব হয়। এই মলিন মানব স্বয়ং ঈশ্বর-সংসর্গ লাভ করিবে? ইহা অনেকের সংশয় স্থল বোধ হয়, কেহ বা সাহস করিয়া একথা মুখে আনিতেও পারিবেন না, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের ইহা ভিন্ন আর কোন অর্থ নাই; ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল মর্ম্মই এই যে ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের অব্যবহিত সম্বন্ধ—প্রত্যেক মনুষ্যের সমুদায় অভাব ঈশ্বর স্বয়ং স্বহস্তে পূরণ করিবেন। এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর আমাদের এত প্রসক্তি! এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের নামে আমাদের এত আনন্দ হয়! এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর আমাদের অনন্ত আশা স্থাপিত রহিয়াছে! যদি আমাদের গত জীবন আলোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাই, কত সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের পক্ষে দুর্ব্বলের বল—অন্ধের যষ্টি স্বরূপ হইয়াছে—কত বার কত বিষয়ে নিরাশার অন্ধকারে পড়িয়া—কত বার অন্তরে গভীর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া কেবল ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব স্মরণ করিয়া হৃদয়ে শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছি। এখনো ব্রাহ্মধর্ম্মকে সেই সকল আশার স্থান বলিয়া ইহার সেবা করিয়া থাকি। অন্তরে বাহিরে, দিনে নিশীথে, আহারে নিদ্রান্তে ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি—ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য অচিরাৎ সিদ্ধ হউক।

এখন এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে অবিকৃত ভাবে রক্ষা ও সর্ব্বত্র প্রথিত করিবার জন্য ব্রাহ্মদিগের নিকট এই প্রার্থনা, তাঁহারা যেন এই ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন ভাবাপন্ন না হয়েন। তাঁহারা ইহার সম্যক্ তত্ত্ব প্রণিধান করিয়া ইহাকে স্পর্শ মণি তুল্য মনুষ্যের অমূল্য সম্পত্তি বলিয়া জানুন, ইহা দ্বারা মনুষ্যের কত দুর মঙ্গল হইবে তাহা অবগত হইয়া ইহার যথোচিত মহত্ত্ব স্থাপন করুন। আবার যাঁহারা ইহাকে অত্যন্ত মমত্ব করিবেন, তাঁহারা যেন ইহাতে তাঁহাদেরই অধিকার অথবা তাহাদেরই মত লোকের অধিকার, আর কাহারও অধিকার নাই, এরূপ কথা মুখে না আনেন; কারণ ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম মর্ম্মান্তিক আঘাত প্রাপ্ত হয়। আহা! বলুন দেখি, এই সংসারে এমন কে আছে, যাহার মস্তক এই বিশ্বপাতা ঈশ্বরের পদে অবনত নহে? কে এমন বিকৃত হৃদয় যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রদত্ত এই সকল নিত্য সত্য সার সুখকে অসুখ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছে? যাহার যে ভ্রম ও ত্রুটি, সমুদায় অপগত হইবে। ব্রাহ্মগণ! আপনাকে ঠিক রাখিয়া সমুদায় মনুষ্য মণ্ডলীকে আলিঙ্গন কর এবং তাহাদেরও আলিঙ্গন গ্রহণ কর। কাহাকেও অবজ্ঞা দৃষ্টিতে দেখিওনা; অনুদারতা নিবন্ধন ব্রাহ্মধর্ম্মকে সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিও না; ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধি বিষয়েও সন্দিহান হইওনা। সকলে আপনাপন স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্মের নিকট আগমন করুক—সকলে উদ্যত হইয়া আপনাপন জীবনের সার্থক্য সম্পাদন নিমিত্ত অগ্রসর হউক, দেখিবে, মনুষ্যত্বের কি শোভন বিচিত্র দৃশ্যই দৃশ্যমান হইবে!

যে সকল ব্রহ্ম-পরায়ণ মহাশয়গণ ব্রহ্মেতে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন—যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকট আপনাকে বিক্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন ব্রাহ্মধর্ম্ম রক্ষা ও ইহার উদ্দেশ্য সাধন জন্য বহু লোকের বল বুদ্ধি শক্তি সমাগম প্রভৃতি কোন প্রকার উপকরণ সৃষ্টি করিতে উৎকণ্ঠিত না হয়েন। ব্রাহ্মধর্ম্মে

বিনাশের আশঙ্কা কি ? ব্রাহ্মধর্ম্ম আপনিই আপনাকে রক্ষা করিবে। ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির অসম্ভাবনা কি ? ইহার উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে সমুদায় মনুষ্যত্বই মিথ্যা। তাঁহারা কোন ফল গণনা না করিয়া আপনারাই প্রাণপণে ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করুন—আর কিছুই করিতে হইবে না, কেবল তাঁহারা আপনারা নিঃস্বার্থ ব্রহ্মোপাসকের ভাব জগতে প্রদর্শন করুন, ক্রমে ক্রমে প্রকৃত সত্য জ্যোতি ও সাধু ভাব দেশময় ব্যাপ্ত হইবে !!

আর, সর্ব্ব সাধারণ মনুষ্য মাত্রের নিকট প্রার্থনা এই; কেহ যেন আপনাকে মৃত্যু মুখে পাতিত না করেন—অসুখে সুখে অভিমান না করেন—এবং এই কষ্টের সংসারে কেবল কষ্টই ভোগ করিতে হইবে, এরূপ বিশ্বাস করিয়া প্রবর্ত্তিত না হয়েন। নিত্য সুখ নিত্য শান্তি অখণ্ড মঙ্গল মনুষ্যের একান্ত লভনীয়। তাহার অন্বেষণ করুন, তাহা পাইবেন। যদি অন্য কোথা তাহা না দেখেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপালন করুন, দেখিবেন, মনুষ্যের জন্য ঈশ্বর কি অমৃতেরই সৃজন করিয়াছেন।

আর্য্য ঋষিদিগের তড়িৎ-বিষয়ক জ্ঞান ও বিবিধ কার্য্যে তাহার প্রয়োগ।

৩৭১ সংখ্যক পত্রিকার ১৩৮ পৃষ্ঠার পর।

আমরা যে কয়েকটি শাস্ত্রীয় বিধান দ্বারা প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রমাণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি, তন্মধ্যে প্রথমটিকে পূর্ব্ব সংখ্যায় ব্যাখ্যা করিয়াছি, এক্ষণে দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি দ্বারা প্রস্তাবের কতদূর প্রমাণ হয়, তাহার আলোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে।

দ্বিতীয় বিধানটি এই; উপাসনা করিবার সময় (শ্রেষ্ঠ কল্পে) রেশম বস্ত্র পরিধান, কম্বল বা গালিচার আসনে উপবেশন এবং সম্মুখে জলপূর্ণ পাত্র স্থাপন; এই কয়েকটি ব্যাপার করিবেই করিবে।

উপাসনার সময়ে মনের প্রশান্ত ভাব যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা প্রকৃত উপাসক মাত্রেই অবগত আছেন। সেই প্রশান্ত ভাব রক্ষা করিবার জন্যই বোধ হয় শাস্ত্রকারগণ তড়িদ্বিদ্যার সাহায্য গ্রহণ করিয়াই বিধান করিয়াছেন যে, উপাসনার সময়ে কম্বল, গালিচা, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, মৃগচর্ম্ম বা কুশার আসনে উপবেশন করিবেক, পট্টবস্ত্র দ্বারা গাত্র আবৃত করিবেক এবং সম্মুখে স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র প্রভৃতি কোন উৎকৃষ্ট ধাতু নির্ম্মিত পাত্রে জল স্থাপন করিবেক। এই রূপ বিধান দ্বারা তাঁহাদিগের অভিলষিত স্থৈর্য্য যে কি রূপে রক্ষিত হইতে পারে, তাহা এক্ষণে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে।

আত্মা শরীর হইতে পৃথক্ কিন্তু যতক্ষণ তাহার সহিত শরীরের যোগ থাকে, ততক্ষণ শরীরের সাহায্য ভিন্ন তাহার কোন কার্য্যই সংসাধিত হয় না। কেহ কেহ এই স্পষ্টতম সত্যে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিয়া থাকেন যে, যখন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে নিবদ্ধ রাখিয়া আত্মা লক্ষ্য বিশেষের ধ্যানে নিযুক্ত হয়, অথবা নিদ্রাবস্থায় যখন স্বপ্ন দর্শন করে, তখন তাহাতে শরীরের কি সাহায্য গৃহীত হয় ? ইহার প্রত্যুত্তরে তাঁহাদিগকে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, যদি উক্ত কার্য্যদ্বয় শরীরের সাহায্য ভিন্নই সিদ্ধ হইবে, তবে তাহাদিগের অবসানে শরীরের মস্তিষ্ক অংশে দুর্ব্বলতা অনুভূত হয় কেন ? এই রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আত্মা কি জাগ্রত কি নিদ্রিত যে অবস্থায় যে কার্য্যেই প্রবৃত্ত হউক না

কেন, তাহাতে শরীরের যোগ—শরীরের সাহায্য থাকিবেই থাকিবে। অধুনাতন পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে মস্তিষ্কের সাহায্যেই মনের সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। শরীরের অন্যান্য অঙ্গ যে রূপ কিছু কাল কার্য্য করিলেই অবসন্ন হইয়া পড়ে, মস্তিষ্কও সেই রূপ মনের সাহায্যার্থে কিছু কাল কার্য্য করিলে অবসন্ন হয়। আবার অন্যান্য অবসন্ন অঙ্গে যে রূপ বল বিহিত না হইলে তাহা দ্বারা কোন কার্য্যই সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয় না, তদ্রূপ অবসন্ন মস্তিষ্কেও বলাধান না হইলে তাহা দ্বারা কোন প্রকার মানসিক কার্য্য সুন্দররূপে নিষ্পাদিত হইতে পারে না।

মনুষ্য প্রভৃতি যাবতীয় জীবের শরীরেই সর্ব্ব সময়ে কিয়ৎ পরিমাণ মুক্ত তড়িৎ বিদ্যমান থাকে।* ঐ তড়িৎ পরিপাক-যন্ত্রাদির বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়া হইতে উদ্ভূত হয় এবং শরীরে অবস্থিতি করিয়া নানা প্রকার কার্য্য সাধন করে। ঐ তড়িৎ হইতেই শরীরস্থ স্নায়ুমণ্ডল বল প্রাপ্ত হয় এবং সেই বল দ্বারাই শরীরের ও মনের সমুদায় কার্য্য প্রকাশিত হইয়া থাকে। পরীক্ষা দ্বারা প্রতীত হইয়াছে যে, শরীরে তড়িতের পরিমাণ অল্প হইলে স্নায়ু মণ্ডল ক্ষীণ হইয়া পড়ে; সুতরাং তখন তাহা দ্বারা কোন গুরুতর কার্য্য সাধন করা যায় না। আবার তড়িতের পরিমাণ অধিক হইলে স্নায়ুমণ্ডল বলিষ্ঠ হইয়া উঠে; তখন তাহা দ্বারা বিস্তর বলসাধ্য কার্য্য সাধন করা যাইতে পারে। কিন্তু কোন সূক্ষ্ম কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে স্নায়ুমণ্ডলের উক্ত দুই অবস্থার একটিও বিশেষ কার্য্যকর হয় না; কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিই আপন আপন শরীরের ভাব দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন যে, দুর্ব্বলতার আধিক্যে মনের জড়তা এবং সবলতার আধিক্যে মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, কিন্তু কোন সূক্ষ্ম কার্য্যে প্রবেশ করিতে হইলে যেরূপ উদ্যম যুক্ত শান্ত ভাবের প্রয়োজন, তাহা কোন মতেই জন্মে না। সুতরাং সকলেই সহজ জ্ঞানে বুঝিতে পারেন যে, ক্ষুরধারের ন্যায় কোন সূক্ষ্ম পথে অগ্রসর হইতে গেলে, যে পরিমাণ তড়িৎ দ্বারা শরীরস্থ স্নায়ু প্রভৃতির বল মধ্যমরূপে বিহিত হইতে পারে, তাহাই রক্ষা করা অতীব আবশ্যক।

এক্ষণে দেখ উহাতে আমাদিগের পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত গুলির সার্থকতা হইল কি না। এদেশীয় উপাসনার সাধারণ নিয়ম এই যে, অভুক্ত অবস্থায় অবগাহন বা হস্ত পদ মুখাদি প্রক্ষালন দ্বারা শুচি হইয়া উপাসনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ভোজন করিবার পর ভুক্ত দ্রব্যাদি পাকস্থলীতে বিবিধ রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগ দ্বারা জীর্ণ হইতে থাকে বলিয়া সেই সময় (পূর্ব্ব সংখ্যার ১৩ নিয়ম অনুসারে) প্রচুর পরিমাণে তড়িৎ উদ্ভূত হয় এবং সেই তড়িৎ হইতে স্নায়ুমণ্ডল একদা অধিক বল প্রাপ্ত হওয়ায় মন তাহার যোগে আর স্থির ভাবে কার্য্য করিতে পারে না। এই রূপ মনশ্চাঞ্চল্যের প্রতিবিধান করিবার জন্য অভুক্ত অবস্থায় (যে অবস্থায় তড়িতোদ্‌গমের সম্ভাবনা অল্প) উপাসনা করিবার বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। অপিচ অভুক্ত অবস্থায়ও শরীরে যে পরিমাণ তড়িৎ বিদ্যমান থাকে, তাহারও অল্পতা জন্মাইবার নিমিত্ত উপাসনার পূর্ব্বে স্নান বা হস্ত পাদাদি প্রক্ষালন করিবার বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। জল একটি উৎকৃষ্ট তড়িৎ-পরিচালক পদার্থ, সুতরাং তাহা

* গ্যালব্যানোমিটার নামক এক প্রকার তড়িৎ-পরীক্ষার যন্ত্র আছে, তাহাকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেই শরীরে মুক্ত তড়িতের অবস্থিতি জানিতে পারা যায়।

দ্বারা সিক্ত হইলে তাহার সহিত শরীরের অধিকাংশ মুক্ত তড়িৎ বহির্গত হইয়া যায়। এই স্থলে কেহ বলিতে পারেন যে,স্নান দ্বারা তড়িৎ বাহির করা না বলিয়া তাপ বাহির করা বলিলেই তো সঙ্গত হয়। ইহার উত্তরে তাঁহাকে এই মাত্র স্মরণ করিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, যদি তাহাই হইত, তবে পৌষ মাসের প্রত্যুষে যখন শয্যা পরিত্যাগ করিয়া বহির্দ্বারে গমন করিলেই সমুদায় শরীর শীতল হইয়া পড়ে, তখনও প্রাতঃ সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্নান করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে কেন?

অতঃপর উপাসনা সময়ের আসন বসনাদি লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। স্নান করিবার সময় শরীর যে একবারে মুক্ত তড়িৎ বিরহিত হয় এমত নহে; জলে অবগাহন করিলে জল ও শরীর উভয়ই তুল্য পরিমাণ তড়িৎ সম্পন্ন হয়। অতএব অবগাহনে শারীরিক তড়িতের হ্রাস হয় বটে কিন্তু একবারে লোপ হয় না। স্নানের পর পরিপাক যন্ত্র, পৃথিবী ও বায়ু হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তড়িৎ আসিয়া শরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতে থাকে। এই সময়ে উপাসক রেশম বস্ত্র পরিধান ও রেশম বস্ত্রের উত্তরীয় দ্বারা গাত্রাচ্ছাদন করতঃ কম্বলাদির আসনে উপবেশন করেন। রেশম বস্ত্র ও কম্বলাদির আসন তড়িতের অধম পরিচালক বলিয়া তাহারা পৃথিবী ও বায়ু হইতে তড়িতাগমের ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়; এতন্নিবন্ধন শরীরও অধিক কাল সাম্যাবস্থায় থাকিতে পারে এবং মনেরও সুতরাং ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা রূপ সূক্ষ্ম কার্য্যে বিলক্ষণ পটুতা জন্মে। আসন ও পরিহিত বস্ত্রের গুণে পৃথিবী ও বায়ু হইতে তড়িতাগম হইতে পারে না বটে, কিন্তু পাকস্থলী প্রভৃতি শারীরিক যন্ত্রাদির ক্রিয়া কোন মতেই ইচ্ছা ক্রমে স্থগিত করা যায় না বলিয়া তাহা হইতে প্রতিক্ষণে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তড়িৎ উদ্ভূত হইয়া সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইতে থাকে। এই অল্প পরিমাণ ক্রমোদ্গত তড়িতের দ্বারা একটি প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হয়। স্নানাদি দ্বারা তড়িৎ নিষ্ক্রামণ পূর্ব্বক স্নায়বীয় বলের যেরূপ মধ্যমাবস্থা সাধন করিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া যায়, কিছুকাল পরে তাহার বিলক্ষণ বিপর্য্যয় ঘটে; কারণ মানসিক চিন্তা দ্বারা স্নায়ুমূল গুলির ক্রমশঃ বল-হানি হইতে থাকে, সুতরাং চিন্তায়ও আর পটুতা থাকে না। কিন্তু উল্লিখিত শারীরিক যন্ত্রোৎপন্ন মৃদু তড়িৎদ্বারা উক্ত ক্ষতির পূরণ হয়; অতএব স্নায়বীয় বলের মধ্যমাবস্থার অধিক ব্যতিক্রম হয় না। অপিচ, উক্ত শারীরিক যন্ত্রোৎপন্ন তড়িৎ প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে অল্পক্ষণের মধ্যেই উক্ত ক্ষতি পূরণোপযোগী পরিমাণাপেক্ষা অধিক হইয়া পড়ে; কারণ চিন্তা অস্থির ইচ্ছার অধীন, কিন্তু শারীরিক যন্ত্রাদির কার্য্য তাহা নহে; সুতরাং মধ্যে মধ্যে চিন্তার বিরাম বশতঃ স্নায়বীয় ক্ষীণতার অল্পতা হইতে পারে, কিন্তু যন্ত্রাদির কার্য্যের বিরাম হয় না বলিয়া তড়িতোৎপত্তির ব্যাঘাত হয় না। এই নিমিত্ত অধিকাংশ অল্প নিপুণ ব্যক্তিতে চিন্তা-জনিত দুর্ব্বলতা অপেক্ষা যন্ত্রোৎপন্ন তড়িতের ভাগ অধিক হইয়া উঠে। উৎপন্ন তড়িতের এই অতিরিক্তাংশ নিষ্ক্রামণ দ্বারা স্নায়ুমণ্ডল ও মনকে কার্য্যক্ষম রাখিবার জন্য শাস্ত্রকারগণ সুকৌশলে একটি বিধান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বিধান করিয়াছেন যে, উপাসকের সম্মুখে তাম্র প্রভৃতি ধাতু নির্ম্মিত একটি পাত্রে জল স্থাপন করিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক হস্ত বা কোশী দ্বারা উক্ত জলের

কিয়দংশ লইয়া ভূমিতে বা আরাধ্য দেবতার গাত্রে অর্পণ করিতে হয়। এই ব্যাপারের অন্য মাহাত্ম্য থাকে থাকুক, কিন্তু ইহা যে উক্ত অতিরিক্ত তড়িতাংশের নিষ্ক্রামক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ উক্ত পাত্র ও জল উভয় একত্রিত হওয়াতে তড়িতের একটি উৎকৃষ্ট পরিচালক হইয়া উঠে; সুতরাং যখনই হস্ত দ্বারা জল স্পর্শ করা যায়, তখনই উক্ত অতিরিক্ত তড়িতাংশ শরীর হইতে বহির্গত হইয়া পৃথিবীতে প্রবেশ করে, তাহার আর বিলম্ব হয় না। এই রূপে, মনের নিপুণতা রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিজ্ঞবর শাস্ত্রকারগণ নানা প্রকার ভৌতিক বস্তু ও ব্যবহারের অবশ্যকর্ত্তব্যতা বিষয়ে সুদৃঢ় বিধান সকল প্রকটন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যদি তড়িৎ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ না হইতেন, তাহা হইলে রাজাদিগের নিমিত্ত সুবর্ণাদি ধাতু নির্ম্মিত আসনের ব্যবস্থা না দিয়া কখনই কম্বল কুশাসনাদির বিধান করিতেন না।

তৃতীয় বিধান এই যে—শয়নের সময় কখনই উত্তর দিকে মস্তক স্থাপন করিবে না, কিন্তু অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময়ে উত্তর দিকেই মস্তক স্থাপন করিবে এবং একটি জলপূর্ণ গর্ত্তে পাদদ্বয় নিমগ্ন করাইয়া রাখিবে।

আমরা পূর্ব্ব সংখ্যার ১৬ নিয়মে বলিয়াছি যে, যদি লৌহ প্রভৃতি কোন কোন পদার্থ চুম্বকের সহিত কিছুকাল ঘৃষ্ট হয় বা তাহার সংস্পর্শে থাকে, তাহা হইলে তাহা চুম্বক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। ঐ নিয়মানুসারে আমাদিগের শরীরও চুম্বক-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে ও হইতেছে। কারণ রক্ত প্রভৃতি শারীরিক পদার্থে বিস্তর লৌহ কণা বিদ্যমান থাকায় এবং (পূর্ব্ব সংখ্যার ১৮ নিয়মের ব্যাখ্যান অনুসারে পৃথিবীতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ চুম্বক-ধর্ম্ম থাকায়, উভয়ের পরস্পর সংস্পর্শ বশতঃ শরীর নিয়তই চুম্বক-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইতেছে। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, ইস্পাত-নির্ম্মিত অস্ত্রাদি উত্তর দক্ষিণ দিগভিমুখ করিয়া কিছু কাল স্থির ভাবে ঝুলাইয়া রাখিলে, তাহা পৃথিবীর চুম্বকত্ব হইতে চুম্বক-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। অনেকানেক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, উক্ত নৈসর্গিক চুম্বক-ধর্ম্মই শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষার এক প্রধানতম নিদান। এই ক্ষণে দেখ মানব শরীরের কোন্ প্রান্ত কি রূপ চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পৃথিবী রূপ মহান্ চুম্বককে একটি মধ্য রেখা দ্বারা উত্তর দক্ষিণ দুই ভাগে বিভাগ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমরা (ভারত বাসীরা) ঐ রেখাটি হইতে অনেক দূরে উত্তর বিভাগে বসতি করিতেছি। (১৬ নিয়ম অনুসারে) যখন পৃথিবীর উত্তর বিভাগ চুম্বকের উত্তর প্রান্তের গুণ সমন্বিত এবং দক্ষিণ বিভাগ চুম্বকীয় দক্ষিণ প্রান্তের গুণসম্পন্ন; এবং আমাদিগের পাদদ্বয় যখন দিবা রাত্রির অধিকাংশ কাল উত্তর বিভাগের পৃষ্ঠে সংলগ্ন থাকে, তখন (১৬ নিয়মানুসারে) আমাদিগের পাদদ্বয় চুম্বকীয় দক্ষিণ প্রান্তের গুণ সমন্বিত এবং মস্তক সুতরাং উত্তর প্রান্তের গুণযুক্ত হইয়া উঠে। যখন পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে চুম্বকত্বই আমাদিগের স্বাস্থ্য রক্ষার প্রধানতম নিদান, তখন যে সকল ব্যবহার দ্বারা উক্ত চুম্বকত্বের হানি হয়, তাহা অবশ্যই স্বাস্থ্যের বিঘ্নজনক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, দিবাভাগে কার্য্যের সময় আমাদিগের শরীর পৃথিবীর সংস্পর্শে যে চুম্বকত্ব লাভ করে, পাদদ্বয় তাহার দক্ষিণ প্রান্ত এবং মস্তক তাহার উত্তর প্রান্ত। এইক্ষণ সকলেই (পূর্ব্ব সংখ্যার ১৫ নিয়মানুসারে)

বুঝিতে পারিবেন যে, পৃথিবীর উত্তর বিভাগস্থ দেশ সমুদায়ে দক্ষিণ শিরে শয়ন করিলে দিবাভাগের চুম্বকত্ব যে রূপ রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়, উত্তর শিরে শয়ন করিলে তাহা আবার সেই রূপ বিনষ্ট ও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। নিম্নস্থ প্রতিকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এই বিষয়টি সম্যক্‌রূপে হৃদ্গত হইতে পারিবে।
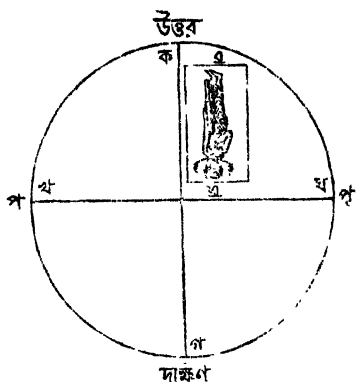
ক খ গ ঘ পৃথিবী। ইহা একটি স্বাভাবিক বৃহৎ চুম্বক; ক এই চুম্বকের উত্তর প্রান্ত এবং গ ইহার দক্ষিণ প্রান্ত। খ ঘ রেখা দ্বারা ইহাকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহাতে খ ক ঘ ইহার উত্তর এবং খ গ ঘ ইহার দক্ষিণ বিভাগ হইয়াছে। (পূর্ব্ব সংখ্যার (১৬ নিয়মানুসারে) খ ক ঘ ভাগের সমুদায় স্থানে চুম্বকীয় উত্তর প্রান্তের ধর্ম্ম বিদ্যমান এবং খ গ ঘ ভাগের সমুদায় স্থানে দক্ষিণ প্রান্তের গুণ বিরাজমান রহিয়াছে। যিনি এই উত্তর ভাগের উপর বিচরণ করেন বা উপবেশন করিয়া থাকেন, (পূর্ব্ব সংখ্যার ১৬ নিয়মানুসারে) তিনি চুম্বকত্ব লাভ করেন এবং তাঁহার পাদদ্বয় তাহার দক্ষিণ প্রান্ত ও মস্তক উত্তর প্রান্ত হইয়া উঠে। শয়ন কালে যদি তাঁহার পাদদ্বয় দক্ষিণ দিকে এবং মস্তক উত্তর দিকে স্থাপিত হয়, তাহা হইলে পৃথিবী ও তাহার সমানবর্ণ প্রান্তদ্বয় পরস্পর নিকটবর্ত্তী হওয়ায় (১৫ নিয়মানুসারে) তাঁহার দিবাভাগ-প্রাপ্ত চুম্বকত্ব নষ্ট হইয়া গিয়া তাহার স্থানে বিপরীত চুম্বকত্ব সঞ্চারিত হইতে থাকে*। এই রূপে প্রত্যেক দিবা রাত্রির মধ্যে শরীরের চুম্বকত্ব পুনঃ পুনঃ নষ্ট ও পরিবর্ত্তিত হওয়ায় তাঁহার স্বাস্থ্য সুতরাং আয়ু ক্রমশই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। অপরন্তু তিনি যদি চ ছ চিহ্নিত ব্যক্তির ন্যায় পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত ক অভিমুখে পাদদ্বয় ও দক্ষিণ প্রান্ত গ অভিমুখে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করেন, তাহা হইলে উভয়ের অসমানবর্ণ প্রান্তদ্বয় পরস্পর সমীপবর্ত্তী হওয়ায়, দিবা ভাগের ন্যায় রাত্রিতেও তাঁহার চুম্বকত্ব বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কিন্তু কোন মতে নষ্ট বা পরিবর্ত্তিত হয় না। এই রূপে শরীরের চুম্বকত্ব সকল সময়েই বৃদ্ধি পাইতে থাকে বলিয়া তাহার অভাব বশতঃ স্বাস্থ্য ও আয়ুর কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে না।

শরীরের চুম্বকত্ব নাশের আর একটি কারণ আছে, তাহা কেহই পরিহার করিতে পারেন না। শরীর যখন কোন কারণে অতিশয় উত্তপ্ত হয়, তখন তাহার চুম্বকত্বের অনেক ব্যাঘাত হয়। এই রূপ ব্যাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে যদি আবার প্রতিদিন উত্তর শিরে শয়ন করা যায়, তাহা হইলে স্বাস্থ্য ও আয়ুর যে বিস্তর হানি হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। পূর্ব্বোক্ত রূপ শয়নে যে রূপ উপকার ও অপকারের কথা বলিলাম, তাহা এত অল্পে অল্পে সাধিত হয় যে, তাহা অনেক দিন বিশেষ রূপে পর্য্যবেক্ষণ না ক-

* তাঁহার চুম্বকত্বের ন্যায় পৃথিবীর চুম্বকত্ব যে নষ্ট হয় না, তাহার কারণ এই যে, পৃথিবী তাঁহা অপেক্ষা বৃহত্তর চুম্বক।

রিলে লক্ষিত হয় না। শাস্ত্রকারগণ যে এই সমস্ত যুক্তি উপলব্ধি করিয়াই উত্তর শিরে শয়ন করিতে নিষেধ ও দক্ষিণ শিরে শয়ন করিতে বিধি দিয়াছেন, তাহার প্রমাণ এই যে, তাঁহারা ফলশ্রুতিতে বলিয়া গিয়াছেন যে, "প্রাকৃশিরঃ শয়নে বিদ্যাৎ, বলমায়ুশ্চ দক্ষিণে, পশ্চিমে প্রবলাং চিন্তাং,হানিং মৃত্যুমথোত্তরে"। এই সম্বন্ধে তাঁহাদিগের মনে অন্য প্রকার যুক্তির উদয় হইলে তাঁহারা ওরূপ না বলিয়া অন্য কোন প্রকার কঠিন শাসন প্রদর্শন করিতে পারিবেন।

উত্তর শিরের ন্যায় পূর্ব্ব ও পশ্চিম শিরে শয়নের পক্ষে শাস্ত্রকারদিগের বিশেষ কিছু নিষেধ নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা পশ্চিম দিক্ অপেক্ষা পূর্ব্ব দিকে মস্তক করিয়া শয়ন করাকেই শ্রেষ্ঠতর বলিয়াছেন। ফলতঃ আমরা দেখিতেছি যে, পূর্ব্বই হউক, আর পশ্চিমই হউক, যে দিকেই মস্তক করিয়া শয়ন করা যায়, তদুভয় স্থলেই পৃথিবীর প্রত্যেক চুম্বকীয় প্রান্ত পাদমূল হইতে যতদূরে, মস্তক হইতেও ততদূরে অবস্থিত থাকে; সুতরাং উক্ত দুই দিকের যে দিকেই শয়ন করা যায়,তাহাতে শারীরিক চুম্বকত্বের হ্রাসও হয় না বৃদ্ধিও হয় না। তাঁহারা যে পূর্ব্ব দিকের প্রতি কিঞ্চিৎ অধিক অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন,বোধ হয় তাহার অন্য কোন কারণ থাকিবে। সে কারণটি যে কি, তাহা আমরা অদ্যাপি নিশ্চিতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই।

এইক্ষণে, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময় উত্তর শিরে শয়ন ও জল পূর্ণ গর্ত্তে পাদদ্বয় নিমগ্ন করাইয়া রাখিতে হইবে কেন, ইহার যুক্তি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছি। কেহ কেহ বলেন, সত্বর মৃত্যু আনয়ন দ্বারা যন্ত্রণাবসান করিবার নিমিত্তই ঐরূপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু আমরা সেরূপ বাক্যে কোন মতেই অনুমোদন করিতে পারি না। যাঁহারা "যাবৎ শ্বাসস্তাবৎ চিকিৎসা" বাক্য সহস্র বার বলিয়াছেন, তাঁহারাই যে সত্বর মৃত্যুর উপায় বিধান করিবেন, এরূপ কখনই বোধ হয় না। আমাদিগের বিবেচনায় অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া উপলক্ষে যে কয়েকটি কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহার মধ্যে কয়েকটির উদ্দেশ্য মুমূর্ষু ব্যক্তির মন ঈশ্বরে সমাধান করাইয়া দেওয়া এবং আর কতিপয়ের উদ্দেশ্য তাঁহার চিকিৎসা। আমরা যে দুইটি অনুষ্ঠানের উল্লেখ করিয়াছি, তদুভয়ের উদ্দেশ্যই যে অন্ত্য চিকিৎসা তাহাতে আর সংশয় মাত্র নাই।

যখন কোন প্রকার চিকিৎসাতেই কিছুমাত্র ফলোদয় না হয়, বরং শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ক্রমশই অবসন্ন হইয়া পড়িতে থাকে এবং শ্বাস রোধের উপক্রম হইয়া উঠে, তখন রোগীর আত্মীয় বর্গ তাহাকে প্রাঙ্গনে আনিয়া শয়ন করায়। এই রূপ অবসন্নাবস্থা যদি প্রকৃত মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণ হয়, তাহা হইলে কোন রূপেই তাহার কিছুমাত্র হ্রাস জন্মাইতে পারা যায় না। কিন্তু যদি উহা শ্বাস যন্ত্রের আকস্মিক স্তম্ভন বশতঃ সংঘটিত হইতে থাকে, তাহা হইলে চুম্বকীয় তড়িৎ প্রভৃতি কয়েকটি উপায় দ্বারা তাহার প্রতিকার করা যাইতে পারে। যখন কোন ব্যক্তির মুমূর্ষু অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন পূর্ব্বোক্ত দুই কারণের কোন্‌টির কার্য্যকারিতা নিবন্ধন উহা সংঘটিত হইল, তাহা নিশ্চিত রূপে জানিতে পারা যায় না বলিয়া মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত কেহই চিকিৎসায় বিরত হয় না। ইউরোপীয়েরা ঐ অবস্থায় চুম্বকীয় তড়িৎ যন্ত্রের শক্তি প্রয়োগ দ্বারা অনেক স্থলে সাফল্য লাভ করিয়া থাকেন। যদিও পূর্ব্বকালে এদেশে তড়িতের গুণাগুণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তড়িতোৎপাদনের বিশেষ কোন

... নির্ম্মিত হয় নাই বলিয়া তৎকালীন পণ্ডিতেরা নৈসর্গিক পদার্থ বা উপায় বিশেষ দ্বারা আংশিক রূপে উক্ত যন্ত্রের কার্য্য সমাধা করিতেন।

তাঁহারা যে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে প্রাঙ্গনে আনিয়া উত্তর শিরে শয়ন করাইবার আদেশ করিয়াছেন, তাহার অভিপ্রায় এইক্ষণে সকলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ইতি পূর্ব্বে প্রমাণ করা গিয়াছে যে, পৃথিবী রূপ বৃহচ্চুম্বকের উত্তর প্রান্ত আমাদিগের বাসস্থান হইতে অধিকতর নিকট; সুতরাং এদেশে উত্তর প্রান্তেরই আকর্ষণ ও বিকর্ষণ গুণের প্রবলতা অধিকতর। মুমূর্ষু ব্যক্তির মস্তক অন্য কোন দিগভিমুখে না রাখিয়া ঐ নিকটতর উত্তরপ্রান্ত সন্নিহিত করিয়া রাখিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাহার মস্তক শীঘ্রই ঐ প্রান্তের আকর্ষণ বশতঃ চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। এই উপায় দ্বারা পুনর্ব্বার চুম্বকত্ব সঞ্চার করাইতে পারিলে (পূর্ব্ব সংখ্যার ১৬ নিয়মানুসারে) সমুদায় শরীরই চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হইয়া চৈতন্য লাভ করিতে পারে। পৃথিবীর উত্তর প্রান্তাভিমুখে পাদদ্বয়কে সংস্থাপন না করিয়া মস্তক স্থাপন করিবার কারণ এই যে, মস্তিষ্কে সমুদায় স্নায়ুর মূল নিহিত রহিয়াছে; প্রথমে সেই মূল গুলিতে চৈতন্য সঞ্চারিত না হইলে, শাখা সমূহে কি প্রকারে তাহার উদয় হইবে। অপরন্তু শরীরের অন্যান্য প্রান্তের ন্যায় মস্তিষ্ক সহজে শিথিল ও অবসন্ন হয় না; সুতরাং তাহাতে চুম্বক ও তড়িতের কার্য্য শীঘ্রই প্রকাশিত হইতে পারে।

পাদদ্বয়কে জল পূর্ণ গর্ত্তে নিমগ্ন রাখিবার কারণ এই যে, নাভির অধোদেশস্থ স্নায়ু সকল অগ্রেই শিথিল ও অসাড় হইয়া পড়ে; সুতরাং ঐ প্রদেশে স্নায়ু রূপ পরিচালক সহযোগে চুম্বকত্ব ও তড়িৎসঞ্চারিত হইবার উপায় থাকে না। বোধ হয় প্রধানতঃ এই অপরিচালকতা দোষের নিরাকরণার্থই তড়িতাদির উত্তম ও সুলভ পরিচালক জলের মধ্যে পাদদ্বয় নিমগ্ন করিয়া রাখিবার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। আবার গৃহাভ্যন্তর হইতে প্রাঙ্গনে আনিয়া শায়িত করিবার অভিপ্রায়ও প্রায় ঐরূপ, প্রাঙ্গনে স্বভাবতই আপাদ-শীর্ষ আর্দ্র থাকে, সুতরাং তাহা গৃহাভ্যন্তর হইতে অধিকতর তড়িতাদির পরিচালক। এই রূপ আর্দ্র পরিচালকের সহিত সংস্পৃষ্ট থাকাতে শরীরটিও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে তড়িতাদির পরিচালক হইয়া উঠিতে পারে, পৃথিবী হইতে মুক্ত তড়িৎ আসিয়াও মুমূর্ষুর শরীরে প্রবেশ করিতে পারে, অনেক সময়ে শীতল বায়ুর সংস্পর্শেও মুমূর্ষুর বিস্তর উপকার হইয়া থাকে; প্রাঙ্গনে আনীত হওয়ায় সে উপকারটিও তাঁহার অপ্রাপ্য থাকে না। এই সকল ব্যবহার অন্তিম চিকিৎসার্থ না হইলে, শাস্ত্রকারগণ কখনই মৃত্যুর পর দ্বাদশ দণ্ড পর্য্যন্ত শবকে উপর্যুক্ত ভাবে প্রাঙ্গনে রাখিবার আদেশ করিতেন না।

সামবেদি কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি।

ভবদেব ভট্ট প্রণীত।

নামকরণ।

১। যদিও গৃহ্য সূত্রে জন্ম দিন হইতে একাদশ দিবসে নাম করণ উক্ত হইয়াছে, তথাপি কুলাচার বশত দ্বাদশ দিবসে বা জন্ম দিনে নামকরণ করিবেক।

২। প্রথমত পিতা স্নান ও বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিয়া পার্থিব নামক অগ্নি সংস্থাপন পূর্ব্বক বিরূপাক্ষ জপান্ত কুশণ্ডিকা সমাপন করত প্রকৃত কর্ম্মের প্রারম্ভে প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবেক। যথা,

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ভূঃ স্বাহা।

প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ভুবঃ স্বাহা।

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ স্বঃ স্বাহা।

৩। অনন্তর মাতা শুভ্র বস্ত্র দ্বারা কুমারকে আচ্ছাদন করত ভর্ত্তার দক্ষিণ দিকে অবস্থান পূর্ব্বক উত্তর শিরা করিয়া কুমারকে ভর্ত্তৃহস্তে সমর্পণ করিবেক।

৪। পরে মাতা পৃষ্ঠ দেশ দিয়া ভর্ত্তার উত্তর দিকে গমন পূর্ব্বক তাঁহার বাম পার্শ্বে উত্তরাগ্র কুশের উপর পূর্ব্ব মুখ হইয়া উপবেশন করিবেক।

৫। তৎপরে পিতা, এই মন্ত্র দ্বারা একবার আহুতি প্রদান করিয়া কুমারের জন্ম তিথি ও জন্ম তিথির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং জন্ম নক্ষত্র ও জন্ম নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার হোম করিবেক। যথা,

ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা।

৬। যদি প্রতিপদে জন্মিয়া থাকে, তবে

ওঁ প্রতিপদে স্বাহা ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা।

৭। এই রূপ দ্বিতীয়াদিতে জন্মিলে

ওঁ দ্বিতীয়ায়ৈ স্বাহা ওঁ ত্বষ্ট্রে স্বাহা।
ওঁ তৃতীয়ায়ৈ স্বাহা ওঁ জনার্দনায় স্বাহা।
ওঁ চতুর্থ্যৈ স্বাহা ওঁ জমায় স্বাহা।
ওঁ পঞ্চম্যৈ স্বাহা ওঁ সোমায় স্বাহা।
ওঁ ষষ্ঠ্যৈ স্বাহা ওঁ কুমারায় স্বাহা।
ওঁ সপ্তম্যৈ স্বাহা ওঁ মুনিভ্যঃ স্বাহা।
ওঁ অষ্টম্যৈ স্বাহা ওঁ বসুভ্যঃ স্বাহা।
ওঁ নবম্যৈ স্বাহা ওঁ পিশাচেভ্যঃ স্বাহা।
ওঁ দশম্যৈ স্বাহা ওঁ ধর্ম্মায় স্বাহা।
ওঁ একাদশ্যৈ স্বাহা ওঁ রুদ্রেভ্যঃ স্বাহা।
ওঁ দ্বাদশ্যৈ স্বাহা ওঁ বায়বে স্বাহা।
ওঁ ত্রয়োদশ্যৈ স্বাহা ওঁ মন্মথায় স্বাহা।
ওঁ চতুর্দশ্যৈ স্বাহা ওঁ যক্ষেভ্যঃ স্বাহা।
ওঁ অমাবশ্যায়ৈ স্বাহা ওঁ পৌর্ণমাস্যৈ স্বাহা।
ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যঃ স্বাহা।

৮। যদি কৃত্তিকা নক্ষত্রে জন্মিয়া থাকে, তবে

ওঁ কৃত্তিকায়ৈ স্বাহা ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা।

৯। এই রূপ রোহিণী প্রভৃতিতে জন্মিলে

ওঁ রোহিণ্যৈ স্বাহা ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা।
ওঁ মৃগশিরসে স্বাহা ওঁ সোমায় স্বাহা।
ওঁ আর্দ্রায়ৈ স্বাহা ওঁ রুদ্রেভ্যঃ স্বাহা।
ওঁ পুনর্ব্বসুভ্যঃ স্বাহা ওঁ অদিতয়ে স্বাহা।
ওঁ পুষ্যায়ৈ স্বাহা ওঁ বৃহস্পতয়ে স্বাহা।
ওঁ অশ্লেষাভ্যঃ স্বাহা ওঁ নাগেভ্যঃ স্বাহা।
ওঁ মঘায়ৈ স্বাহা ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বাহা।
ওঁ পূর্ব্বফল্গুনীভ্যাং স্বাহা ওঁ ভগায় স্বাহা।
ওঁ উত্তরফল্গুনীভ্যাং স্বাহা ওঁ অর্য্যম্নে স্বাহা।
ওঁ হস্তায়ৈ স্বাহা ওঁ সবিত্রে স্বাহা।
ওঁ চিত্রায়ৈ স্বাহা ওঁ ত্বষ্ট্রে স্বাহা।
ওঁ স্বাত্যৈ স্বাহা ওঁ বায়বে স্বাহা।
ওঁ বিশাখায়ৈ স্বাহা ওঁ ইন্দ্রাগ্নীভ্যাং স্বাহা।
ওঁ অনুরাধায়ৈ স্বাহা ওঁ মিত্রাভ্যঃ স্বাহা।
ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ স্বাহা ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা।
ওঁ মূলায়ৈ স্বাহা ওঁ নির্ঋতয়ে স্বাহা।
ওঁ পূর্ব্বাষাঢ়াভ্যাং স্বাহা ওঁ অদ্ভ্যঃ স্বাহা।
ওঁ উত্তরাষাঢ়াভ্যাং স্বাহা ওঁ বিশ্বেভ্যোদেবেভ্যঃ স্বাহা।
ওঁ শ্রবণায়ৈ স্বাহা ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা।
ওঁ ধনিষ্ঠাভ্যঃ স্বাহা ওঁ বসুভ্যঃ স্বাহা।
ওঁ শতভিষাভ্যঃ স্বাহা ওঁ বরুণায় স্বাহা।
ওঁ পূর্ব্বভাদ্রপদাভ্যাং স্বাহা ওঁ অজৈকপাদায় স্বাহা।
ওঁ উত্তরভাদ্রপদাভ্যাং স্বাহা ওঁ ব্রধ্নায় স্বাহা।
ওঁ রেবত্যৈ স্বাহা ওঁ পূষ্ণে স্বাহা।
ওঁ অশ্বিনীভ্যাং স্বাহা ওঁ অশ্বিভ্যাং স্বাহা।
ওঁ ভরণ্যৈ স্বাহা ওঁ যমায় স্বাহা।

১০। অনন্তর পিতা কুমারের মুখ, নাশিকা, চক্ষু ও শ্রোত্র স্পর্শ করিয়া জপ করিবেক। যথা,

প্রজাপতিঋষিরহঃপতির্দ্দেবতা কুমারস্য নামকরণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ কোঽসি কতমোঽস্যেষোঽস্যমৃতোঽস্যাহস্পত্যং মাসং প্রবিশাসৌ।

'অসৌ' হে অমুকদেবশর্ম্মন্ 'কোঽসি' কস্ত্বমসি স্বরূপপ্রশ্নঃ 'কতমোঽসি' কিং জাতীয়োঽসি 'এষোঽসি' প্রত্যক্ষনির্দ্দেশঃ 'অমৃতোঽসি' অবিনাশ্যসি যতোঽতস্ত্বং 'আহস্পত্যং' সূর্য্যসম্বন্ধিনং 'মাসং' সংক্রান্তিচিহ্নিতং 'প্রবিশ'।

হে অমুক দেব শর্ম্মন্! তুমি কে, তুমি কি প্রকার স্বভাব সম্পন্ন! যেহেতু তুমি এই প্রত্যক্ষ জীবিত: অতএব তুমি সৌর মাসে প্রবেশ কর।

ওঁ সত্বাহ্নে পরিদদাত্বহস্ত্বারাত্রৌ পরিদদাতু রাত্রিস্ত্বাহোরাত্রাভ্যাং পরিদদাত্বাহোরাত্রৌ ত্বার্দ্ধমাসেভ্যঃ পরিদদতামর্দ্ধমাসাস্ত্বামাসেভ্যঃ পরিদদতু মাসাস্ত্বর্ত্তুভ্যঃ পরিদদত্বৃতবস্ত্বা সংবৎসরায় পরিদদতু সংবৎসরস্ত্বায়ুষে জরায়ৈ পরিদদাত্বসৌ।

আহস্পত্যমাসপ্রবেশস্য ফলমেতৎ। 'অসৌ' হে অমুকদেবশর্ম্মন্ 'সঃ' অহস্পতিঃ 'ত্বা' ত্বাং 'অহ্নে' দিবসায় 'পরিদদাতু' সমর্পয়তু সম্বর্দ্ধনায় যাবৎশতায়ুস্ত্বং। মাসস্য বিশেষণভূতোঽপ্যহস্পতিরত্র প্রাধান্যাৎ সংত্যজনেন প্রত্যবমৃশ্যতে। 'অহঃ ত্বা রাত্রৈ পরিদদাতু' 'রাত্রিঃ ত্বা অহোরাত্রাভ্যাং পরিদদাতু' 'অহোরাত্রৌ ত্বা অর্দ্ধমাসেভ্যঃ পরিদদতাং' 'অর্দ্ধমাসাঃ ত্বা মাসেভ্যঃ পরিদদতু' 'মাসাঃ ত্বা ঋতুভ্যঃ পরিদদতু' 'ঋতবঃ ত্বা সংবৎসরায় পরিদদতু' সংবৎসরঃ ত্বা আয়ুষে জরায়ৈ পরিদদাতু'।

হে অমুক দেব শর্ম্মন্। সূর্য্য তোমাকে দিবসে সমর্পণ করুক, দিবস তোমাকে রাত্রিতে সমর্পণ করুক, রাত্রি তোমাকে অহোরাত্রে সমর্পণ করুক, অহোরাত্র তোমাকে পক্ষে সমর্পণ করুক, পক্ষ তোমাকে মাসে সমর্পণ করুক, মাস তোমাকে ঋতুতে সমর্পণ করুক, ঋতু তোমাকে সংবৎসরে সমর্পণ করুক, সংবৎসর তোমাকে জরাবস্থার আয়ুতে সমর্পণ করুক।

১১। উভয় মন্ত্রের শেষে যে দুইটী "অসৌ" এই সর্ব্বনাম পদ আছে, কুমারের সম্বোধনার্থ তদুভয়ের পরিবর্ত্তে অমুকদেবশর্ম্মন্ বলিতে হইবে।

১২। অনন্তর পিতা কুমারের মাতার কর্ণে

অমুকদেবশর্ম্মা অয়ং তে পুত্রঃ।

ইহা বলিয়া কুমারের দক্ষিণ কর্ণে,

অমুকদেবশর্ম্মাসি।

এই নাম কহিবেক।

১৩। অনন্তর কুমারের মাতার কোড়ে কুমারকে দিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করত শাট্যায়ন হোমাদি বামদেব্য গানান্ত কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক কর্ম্ম কারয়িতা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেক।

পৌষ্টিক কর্ম্ম।

১। কুমারের জন্ম দিন অবধি সংবৎসর পর্য্যন্ত প্রতি মাসের জন্ম তিথিতে অথবা পূর্ণিমাতে পিতা স্নান করিয়া

ওঁ অদ্যামুকগোত্রস্য মৎপুত্রস্যামুকদেবশর্ম্মণঃ পুষ্টিকামঃ পৌষ্টিককর্ম্মাহং কুর্ব্বীয়।

২। এই রূপ সঙ্কল্প করিয়া বলদ নামক অগ্নি সংস্থাপন পূর্ব্বক বিরূপাক্ষ জপান্ত কুশণ্ডিকা সমাপন করিয়া প্রকৃত কর্ম্ম রম্ভে প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করত মহাব্যাহৃতি হোম করিবেক। যথা,

প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ভূঃ স্বাহা।

প্রজাপতিঋষিরুষ্ণিকছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ভুবঃ স্বাহা।

প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ স্বঃ স্বাহা।

৩। পরে তিনটী আহুতি প্রদান করিবেক যথা,

ওঁ ইন্দ্রাগ্নীভ্যাং স্বাহা।

ওঁ দ্যাবাপৃথিবীভ্যাং স্বাহা।

ওঁ বিশ্বেভ্যোদেবেভ্যঃ স্বাহা।

৪। অনন্তর নাম করণোক্ত ক্রমের বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ প্রথম জন্ম তিথির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার তৎপরে জন্ম তিথির, এবং প্রথম জন্ম নক্ষত্রাধি-

ষ্ঠাত্রী দেবতার, তৎপরে জন্ম নক্ষত্রের হোম করিবেক।

৫। পরে মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে হোম করত প্রকৃত কর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক সাট্যায়ন হোমাদি বামদেব্য গানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন করিয়া কর্ম্ম কারয়িতা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেক।

অন্নপ্রাশন।

১। বালকের ছয় মাস বয়সে শুভ দিনে পিতা স্নান ও বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিয়া শুচি নামক অগ্নি সংস্থাপন পূর্ব্বক বিরূপাক্ষ জপান্ত কুশণ্ডিকা সমাপন করিয়া প্রকৃত কর্ম্মের প্রারম্ভে প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিবেক। যথা,

প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রী ছন্দোঽগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ভূঃ স্বাহা।

প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ভুবঃ স্বাহা।

প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ স্বঃ স্বাহা।

২। অনন্তর আজ্যাহুতি হোম করিবেক। যথা,

প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ আদিত্যোদেবতা পুরুষাধিপত্যকামস্য চতুষ্পথেঽগ্নাবাদিত্যাভিমুখস্যাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অন্নং বা একচ্ছন্দস্যমন্নং হ্যেকং ভূতেভ্যশ্ছন্দয়তি স্বাহা।

'অন্নং' 'বৈ' কিল 'একচ্ছন্দস্যং' একং প্রধানং ছন্দঃ তব্যাত্মকত্বেন প্রবর্ত্তনাদিত্যর্থঃ। একচ্ছন্দসি ভবমেকচ্ছন্দস্যং কিং তৎ 'হি' যস্মাৎ 'একং' 'অন্নং' 'ভূতেভ্যঃ' ভূতানাং তৃপ্ত্যর্থং 'ছন্দয়তি' প্রবর্ত্ততে। অয়মর্থঃ যথাদিত্যরশ্মিজালং বষ্টাত্মনা লোকান্ ছন্দয়তি আবৃণোতি তথাহমপি মমাদিত্যপ্রসাদাৎ বহুতরং ভবতু যেনাহং পুরুষেষ্বধিপতির্ভবামি॥

অন্নই একমাত্র প্রধান, যেহেতু প্রাণিগণের তৃপ্তির নিমিত্তে এক অন্নই কেবল প্রবৃত্ত হয়।

প্রজাপতির্ঋষিরাদিত্যোদেবতা পুরুষাধিপত্যকামস্য চতুষ্পথেঽগ্নাবাদিত্যাভিমুখস্যাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ শ্রীর্বা এষা যৎ সত্বানো বিরোচনো ময়ি সত্ত্বমবদধাতু স্বাহা।

'শ্রীঃ' 'বৈ' কিল 'এষা' প্রত্যক্ষ' কিং 'যৎ' 'সত্বানঃ' ঈশ্বরাঃ তেষু মধ্যে 'বিরোচনঃ' আদিত্যঃ 'ময়ি' 'সত্ত্বং' আধিপত্যং 'অবদধাতু' অর্পয়তু।

প্রভুরাই প্রত্যক্ষ শ্রীসম্পন্ন, অতএব তাঁহাদিগের মধ্যে আদিত্য আমাকে আধিপত্য প্রদান করুন।

প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতীচ্ছন্দ আদিত্যোদেবতা পুরুষাধিপত্যকামস্য চতুষ্পথেঽগ্নাবাদিত্যাভিমুখস্যাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অন্নস্য ঘৃতমেব রসস্তেজঃসম্পৎকামো জুহোমি স্বাহা।

'অন্নস্য' 'ঘৃতং' 'রসঃ' সারঃ 'এব' তথা'চ যদঘৃতং তদন্নস্যোর্জ্জনমিতি ক্রনপ্রবাদঃ। 'তেজঃ' 'সম্পৎ' আধিপত্যং 'তৎকামঃ' তৎকামনমানোঽহং 'জুহোমি'।

ঘৃতই অন্নের সার, তেজ তাহার আধিপত্য, অতএব তৎকামনায় আমি হোম করিতেছি।

প্রজাপতির্ঋষিঃ ক্ষুদ্দেবতা বৃত্তিবিচ্ছিত্তিকামস্য ক্ষুদ্ধোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ক্ষুধে স্বাহা।

প্রজাপতির্ঋষিঃ ক্ষুৎপিপাসে দেবতে বৃত্তবিচ্ছিত্তিকামস্য সায়ং প্রাতঃ ক্ষুত্তৃড়্‌হোমে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ক্ষুৎপিপাসাভ্যাং স্বাহা।

ওঁ প্রাণায় স্বাহা।

ওঁ অপানায় স্বাহা।

ওঁ সমানায় স্বাহা।

ওঁ উদানায় স্বাহা।

ওঁ ব্যানায় স্বাহা।

৩। অনন্তর মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক প্রকৃত কর্ম্ম সমাপন করত সর্ব্ব সাধারণ সাট্যায়ন হোমাদি বামদেব্য গানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম সমাপন করিয়া এই মন্ত্র দ্বারা কুমারের মুখে অন্ন প্রদান করিবেক।

প্রজাপতির্ঋষির্বৃহতী ছন্দোঽন্নপতির্দেবতা অন্নপ্রাসনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অন্নপতেঽন্নস্য নোধেহ্যনমীবস্য শুষ্মিনঃ। প্রদাতারং তারিষ ঊর্জং নোধেহি দ্বিপদে শং চতুষ্পদে স্বাহা।

হে 'অন্নপতে' সূর্য্য, আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাইতি শ্রুতেঃ। 'অন্নস্য' অদনীয়স্য 'অনমীবস্য' আরোগ্যকরস্য 'শুষ্মিনঃ' অগ্নিবৃদ্ধিকরস্য 'ঊর্জং' বলং 'নঃ' অস্মাকং 'ধেহি' কিঞ্চ অন্নস্য 'প্রদাতারং' 'তারিষ' তারয় তথা 'নঃ' অস্মাকং 'দ্বিপদে' 'চতুষ্পদে' চ 'শং' সুখং 'ধেহি'।

হে সূর্য্য! আরোগ্য কারী ও অগ্নি বৃদ্ধি কারী অন্নের বল আমারদিগকে প্রদান কর ও দাতাকে পরিত্রাণ কর এবং দ্বিপদ ও চতুষ্পদের মধ্যে আমারদিগের সুখ বিধান কর।

৪। পরে কর্ম্মকারয়িতা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেক।

ব্রাহ্মাবধৃত শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ গিরি-স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

৬৫০ সংখ্যক পত্রিকার ১২১ পৃষ্ঠার পর।

সিলম হইতে তিব্বত দেশীয় সমগোঁ গ্রাম তিন ক্রোশ। এই স্থানে গোখা নদীর তীরে এক বৃহৎ পর্ব্বত আছে, এই পর্ব্বতে এতাদৃশ প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত একটী গুহা আছে যে শত শত পথিক তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাত্রিকাল বা বৃষ্টির সময় অতিবাহিত করিয়া থাকে। ইহার দক্ষিণ দিকে একটী ঝরণা নদী গোখা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে, এই ঝরণা নদীর উপর একটী ছোট সাঙ্গা আছে। সমগোঁ হইতে ডুং তিন ক্রোশ, এইসকল স্থান কেবল পর্ব্বতময়। এই ডুং গ্রামে গোখা নদীর উপর প্রস্তর নির্ম্মিত এক বৃহৎ সেতু আছে, এস্থানে অনেকানেক পর্ব্বত গুহা দেখিতে পাওয়া যায়, এই সকল গুহার মধ্যস্থ জল এত শীতল যে তাহাতে স্নান করিলে শরীর ফাটিয়া রক্ত নির্গত হয়। ইহার উচ্চ শিখরে যে পথ আছে, তাহা বরফে আবৃত, তাহাতে গমন করা দুঃসাধ্য। ডুং হইতে উটাধুরা নামক পর্ব্বত ক্রমোচ্চ তিন ক্রোশ। এই পর্ব্বতের উপর গমন করিলে মুখ ও নাশিকা দিয়া রক্ত নির্গত হইতে থাকে ও অধিক দূর গমন করিতে করিতে ক্রমশ মাদক সেবনকারীর ন্যায় লোক অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তিলতৈল ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে কিম্বা কর্পূর বাসিত জলপান করিলে তাহার প্রতিবিধান হয়, এই নিমিত্তে এই পর্ব্বতের উপর যাইবার সময় কর্পূর মিশ্রিত তিলতৈল মাখিতে হয় এবং কর্পূর বাসিত জল সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। ঘোটক, জবু ও ছাগ, মেষ দ্বারা কোন দ্রব্য তথায় লইয়া যাইতে হইলে সেই সকল জন্তু যত দিন তথায় থাকে, তত দিন তাহারদিগকে শক্তু, চিনি ও শীতল জল মিশ্রিত করিয়া এক প্রকার ঔষধ ঘাসের সহিত ভক্ষণ করাইতে হয়, তাহাতেই তাহারদিগের আর কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। ঐ পর্ব্বতের উপর গিয়া কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।

উটাধুরা পর্ব্বতের উপর হইতে জয়ন্তা গিরি ক্রমোচ্চ দুই ক্রোশ। এই জয়ন্তা পর্ব্বতকে এখানকার কেহ সথোভুং, কেহ কাঙ্গিড়ি এবং কেহ বেঙ্গিড়ি কহিয়াও থাকে। এই পর্ব্বতে নয় লক্ষ দেবতার স্থান আছে। জয়ন্তা হইতে সুমেরু চারি ক্রোশ ক্রমোচ্চ, ইহার আয়তন অতি বৃহৎ। ইহার উচ্চতা সকল পর্ব্বত হইতে অধিক। এই পর্ব্বত অতি সুদৃশ্য ও মনোহর। ইহার উপরিভাগে দণ্ডায়মান হইয়া অবলোকন করিলে ভারতবর্ষীয় বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত সকল ক্ষুদ্র রূপে দৃষ্ট হয়। ইহার স্থানে স্থানে স্ফাটিক ও স্থানে স্থানে হিম ফুলা নামক ঔষধি প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই ঔষধি চক্ষু রোগের বিশেষ উপকারী। এই স্থানের নাম কিম্পুরুষ বর্ষ। এই পর্ব্বত হইতে নিম্ন ভাগে দুই ক্রোশ গমন করিলে সম ভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখান হইতে ছেরচোং দুই ক্রোশ, ছেরচোং হইতে তকপু দুই ক্রোশ, তকপু হইতে ছেরকুয়া আড়াই ক্রোশ, ছেরকুয়া হইতে ঠাজং এক ক্রোশ, ঠাজং হইতে ছিনগু দেড় ক্রোশ, ছিনগু হইতে ঠাম্বা দেড় ক্রোশ, ঠাম্বা হইতে গুণয়ন্তী নদী দেড় ক্রোশ, গুণয়ন্তী হইতে দরবন্তী নদী এক ক্রোশ। এই দুই নদীতে জল অতি অল্প এবং তাহা বড় শীতল নহে, কোন কোন স্থান ব্যতীত প্রায় পদব্রজেই পার হওয়া যায়। ইহাতে মৎস্যাদি জল জন্তুও দেখিতে পাওয়া যায়। এখান হইতে জ্ঞানিমা এক ক্রোশ। এই স্থানে পূর্ব্বকালীন সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের দুর্গ ছিল, তাহার চিহ্ন সকল অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রামের মধ্যে একটী পুরাতন ঝিল আছে এবং ইহার প্রান্তে একটি ছোট নদী প্রবাহিত হইতেছে। ভোটদেশীয় লোকেরা সময়ে সময়ে এই স্থানে বাণিজ্য করিতে আসিয়া থাকে। এই নদী তীরে যে স্থল ভোটীয়দিগের বাণিজ্য স্থান, তাহাকে মণ্ডি কহে, তথায় গৃহ নাই, ভোটীয়েরা তাম্বু খাটাইয়া তন্মধ্যেই বাণিজ্য ব্যবসায় সম্পন্ন করে। বাণিজ্যের সময়ে তথায় প্রায় তিন চারি সহস্র তাম্বু খাটান হয়। এদেশে চোরি ও ডাকাইতী সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে দস্যুরা দলবদ্ধ হইয়া থাকে এবং ব্যবসায়ীদিগের দ্রব্যাদি লুঠ করিয়া লয়। তণ্ডুল, গোধূম, যব, মেড়ুয়া; মতি, হীরা, পান্না, পোখ্‌রাজ; বনাত, শাটিং, কিংখাপ, কুচিন, তাস; চামর, সোহাগা, লবণ, গন্ধক, চা, চিনি, মিছরি, মরিচ; ঘোটক কুক্কুর, খচ্চর ও জবু ইত্যাদি নানা প্রকার বাণিজ্য দ্রব্য তথায় ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে।

এখানে বনের মধ্যে অনেক বন্য ঘোটক দেখিতে পাওয়া যায়, এক এক স্থানে চল্লিশ পঞ্চাশটা করিয়া পাল বদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহারদিগের নিকট গমন করিলে পলাইয়া যায়, তাহারদিগের শরীর অতি প্রকাণ্ড, হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ। তিব্বত দেশীয় ভাষায় উহারদিগকে কাংঘোড়া কহে। এখানে এক প্রকার চমরী গোরু আছে, তাহারদিগের পুচ্ছে চামর হয়, তাহাকে পালা চামর কহে। তাহারদিগের লোমে রজ্জু ও তাম্বু নির্ম্মাণ করে। অন্য দেশীয় চমরীর ন্যায় ইহারা হিংস্র জন্তু নহে। তিব্বত দেশীয় প্রজারা বন হইতে কাংঘোড়া ও পালাচমরী ধরিয়া আনয়ন পূর্ব্বক বিক্রয় করে। এদেশে মেষকে হুনগাড়া ও ছাগলকে লুক বলে। তাহারদিগের গাত্রে শুক্লবর্ণ সূক্ষ্ম অথচ দীর্ঘ লোম জন্মে। তাহার মধ্যে হুনগাড়ার লোমে অতি উৎকৃষ্ট লোমজ বস্ত্র এবং লুকের লোমে শাল প্রস্তুত হয়। এখানকার লোকেরা ঐ সকল জন্তুর মাংস ভোজন করে। এদেশে ঐ সকল জন্তুতে যত লোম জন্মে, অন্য কেহই তাহা ক্রয় করিতে পারে না, তৎসমুদায় কাশ্মীরাধিপতি

রাজা গোলাব সিংহের এক চেটিয়া। গ্রামে গ্রামে ও প্রতি বিপণিতে তাঁহার লোক থাকে, তাহারাই তাহা ক্রয় করে, তদ্ব্যতীত অন্য কেহ উহা ক্রয় করিলে তাহাকে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হয়। কাশ্মীরাধিপতির রক্ষিত লোকেরা উহা ক্রয় করিয়া কাশ্মীরে প্রেরণ করে। ইহার পরে চীন দেশীয় বাজার অধিকার।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ মাঘ ত্রিচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক সকল নিম্ন লিখিত নির্দ্ধারিত নগদ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

নির্দ্ধারিত মূল্য।

মনসংশিক্ষা	৫
ব্রহ্মবিদ্যালয়	১
সা'প্রাপ্তি বিষয়ক প্রস্তাব ..	১॥০
অপূর্ব্ব কারাবাস	১
গীত জয় জগদীশ কাব্য	।০
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়	৵০
গীতমালা	।০
গীতাঙ্কুর	/০
A Discourse against Hero-making in religion ...	As 12

---

২৫ টাকা কমিসন বাদে নির্দ্ধারিত মূল্য।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (লাল কাল অক্ষরে) ..	১॥০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত ঐ ভাল বাঁধা ..	১৸৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস	।৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ	।৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ	।৵০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ..	।৵০
দশোপদেশ	।৶১০
ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উপদেশ	৶০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা প্রথম ভাগ	।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ	॥/০
আত্মোৎকর্ষ বিধান	১।১০
তত্ত্বপ্রকাশ	৵৫
পৌত্তলিক প্রবোধ	৶০
চরিতমালা	।৵০
হিতোপাখ্যান মালা	।১০
গৃহকর্ম্ম	৶০

	As.	P.
Defence of Brahmoism and the Brahma Samaj	3	
Brahmic Questions of the Day	4	6
Brahmic Advice, Caution and Help	2	3
Adi Brahma Samaj, its Views and Principles ..	1	6
A Reply to the Query; "What is Brahmoism" ..	3	
Theistic Toleration and Diffusion of Theism ..	0	9
A Lecture on Alcohol ..	3	
Lectures on Pathology of Fever	15	

নির্দ্ধারিত অর্দ্ধ মূল্য।

সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)	।০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম	৵০
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড ..	/১
বাঙ্গলা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত ..	।০
মাঘোৎসব	॥০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৶০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা	৶০
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা	।০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ..	৶০
ভবানীপুর সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতা	১০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ	॥০
তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ	৸০
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা প্রথম ভাগ ..	॥১
ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা দ্বিতীয় ভাগ ..	॥০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্র	১
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা	/১০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা	/১০
ব্রহ্মোপাসনা	(১০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি	(১০
ব্রহ্ম-স্তোত্র	(১৫
ধর্ম্ম-শিক্ষা	/০
প্রবচন সংগ্রহ	(১৫
প্রার্থনা এবং সঙ্গীত	(১০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত	৵০
ব্রহ্মসঙ্গীত চতুর্থ ভাগ	/০
সুভাব সঙ্গীত	৵০
সংগীত মুক্তাবলী	৵০
কুমার শিক্ষা	৵০

প্রশ্নমঞ্জরী :	।৫
প্রভাত-কুসুম	৶১০
উদ্বোধনাঞ্জলি	(১০
ধর্ম্ম দীক্ষা	(১০
ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা ১৭৮৭ শকের একত্র বাঁধান	।৶০
ব্রহ্মসাধন	/০
ব্রহ্মজ্ঞান	(১০
ব্রহ্মজ্ঞান সূত্র তাৎপর্য্য সহিত ..	/১০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব প্রথম খণ্ড ..	(১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম ভাব দ্বিতীয় খণ্ড ..	/৫
ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত জন-সমাজের সম্বন্ধ	(১০
হিন্দু জাতি, তাহার অভাব ও কর্ত্তব্য	/০
ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক প্রস্তাব	(১০
উপদেশ	(৫
ধর্ম্ম সংগ্রহ	/০
ব্রাহ্মব্যবহার	(১০
দুর্গোৎসব	(১০
পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত	(১০
বর্ণমালা—প্রথম সংখ্যা	(৫
বর্ণমালা—দ্বিতীয় সংখ্যা ..	(১০
দীপ্ত-শিরার অভিষেক	(৫

	As. P.
Hindoo Theism	6
Theist's Prayer Book	6
Signs of the Times .. .	6
Vedantic Doctrines Vindicated	1
Doctrine of Christian Resurrection	1
Physiology of Idolatry ..	1
Miracles or the Weak Points of Revealed Religion ..	4
An account of the late Govindram Mitter ..	4

নির্দ্ধারিত সিকি মূল্য।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম খণ্ড (টীকা ও তাৎপর্য্য সহিত)	৶০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (টীকা সহিত) ...	/০
অনুষ্ঠান-পদ্ধতি	৶০
বৃত্তি সহিত কঠোপনিষৎ দেবনাগর অক্ষরে	(১০

১৭৬৯ শক অবধি ১৭৮৮ শক পর্য্যন্ত (১৭৭৪ ও ১৭৮১শাক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পুস্তকালয়ে উপস্থিত আছে,তৎসমুদায়ও অর্দ্ধমূল্যে অর্থাৎ প্রতি বৎসরের একত্র বাঁধান ২॥০ টাকার হিসাবে বিক্রয় হইবে।

নির্দ্ধারিত মূল্যের পুস্তক সকল অন্যূন দশ টাকার ক্রয় করিলে, ১২॥০ টাকার হিসাবে কমিশন দেওয়া যাইবে।

মফস্বলের পুস্তক ক্রেতাগণ :১মাষের মধ্যে পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাক মাশুল পাঠাইলেই পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন,ডাকের টিকিট পাঠাইবেন না।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ পৌষ বুধবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার পর বসুহাটী ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চদশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবেক।

আগামী ২৯পৌষ শনিবার দুই প্রহর তিন ঘণ্টার সময় ব্রাহ্মধর্ম্মবোধিনী সভার অধিবেশন হইবে, সভ্য মহাশয়েরা তৎকালে উপস্থিত থাকিবেন।

আয় ব্যয়।

কার্ত্তিক ১৭৯৪ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ

আয়	১২৮॥৶১৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৭৪৫।০
সমষ্টি	৮৭৩৸১৫
ব্যয় ...	১০০৸৶
স্থিত	৭৭৩।১৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৩২
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৪৩॥৶
পুস্তকালয়	২॥/১৫
যন্ত্রালয়	৪৯
গচ্ছিত ...	১।৶
সমষ্টি	১২৮॥৶১৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৩০॥৶
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ..	৬১৸৶১০
পুস্তকালয়	২৸৶৫
যন্ত্রালয়	৸/১৫
গচ্ছিত	৪॥/১০
সমষ্টি	১০০৸৶

দান প্রাপ্তি।

আনুষ্ঠানিক দান

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০
জানকীনাথ ঘোষাল ...	১০
" সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	১০
" রাধামোহন বসু	২
সমষ্টি	৩২

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সম্বৎ ১৯২৮। কলিগতাব্দ ৪৯৭২। ১ পৌষ শনিবার।

Registered No 2

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন

ত্রিচত্বারিংশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ বৃহস্পতিবার ত্রিচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবে।

১ মাঘ অবধি ১০ মাঘ পর্য্যন্ত প্রতিদিবস সন্ধ্যা ৭ ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে ব্রহ্মসঙ্গীত ও ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

১১ মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে ৮ ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

উপদেশ।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক বিবৃত।

১৯ পৌষ বুধবার ১৭৯৪ শক।

মানং হিত্বা প্রিয়োভবতি ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি।
কামং হিত্বার্থবান্ ভবতি লোভং হিত্বা সুখীভবেৎ॥
ব্রাহ্মধর্ম্ম ২খ, ১০অ।

অভিমান পরিত্যাগ করিয়া প্রিয় হইবেক, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া শোচনা শূন্য হইবেক, কামনা পরিত্যাগ করিয়া অর্থবান্ হইবেক এবং লোভ পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইবেক।

পরমেশ্বর প্রীতি স্বরূপ, আমরা সেই প্রীতি স্বরূপের উপাসক। সেই তুলনা রহিত সুকোমল প্রীতিই আমাদের অনুকরণীয়। তিনি যেমন উদার ভাবে সকলকে প্রীতি করেন, আমাদেরও তেমনি সকলকে

প্রীতি করা কর্ত্তব্য। তিনি যেমন কাহাকেও ঘৃণা ও অবজ্ঞা করেন না, আমরাও যেন সেই রূপ কোন মনুষ্যকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা না করি। তিনি যেমন সকলের মঙ্গল প্রেরণ করিতেছেন, আমরাও যেন তেমনি সকলের মঙ্গল সাধনে যত্নবান থাকি।

সকল মনুষ্যই আমাদের ভ্রাতা। আমরা যেন হৃদয়ের সহিত সকলকে প্রীতি করি। এই প্রীতি কখন ভক্তি কখন স্নেহের রূপ ধারণ করিয়া যেন আমাদের হৃদয়কে উজ্জ্বল করে। ফলতঃ যে ব্যক্তি প্রকৃত প্রেমিক সেই প্রকৃত ধার্ম্মিক। যে ব্যক্তি প্রাণের সহিত পরমেশ্বরকে ভক্তি ও মনুষ্যকে প্রীতি করেন, তাঁহার হৃদয়ে যে সুস্নিগ্ধ আনন্দের জ্যোতিঃ প্রতিভাত হয়, তাহা প্রকৃত রূপে সম্ভোগ না করিলে বুঝিতে পারা যায় না।

অভিমান পরিত্যাগ করিয়া প্রিয় হইবেক। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই পবিত্র উপদেশ স্মৃতি পথে সততঃ জাগরূক রাখিয়া সাংসারিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেক, প্রকৃত প্রীতির শত্রু অভিমানকে কদাপি হৃদয়ে স্থান দিবেক না। আমি ধনে মানে, কুলে শীলে, বিদ্যা বুদ্ধি, পদ ও ধার্ম্মিকতায় অন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইত্যাকার জ্ঞান জনিত লোকের প্রতি যে অবজ্ঞা বুদ্ধি, তাহারি নাম অভিমান। অভিমান আসিয়া মনুষ্যকে বলে, তুমি এক জন বড় লোক, তুমি লোককে সম্মান সহকারে কেন সম্বোধন করিবে? তুমি কেন তোমার মস্তককে বিনয়ের সহিত মনুষ্যের নিকট অবনত করিবে?

যে মনুষ্য অভিমানের এই সকল কথায় উন্মত্ত হইয়া নিজ মহত্ত্ব প্রদর্শন ও পরপীড়নে প্রবৃত্ত হয়, কেহই তাহাকে প্রীতি করে না। যে ব্যক্তি অভিমানে প্রমত্ত হইয়া মনুষ্যকে অসম্মান সহকারে শিষ্টাচার বিরুদ্ধ সম্বোধন করে, অবিনয় সহকারে তাহার সহিত আলাপ করে এবং নিষ্ঠুর কথায় ও কঠোর ব্যবহারে তাহার মনে আঘাত দেয়, সে কাহারও প্রীতিভাজন হইতে পারে না।

পরমেশ্বর জিহ্বাকে অস্থি শূন্য করিয়াছেন, সেই অস্থি শূন্য কোমল রসনায় বজ্র তুল্য হৃদয়-বিদীর্ণকর বাক্য প্রয়োগ করা কি মনুষ্যের কর্ত্তব্য! যে ধন— যে মান— যে ঐশ্বর্য্য—যে অর্থকরী বিদ্যার গৌরব দুই দিনের জন্য, তাহার অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া অবিনীত হওয়া নির্ব্বোধের কর্ম্ম। যিনি সাধারণের প্রিয় হইতে চাহেন— যিনি প্রকৃত রূপে ধার্ম্মিক হইতে ইচ্ছা করেন—তিনি অতি সাবধান পূর্ব্বক যেন এই গর্হিত অভিমান পরিত্যাগ করেন।

"যদা ন কুরুতে পাপং সর্ব্বভূতেষু কর্হিচিৎ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা॥"

"যখন মনুষ্য কোন প্রাণীর প্রতি কর্ম্ম, কি মন, কি বাক্য দ্বারা কদাপি পাপাচরণ না করেন, তখন তিনি ব্রহ্ম লাভ করেন।" যত দিন হৃদয়ে অভিমান রাজত্ব করিবে, তত দিন আপনাকে ধার্ম্মিক বলিয়া মনে করা অনুচিত। এই পাপ-অভিমান হৃদয়ে অবস্থিতি করিলে, পরব্রহ্মের সত্ত্বা উপলব্ধি করা যায় না এবং তাঁহার প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ভঙ্গ হয়।

পরমেশ্বর যে সকল কারণের কারণ— সকল সত্ত্বার সত্ত্বা—সকল শক্তির শক্তি— সকল সুখ সম্পদের প্রেরয়িতা, তিনি যে চক্ষুর চক্ষুঃ—মনের মন—প্রাণের প্রাণ, অভিমানান্ধ চক্ষু তাহা দেখিতে পায় না। সে কেবল আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত—সে সকল বিষয়ে আপনারই কর্ত্তৃত্ব দেখিতে পায়। কি ভয়ঙ্কর মোহ অন্ধকারে অভিমানীর হৃদয় আচ্ছন্ন! প্রীতি শূন্য—ভক্তি বিহীন—

বিশ্বাস-বিরহিত সেই হৃদয় মরুভূমি ও শ্মশান সমান! সেখানে সুখ নাই—শান্তি নাই—আরাম নাই—আনন্দ কিরণ নাই।

ধার্ম্মিক ব্যক্তি এই অভিমানকে হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করেন, কাল সর্পের ন্যায় তিনি ইহাকে পরিত্যাগ করেন। অনন্ত জ্ঞান—অনন্ত শক্তি—অনন্ত করুণা ও সকল ঐশ্বর্য্যের কারণ তাঁহার মানস চক্ষুর উপর দিবারাত্র প্রকাশিত থাকায় তিনি সততই আপনাকে অতি ক্ষুদ্র বলিয়া বুঝিতে পারেন। তিনি দেখেন যে তিনি কিছুই নহেন, এক ঈশ্বরই তাঁহার প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, ও শক্তির শক্তি। এই পবিত্র জীবন্ত ভাবই তাঁহার আত্মাকে মধুময়—বাক্যকে অমৃতময় ও ব্যবহারকে সকলের হৃদয় গ্রাহী করে। বিনয় তাঁহার হৃদয়ের প্রিয় ধন, তিনি সততঃ সাবধান থাকেন যে পাছে তাঁহার ভাব ভঙ্গি, কথা ও ব্যবহারে লোকের মর্ম্মান্তিক বেদনা হয়। তিনি আপনার ন্যায় সকলকে দেখেন; সুখ দুঃখ, মান অপমান, সকলেরি সমান, ইহা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদাই জাগরূক থাকে। ঈশ্বর করুন এইরূপ সাধু বিনয়ী ধার্ম্মিক দ্বারা জগৎ পূর্ণ হউক। এই জগতের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ সুরভি কুসুমোদ্যান তুল্য। করুণাময় পিতা করুন যেন ইহার অভ্যন্তরে অভিমান রূপ কাল সর্প না থাকিতে পারে। আমরা তাঁহার নিকট কর-যোড়ে বিনীত ভাবে হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা করিতেছি যেন সকলে এই দেবদুর্লভ পরম সুন্দর উদ্যানের বিনয় বৃক্ষের ভ্রাতৃ সৌহাদ্য রূপ অমৃতময় ফলাস্বাদন করিয়া জীবনের ফল লাভ করিতে পারেন।

হে পরমাত্মন্? তুমি আমারদের সকলকে তোমার আশ্রিত করিয়া তোমাকে প্রীতি ও তোমার প্রিয় কার্য্য করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছ। আমরা এখান হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া ক্রমে উন্নত লোকে গিয়া তোমার অভিমুখে অগ্রসর হইব। যে অমূল্য শাশ্বত সুখ তুমি আমারদের জন্য সঞ্চিত রাখিয়াছ, আমরা যেন আপনার দোষে তাহা হইতে বঞ্চিত না হই। আমারদের আত্মাকে উন্নত ও পবিত্র করিয়া যেন তোমারই পদতলে আনিয়া রক্ষা করিতে পারি। তুমি আমারদিগকে যে সকল অমূল্য অধিকার দিয়াছ, তাহা যেন তোমারই হস্তে প্রত্যর্পণ করিতে পারি। তুমি সহায় না হইলে আমরা আপনার যত্নে কিছুই করিতে পারি না; অতএব তোমার অক্ষয় সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমারদিগকে তোমার অমৃত পথে লইয়া যাও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আর্য্য ঋষিদিগের তড়িৎ-বিষয়ক জ্ঞান ও বিবিধ কার্য্যে তাহার প্রয়োগ।

৩৫২ সংখ্যক পত্রিকার ১৫৪ পৃষ্ঠার পর।

আমরা যে পাঁচটি শাস্ত্রীয় বিধান দ্বারা প্রস্তাবিত বিষয় সপ্রমাণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি, তন্মধ্যে পূর্ব্ব দুই সংখ্যায় তিনটির ব্যাখ্যান সমাধা করিয়াছি, অবশিষ্ট দুইটির ব্যাখ্যান এই সংখ্যায় প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

৪র্থ বিধান এই যে, স্বর্ণ রৌপ্যাদি নির্ম্মিত মাদুলি, বিশেষ বিশেষ সামগ্রী দ্বারা পূর্ণ করিয়া, রোগ স্থানে ধারণ করিলে রোগের প্রতীকার হইতে পারে, অতএব প্রয়োজন হইলে তাহা করিবে। রোগ বিশেষে মাদুলির দ্বারা যে কতদূর উপকার সাধিত হয়, তাহা বোধ হয় এদেশের সকলেই অবলোকন করিয়াছেন। অধিক কি

কহিব, এদেশের যে সকল [illegible] লোকেরা মাদুলি ধারণকে কুসংস্কার [illegible] জ্ঞান করেন এবং ব্যক্ত করেন, তাঁহা-দিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকেও সময় বিশেষে মাদুলি ধারণ করিয়া উপকার স্বী-কার করিতে দেখা গিয়াছে। মাদুলির সেই উপকারিণী শক্তি যে কোথা হইতে আইসে, অদ্য আমরা প্রথমে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। পূর্ব্বকালে আমাদিগের দেশে কোন প্রকার তড়িৎ-যন্ত্র ছিল কি না তাহা আমাদিগের নিশ্চিত রূপে জানিবার শক্তি নাই বটে কিন্তু মাদুলির কার্য্যকারিতা দেখিয়া তাহার অস্তিত্ব বিষয়ে কথঞ্চিৎ বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না। ইউরো-পীয় পণ্ডিতেরা তড়িৎ পদার্থের আবিষ্কার করিয়া অবধি উহা দ্বারা মানব শরীরের বিবিধ পীড়া প্রতিকার করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, কিন্তু উপযুক্ত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে না পারিয়া তাঁহারা এপর্য্যন্ত তাহাতে অভিলাষানুরূপ কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগের এত দিন সং-স্কার ছিল যে কোন যন্ত্র দ্বারা রোগীর শরীরে সময়ে সময়ে কিয়ৎ পরিমাণ প্রবল তড়িৎ-প্রবাহ প্রয়োগ করিতে পারিলেই রোগের প্রতিকার হইতে পারে। এই রূপ সংস্কারের অধীন হইয়া তাঁহারা যতবিধ যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা পক্ষাঘাত প্রভৃতি দুই একটি রোগ ভিন্ন আর কিছু-তেই সফলতার মুখ দেখিতে পান নাই। অনতিদীর্ঘকাল হইল তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত মত পরিত্যাগ করিয়া এক প্রকার নূতন সিদ্ধান্ত স্থির করি-য়াছেন যে যদি শরীরের রোগ স্থানে অত্যল্প পরিমাণ তড়িৎ প্রতি নিয়ত প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলেই দুঃসাধ্য রোগ নিচয় উন্মূলিত হইতে পারে। অল্প কাল হইল [illegible] তড়িৎ-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিত পাল-ভার মেচার সাহেব উক্ত রূপ সিদ্ধান্ত অনু-সারে [illegible]পটির ন্যায় এক প্রকার যন্ত্র [illegible] করিয়াছেন, তাহা নিরন্তর শরীরের রোগ স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে নানা প্রকার উৎকট রোগ আরোগ্য হইয়া যায়। ঐ যন্ত্রোৎপন্ন তড়িৎ-প্রবাহের বেগ এত অল্প যে যিনি উহা গাত্রে ধারণ করিয়া রাখেন, তিনিও তাহা কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারেন না। কিন্তু ঐ যন্ত্রের গুণ গৌরব এত অধিক হইয়াছে যে এক ব্যক্তি ঐ যন্ত্রের অনুকরণ করিয়া কতকগুলি যন্ত্র প্রস্তুত করতঃ বিক্রয় করায় ইংলণ্ডীয় বিচা-রালয় পালভার মেচার সাহেবকে ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ স্বরূপে লক্ষ টাকা পাইবার আদেশ করিয়াছেন।

এত কালের চেষ্টার পর, পালভার মেচার সাহেব যে রূপ ফলোপধায়ক তড়িৎ-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আমাদের চির প্রসিদ্ধ মাদুলি তাহার তুল্য ফলদায়ক নহে বটে কিন্তু তাহার নিম্নতর শ্রেণীতে যে স্থান পাইতে না পারে, এমত নহে। যে রূপ সংস্কৃত যুক্তি অনুসারে পালভার মেচারের যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, আমাদিগের হতাদৃত মাদুলিও এক কালে সেই রূপ হইয়াছিল, কিন্তু বোধ হয় বহুকাল পর্য্যন্ত শুদ্ধ অজ্ঞ-তার হস্তেই নির্ম্মিত ও ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া তাহা এক্ষণে বিকারগ্রস্ত হইয়া প্রোক্ত ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতের যন্ত্রের সহিত সমকক্ষতা করিতে পারিতেছে না। যাহা হউক তাহার নির্ম্মাণ কৌশল ও ফলোপধায়কতা বিস্তা-রিত রূপে বর্ণিত হইলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে উহা পূর্ব্বতন পণ্ডিতদিগের কি রূপ জ্ঞান সম্ভূত ফল স্বরূপ।

আমরা ৩৫১ সংখ্যক পত্রিকার ১৩শ নিয়মে যে রাসায়নিক তড়িৎ-যন্ত্রের উল্লেখ

করিয়াছি, তাহা বিশদ করিবার জন্য এই স্থানে আমাদিগের আরও কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। যে স্থানে কোন প্রকার রাসায়নিক সংযোগ বা বিযোগ সংঘটিত হয়, সেই স্থানেই তড়িতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যখন দুই বস্তু পরস্পর মিলিত হইয়া এ রূপ এক নূতন পদার্থে পরিবর্ত্তিত হয় যে তাহাতে কোনটিরই পূর্ব্ব ধর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন ঐ রূপ সংযোগকে রাসায়নিক সংযোগ কহে, যথা, লৌহের সহিত গন্ধক-দ্রাবক বা মণ্ডদ্রাবক মিলিত হইলে হিরাকস প্রস্তুত হয়। আবার যখন কোন মিশ্র পদার্থের উপাদান সকল এরূপ পৃথক্ হইয়া পড়ে যে প্রত্যেকে তাহার পূর্ব্ব ধর্ম্ম সকল লক্ষিত হইতে পারে, তখন তাহাকে রাসায়নিক বিয়োগ কহে; যথা জলে কিঞ্চিৎ তড়িৎ প্রযোগ করিলে তাহার উপাদানদ্বয়-(অক্সিজেন ও হাইড্রজেন বায়ু) পরস্পর পৃথক্ হইয়া পড়ে। একটি রাসায়নিক তড়িৎ যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হইলে, দুইটি অসম পরিচালক পদার্থ, (ধাতুই হউক আর অধাতুই হউক) ক্ষার, লবণ বা অম্লাত্মক কোন তরল পদার্থ, এবং একটি পরিচালক সংযোজক আবশ্যক। যদি কোন অপরিচালক পাত্রে উক্ত রূপ কিছু তরল পদার্থ রাখিয়া তাহাতে ঐ রূপ দুইটি অসম পরিচালক পদার্থ নিমগ্ন করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে সেই পদার্থত্রয় মধ্যে নানা প্রকার রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগ হইতে থাকে বলিয়া দুই প্রকার তড়িৎই উদ্ভূত হয়। ঐ দুয়ের মধ্যে স্ত্র্যাকারটি অল্পতর বিয়োগপরায়ণ পদার্থে এবং পুরুষাকারটি অধিকতর বিয়োগপরায়ণ পদার্থে প্রকাশমান হয়। কিন্তু উভয় তড়িৎ পরস্পরের আশ্রয় স্থানাভিমুখে সহজে গমনাগমন করিতে পারে, এরূপ কোন পরিচালক দ্রব্যে নির্ম্মিত তার বা সূত্র দ্বারা উক্ত দুই উৎপাদক পদার্থের প্রান্ত সংযোজিত না হইলে ঐ রূপ তড়িতোৎপত্তির বিস্তর ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে।

পূর্ব্বে আমরা মাদুলিকে যে তড়িৎ-যন্ত্রের সহিত তুলনা করিয়াছি, তাহার অভিপ্রায় এক্ষণে সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। বোধ হয়, এদেশের সকলেই অবগত আছেন যে রোগ আরোগ্য করিবার নিমিত্ত যে সকল মাদুলি ব্যবহৃত হয়, তাহা প্রায়ই স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, পিত্তল বা কাংস্য, এই কয়েকটি ধাতুর মধ্যে কোন একটি দ্বারাই গঠিত হইয়া থাকে। আবার, শরীরের যে স্থানে রোগ, (লজ্জা বা অভিমান আসিয়া বাধা না দিলে) সেই স্থানেই তাহা পরিহিত হইয়া থাকে। যথা, শিরোরোগে কপালে; কাশ রোগে বক্ষে; প্রমেহ পীড়ায় নাভির অধোদেশে ইত্যাদি। এক্ষণে বিবেচনা করুন, শরীরের যে স্থানেই উহা সংলগ্ন থাকুক না কেন, সকল স্থানেই উহাকে, হয় জল, না হয় শরীর-নিঃসৃত ঘর্ম্ম রসাদি দ্বারা সিক্ত হইতে হইবেই হইবে। কারণ, আমরা যখন শরীরকে নিতান্ত শুষ্ক বলিয়া মনে করি, তখনও কিয়ৎ-পরিমাণে ঘর্ম্ম বা স্নানাবশিষ্ট জল তাহার উপরিভাগে বিদ্যমান থাকে। সেই ঘর্ম্মাদি রস যখন শরীর ও মাদুলির ধাতু, এই দুয়ের মধ্যস্থিত, তখন তড়িৎ-যন্ত্রের তিনটি প্রধান উপকরণকেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে; কারণ ধাতু ও শরীর যেমন দুইটি অসম পরিচালক, তেমনি আবার অসম বিয়োগপরায়ণ। ঘর্ম্মাদি লাবণিক রসের সহিত মাদুলির ধাতু যত দুর রাসায়নিক নিয়মে পরিবর্ত্তিত ও ক্ষয়িত হইতে পারে, শরীর ততদুর হইতে পারে না*। সুতরাং

* যে স্থলে অত্যল্পমাত্র তড়িতের প্রয়োজন

এই তিনের রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগে যে দুই প্রকার তড়িৎ অদ্ভুত হয়, তন্মধ্যে পুরুষাকারটি ধাতুতে এবং স্ত্র্যাকারটি শরীরে প্রকাশিত হয়। রাসায়নিক তড়িৎ-যন্ত্রে যেমন ধাতু নির্ম্মিত একটি পরিচালক তার দ্বারা দুইটি তড়িদোৎপাদক সংযোজিত হইয়া থাকে, এই ক্ষুদ্র মাদুলি ঘটিত সামান্য যন্ত্রেও তাহার কিছুমাত্র অসম্ভাব নাই। যে সূত্রগুচ্ছ দ্বারা মাদুলি শরীরের সহিত আবদ্ধ থাকে, তাহাই এই ক্ষুদ্র যন্ত্রের সংযোজক তার স্বরূপ। কার্পাস বা রেশম-সূত্র তড়িতের অপরিচালক বটে কিন্তু শারীরিক রস ও স্নান জলাদিতে উহা সতত সিক্ত থাকে বলিয়া কোন সময়েই উহা উৎকৃষ্ট পরিচালক ভিন্ন অপরিচালকের কার্য্য করিতে পারে না। ঘর্ম্মাদি রস যোগে মাদুলি ও শরীরের যে যে স্থানে রাসায়নিক যোগ বিযোগ সংঘটন বশতঃ তড়িৎদ্বয়ের উৎপত্তি হইতে থাকে, তত্তৎ স্থান হইতে কিঞ্চিদ্দূরস্থ দুই স্থান ঐ পরিচালক সূত্র গুচ্ছ দ্বারা সংযোজিত হয়, এই জন্য ইউরোপীয় তড়িৎ-যন্ত্রের ন্যায় ইহাতেও উৎপন্ন তড়িৎদ্বয়ের গতাগতি বা উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটে না। এই ক্ষুদ্র তড়িৎ-যন্ত্রের ক্রিয়া নিয়তই হইতে থাকে বটে কিন্তু সকল সময়ে সমান হয় না; কারণ যখন ঘর্ম্মাদি লাবণিক রস সহযোগে রাসায়নিক যোগ বিযোগ হইতে থাকে, তখন যেরূপ তড়িতোদ্গম হয়, স্নানাবশিষ্ট জলাদির যোগে রাসায়নিক ক্রিয়া হইবার সময়ে সেরূপ হইতে পারে না। এই স্থলে কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, শরীর, ধাতু ও ঘর্ম্মাদি যে পরস্পর রাসায়নিক যোগ বিযোগ সাধন করে, তাহার প্রমাণ কি? যদিও গ্যালভ্যানো মিটার নামক তড়িৎ-পরীক্ষার যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত ইহার প্রকৃত উত্তর দেওয়া কঠিন, তথাচ বোধ হয় ইহাই বলিলে এস্থলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে, মাদুলির ধাতু যে কলঙ্কিত ও ক্ষয়িত হইতে থাকে, তাহাই ইহার এক স্পষ্ট প্রমাণ।

উপরিস্থিত চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই মাদুলিঘটিত তড়িৎ-যন্ত্রের সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লক্ষিত হইবে।

উপরে যেরূপ ব্যক্ত হইল, তাহাতে যদি কাহারো প্রত্যয় জন্মে, তবে তাঁহাকে মাদুলি ঘটিত তড়িৎ-যন্ত্রে যে আর একটি তড়িৎ-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কৌশল আছে, তাহাও বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। মাদুলি গঠন করিবার সময় তাহার অভ্যন্তরে একটি খোল রাখিয়া ঐ খোলের এক পার্শ্ব বদ্ধ অন্য পার্শ্ব অবারিত রাখা হয়। ধারণ করিবার সময় মাদুলির অভ্যন্তরে কখন কোন উদ্ভিদের মূল, কখন কোন জীবের দুই চারি গাছি কেশ বা লোম এবং কখন একটি লিখিত মন্ত্র ইত্যাদি নানা প্রকার পদার্থ রাখিয়া, হয় মোম, না হয়, গালা দ্বারা অব-

হয়, সেখানে পূর্ব্বোক্ত পালভার মেচার সাহেবের তড়িৎ যন্ত্রও শুদ্ধ ঘর্ম্মাদির যোগে ক্রিয়াবান হইয়া থাকে।

শিষ্ট অধিকাংশ স্থান পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। পূর্ব্বোক্ত কয়েক প্রকার পদার্থের উদ্দেশ্য কি, তাহা ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বে আপাততঃ মোম ও লাক্ষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। ঐ দুইটি পদার্থের মধ্যে যখন যেটি পাওয়া যায়, তাহা দ্বারাই যে মাদুলির অধিকাংশ অভ্যন্তর ভাগ পূর্ণ করা হয় এবং আবরণোপযোগী অন্য কোন বস্তু পাওয়া গেলেও যে তাহা ব্যবহৃত হয় না, ইহার বিশিষ্ট কারণ অবশ্যই আছে। আমরা যতদুর সেই কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি, তাহা এই স্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে।

কোন কোন সময় শরীরে ঘর্ম্মাদি রসের অসদ্ভাব ঘটিলে তড়িদোৎপত্তির ব্যাঘাত জন্মিতে পারে, এজন্য মাদুলির অভ্যন্তরে উৎপন্ন তড়িতের কিয়দংশ সঞ্চয় করিয়া রাখিবার একটি উপায় আছে। মাদুলির অভ্যন্তরস্থ মোম বা লাক্ষাই সেই উপায়—তাহাদিগকে সামান্যতঃ যে দ্বারাবরোধক রূপে দৃষ্ট হয়, তাহারা শুদ্ধই তাহা নহে। মোম ও লাক্ষা তড়িতের অতীব নিকৃষ্ট পরিচালক পদার্থ; এই হেতু তাহারা অন্য তড়িদ্বান বস্তু হইতে সহজে তড়িৎ গ্রহণও করে না, আবার অনেকক্ষণ তাহার সহিত সংস্পৃষ্ট থাকিলে যাহা গ্রহণ করে, তাহা সহজে পরিত্যাগ করিয়াও শূন্য হস্ত হয় না। মোম ও লাক্ষার এই অসাধারণ প্রকৃতি নিবন্ধন, যখন ঘর্ম্মাদির যোগে তড়িতোৎপত্তি হইতে থাকে, তখন তাহারা মাদুলির নিকট হইতে এক একটু করিয়া তড়িৎ গ্রহণ করতঃ বিলক্ষণ তড়িদ্বান হইয়া উঠে। পরে যখন ঘর্ম্ম রসাদির অভাব প্রযুক্ত তড়িতোৎপত্তির ব্যাঘাত ঘটে, তখন মাদুলির উপরিভাগ অভ্যন্তরস্থ লাক্ষাদির নিকট হইতে অল্প অল্প করিয়া তড়িৎ-গ্রহণ করতঃ পুরুষাকার বিশিষ্ট হয় এবং তদ্দ্বারা (৩৫১ সংখ্যক পত্রিকাস্থ ৯ম নিয়মানুসারে) শরীরের সাম্যতড়িৎদ্বয়ের বিয়োগ সাধন করিয়া স্ত্র্যাকারটিকে রোগ স্থানে এবং পুরুষাকারটিকে তদ্বিপরীত স্থানে প্রকাশ করিতে থাকে। এস্থলে মাদুলির তড়িৎ যাইয়া শরীরে প্রবেশ না করিয়া, তাহা দ্বারা যে শারীরিক তড়িৎদ্বয়ের কেবল অন্তঃপরিচালন প্রক্রিয়াই স্থাপিত হইবে, ইহার দুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ চর্ম্মের শুষ্কাবস্থায় লোম ও উপত্বক্‌, এই দুইটি অপরিচালকের ব্যবধান বশতঃ মাদুলির সহিত চর্ম্মের পরিচালক অংশের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ মাদুলির যে অংশ শরীরের সহিত সংলগ্ন, তাহা অতি স্থূল। সুতরাং (৩৫১ সংখ্যার ৯ম ও ১২শ নিয়মানুসারে) এস্থলে সামান্য তড়িতের বহিঃপরিচালন সম্ভব হইতে পারে না। এই রূপে, যখন ঘর্ম্মাদির যোগে রাসায়নিক তড়িতের উৎপত্তি হয়, তখনও শরীরের রোগ স্থান যেরূপ স্ত্র্যাকার যুক্ত তড়িতের আশ্রয় স্থান, আবার যখন ঘর্ম্মাদির অসদ্ভাব বশতঃ রাসায়নিক ক্রিয়ার লোপ হয়, তখনও তাহা সেই রূপ স্ত্র্যাকারের আশ্রয় স্থান হওয়ায় পুরাতন রোগ আরোগ্যের বিলক্ষণ সুবিধা হইয়া উঠে। অতএব মাদুলি ঘটিত তড়িৎ যন্ত্র যদিও কোন কোন বিষয়ে পালভর মেচার সাহেবের যন্ত্র অপেক্ষা হীন বটে, তথাচ ইহাতে যে তদপেক্ষা দুই একটি শ্রেষ্ঠতর কৌশলও আছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

অতঃপর মাদুলির গঠনে বিবিধ ধাতু দ্রব্যের ব্যবহার এবং তাহার অভ্যন্তরে ঔষধ দ্রব্যাদি পুরিয়া দিবার তাৎপর্য্য কি, তাহাই পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে। সকল প্রকার রোগ প্রতীকার করিবার-

জন্য সমান রূপ তড়িতের প্রয়োজন হয় না, এমন কি প্রয়োজন অপেক্ষা পরিমাণে অধিক হইলে অপকারও হইতে পারে; এই নিমিত্ত বিবিধ ধাতু দ্বারা মাদুলি নির্ম্মিত হইয়া থাকে। যে ধাতু যে পরিমাণ রাসায়নিক বিয়োগপরায়ণ, তাহা দ্বারা মাদুলি গঠন করিয়া শরীরে ধারণ করিলে, সেই পরিমাণ তড়িৎ উদ্ভূত হয়; এই নিয়মানুসারে স্বর্ণ মাদুলি অপেক্ষা রৌপ্য মাদুলি হইতে অধিক, রৌপ্য মাদুলি অপেক্ষা তাম্র মাদুলি হইতে অধিক এবং তাম্র মাদুলি অপেক্ষা পিত্তল মাদুলি হইতে অধিক তড়িৎ উৎপন্ন হয় ইত্যাদি।

মাদুলির অভ্যন্তরে গুপ্ত ঔষধ দ্রব্য সকল পূরিয়া দেওয়া হয় কেন, তাহা যিনি আমাদিগের দেশের পৌত্তলিক পূজা অর্চ্চনার গূঢ় মর্ম্ম অবগত আছেন, তিনি সহজেই বুঝিতে পারেন। মাদুলির যে রূপ কার্য্য কারিতা আমরা এতক্ষণ ব্যাখ্যা করিলাম, তাহাতে কোন মতেই অজ্ঞ লোকদিগের বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে না, সুতরাং তাহারা তাহা যত্নের সহিত ধারণ করিবে কেন? বোধ হয়, মাদুলির উদ্ভাবকগণ অপ্রত্যক্ষ তড়িৎ বিষয়ে সাধারণের প্রত্যয় জন্মাইতে না পারিয়াই মাদুলির মধ্যে কোন কোন গুপ্ত দ্রব্য পূরিয়া দিবার বিধান করিয়া গিয়াছেন; কারণ তাহাতে সকলেরই আশু শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে। শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত না হইলে কোন চিকিৎসাই আকাঙ্ক্ষানুরূপ ফল প্রদান করিতে পারে না; বোধ হয় সেই শ্রদ্ধাকর্ষণ ভিন্ন মাদুলি মধ্যস্থ এক আধটি উদ্ভিদ্ মূল, লোম বা ভূর্জপত্র লিখিত মন্ত্রের আর কিছুই অভিপ্রায় নাই; তবে যদি আর কিছু থাকে, তাহা হইলে তাহা লাক্ষাদির গুণের অনুরূপ মাত্র কিন্তু তাহার তুল্য নহে।

পরিশেষে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি ধাতু নির্ম্মিত ক্ষুদ্র মাদুলি দ্বারাই তড়িৎ চিকিৎসার বিধানানুসারে নানা প্রকার পুরাতন রোগ আরোগ্য হইতে পারে, তবে এদেশের স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদা স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত এত প্রকার অলঙ্কার পরিধান করিয়াও রোগের হস্ত হইতে নিস্তার পান না কেন? প্রত্যুত্তরে তাঁহাদিগকে এই মাত্র বলিতে পারি যে, স্ত্রীলোকের যে দুই এক খানি অলঙ্কার ব্যাখ্যাত তড়িৎযন্ত্রের নিয়মানুসারে গঠিত ও পরিহিত হয়, তাহার অবশ্যই রোগ শান্তিকারিণী শক্তি আছে, কিন্তু তাহার যে পরিমাণ শক্তি আছে, তাহা তাঁহার শরীরে বিশেষ কার্য্যকারিণী হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, সেই দুই এক খানি অলঙ্কার তিনি বাল্যকাল হইতে পরিধান করিয়া অভ্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। অহিফেন-ভোজীর উদরাময় রোগ হইলে যেমন অহিফেনের সামান্য মাত্রা সেবন দ্বারা তাহার হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই হয় না, সেই রূপ বাল্যকাল হইতে যে অলঙ্কার পরিহিত হইয়া আসিতেছে, তাহার কোন রোগ আরোগ্য কারিণী শক্তি থাকিলেও তাহা দ্বারা সেই পরিধায়িনীর কিছুই উপকার হইতে পারে না। অপিচ তাঁহার যে সকল অলঙ্কার তড়িৎ যন্ত্রের নিয়মানুসারে গঠিত বা পরিহিত হয় না, তাহা দ্বারা যে তদনুরূপ উপকার হইবে না, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এইক্ষণে আমাদিগের পঞ্চম বিধান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে। সেই বিধানটি এই যে, ভোজন কালে আর্দ্র পদে উপবেশন করিবে এবং এক পদ বা পদদ্বয় দ্বারা ভূমিকে স্পর্শ করিবে।

এই বিধানটির তাৎপর্য্য অধিক কঠিন

নহে। আমরা যাহা ভোজন করি, তাহা পাকাশয়ে যাইবা মাত্র পাচক রসাদির সহিত মিলিত হইয়া নানা প্রকার রাসায়নিক যোগ বিয়োগ সাধন করিতে থাকে। ঐ রাসায়নিক প্রক্রিয়া হইতে যে দুই প্রকার তড়িৎ উৎপন্ন হয়, তাহারা (পূর্ব্ব ব্যাখ্যাত তড়িৎ যন্ত্রের নিয়মানুসারে) কোন সংযোজকের মধ্য দিয়া গমনাগমন করিতে না পারিলে পাকাশয়স্থ রাসায়নিক প্রক্রিয়া বা তাহা হইতে তড়িতোৎপত্তির ব্যাঘাত জন্মিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ব্যাঘাত নিবারণ মানসেই বোধ হয় শাস্ত্রকারগণ ভোজনের সময় পাদ দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিবার আদেশ করিয়া গিয়াছেন। ভূপৃষ্ঠ ও ভোজন পাত্র (তরুণ বৃক্ষ পত্রই হউক, আর ধাতু নির্ম্মিতই হউক) তড়িতের বিলক্ষণ পরিচালক। আবার ঐ দুইটি পরস্পর সংলগ্ন থাকে বলিয়া তাহারা উভয়ে অবিচ্ছিন্ন একটি পরিচালকের কার্য্য সাধন করে। যদি ভূমিতে পাদ ও ভোজন পাত্রে হস্ত স্পৃষ্ট থাকে, তাহা হইলে পাকাশয়োৎপন্ন তড়িদ্দ্বয় স্বচ্ছন্দে পরস্পরের দিগভিমুখে গমনাগমন করিতে পারে; সুতরাং পরিপাক কার্য্যও সুচারু রূপে নির্ব্বাহিত হইতে থাকে। অপরন্তু, পাকাশয়োৎপন্ন তড়িদ্দ্বয়ের পরিচালকতার পোষকতা করিবার নিমিত্তই তাঁহারা আবার ভোজন সময়ে সিক্ত পদে উপবেশন করিবার আদেশ করিয়াছেন। শরীরের অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা পাদমূল কিয়ৎ পরিমাণ ক্ষীণ পরিচালক; কারণ হৃৎপিণ্ড হইতে অধিক দূরস্থ বলিয়া পাদমূলে রক্ত রসাদি সুন্দর রূপে সঞ্চালিত হইতে পারে না, সুতরাং অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় তাহা তত পরিচালকও হইতে পারে না। পাদমূল জল সিক্ত হইলে তাহার পরিচালকতা হস্তের পরিচালকতার সমান হইয়া উঠে। অতএব শাস্ত্রকারদিগের বিধানানুসারে কার্য্য করিলে পাকাশয়োৎপন্ন তড়িদ্দ্বয় হস্ত ও পাদ প্রান্ত হইতে সহজে নিঃসৃত হইয়া ভূমি ও ভোজন পাত্রের মধ্য দিয়া গমনাগমন করিতে পারে। তাঁহাদিগের এই বিধানটিও যে সম্পূর্ণ রূপে স্বাস্থ্য রক্ষার্থ তাহা বোধ হয় এইক্ষণে সকলেরই সুন্দর রূপে উপলব্ধি হইতেছে।

আমরা যে পাঁচটি শাস্ত্রীয় বিধানের ব্যাখ্যান শেষ করিলাম, তাহা যদি অসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান না হয়, তাহা হইলে এইক্ষণে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, আর্য্য ঋষিরা যেমন পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য জাতির অগ্রে ব্রহ্মবিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রভৃতি নানা বিদ্যায় বিশারদ হইয়াছিলেন, তড়িৎ বিদ্যায়ও যে সেই রূপ হইতে পারেন নাই, এরূপ কখনই বোধ হয় না। যদি আমরা পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যানগুলির মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের প্রণীত তড়িৎ বিষয়ক কোন গ্রন্থ হইতে মনোমত প্রবচন সকল উদ্ধৃত করিয়া দিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদিগের বাক্যে পাঠকগণের যে অারও বিশ্বাস হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু বহু কাল পর্য্যন্ত চর্চ্চার অভাব প্রযুক্ত ঐ বিষয়ক হস্ত-লিখিত পুস্তক সকল যে কোথায় কাহার কুক্ষিগত হইয়াছে, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। অনেক দিন হইল এসিয়াটিক্ সোসাইটির অনুসন্ধানে "শিল্প সংহিতা" নামধেয় এক খানি পুরাতন সংস্কৃত পুস্তক বাহির হইয়া পড়িয়াছে; তাহাতে পুষ্পক রথ বা ধূমযন্ত্র, তোয়যন্ত্র বা তাপমান যন্ত্র, দূরবীক্ষণ যন্ত্র, এবং দিক্ দর্শন যন্ত্র ইত্যাদি নানা বিষয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। আবার এই ক্ষণে যদি সৌভাগ্য ক্রমে তড়িদ্বিদ্যা সম্বন্ধীয় কোন পুস্তক পাওয়া যায়, তাহা হইলে তড়িৎ সম্বন্ধে

আমরা যে কিঞ্চিৎ বলিলাম, তাহার মত কত শত বিষয় যে তাহাতে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইবেন তাহা বলা যায় না। ফলতঃ তড়িৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কোন পুস্তক যে এ দেশে ছিল না, তাহা কোন মতেই বিশ্বাস করা যায় না। আমরা যে পাঁচটি শাস্ত্রীয় বিধানের ব্যাখ্যা করিলাম, যদি বল, তৎসমুদায় প্রথমতঃ ব্যক্তি বিশেষের কল্পনা বা কুসংস্কার হইতে উদ্ভূত হইয়া কিছু দিন পরে যখন উপকার দেখাইতে লাগিল, তখন অন্যান্য লোকে তাহাদিগের প্রতি যত্ন প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল এবং অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া পুস্তকে লিখিয়া রাখিল, তাহা কখনই হইতে পারে না। কারণ আমরা যে কয়েকটি শাস্ত্রীয় বিধানের ব্যাখ্যা করিলাম, তাহাদিগের মধ্যে একটির ফলও দুই চারি বা দশ বিশ দিনে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করা যায় না, সুতরাং বিধান কয়েকটি যদি কল্পনা বা কুসংস্কার মূলক হইত, তাহা হইলে অনিশ্চিত ফল প্রতীক্ষায় মানবপ্রকৃতি-সম্পন্ন কেহই দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত তাহাদিগের অনুষ্ঠান করিতে পারিত না। অতএব, যখন প্রোক্ত বিধান গুলি ইউরোপীয়দিগের পরীক্ষাসিদ্ধ তড়িৎ শাস্ত্রের সঙ্গত হইতেছে এবং যখন সকল গুলির ফলই নিশ্চিত কিন্তু বিলম্বসাপেক্ষ, তখন তাহাদিগকে কল্পনা বা কুসংস্কার মূলক না বলিয়া ইহাই বলা সঙ্গত যে পূর্ব্বকালীন বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তড়িৎ সম্বন্ধীয় বিবিধ পরীক্ষার ফল প্রত্যক্ষ করিয়া এবং শরীর মন ও মেঘ প্রভৃতির প্রকৃতি অবগত হইয়াই ঐ কয়েকটি-বিধান করিয়াছিলেন এবং আকাঙ্ক্ষিত ফল কামনায় দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাহাদিগের অনুষ্ঠান অপেক্ষা করিতেন। এই রূপ করিবার পর যখন তাঁহাদের যে বিধানকে অধিকাংশ স্থানে ফলপ্রদ বলিয়া দেখিতে পাইতেন, তখনই তাহাকে লিপিবদ্ধ করিতেন। যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের নিত্য ব্যবহার শাস্ত্রে ভুক্ত নিয়ামক হইয়াছিল বলিয়া লুপ্ত হয় নাই, কিন্তু যে সকল পুস্তক অনুসারে পরীক্ষাদি করিয়া তাহা লিখিয়াছিলেন, তৎসমুদায় বোধ হয় পরবর্ত্তী অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের কোন উপকারেই আইসে নাই বলিয়া একবারে কালের উদরে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

কংফুচের জীবন চরিত।

মহাত্মা কংফুচে খৃষ্টের পূর্ব্ব ৫৫১ অব্দে চীন দেশের অন্তঃপাতী লু নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সুকুলিয়ংনিটু; সুকুলিয়ংনিটু লু নগরের এক জন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম নেনসী। কংফুচেকে কেহ খুংচি বলিয়া থাকে। ইংরাজি গ্রন্থে ইনি কনফিউসস বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। অতি শৈশব কাল অবধিই ইহাঁর চরিত্রে নানা মহৎ গুণের চিহ্ন প্রকটিত হইত। শৈশব কালেই নানাবিধ সৎকর্ম্মের অনুকরণ করিতেন, কদাপি অন্যান্য বালকের ন্যায় বৃথা কাল ক্ষেপ করিতেন না। যখন যেখানে যাইতেন, অভিনিবেশ পূর্ব্বক তত্রত্য বস্তুজাত নিরীক্ষণ করিতেন এবং তৎসংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয় সকল জানিবার নিমিত্ত যত্ন ও চেষ্টা করিতেন। শৈশব কালেই তাঁহার জ্ঞান পিপাসা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল এবং তিনি লোকদিগকে সর্ব্বদা নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিতেন। একদা এক ব্যক্তি প্রশ্নপরম্পরায় বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে নির্ব্বোধ বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিল। তাহাতে কংফুচে উত্তর করিয়াছিলেন যে, আপনি যাহা নির্ব্বোধের কাজ মনে করিতেছেন, তাহাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। কংফুচে দশ বৎসর বয়সেই প্রাচীন

পণ্ডিত ও ধার্ম্মিকগণের উপদেশ সকল পাঠ করিয়া স্বয়ং তদনুসারে চলিতে আরম্ভ করিলেন এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে তদ্বিষয়ে শিক্ষা দিতে সমুৎসুক হইলেন। যৌবনের প্রারম্ভে একদা অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন। কিন্তু অনেকে যে দুরবস্থায় পড়িলে কেবল হা হতোস্মি করিয়া উপস্থিত দুঃখের আরও বৃদ্ধি করিয়া থাকে, তিনি সেরূপ করিবার লোক ছিলেন না। তিনি সেই অবস্থাতে অটল উৎসাহের সহিত অশ্ব-বিদ্যা ও ধনুর্ব্বিদ্যা প্রভৃতি শিল্প সকল শিক্ষা করিয়া ফেলিলেন। বিংশতি বৎসর বয়সের সময় তিনি কোন পশুশালায় একটি সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু শিঘ্রই তাহা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্ম শিক্ষা করিবার নিমিত্ত চৌদোস প্রদেশে গমন করিলেন।

কিছু দিন পরে কংফুচে জ্ঞান ও ধর্ম্মে অলঙ্কৃত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার অলোকসামান্য বুদ্ধিশক্তি, ধর্ম্ম-শীলতা, বিনয় ও শিষ্টাচারে সকলেই প্রীতি লাভ করিতে লাগিলেন। তৎকালে চীন দেশ নাম মাত্র এক সম্রাটের অধীন ছিল, কিন্তু বস্তুতঃ এক একটী ক্ষুদ্র প্রদেশে এক এক জন রাজা রাজত্ব করিতেন। সেই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে শাসন প্রণালী, আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি, এক প্রকার ছিল না। এরূপ ভিন্নতা বিদ্যমান থাকাতে দেশসাধারণ-একতার কোন সম্ভাবনা থাকে না। বস্তুতঃ সুবৃহৎ চীন সাম্রাজ্য যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তথাকার রাজারা পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া দেশের নানাবিধ অকল্যাণ উৎপাদন করিতেন। কংফুচে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া সকল অমঙ্গলের নিদানভূত গৃহ বিচ্ছেদ দূর করিয়া জাতিসাধারণ-একতা সংস্থাপনের নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন যে যত কাল ঐ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য একবিধ নিয়মে বদ্ধ ও একবিধ শাসনপ্রণালীতে শাসিত না হইবে এবং সমস্ত চীন জাতি এক প্রকার রীতি নীতি অবলম্বন না করিবে, তত কাল জাতিসাধারণ-একতা সুদূর পরাহত থাকিবে এবং দেশের স্থিরতর কল্যাণ লাভ হইবে না। তিনি ইহাও স্থির জানিয়াছিলেন যে কেবল বাহ্য একতাও কোন কার্য্যের হইবে না। যত দিন দেশীয় লোকে কুরীতি ও কদাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-নীতির অনুগত হইয়া না চলিবে, তত দিন পরস্পর অনৈক্য ও বিবাদ বিসম্বাদ অবশ্যই হইতে থাকিবে। এই বিবেচনায় তিনি যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়া সুন্দর সুন্দর নিয়ম ও নীতিগর্ভ উপদেশ সকল চীন-দেশের সর্ব্বত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং স্বয়ং ধার্ম্মিকতার অসাধারণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত অনুষ্ঠান দ্বারা সমস্ত চীন রাজ্যে তাঁহার যশঃ-সৌরভ বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাঁহার সদ্গুণ ও ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া কোন প্রদেশের রাজা তাঁহাকে বিচারপতির পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। উচ্চ পদে আরোহণ করিলে সামান্য লোকদিগকে অনায়াসে উপদেশ দিয়া কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে, এই ভাবিয়া তিনি বিচারক পদ গ্রহণ করিলেন। যে ব্যক্তি সামান্য অবস্থাতে থাকিয়াও সাধারণের হিত সাধনে কৃতকার্য্য হইতেন, তিনি অধিকতর ক্ষমতা লাভ করিয়া যে স্বদেশের অধিকতর কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। তাঁহার পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে লু রাজ্যের রাজা তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ

প্রদান করিলেন। লু রাজ্য তাঁহার হস্তে প্রতিপালিত হওয়াতে দিন দিন অসামান্য উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। কিছু কাল পরে লু রাজ্য সমস্ত চীন দেশের মধ্যে সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্ব প্রধান হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে প্রতিবেশবাসী রাজারা ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া কংফুচের প্রতি রাজার বিরাগ উৎপাদনের নিমিত্ত চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। একদা চী রাজ্যের রাজা লুরাজ টংফুঙ্গের নিকট কএকটী নর্ত্তকী প্রেরণ করিলেন। নর্ত্তকীরা চীরাজের উপদেশানুসারে মোহিনী মায়া বিস্তার করিয়া লুরাজকে সম্পূর্ণ রূপে আপনাদের বশীভূত করিল। রাজা মোহিনীগণের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ক্রমে ক্রমে কংফুচের মন্ত্রণা অগ্রাহ্য করিতে লাগিলেন; সঙ্গে সঙ্গে লুরাজ্যের অভ্যুদয়োন্মুখ শ্রীসমৃদ্ধি উন্মূলিত হইতে লাগিল। কংফুচে নিতান্ত হতাদর হইয়াও রাজা ও প্রজাগণকে আপনার সুমন্ত্রণায় আনয়ন করিতে বহুতর প্রয়াস পাইয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অনন্তর নিরাশ হইয়া লুরাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। চী রাজ্যের রাজা তাঁহাকে কোন প্রধান পদ অর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার প্রধান মন্ত্রী তদ্বিষয়ে নিতান্ত বিরোধী হইয়া উঠিল। কংফুচে স্বীয় গ্রন্থে এই মন্ত্রীর যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

অতঃপর কংফুচে সংসারব্যাপার হইতে অবসৃত হইয়া নিভৃত স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক স্বপ্রণীত গ্রন্থ সমুদায় সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু অধিক কাল গুপ্ত থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার শিষ্যগণ চতুর্দ্দিক হইতে আগমন করিয়া তাঁহার নিভৃত আশ্রয় পরিপূর্ণ করিল।

এই সময়ে লুরাজ্যে এক ভয়ঙ্কর উপদ্রব উপস্থিত হইল ও লুরাজ তাহাতে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া কংফুচেকে আপনার রাজ্যে আনয়ন করেন। যদিও কংফুচে কোন প্রিয় শিষ্যের বিরোধাচরণ বশতঃ রাজার সমুদয় ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহার কল্যাণের নিমিত্ত নানাবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তখনও লুরাজের দুর্ম্মতির সম্পূর্ণ রূপে অন্তর্ধান হয় নাই। তিনি পুনরায় কংফুচের মন্ত্রণা অগ্রাহ্য করিয়া ঘোরতর বিপদে পতিত হইলেন। কংফুচে তন্নিমিত্ত অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পুনরায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কংফুচে লুনগর পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশ বৎসর নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন। এই পর্য্যটন কালে তিনি দরিদ্রতা, লোকের অবজ্ঞা,রাজদণ্ড ও কারাবাস প্রভৃতি অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। একদা তিনি হং রাজ্যে গমন করেন। ইয়ঙ্গু নামক এক ব্যক্তির সহিত হং নগর নিবাসী লোকদিগের অত্যন্ত শত্রুতা ছিল, এক্ষণে তাহার সহিত কংফুচের আকারগত সাদৃশ্য দেখিয়া তাঁহাকেও শত্রু জ্ঞান করিয়া কারাবদ্ধ করিল এবং প্রাণদণ্ড করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি তাহাতে চলচ্চিত্ত না হইয়া ঈশ্বরের ধ্যান ধারণা পূর্ব্বক অন্তঃস্ফুরিত সন্তোষে কারাবাস ক্লেশ সহ্য করিতে লাগিলেন। পরিশেষে হংবাসীরা আপনাদের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিল। তিনি হং রাজ্য হইতে ওয়াই নগরে গমন করিলেন। ওয়াই বাসীরা তাঁহার প্রতি এক অপবাদ আরোপ করিয়া তাঁহাকে বিচারালয়ে উপনীত করিল। ইতিপূর্ব্বেও তিনি এক বার এই নগরে উক্ত প্রকার বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। এবারেও তাঁহাকে অনেক কষ্ট করিয়া বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে হইল। তথা হইতে তিনি সুং নগরে গমন

করেন কিন্তু এক জন রাজকর্ম্মচারী তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করে এবং পরিশেষে প্রাণ নাশের নিমিত্ত চক্রান্ত করিতে থাকে। কিন্তু কংফুচে নানা উপায়ে তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার পান। এই সময়ে লু রাজের মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুকালে কংফুচেকে মন্ত্রিত্ব প্রদান করিবার নিমিত্ত পুত্রের প্রতি উপদেশ দিয়াছিলেন। তদনুসারে তাঁহার পুত্র উক্ত পণ্ডিতকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত সংকল্প করেন। কিন্তু কএক জন কর্ম্মচারী তাঁহার সংকল্প সিদ্ধ হইতে দেয় নাই। কেবল লু রাজ বলিয়া নয়, তিনি ভ্রমণকালে যখন যে রাজ্যে গমন করিতেন, তখন তথাকার রাজারা বহু মান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে স্ব স্ব রাজ্যে রাখিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইতেন, কিন্তু সর্ব্বত্রই ঈর্ষ্যাপরায়ণ লোকদিগের উৎপাতে তাঁহাকে স্থান ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। উত্তরকালে যাঁহার গুণগৌরব ও যশঃসৌরভ পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইবে, এক্ষণে সেই মহানুভব সামান্য লোকের ন্যায় অবজ্ঞাত ও হতমান হইয়া দুর্ব্বিষহ ক্লেশ ভোগ সহকারে পর্য্যটন করিতে করিতে দ্বাদশ বৎসর অতিক্রম করিলেন। অনন্তর অষ্টষষ্টি বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইলে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া নিভৃত ভাবে নানাবিধ গ্রন্থের আলোচনা ও রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। যে বৎসর তিনি চংচ নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার পর পর বৎসর তিনি ওযাই নগরে মানব লীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার জন্ম স্থানের অনতিদূরবর্ত্তিনী এক সুদৃশ্য তটিনীর তটে তাঁহার দেহ সমাহিত হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর চীন দেশ-বাসীরা অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছিল।

ব্রাহ্মাবধূত শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ গিরি-স্বামীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

৩৫২ সংখ্যক পত্রিকার ১৫৯ পৃষ্ঠার পর।

চীনদেশীয় রাজার অধিকার মধ্যে বাণিজ্যার্থ অন্য দেশীয় লোক আসিবার নিষেধ আছে। রাজার এই রূপ অনুমতি ঘোষিত রহিয়াছে যে এখানে অন্য দেশীয় বণিক আসিয়া প্রবেশ করিলে যে ব্যক্তি তাহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া আনয়ন করিবে, সে রাজকোষ হইতে পারিতোষিক প্রাপ্ত হইবে। এখানে প্রবাশি বণিকের অস্থি সকল বহু মূল্যে বিক্রয় হয়, ঐ সকল অস্থির মালা গাঁথিয়া সাধারণে জপমালা করে, তাহাকে ঠেঙ্গামালা কহে; জঙ্ঘাদ্বয়ের অস্থিতে মহাকাল দেবতার ভেঁপু হয়, এবং কপালে মদ্যপান পাত্র করিয়া থাকে। থাম্বাহিল নামক শৃঙ্গের উপরিভাগে থাম্বা ও চাম্বা নামে দুইটী গ্রাম আছে, তথাকার অধিবাসী লোকদিগকে থাম্বা ও চাম্বা কহে, তাহারা চর্ম্মের পোষাক পরিধান করে ও মস্তকে ইংরাজদিগের ন্যায় টোপী ধারণ করে এবং চর্ম্মের তাম্বু নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করে, সূত্রের বস্ত্র ব্যবহার করে না। ইহারা অত্যন্ত বলশালী, মাংস মাত্র আহার করে, অসি চর্ম্ম তির ধনুক বন্দুক ও ছোরা ধারণ পূর্ব্বক ঘোটক আরোহণে গমনাগমন করে, কুকুর পালন করে এবং ভিন্ন দেশীয় লোককে দেখিলে তাহার যথা সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া লয়।

থাম্বা ও চাম্বা হইতে বাচ্ছালং দুই ক্রোশ, বাচ্ছালং হইতে চোমরশিলা দুই ক্রোশ, চোমরশিলা হইতে লেগুাক দুই ক্রোশ, লেগুাক হইতে দরচিন পাঁচ ক্রোশ; ইহাকে মণ্ডিও কহে। এই স্থানে লামাগুরু মহন্তের মঠ আছে। ইনি দেবতাদিগের লামাগুরু অর্থাৎ অধিকারী; এ দেশে যেখানে যে দেবতার পূজা হয়, তৎসমুদায় দ্রব্য সামগ্রী ইহাঁর নিকট আসিয়া জমা হয়, এবং ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যে অর্থ সঞ্চিত হয়, তাহা লাসা সহরে প্রধান লামাগুরু তারানাথের নিকট প্রেরণ করেন। এই লামাগুরু লাসা সহরস্থ গুরু তারানাথের নিকট হইতে পদ প্রাপ্ত হইয়া কৈলাসাদি তীর্থের প্রধান পূজারির ভার গ্রহণ পূর্ব্বক এই স্থানে আসিয়া অবস্থান করেন। গুরু তারানাথ লাসা সহর হইতে কোন স্থানে গমন করেন না। তিনি বহু ধনের অধিকারী, নানা প্রকার বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারাও তাঁহার নিত্য ধনাগম হইয়া থাকে; শতশত অশ্বারোহী পদাতিক তাঁহার রক্ষক।

দরচিন হইতে উত্তর পূর্ব্ব দিকে বার দিবসের পথ অন্তরে একটী বৃহৎ জলাশয় আছে, তাহাতে সোহাগা জন্মে, গ্রীষ্মকালে তাহার জল শুষ্ক হইলে তাহা হইতে সোহাগা উত্তোলন করে। তথা হইতে ছয় দিনের পথ দূরে এক স্থানে নীলকণ্ঠ নামক লবণ উৎপন্ন হয়। এই সোহাগা ও লবণ এবং মৃগনাভি, ঘোড়া, চামর, ছাগ প্রভৃতি নানা দ্রব্যে লামাগুরুর বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

REMINISCENCES OF RAM MOHUN ROY BY A FRIEND.

I can not at this distance of time collect the exact ideas of Ram Mohun Roy regarding the narrative parts of the Old Testament which undoubtedly mark a stage of progress in learning surpassing that attained by the Hindoos in this way. Laying aside the fables which are found embodied in the Pentateuch to give a holy character to those Books, they certainly contain all the historical facts which the author could amass from amongst his countrymen. Future criticism has purged them of most of the corrupt and incongruous matter they had imbibed, but originally they comprised the whole nucleus of Hebrew history. In this point of view the Jews appear to have excelled the Hindoos, however backward they might have fallen in their doctrines of faith and religious literature. But if my memory does not much fail me, Rammohun Roy considered Moses as a Vyasa of his own nation. The Hindoo Vyasa did the same thing, but he divided his history into two separate parts. In the Veda he collected every thing that he could trace of the thoughts of the higher orders of his nation in regard to God and His attributes and of what was considered the most appropriate modes of worshipping Him, according to the models laid down by the Rishis and teachers of Hindoo religion for the instruction of the common and ignorant people at various times. The traditional histories of what men had done and spoken in their progress through civilization were separately gathered in the Puranas and Itihasas to which the Vedas frequently referred. The facts detailed in these latter works were from the beginning not entirely free from fables and stories, especially of divine interference in the affairs of man, and the Buddha animosities and scuffles that, in spite of the tolerant principles of the Hindoo creed ensued not long after those literary collections were made, led to the fabrication of new tales and added to the errors that had previously crept into the authentic facts of Vyasa. Such seems to have been the views of Ram Mohun Roy regarding the early histories of the Jews and Hindoos.

It is also an undeniable fact he used to say that the genius of the Hindoos tended to the cultivation more of the imagination and the reasoning faculties of the mind than of the memory which is so very deceptive at times and in all places. "In spite of the Official Reports and Government Proclamations of the present times there are falsehoods creeping into the details of facts on every occasion of the European wars and quarrels in India during the last century. No wonder then that the early history of every part of the world is replete with fictions of every sort."

Ram Mohun Roy often told me that an excellent history of India could very well be written out of the materials of the Mahabharata and Ramayana and some of the Puranas, but that it required great critical powers of the mind to do this. Such powers were in exercise amongst the Jews during many centuries before the Books of Moses received their existing form. The nature of the Hindoo Government and the commotion to which Buddha and his followers gave rise in Hindoo society threw the Indian nations backwards in respect to this branch of literature. Their chronology was entirely falsified by the Brahmans on the basis of astronomy, and their biographies were all lost or turned into fables.

The temporary successes of the Buddhas during several ages in the continent of India gave them a superiority in historical learning.

The Vedas nowhere assumes for themselves the rank of direct revelation or speeches from the mouth of God. The Mantras in the Sanhitas contain only addresses to the different Powers ef nature, material, intellectual and moral. as pronounced by Rishis in a style of simplicity that is hardly to be excelled.

These circumstances give an air of truth to the Hindoo Sruties. The precepts of Jesus, Ram Mohun Roy said, inculcate a most beautiful system of morality in a style suited to capacities of common people. The same lessons are taught in the Vedas but often in similes and metaphors of difficult comprehension. These are apparently addressed to the higher classes of peple. The lower orders, for instruction in

morality—natural law—Rajniti, are amenable to nothing but living exampes before them.

I have no doubt in my mind therefore that Ram Mohun Roy never was and did not die a Christian, as Dr. Dall has frequently told he was.

সমালোচন।

অধিকার-তত্ত্ব অর্থাৎ ভারতবাসিগণের মধ্যে যাহার যেমন অধিকার, যেমন ধারণা, যেমন পন্থা, তাহাকে তদনুযায়ী ধর্ম্মের মধ্য দিয়া ধার্ম্মিক করিবার ঔচিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা স্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৭৯ সাল।

এই পুস্তক খানি উপযুক্ত সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের এই অসংযত অগ্রসরণের কালে ইহা সাধারণ জনগণের বহু উপকারী হইবে সন্দেহ নাই। ইহার প্রত্যেক পত্রে লেখকের সুবিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। গ্রন্থকারের মতে, ধর্ম্ম বিষয়ে মতবিভেদ, মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন মানসিক গঠন ও ধারণা শক্তি হইতে সমুদ্ভূত। মনুষ্যের মুখশ্রী যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি ধর্ম্ম মতও ভিন্ন ভিন্ন, অতএব ধর্ম্ম বিষয়ে মত-বিভেদ পৃথিবীতে চিরকাল থাকিবে। সকল ধর্ম্মই আধ্যাত্মিক মঙ্গলের কারণ কিন্তু নির্ম্মল ব্রাহ্মধর্ম্মই মুক্তির একমাত্র উপায়। পৃথিবীস্থ প্রচলিত সকল ধর্ম্মই কনিষ্ঠাধিকার, কেবল নির্ম্মল ব্রাহ্মধর্ম্মই সর্ব্বাধিকার। কনিষ্ঠাধিকারী ও সর্ব্বাধিকারী এই দুই শ্রেণীর লোক চিরকালই পৃথিবীতে থাকিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম নূতন ধর্ম্ম ও একটি বিশেষ মত বলিয়া প্রচারিত হইলে তাহা সাম্প্রদায়িক ভাব ধারণ করিবে কিন্তু সর্ব্বাধিকার বলিয়া প্রত্যেক ধর্ম্মের শিরোভূষণ স্বরূপে তাহার সঙ্গে যুক্ত থাকিলে চিরকাল অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম থাকিবে। গ্রন্থকারের মতে ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম ছাড়া নহে, হিন্দুধর্ম্মও ব্রাহ্মধর্ম্ম ছাড়া নহে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন অধিকারের লোককে একত্রে বা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপে একায়তনে ছায়া দান করিতে পারে এমত ধর্ম্ম ধরণীতে যদি থাকে, তাহা হিন্দু ধর্ম্ম। পৌত্তলিকদিগকে বিদ্বেষ নয়নে দেখা ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য নহে। বরং পৌত্তলিক পিতামাতা ও স্বজনদিগকে তাঁহাদিগের স্বধর্ম্ম সাধনে অর্থ দ্বারা ও অন্যান্য প্রকারে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। যে সকল ব্যক্তি নির্ম্মল ব্রাহ্মধর্ম্ম বুঝিতে অসমর্থ, তাহারা সম্পূর্ণ রূপে ধর্ম্মহীন না হইয়া পৌত্তলিক উপাসনায় যে নিযুক্ত থাকে, তাহা অনেকাংশে ভাল। অতএব ঐ প্রকার সাহায্য প্রদানে কোন দোষ নাই। কিন্তু তাহাদিগকে চিরকালই পৌত্তলিকের অবস্থায় থাকিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, উপদেশ দ্বারা তাহাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞানে ক্রমে ক্রমে উত্থিত করা ব্রহ্মজ্ঞানীর অতীব কর্ত্তব্য। যে ব্রহ্মজ্ঞানী এই বিষয়ে যত্ন না করেন, তিনি পাপ করেন। পৌত্তলিকদিগের স্বধর্ম্ম সাধনে ব্রহ্মজ্ঞানী উল্লিখিত রূপে সাহায্য করিবেন কিন্তু তাঁহার নিজের কোন প্রকার পৌত্তলিকতা করা কর্ত্তব্য নহে। চন্দ্রশেখর বাবু, শ্রাদ্ধ ও বিবাহাদি ক্রিয়া কি প্রকারে সম্পাদন করিবেন, সে বিষয়ে কোন বিশেষ মত প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু বোধ হয় তিনি এই কথা বলিবেন যে প্রচলিত পদ্ধতির পৌত্তলিক অংশ পরিত্যাগ করিয়া ঐ সকল ক্রিয়া সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। আমাদিগেরও এই মত। গ্রন্থের কোন কোন স্থানের প্রতি আমাদিগের আপত্তি আছে কিন্তু তাহার সাধারণ ভাবের সঙ্গে আমাদিগের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। গ্রন্থকারের রচনা প্রণালীর নিদর্শন স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত হইল।

"ইংরাজদিগের রীতি, নীতি, ভাব ভঙ্গী অনুকরণ করার ইচ্ছাও আমারদিগের যুবকগণের মনে বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অনর্থক কতিপয় ভাব ভঙ্গী, রীতি, নীতির অনুসরণ করা কেবল হীনতা মাত্র। তাহাকে উদ্ধার বলে না, তাহা 'হীন-অনুকরণ' শব্দের বাচ্য। ইংরাজী বিদ্যার যোগে এ দেশে যাহা আসিতেছে, অনেকে তাহাই অনুকরণ করিতেছেন। ইংরাজেরা শিক্ষা দিলেন ভূত প্রেত নাই, তাঁহারাও ভূত প্রেত মানিলেন না, পশ্চাৎ ইংরাজী পুস্তকে লিখিল ভূত প্রেত আছে, আবার মানিলেন। এ দেশের লোক মদ্যপায়ী ছিল না, যুবা পুরুষেরা ইংরাজদিগের অনুকরণে পান করিতে শিখিলেন, পশ্চাৎ ইংরাজেরা সুরাপান-নিবারণী সভা করিতেছেন দেখিয়া তাঁহারাও সভা করিলেন। একেশ্বর বাদী খৃষ্টানগণ কহিলেন যে, যিশুকে মানব-ধর্ম্মের আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ না করিলে মুক্তি নাই; তাঁহারাও যিশুকে অবলম্বন করিলেন, আবার যদি ইংরাজেরা কহেন, যিশুকে ধর্ম্মের মধ্যে রাখা উচিত নহে, তখন তাঁহারাও যিশুকে ত্যাগ করিবেন। হিন্দু-শাসনকালে আমাদের দেশের স্ত্রীগণ এখনকার ন্যায় গৃহে রুদ্ধা থাকিতেন না, মুসলমানদিগের অনুকরণে বা ভয়ে আমাদের বর্ত্তমান অন্তঃপুর নির্ম্মিত হইল। এখন ইংরাজের রাজ্য, অতএব আমাদের যুবাগণ আপন আপন স্ত্রীদিগকে বিবীদিগের ন্যায় সভা মজলিশে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, পশ্চাৎ যদি ইংরাজেরা অতিরিক্ত স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন, তখন এদেশের লোকেরা আপনারদের স্ত্রীদিগকে গৃহে প্রবেশ করাইতে পথ পাইবেন না *। দেশীয় লোকেরা শাস্ত্র কথা শুনিবার বা শাস্ত্র পড়িবার অনুরোধ করিলে কেহ তাহা গ্রাহ্য করেন না, কিন্তু ইংরাজেরা হিন্দুশাস্ত্র পড়েন দেখিয়া অনেকে পড়িতে যান। বাঙ্গলা সম্বাদপত্র বা পুস্তক পড়িতে

---

* এই বর্ত্তমান সময়েই সাহেবেরা তাঁহাদের অতিরিক্ত স্ত্রী-স্বাধীনতায় বিরক্ত হইয়া প্রাচীন কালের শাসন প্রণালীর পুনরাগমন প্রার্থনা করিতেছেন।

Saturday Review vide Englishman, 6th May, 1871.

ভাল লাগে না, কেবল ইংরাজী পুস্তক ও সম্বাদপত্র পড়িতেই ভাল লাগে। ইংরাজী ঔষধ ভাল, বাঙ্গলা ঔষধ মন্দ, ইংরাজী খাদ্য ভাল, বাঙ্গলা খাদ্য মন্দ; ইংরাজী পাদরী ভাল, বাঙ্গলা পণ্ডিত মন্দ: ইংরাজী বাইবেল ভাল, হিন্দুশাস্ত্র মন্দ, ইংরাজী সব ভাল, দেশীয় সব মন্দ। কিন্তু হে স্বদেশ হিতৈষি! তুমি এমন মনে করিও না যে সমুদয় ভারতবর্ষ ঐরূপ ইংরাজী ভাবে অনুবাদিত হইয়াছে। ***স্বজাতীয় ভাবে মানবের স্বাভাবিক অধিকার। —সে অধিকার হইতে স্বভাবতঃ কেহই ভ্রষ্ট হইবেক না। যদি ইংরাজেরা ঋণকৃত স্বজাতীয় ধর্ম্মাধিকার হইতে ভ্রষ্ট না হন, তবে আমরাই কি এত হীন হইয়াছি যে ভারত মৃত্তিকায় উৎপন্ন ধর্ম্মভাব হইতে পরিভ্রষ্ট হইব? যদি ইংরাজেরা স্থূল-ধর্ম্ম প্রতিপাদক বাইবেল ত্যাগ না করেন, তবে আমরাই কি এত মূঢ় হইয়াছি যে ভারত মৃত্তিকার মঙ্গল-প্রসূন-স্বরূপ ব্রহ্ম-প্রতিপাদক বেদ বেদান্ত উপনিষদাদি শাস্ত্র ত্যাগ করিব? এই সকল ধর্ম্মভাব, এই সকল ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক শাস্ত্র, যাহার গুরুভারের সহিত শত কোটি বাইবেল, ইঞ্জেল, তত্তরেৎ, জবুর, কোরাণ ও আবেস্তা এবং পার্কর, নিউমান, কান্ট, কুজিন্ প্রভৃতির স্তূপায়মান গ্রন্থ সমূহ সমতুল্য হয় না, তাহাতে আমাদের যে আত্মীয় ও স্বজাতীয় এই দ্বিবিধ অধিকার যুগপৎ আছে, তাহা মনে করিলেও 'পিতামহ পুরাণ' পরমেশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে হয়।"

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মধর্ম্মবোধিনী সভার অধীনস্থ ব্রহ্মবিদ্যালয়ে মাসের প্রথম রবিবার ব্যতীত প্রত্যেক রবিবার প্রাতে সাড়ে সাত ঘটিকার সময় উপদেশ প্রদত্ত হইয়া থাকে। এক রবিবার শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকেন; অন্য রবিবার শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। যাঁহার শুনিবার ইচ্ছা হয়, আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয়তল গৃহে উক্ত সময়ে উপস্থিত হইবেন।

ব্রাহ্ম মহাশয়েরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় প্রতিজ্ঞাত সাম্বৎসরিক দান বর্ত্তমান মাঘ মাসের মধ্যে প্রেরণ করিবেন।

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রণীত, ব্যাখ্যা ও অভিমত সহিত, "ব্রাহ্ম বিবাহ বিষয়ক" পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য।০ চারি আনা।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু প্রণীত "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" বিষয়ক প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়া আগামী ১১ মাঘ হইতে বিক্রীত হইবে। মূল্য ||০ আনা।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু প্রণীত "প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে" এই বিষয়ক ক্ষুদ্র প্রস্তাব প্রকাশিত হইয়া সাম্বৎসরিক উৎসবের দিবস অর্দ্ধ মূল্যে বিক্রীত হইবে। মূল্য এক আনা।

আয় ব্যয়।

অগ্রহায়ণ ১৭৯৪ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৮৬
পূর্ব্বকার স্থিত	৫৭৩ ।১৫
সমষ্টি	৬৫৯ ।১৫
ব্যয়	২১৩ ।/১৫
স্থিত	৪৪৫ ||৶৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ ...	১
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	৪২ ।৶১০
পুস্তকালয় ...	১ ||৶১০
যন্ত্রালয়	৩৯
গচ্ছিত	১ ৸৶
সমষ্টি ...	৮৬

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৬৫ ||
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৮১ /০
পুস্তকালয়	১৮ ৸৶১০
যন্ত্রালয়	৪৬ || ১০
গচ্ছিত	।/১০
সমষ্টি	২১৩ ।/১০

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ মিশ্র ১

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর,
সম্পাদক।

ব্রাহ্মধর্ম্মবোধিনী সভার ১৭৯৪ শকের ভাদ্র অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত আয় ব্যয় বিবরণ।

আয়

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু ...	৬
" " প্রসন্নকুমার বিশ্বাস ...	৩
" " নবগোপাল মিত্র	৩
" " হরিমোহন নন্দী ...	৩
" " হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ...	১
" " কেদারনাথ মজুমদার ...	১০
" " গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২
" " নীলকমল মুখোপাধ্যায় ...	২
" " গোপাল লাল মল্লিক ...	||০
" " চন্দ্রশেখর গঙ্গোপাধ্যায় ...	১
" " নীলমণি চট্টোপাধ্যায় ...	২
" " দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০
" " জগৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ..	১
" " ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১
" " জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৩
" " ক্ষেত্রমোহন ধর ...	||০
	৪৬
পূর্ব্বকার স্থিত ..	৩৮/১০
	৮৪/১০

ব্যয়

বিল সরকারের বেতন	৩
বিবিধ ব্যয়	১০৸৶১৫
	১৩৸৶১৫
স্থিত	৭০৶১৫

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীনবগোপাল মিত্র।
সম্পাদক।

Registered No 2

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ত্রিচত্বারিংশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ বৃহস্পতিবার ১৭৯৪ শক।

প্রাতঃকাল।

গত ১১ মাঘ বৃহস্পতি বার ত্রিচত্বারিংশ সাংবৎসরিক উৎসবের কার্য্য অতি সমারোহের সহিত নির্ব্বাহিত হইয়া গিয়াছে। প্রভাত সময় অবধি নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মগণ উৎসাহ পূর্ণ হৃদয়ে আসিয়া সমাজ মন্দিরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। অত্যল্প কাল মধ্যেই সমুদায় আসন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আট ঘটিকার সময় ঘণ্টা বাদ্যের পর দ্বিতীয় তল হইতে শংখ নিনাদিত হইতে লাগিল। অনন্তর আচার্য্য মহাশয়গণ অর্চ্চনা পাঠে প্রবৃত্ত হইলে ব্রাহ্মেরা দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহারদিগের সহিত অর্চ্চনা করিলেন। অর্চ্চনান্তে আচার্য্য মহাশয়েরা বেদীতে উপবেশন করিলে পর বালক বালিকারা সঙ্গীত মঞ্চে উপবেশন করিয়া মনোহর তানলয় সমন্বিত সুমধুর স্বরে নিম্নোদ্ধৃত এই নূতন ব্রহ্মসঙ্গীতটী গান করিলেন। তাহাতে প্রায় সমস্ত উপাসকেরই গণ্ডস্থল প্রেমাশ্রুতে প্লাবিত হইতে লাগিল।

সঙ্গীত।

রাগিণী আসা—তাল ঠুংরি।

জগত পিতা তুমি বিশ্ববিধাতা। আমরা তোমারি কুমার কুমারী তুমি হরি সব সুখ দাতা।

রাজ রাজেশ্বর সর্ব্ব ভুবনপতি পতিত পাবন দীন বন্ধু, অনাথ গতি তুমি অনাদি ঈশ্বর করুণাকর কৃপাসিন্ধু।

শঙ্কট মোচন অভয় চরণ তব বন্দিছে সুর নর বৃন্দে। জনম দিয়াছ যদি শরণ দিতে হবে শীতল চরণারবিন্দে।

অনন্তর গায়কেরা আর একটী ব্রহ্ম সঙ্গীত গান করিলে পর শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উদ্বোধন করিলেন। পরে ব্রহ্ম সঙ্গীত সহকারে যথা নিয়মে ব্রহ্মোপাসনা সমাপ্ত হইলে স্বাধ্যায়ান্তে আর একটী গান হইল। তৎপরে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় উৎসাহ পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকটী শ্লোক তাৎপর্য্যের সহিত ব্যাখ্যা করিলেন। পরে শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি মহাশয় যে বক্তৃতা করিলেন, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

যাঁহার পবিত্র জ্যোতির কিরণে সাধুগণের হৃদয়-কুটীর আলোকিত, যাঁহার সৌন্দর্য্য তাঁহার সৃষ্টি ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না, সেই প্রাণারাম করুণাময়ের আবির্ভাব যে উৎসবে লক্ষিত হয়, সেই দেব-ভোগ্য মহোৎসব আমাদের সম্মুখে এই উপস্থিত। এই অধঃস্থ মর্ত্ত্যলোকে ইহা কি আনন্দ কিরণ বিস্তার করিতেছে? এই শোক তাপ পূর্ণ পৃথিবীর মধ্যে উৎসব ভূমির কি শোভা, কি মাধুর্য্য, কি মনোহারিত্ব প্রকাশ পাইতেছে? যাঁহারা ঈশ্বরকে হৃদয়ের প্রিয়ধন বলিয়া বক্ষস্থলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারাই জানিতেছেন এই উৎসবের কি মহত্ত্ব? তাঁহারা উদার ভাবে উত্তেজিত হইয়া এই পরমোৎসব-বিনিগত অমৃতরস পান করিয়া জীবনের ফল লাভ করিতেছেন।

চন্দ্রোদয়ে যে প্রকার সাগর উদ্বেল হইয়া উঠে, আজি এই উৎসবের দিনে সেই অমৃতের আধার স্পৃহনীয় চন্দ্রমাকে জ্ঞান-চক্ষুর সম্মুখে, সর্ব্ব-সন্তাপ হারিণী মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতে দেখিয়া হৃদয় সাগর উৎসাহ রূপ তরঙ্গ বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যুক্ত হইতেছে। এই সকল স্বর্গীয় ব্যাপারের মধ্যে কেবল তাঁহারই করুণা প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি। হে ত্রিভুবন নাথ! কোথায় তোমার স্নেহের উপমা? কিরূপ আশ্চর্য্য ভাবে তুমি আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হইতেছ, তাহা আমরা বলিতে পারি না।. আমরা অতি ক্ষুদ্র, আমাদের জ্ঞান চক্ষুর এমন কি শক্তি যে তোমার জ্যোতির্ম্ময় রূপের নিকটে তাহাকে ধারণ করি। কিন্তু তুমি কৃপাকরিয়া ইহাকে এমন শক্তি দিতেছ, যাহা দ্বারা সে তোমাকে দর্শন করিয়া অহ্লাদে নৃত্য করিতেছে। আমরা এক্ষণে কি প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব! তোমার যে প্রকার স্নেহ, তাহার সমান আমাদের কৃতজ্ঞতা কোথায়? আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতা একত্র করিলেও তোমার স্নেহের পরিবর্ত্তের যোগ্য হয় না, তথাপি আনন্দ মনে বিমল হৃদয়ে আজি আমরা তোমার চরণে কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করিতেছি। আমরা প্রতিদিন একাকী এক-একটী কৃতজ্ঞতা কলিকা তোমার চরণে অর্পণ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকি, আজি সকল সুহৃদে মিলিয়া কৃতজ্ঞতা-পুষ্পের হার গাঁথিয়া তোমার পবিত্র চরণে উৎসর্গ করিতেছি। আজি ভক্তি শ্রদ্ধা আপনা হইতে জাগ্রত হইয়া তোমার চরণে পতিত হইতেছে। আজি তোমার প্রেম নীরে পাষাণে বীজ অঙ্কুরিত ও শুষ্কতরু মঞ্জরিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেছে।

বিষয়ানন্দ হইতে ব্রহ্মানন্দ যে কত শ্রেষ্ঠ ইহাই জানাইবার নিমিত্ত করুণাময় পরমেশ্বর এই অধঃস্থ জগতে এই পরমোৎকৃষ্ট উৎসবকে প্রেরণ করিয়াছেন। যিনি এই উৎসবের প্রেরয়িতা, তিনি নিজেই এই পবিত্র সময়ে আমাদের হৃদয়-গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া তথায় বিরাজ করিতেছেন। কি সুস্পষ্ট তাঁহার আবির্ভাব! একাগ্রচিত্ত ব্রহ্ম পরায়ণ ব্যক্তি এখন তাঁহাকে অন্তরের অন্তর ও প্রাণের প্রাণ বলিয়া উপলব্ধি করিতেছেন। তাঁহার অমৃতময় সহবাসে বিষয় বন্ধন কি আশ্চর্য্য ভাবে শিথিল হইতেছে—সেই পবিত্র স্বরূপ পরমাত্মা আমাদের আত্মাতে প্রকাশিত হওয়াতে অপবিত্রতার উপর এখন কেমন ঘৃণা জন্মিতেছে! এই উৎসবের মধ্যে তাঁহার আনন্দ ও অমৃত-রূপ দেখিয়া আমরা যে কৃতার্থ হইতেছি, চির দিনই এই রূপ অমৃত-রস পান করিয়া চরিতার্থ হইব।

হে অমৃত স্বরূপ! আমরা তোমাকে ছাড়িয়া যেন মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য না করি।

নাথ! তোমার অভাবে জীবন মৃত্যু সমান। যদি শত অপরাধে অপরাধী হই, উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিও কিন্তু আমাদিগকে পরিত্যাগ করিওনা। যদি বস্ত্রাভাবে ছিন্ন বসন পরিধান করিতে হয়—অন্নাভাবে গলিত পত্র ভক্ষণ করিতে হয়—সকলের নিকট হইতে তাড়িত হইয়া বিজনে থাকিতে হয়, তাহাতে ক্ষতি বোধ নাই, এক তোমার সহবাসেই সকল দুঃখ—সকল সন্তাপ দূর হইবে। নাথ। তুমি আমাদের স্পর্শমণি, তুমি আমাদের চক্ষুর আলোক, তুমি আমাদের আত্মার অন্ন পান। তোমাকে পাইলে আমাদের আর কোন অভাবই থাকে না। তৃপ্তি তোমা ভিন্ন আর কোথাও নাই, তোমাকে পাইলে আত্মা যে কি ভাব লাভ করে, তাহা তুমি বিনা আর কে জানিতে পারে? আজি আমরা কর-যোড়ে সকল ভ্রাতায় তোমার নিকটে এই ভিক্ষা চাই যেন এই নির্মলতম ভাবই আমাদের হৃদয়ে অপ্রতিহত ভাবে চির দিনের জন্য বিরাজ করিতে থাকে। হে দেব! হে কৃপানাথ! পৃথিবীতে সেই শুভ দিনের উদয় কর, যে দিন তোমার সকল পুত্র সকল কন্যা এক-হৃদয় হইয়া তোমার এই মধুময় অমৃতময় স্বর্গীয় উৎসবে উৎসাহ ও শ্রদ্ধার সহিত যোগ দান করিতে সমর্থ হয়। নাথ! তোমার নিকটে আমার এই কামনা, তুমি কৃপা করিয়া আমর এই নির্ম্মলতম কামনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং"

পরে শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে বক্তৃতা করিলেন, তাহার সংক্ষেপ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে—

"প্রতিবর্ষেই পবিত্র মাঘোৎসব আগমন করিতেছে, অথচ ইহা প্রত্যেক বৎসরেই আমারদিগের সন্নিধানে কেন অভিনব উৎসব বলিয়া অনুভূত হয়? আকাশে সেই পুরাতন সূর্য্য উদিত হইয়া গবাক্ষ ভেদ করত রশ্মি-জাল বিকীর্ণ করিতেছে, ভারত-ভূষণ ঈশ্বর-প্রাণ মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত সেই পুরাতন আদি ব্রাহ্মসমাজই উৎসব-আসন প্রসারিত করিয়া দিতেছে—অথচ আজ কেন সকলই আমারদিগের সন্নিধানে নূতন বেশ ধারণ করিয়াছে? আমারদের বাহ্য-উৎসব-উপকরণ সকলই পুরাতন বটে, কিন্তু যিনি এই মহোৎসবের একমাত্র জীবন-জ্যোতিঃ—যাঁহার নামে এই শত শত আত্মা এখানে সম্মিলিত হইয়াছেন—যাঁহাকে লইয়া আমারদের এই উৎসব-আনন্দ; আমারদের উন্নতিশীল আত্মার সন্নিধানে সেই অনন্ত উন্নত পুরাণ পরমেশ্বর চিরদিনই নূতন। ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি যত আমরা জীবন-পথে অগ্রসর হইতেছি, ততই যেমন ঈশ্বরের রাজ্যে দেশ ভেদে, কাল ভেদে নূতন শোভা, নব-সৌন্দর্য্য-সন্দর্শন করিয়া নিত্য নূতন আনন্দ লাভ করিতেছি, তেমনি আমারদের আত্মা বর্ষের পর বর্ষ আগমনে যত জ্ঞান-প্রেমে প্রীতি-পবিত্রতাতে উন্নত হইয়া ধর্ম্ম-সোপানে উত্থিত হইতেছে, ততই সেই মহাজ্ঞান পুরুষ-প্রধান পরমেশ্বরের নূতন-জ্ঞান নূতন প্রেমের পরিচয় পাইয়া—তাঁহার নবতর সন্নিকর্ষ লাভ করিয়া বিস্মিত চমৎকৃত হইতেছে। যতই তাঁহার সহিত আত্মা গাঢ়তর সম্বন্ধ অনুভব করিতেছে, এই মর্ত্ত্য-লোকে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ততই তাহার প্রত্যেক উৎসব কল্যাণতর অভিনব-ভাব ধারণ করিতেছে—ততই আত্মা নূতন-শিক্ষা লাভ করিয়া—নূতন সত্য উপার্জ্জন করিয়া ক্রমিকই নূতন-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছে, ইহারই জন্য মাঘের এই একাদশ দিবসীয় মহোৎসব প্রতি-বর্ষেই নূতন হইয়া আসি-

তেছে, ভবিষ্যতেও ইহা নূতন ভাবে আবিভূ‍ত হইবে। আত্মার শিক্ষার শেষ হইবে না—উন্নতির পরিসমাপ্তি হইবে না—আনন্দের বিরাম হইবে না, সুতরাং এই মাঘোৎসবেরও কস্মিন্ কালে নূতনত্ব বিনষ্ট হইবে না !

বাল্যের পর যৌবন, যৌবনের পর বার্দ্ধক্য যে নূতন ভাবে আবিভূত হয়, ইহা যেমন কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক করে না, তেমনি মাঘের পর মাঘোৎসবে যে আত্মা জ্ঞান প্রেম, প্রীতি-পবিত্রতা বিষয়ে নূতন-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছে, সাধন সম্বন্ধে নূতন নূতন সত্য উপার্জ্জন করিতেছে, ঈশ্বরের সহবাস লাভে অধিকতর রূপে কৃতকার্য্য হইতেছে, ইহা বলিবার আর অপেক্ষা নাই, ইহা প্রতি জনেই প্রত্যক্ষ রূপে অনুভব করিতেছেন। এই দেশ-ব্যাপী মহোৎসবই তাহার প্রমাণ-স্থল, এই সুবিস্তৃত সাধক দলের ঐকান্তিকী ধর্ম্ম-নিষ্ঠা, অবিচলিত উৎসাহই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এই মহোৎসব উপলক্ষে যদি আত্মাতে ঈশ্বরের নব-ভাব—নব-সৌন্দর্য্য জ্যোতিঃ প্রতিভাত না হয়, আত্মা যদি নব-আনন্দ উপভোগ করিতে না পারে, তবে কি এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান ব্যাপার সকল কেবল অকারণেই সঙ্ঘটিত হইতেছে ? এই আন্তরিক নব আনন্দ, নব উৎসাহ কি কোন পুরাতন ঘটনা লইয়া—কোন চর্ব্বিত বিষয়ের চর্ব্বন দ্বারা সম্ভূত হইতে পারে ? উপাসক দলের প্রশান্ত ভাব, অবিচলিত অনুরাগ, ব্রাহ্মসমাজের অলৌকিক সৌন্দর্য্য, মানব আত্মার দুর্নিবার্য্য প্রেমোচ্ছ্বাস, ইহা কি কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে ? কখনই না। আত্মা এই আশা আনন্দের—হর্ষ উদ্দমের মূল-কারণ, সেই জাগ্রত জীবন্ত পরমেশ্বরকে জ্ঞান-চক্ষে প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করত বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া অবিরল প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। তাঁর নূতন স্নেহ ও নূতন করুণা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া এই শরীর রোমাঞ্চিত—এই আত্মা স্তম্ভিত হইতেছে ! এবং বর্ষের পর বর্ষ আগমে মাঘের পর এই মাঘোৎসবে তাঁরই নবতর সন্নিকর্ষ অনুভব করিয়া আন্তরিক উৎসাহ প্রকাশ করিতেছে।

পরমাত্মন্ ! তোমার স্নেহ প্রতি দিনই নূতন, তোমার দয়া প্রতি ঘটনাতেই নূতন রূপে বর্ষিত হইতেছে। তুমি শরীর মনের বলাধানের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমিকই নব অন্ন, নূতন সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধান করিতেছ, তুমিই অবিনশ্বর আত্মার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই তোমার অনন্ত-জ্ঞান, অসীম প্রেম, অশেষ অমৃত ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া তাহাকে প্রতিপালন করিতেছ—এই উন্নতিশীল আত্মার সন্নিধানে তুমি তোমার অনন্ত উন্নত স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিন দিনই ইহার নূতন নূতন আশা বর্দ্ধিত করিতেছ। তোমার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার গুণে চির দিনই এই ধরাধাম আনন্দধাম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইবে, তোমার অসদৃশ পালনী শক্তির প্রভাবে চির কালই এই মর্ত্ত্য-লোকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে—উন্নতি সম্বন্ধে আত্মা নূতন আনন্দ, নব উৎসব সকল লাভ করিয়া তোমারই মহিমাকে মহীয়ান্ করিবে, তোমারই মধুময় মঙ্গল গীত গান করিতে থাকিবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

ইহার পর চারিটী ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইয়া উৎসবের প্রাতঃকৃত্য সমাপন হইল।

পরে ব্রাহ্ম মহাশয়েরা শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে গিয়া মধ্যাহ্ন ক্রিয়া সমাপনান্তে পরম হংস পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত দিবাবসান

পর্য্যন্ত ধর্ম্মালোচনায় পরমানন্দে অতিবাহিত করিলেন।

সায়ংকাল উপস্থিত হইলে নারিকেল ও দেবদারু পত্রে এবং কদলী বৃক্ষে সুসজ্জিত, স্তম্ভাদি দ্বারা অলঙ্কৃত ভবনময় দীপালোকে আলোকিত হইল এবং পুষ্প মালায় সুসজ্জিত উপাসনার স্থল সাধকগণের মন হরণ করিতে লাগিল। এত লোকের সমাগম হইল যে উর্দ্ধাধঃ কোন স্থানে আর প্রবেশ করিবার পথ থাকিল না। রাত্রি সাত ঘটিকার সময় প্রথমত ঘণ্টা পরে শংখ বাদ্য হইল। তৎপরে সঙ্গীত মঞ্চ হইতে হৃদয় প্রফুল্লকর সমবেত বাদ্য বাজিবা মাত্র জনতা পূর্ণ প্রাঙ্গন নিস্তব্ধ হইল এবং সুধাবর্ষী বালক বালিকারা মধুর স্বরে যে নূতন দুইটী সঙ্গীত গান করিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে,—

সঙ্গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

শঙ্কর শিব সঙ্কট হারি। নিস্তার প্রভো জয় দেব দেব।

সংসার সিন্ধু সেতু, কে করে পার, তোমা বিনা আর হে দীননাথ; চরণারবিন্দ যাচি তোমারি।

রাগিণী বেহাগ—তাল ঝাঁপতাল।

জয় জগজ্জীবন জগত পাতা হে। জয় দীন-শরণ শুভ দাতা হে।

জয় বিঘ্ন-নাশন বিধাতা হে, জয় দেব জগত পিতা মাতা হে।

হৃদয়াধার হৃদ জ্ঞাতা হে, ভয়-তাপ-হরণ ভবত্রাতা হে;

দীন জন দ্বারে, ডাকে তোমারে, দেহি প্রসাদ পরমাত্মা হে।

পরে উদ্বোধনাদি স্বাধ্যায়াস্ত ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সমাপ্ত হইলে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় যে বক্তৃতা করেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে,—

"অদ্য কি আনন্দের দিন! যে ধর্ম্ম দ্যুলোকে ভূলোকে মনুষ্যের মানস পটে ঈশ্বর-হস্ত দ্বারা অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, যাহা দেশ কালে বদ্ধ নহে, যাহা সর্ব্ব হৃদয়াধিষ্ঠিত ও নিত্য, যাহার এই উপদেশ যে "ঈশ্বর অনন্ত ও মানবোন্নতি অনন্ত"—যাহার এই উপদেশ যে "ঈশ্বরকে প্রীতিকর মনুষ্যকে প্রীতিকর" যাহার উপদেশ মানবীয় সকল বাক্য অপেক্ষা মধুর, যাহা আমাদিগের পরম পুরুষার্থ সাধনের একমাত্র উপায় ও মুক্তির একমাত্র কারণ, সেই পরম পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অদ্যকার দিনে বঙ্গ ভূমিতে—ভারত ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অতএব অদ্যকার দিবসে আমরা যদি মহামহোৎসব না করিব, তবে আর কোন্ দিবসে তাহা করিব? ব্রহ্মপ্রীতি অদ্যকার উৎসবের জীবন। যিনি প্রীতি শূন্য হৃদয়ে অদ্য উৎসব ক্ষেত্রে আগমন করিয়াছেন, তাঁহাকে কেবল এই সমাজের বাহ্য শোভা, এই উজ্জ্বল আলোক মালা, এই লতা-পুষ্প মণ্ডিত প্রাচীর ও স্তম্ভ দেখিয়াই শূন্য হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইবে। প্রীতি আমাদিগের সকল চিন্তা, সকল বাক্য ও সকল কার্য্যের মূল। যোগাকর্ষণ যেমন ভৌতিক জগৎ সম্বন্ধে, প্রীতি তেমনি আধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধে। যদি ঈশ্বর এই সমাজস্থ জনগণের হৃদয় হইতে প্রীতিবৃত্তি এখনই অপহরণ করিয়া লয়েন, তবে পিতা পুত্রকে চিনিতে পারিবে না, পুত্র পিতাকে চিনিতে পারিবে না, বন্ধু বন্ধুকে চিনিতে পারিবে না, গৃহে প্রত্যাগমন করিতে কাহারও ইচ্ছা হইবে না, সকলই নিস্পন্দ ও নিশ্চেষ্ট হইবে। এমন প্রীতিবৃত্তি যিনি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাকে কি

আমরা প্রীতি করিব না? প্রীতিবৃত্তি যদি তাহার স্রষ্টার প্রতি নিয়োজিত না হইল, তবে তাহার আবশ্যকতা কি?

বন্ধুকে প্রীতি করা যেমন সহজ, ঈশ্বরকে প্রীতি করা তেমনি সহজ। সংসারের দুঃখে তাপিত হইলে দুই দণ্ড কাল বন্ধুর সহবাসে থাকিয়া সেই দুঃখের লাঘব করা যেমন সহজ, ঈশ্বরের সহবাসে দুই দণ্ড কাল থাকিয়া তাহা লাঘব করাও তেমনি সহজ। কিন্তু এরূপ সহজ হইয়াও আমরা তাহা করিতে সক্ষম হই না কেন? তাহার কারণ, মোহ ও পাপাসক্তি। আমরা অনিত্য ধন মানকে নিত্য জ্ঞান করিয়া কাল ক্ষেপণ করিতেছি; সেই ধ্রুব সত্য সনাতনকে আমরা একবারও স্মরণ করি না। আমরা মোহ মদিরা পানে প্রমত্ত হইয়া রহিয়াছি, সামান্য মদিরার মত্ততার ভঙ্গ আছে কিন্তু মোহ মদিরার মত্ততার ভঙ্গ নাই। কোন কবী ব্যক্ত করিয়াছেন যে আমরা বাল্য ক্রীড়াতে কাল ক্ষেপণ করিতেছি। যেমন কোন বালক পিতার আদিষ্ট কার্য্যে প্রেরিত হইয়া পথি মধ্যে অন্য বালকের সহিত সমস্ত দিবস ক্রীড়া করিয়া সায়ংকাল উপস্থিত হইলে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে লজ্জিত ও ভীত হয়, তেমনি আমরা সেই পরম পিতার আদিষ্ট কার্য্য বিস্মৃত হইয়া পৃথিবীর বাল্য ক্রীড়াতে নিযুক্ত থাকি, যখন মৃত্যু রূপ রজনী আগমন করে, তখন গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া পরম পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে লজ্জিত ও ভীত হই। আমরা ইন্দ্রিয়গণের বশবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরের পথ পরিত্যাগ করি। যেমন কোন দুর্ব্বিনীত বালক নীচ ভৃত্যদিগের সংসর্গে থাকিয়া দুর্নীতি শিক্ষা করে, পিতার সহবাসে থাকিতে ভাল বাসে না, আমরা সেই রূপ আমাদিগের দাস স্বরূপ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অধীন হইয়া থাকি, পরম পিতার সহবাসে থাকিতে চাহি না। ঈশ্বর মনের অধিপতি, সেই মনের অধিপতিকে আমরা মনে স্থান দিই না। যেমন রাজা কোন সম্ভ্রান্ত প্রজার বাটীতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সেই প্রজা আপনার গৃহ সংস্কার ও মার্জ্জন করে, সেই রূপ মনের অধিপতিকে মনোরূপ নিকেতনে আনিবার জন্য তাহা সংশোধন ও পরিমার্জ্জন করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। হে ব্রাহ্মগণ! মনের অধিপতি মনে আগমন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন, এস আমরা মনো রূপ নিকেতন সংস্কার ও মার্জ্জন করি, পাপ মলা প্রক্ষালন করি, প্রবৃত্তি রূপ দাসবর্গকে বলি তিনি আগমন করিলে তাহারা যেন বিনীত ভাবে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকে। মনোরূপ গৃহ সংস্কার কার্য্যে আমাদিগের সকলেরই যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। এই কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কার্য্য, তাহাতে আমাদিগের কাহারও অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে।

যদ্যপি এই বৃহতী সভায় কোন ভূস্বামী উপস্থিত থাকেন, তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, তিনি স্বীয় প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিতে অবশ্যই মনোযোগী আছেন কিন্তু সেই ভূস্বামীর ভূস্বামীকে—সেই রাজার রাজাকে তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য ভক্তি ও প্রীতি রূপ কর প্রদান করিয়া থাকেন কি না? যদি কোন বিচারপতি এখানে উপস্থিত থাকেন, তবে তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে সেই উচ্চতম বিচারালয়ে তাঁহার বিচার হইতেছে তাহা তিনি স্মরণ করেন কি না? যদি কোন চিকিৎসক এখানে উপস্থিত থাকেন, তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে তিনি তো অন্যের চিকিৎসা করিয়া থাকেন কিন্তু আপ-

নার আত্মার কি রূপ চিকিৎসা করিতেছেন? যদি কোন শিক্ষক এখানে উপস্থিত থাকেন, তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন কিন্তু তিনি নিজে সেই জগদ্‌গুরু পরমেশ্বরের নিকট হইতে কি শিক্ষা করিতেছেন? যদি কোন ছাত্র এখানে উপস্থিত থাকেন, তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে বিদ্যাধ্যয়ন করিবার সময় তিনি এই কথা স্মরণ করেন কি না যে সকল বিদ্যার উদ্দেশ্য সেই পরম পুরুষকে বিজ্ঞাত হওয়া। যদি কোন কবী এখানে উপস্থিত থাকেন, তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে তিনি সেই আদি কবী অখিল নাথকে স্মরণ করেন কি না? যদি কোন পুরাণতত্ত্বানুসন্ধায়ী এখানে উপস্থিত থাকেন, তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে তিনি সেই পুরাণ ঈশ্বরের অনুসন্ধান করেন কি না? যদি কোন দার্শনিক এখানে উপস্থিত থাকেন, তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে "দর্শনস্য দর্শনেন নো মনো হ নির্ম্মলং পাশ নাশ হেতুরেব নতু বিচার বাথলং" এই বাক্য তিনি স্মরণ করেন কি না? যদি কোন বিজ্ঞানবিৎ এখানে উপস্থিত থাকেন, তবে তাঁহাকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, সমস্ত বিজ্ঞান শাস্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে যাঁহার মহিমা নিয়ত কীর্ত্তন করিতেছে, বিজ্ঞানালোচনার সময় অন্তরে তাঁহার গুণ গান তিনি করিয়া থাকেন কি না? এই রূপ সমাজস্থ প্রত্যেককে আমি জিজ্ঞাসা করিয়া অবশেষে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে তুমি তো অন্য লোককে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছ কিন্তু নিজে আপনার উপদেশ সকল আপনি কার্য্যে পরিণত করিতে কতদূর সক্ষম হইলে?

হে পরমাত্মন্! আমরা সকলে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি আমাদিগকে মোহপাশ হইতে মুক্ত কর, পাপ পঙ্ক হইতে আমাদিগকে উত্তোলন কর। তুমি ব্যতীত আমাদিগের গতি নাই। অদ্য যে সকল নর নারী কুমার কুমারী তোমার গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিলেন, তাঁহাদিগের আত্মার সমীপে তোমার পবিত্র স্বরূপ প্রকাশ কর। ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হউক। বঙ্গভূমি—ভারতভূমি পূণ্য ভূমিতে পরিণত হউক।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।"

সর্ব্বশেষে সমবেত বাদ্য ও চারিটী ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া সমাজ ভঙ্গ হইল। তাহার মধ্যে নূতন দুইটী গান নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে,—

সঙ্গীত।

রাগিণী পরজ—তাল চৌতাল।

ধন্য তুমি হে পরম দেব ধন্য তোমারি করুণা প্রেম পূরিল আনন্দে বিশ্ব হৃদয় জুড়াইল।

যে দিকে আজি ফিরাই আঁখি প্রেমরূপ নিরখি তোমারি পূর্ণ হল সকল কাম মন আনন্দে ভাবিল।

ব্রহ্ম সনাতন পুরুষ মহান্, জগপতি জগত নিধান, জয় জয়, জগপতি জগত নিধান হে অন্তরে চির বিরাজ।

নয়নে নয়নে রহিও নাথ, ভুলি সব দুখ তোমার সাথ, হৃদয়ে থাকিয়ে হৃদয়-নাথ, হৃদয় কর শীতল।

রাগিণী বাহার—তাল ঝাঁপতাল।

অচল, ঘন, গহন, গুণ গাও তাঁহারি। গাও আনন্দে সবে রবি চন্দ্র তারা।

সকল তরু রাজি, সাজি ফুল ফলে গাও রে বিহঙ্গকুল গাও আজি মধুরতর তানে।

গাও জীব জন্তু আজি যে আছ যে খানে, জগত পুরবাসী সবে গাও অনুরাগে।

মম হৃদয় গাও আজি মিলিয়ে সব সাথে, ডাক নাথ, ডাক নাথ বলি প্রাণ আমারি।

প্রকৃত বিজ্ঞান শাস্ত্র।

যদি ঈশ্বরের রাজ্যে এরূপ কোন সামগ্রী থাকে, যাহার প্রসাদে আমরা পশুত্ব অতিক্রম করিয়া মনুষ্যত্বে এবং মনুষ্যত্ব উল্লঙ্ঘন করিয়া দেবত্বে আরোহণ করিতে পারি, তবে তাহা বিজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে। মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির নিমিত্ত ঈশ্বর করুণা-পরতন্ত্র হইয়া যে সকল পদার্থ দান করিতেছেন, তৎসমুদায়ের মধ্যে জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ; কারণ যদি একমাত্র জ্ঞানের অসদ্ভাব ঘটে, তাহা হইলে মৃত্যুকে জীবন, জীবনকে মৃত্যু এবং বিষকে অমৃত, অমৃতকে বিষ বলিয়া আলিঙ্গন ও প্রক্ষেপ করিতে হয়, সুতরাং ঈশ্বরের দান-ভাণ্ডারের মধ্যস্থলে বসিয়া থাকিলেও পরম রমাস্পদ শান্তি সম্ভোগের সম্ভাবনা নাই।

অনেকানেক আচার্য্য জ্ঞান অপেক্ষা প্রীতিকে অধিকতর মুক্তি-সাধক বলিয়াছেন। তাঁহাদিগের উপদেশ অনুসারে অনেকেই জ্ঞানের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া শুষ্ক প্রীতি সঞ্চারের চেষ্টায়ই জীবন অতিবাহিত করেন। কিন্তু ঐরূপ উপদেশের নিম্নতল প্রদেশে অবতরণ পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া দেখিলে কোন মতেই তাহাতে অনুমোদন করা যায় না। বস্তুতঃ বৃক্ষের সহিত পুষ্প ফলের যেরূপ সম্বন্ধ, জ্ঞানের সহিত প্রীতিরও ঠিক্ সেই রূপ সম্বন্ধ*। আম্র ফল আস্বাদন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে হইলে যেরূপ প্রথমে যত্নের সহিত আম্র বৃক্ষকে পুষ্ট ও উন্নত করা আবশ্যক, তদ্রূপ প্রীতি রসে দ্রবীভূত হইয়া পরম শান্তি উপভোগ করিতে হইলে প্রথমে যাহার প্রতি সেই প্রীতি অর্পিত হইবে, তদীয় সমস্ত স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞান বিশেষ রূপে লাভ করা আবশ্যক। গুলাব পুষ্পের বর্ণ ও গন্ধ যে অতি মনোহর,তাহা পরীক্ষা দ্বারা সুন্দর রূপে জানিতে না পারিলে কে তাহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিতে পারে? যে জন্মাবধি মাতৃমুখ দর্শন করে নাই, সুতরাং মাতৃ-স্নেহের ভাব কিরূপ তাহা কিছুই জানিতে পারে নাই, তাহার হৃদয় কি কখন মাতৃ-ভক্তিতে বিগলিত হইতে পারে? কখনই না। অতএব যে বিষয়ের স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞান জন্মে নাই, তাহার প্রতি প্রীতি রসের উদয় হওয়া অসম্ভব। এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে ইহা স্বতই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সত্য ও সুন্দর পদার্থের স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞান জন্মিলে হৃদয়ে আপনা হইতেই প্রীতির ভাব উদিত হয়, তাহার নিমিত্ত কিছু মাত্র যত্ন বা চেষ্টার প্রয়োজন হয় না।

জ্ঞানের ধ্রুবত্ব অনুসারে প্রীতির স্থায়িত্বও অধিক বা অল্প হইয়া থাকে। মাতা সহস্র ক্লেশ স্বীকার করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে আমাকে পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছেন, ইহা প্রত্যক্ষের ন্যায় জানিতে পারিলে তাঁহার প্রতি যেরূপ ভক্তি রসের উদয় হইবে,অন্যের মুখে শুনিয়া জানিলে কখনই সেরূপ হইতে পারে না। এই রূপ শত শত দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া সকলেই এই বিষয়ের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন; সুতরাং তদ্বিষয়ে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

আমাদিগের শরীর যেরূপ দুগ্ধ পান ও অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিয়া পুষ্ট হয়, কর্ম্মঠ হয় এবং জীবিত থাকে, আমাদিগের আত্মা

---

* কোন কোন ব্যক্তি জ্ঞানকে দণ্ডের সহিত এবং প্রীতিকে তাহার ছায়ার সহিত তুলনা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা সেরূপ না করিয়া যে জ্ঞানকে বৃক্ষ এবং প্রীতিকে ফল স্বরূপ বলিলাম তাহার কারণ এই যে, জ্ঞান হইতে প্রীতির জন্ম হয় কিন্তু সেই জ্ঞান তিরোহিত হইলেও প্রীতি ছায়ার ন্যায় বিলুপ্ত না হইয়া ফলের ন্যায় বর্ত্তমান থাকিতে পারে।

সেই রূপ প্রীতি মাত্র উপভোগ করিয়া পুষ্ট হয়, স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয় এবং আপন গম্য পথে অগ্রসর হয়। প্রীতিই তাহার একমাত্র চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য ও পেয় দ্রব্য। যখন প্রীতিই আত্মার একমাত্র উপভোগ্য, তখন তাহা যতই অল্প হইবে, যতই অনিয়ত হইবে, যতই বিকৃত হইবে এবং যতই বিপরীত ভাবে কলুষিত হইবে, আত্মা ততই কৃশ, দুর্ব্বল, রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হইবে, তাহাতে আর কিছু মাত্র সংশয় নাই। প্রীতি যে জ্ঞান হইতে সমুদ্ভূত হইয়া তাহার প্রকৃতির অনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে এই সিদ্ধান্ত সহজেই প্রতিভাত হইতেছে যে, যদি আত্মার বল, তেজ, কর্ম্মদক্ষতা ও প্রসন্নতা রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে নিয়ত, নির্ম্মল, অবিকৃত ও যথেষ্ট পরিমাণে প্রীতি সেবন করান প্রয়োজন হয়, তবে যাহাতে সে ধ্রুব ও প্রশস্ত জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারে, তাহার অমোঘ উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

যে রূপ জ্ঞানের বিষয় উল্লিখিত হইল, তাহা লাভ করিবার নিমিত্ত বিজ্ঞান শাস্ত্রের তুল্য নিশ্চিত পন্থা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানের লক্ষণ অনেকে অনেক প্রকার কহিয়া থাকেন। এস্থলে তত্তাবতের উল্লেখ না করিয়া যাহা আমাদিগের নিকট শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। যাহা দ্বারা পদার্থ মাত্রের গঠন-তত্ত্ব, কার্য্য-তত্ত্ব, কার্য্য-নিয়ম-তত্ত্ব, পারম্পরিক সম্বন্ধ-তত্ত্ব এবং কারণ-তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহার নাম বিজ্ঞান শাস্ত্র। প্রকৃত বিজ্ঞান শাস্ত্র মনুষ্যকৃত নহে, এই বিশাল জগৎই প্রকৃত বিজ্ঞান শাস্ত্র। একমাত্র ঈশ্বরই এই মহান্ শাস্ত্রের অধ্যাপক, কেন না তাঁহার কৃপা ব্যতীত কেহই ইহার কিছু মাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় না; কেবল মনুষ্যই এই শাস্ত্রের অধ্যেতা, কেন না অপরাপর জীবের ইহাতে কিছু মাত্র অধিকার নাই এবং শুদ্ধ পর্য্যবেক্ষণই ইহার অধ্যয়ন। যে মনুষ্য যতদুর মনোনিবেশ ও অধ্যবসায় সহকারে এই মহান্ শাস্ত্র পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা অধ্যয়ন করিতে পারেন, তিনি ঈশ্বর-কৃপায় ততদুর জ্ঞান লাভ করিয়া তদুৎপন্ন অমৃত ফলরূপ প্রীতি উপভোগ করিতে পারেন।

বিশ্ব-বিজ্ঞানকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; যথা, জড়তত্ত্ব-বিজ্ঞান ও আত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞান। মৃত্তিকা, জল, বায়ু, জ্যোতিঃ, তাপ, তড়িৎ, গ্রহ, নক্ষত্র, বৃক্ষ ও জীব-দেহ ইত্যাদি যে সমুদায় পদার্থ আমারদিগের বহিরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, তৎসমুদায়ের বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব জড়তত্ত্ব-বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত; আর আত্মা, প্রাণ প্রভৃতি যে সকল পদার্থ অন্তরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, তত্তাবৎ আত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত। এই দুয়ের প্রত্যেক বিভাগস্থ পদার্থ সকলকে প্রকৃতি অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিলে বিস্তর উপবিভাগ জন্মিতে পারে; যথা, সমুদায় তরল পদার্থ এক শ্রেণীতে লইলে এক বিভাগ, সমুদায় কঠিন পদার্থ এক শ্রেণীতে লইলে এক বিভাগ এবং সমুদায় বৃক্ষ এক শ্রেণীতে লইলে আর এক বিভাগ হইতে পারে ইত্যাদি।

বিশ্ব-বিজ্ঞানের যে দুইটি প্রধান বিভাগের কথা উল্লিখিত হইল, তন্মধ্যে, যেটিরই হউক, কোনটির অন্তর্গত একটি সামান্য পদার্থের সম্যক্ তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলেই, বোধ হয় মানব জীবনের যথেষ্ট সার্থকতা জন্মিতে পারে, কিন্তু যে রূপ আশা করা যায়, ফলেতে সে রূপ ঘটিয়া উঠে না। আমাদিগের দৃষ্টি যত দূরই প্রসারিত হউক না কেন, তাহা অপেক্ষা

আকাশ অনেক গুণে বৃহত্তর বলিয়া যেমন কেহই তাহার আদি অন্ত দেখিতে পায় না, সেই রূপ বিশ্ব-বিজ্ঞানের এক একটি সামান্য বিষয়ের তত্ত্বও এ রূপ অসীম ও দুরবগাহ যে কেহই কখন তাহা সম্যক্ রূপে আপন হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন নাই এবং কখন যে পারিবেন এরূপ আশাও করা যায় না। এই মহান্ বিজ্ঞানের সত্য সকল লাভ করিবার নিমিত্ত নিস্তব্ধ পর্য্যবেক্ষণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় বটে, কিন্তু তাহা সকলের ভাগ্যে তুল্য রূপ ফলবিধায়ক হইয়া উঠে না। যিনি মনের বৃত্তি সকলকে সংযত করিতে পারিয়াছেন, যাঁহার মন বিক্ষেপ-শূন্য হইয়াছে, তিনি ভিন্ন স্বাধীন পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা আর কেহই প্রায় কোন প্রকার তত্ত্ব লাভ করিতে পারেন না।

এই রূপ কঠোরতার লাঘবার্থে প্রাজ্ঞতর ব্যক্তি-বিশেষ-প্রণীত পুস্তক পাঠ বা তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। লোকে সচরাচর ঐরূপ পুস্তক সকলকে বিজ্ঞান শাস্ত্র বলিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা বিজ্ঞান শাস্ত্র পদের বাচ্য হইতে পারে না। যে ব্যক্তি স্বাধীন পর্য্যবেক্ষণ পরায়ণ হইয়া বিশ্ব-বিজ্ঞানের যে কয়েকটি তত্ত্ব যে ভাবে উপলব্ধি করেন, তিনি সেই কয়েকটিকে সেই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন,ইহাতেই সর্ব্ব প্রকার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হইতেছে; ইহা ভিন্ন তৎসমুদায়ের মধ্যে আর কোন গূঢ় মাহাত্ম্যই নাই। অতএব লিখিত বিজ্ঞানকে সুমহান্ বিশ্ব-বিজ্ঞানের আংশিক প্রতিবিম্ব অপেক্ষা আর অধিক কিছুই বলা যাইতে পারে না। অপরন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি অদ্য যাহাকে মূল-তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিলেন, কল্য আবার তিনিই তাহাকে শাখা বলিয়া স্বীকার করিলেন। অদ্য এক ব্যক্তি যে তত্ত্বকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন, হয়তো দশ দিবস পরে আর এক ব্যক্তি তাহাকে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিলেন, তখন সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ঐ আংশিক প্রতিবিম্বও অসম্পূর্ণতা দোষ বিরহিত নহে। আংশিক প্রতিবিম্ব-রূপ লিখিত গ্রন্থ অনেক স্থলে মিথ্যা হইয়া পড়ে বলিয়া বিশ্ব-বিজ্ঞান রূপ মূল গ্রন্থ যে মিথ্যা হইবে, তাহা নহে। গোষ্পদ পরিমিত পঙ্কিল ও আন্দোলিত জলে যে রূপ কোন পদার্থের অবিকল প্রতিরূপ প্রতিভাত হয় না, সেই রূপ পর্য্যবেক্ষকের হৃদয় পূর্ব্ব সংস্কারাদি দ্বারা কলুষিত, অস্বচ্ছ ও বিকৃত হইয়া থাকিলে, অভ্রান্ত বিশ্ব-বিজ্ঞানের কোন প্রকার তত্ত্বের প্রতিরূপ তাহাতে যথাবৎ প্রতিফলিত হইতে পারে না; সুতরাং তিনি যে তত্ত্বকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা অন্য কর্ত্তৃক মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইবে না কেন? অতএব যদিও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশ্ব-বিজ্ঞান পর্য্যালোচনা করিতে সমর্থ হইবার জন্য মানব-প্রণীত ছায়া-বিজ্ঞানাদি পাঠ ও শ্রবণ করা কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু কোন মতেই তাহাদিগের উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করা উচিত নহে; কেন না, সে রূপ করিলে এক জনের ভ্রম যাইয়া আর এক জনকে ভ্রমের মত দূষিত করিয়া রাখিতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তির এই মাত্র স্মরণ করিয়া রাখা অতি আবশ্যক হইতেছে যে, স্বয়ং যত্ন ও চেষ্টা করিয়া যাহা উপার্জ্জন করা যায়, তাহাই অধিকতর প্রত্যয়-জনক, সুতরাং তাহাই আমাদের ভোগ্য প্রীতির অধিকতর ও শ্রেষ্ঠতর উৎপাদক। শুদ্ধ অন্যের বাক্য শ্রবণ বা পুস্তক পাঠ করিয়া যে সত্য লাভ করা যায়, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা পরীক্ষিত না হওয়া

পর্য্যন্ত সংশয়-বিচ্যুত হয় না, সুতরাং তদ্দ্বারা বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইতে পারে না বলিয়া প্রীতিও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিতে পারে না। অতএব সতত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশ্ব-বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা উচিত এবং যদি প্রয়োজন মতে ছায়া বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহার সত্য সকলকে প্রকৃত বিজ্ঞানের তত্ত্ব দ্বারা পরীক্ষা না করিয়া হৃদয়ে স্থান দেওয়া উচিত নহে। এই রূপ পরীক্ষা দ্বারা শুদ্ধ যে অন্যকৃত ছায়া-বিজ্ঞানের ভ্রমই সংশোধিত হয় এমত নহে, তদ্দ্বারা অনেক সময়ে প্রকৃত বিজ্ঞানের ভাব গ্রহণ সম্বন্ধে আমাদিগের নিজের ভ্রমও শোধিত হইতে পারে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

স্বাস্থ্য ও ভোজন পাত্র।

আমাদিগের দেশে দুর্ব্বলতা ও চির রোগিতার অংশ যে ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার গূঢ় কারণ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত মহানুভব পণ্ডিতগণ বিস্তর ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বহু অন্বেষণের পর প্রায় এক বাক্য হইয়া স্থির করিয়াছেন যে, কদর্য্য সূতিকা গৃহ,বাল্যোদ্বাহ,প্রভি-প্রদেশস্থ লোকের কতিপয় নির্দ্ধারিত কুল গোত্রে ক্রমিক বিবাহ, অস্বাভাবিক রতি, অতিরিক্ত রতি, অপকৃষ্ট আহার, আর্দ্র ও দুর্গন্ধময় বাসস্থান, দূষিত বায়ু, মাদক সেবন ও আলস্যই এদেশের বর্ত্তমান বর্দ্ধনশীল শারীরিক দুরবস্থার প্রধানতম নিদান। এই সমুদায় কারণের যাথার্থ্য কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না বটে, কিন্তু এই কয়েকটি-কেই পর্য্যাপ্ত মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। বোধ হয় এই দেশব্যাপী হীনতার আরও অনেক গুলি কারণ আছে। সেই কারণ সমূহ যতই আবিষ্কৃত হইয়া উন্মূলিত হইবে, ততই আমাদিগের শুভ দিন যে নিকটবর্ত্তী হইবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই।

আমাদিগের গার্হস্থ্য ব্যবহারাবলি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্বাস্থ্য ভঙ্গের অনেক গুলি কারণের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ হইতে পারে। আমরা সেই পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া যে কয়েকটি কারণের সন্ধান পাইয়াছি, তন্মধ্যে একটির সমালোচন করাই আমাদিগের অদ্যকার প্রস্তাবের সঙ্কল্প। সেই কারণটি দেখিতে ও শুনিতে অতি সামান্য বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহার কার্য্যকারিতা কোন মতেই সামান্য নহে। ফলতঃ তাহা তরণী-তলস্থ রন্ধ্রের ন্যায় আমাদিগকে ক্রমশই নিমজ্জনমুখী করিয়া তুলিতেছে।

অধুনা এদেশের ভদ্রাভদ্র সকলেই যে রূপ পাত্রাদিতে পান ভোজনাদি সমাধা করেন, তাহাই আমাদিগের প্রস্তাব্য বিষয়, অথবা, তাহাই আমাদিগের স্বাস্থ্যতরণীর নিম্নতলস্থ রন্ধ্র স্বরূপ। প্রাচীন কাল হইতে এদেশে রন্ধন, পান ও ভোজনের নিমিত্ত যে সকল পাত্র ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে, যথা,—মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতু ও উদ্ভিদ্-পত্র। পুরাণ ও ব্যবহার শাস্ত্রাদি আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্ব কালে এদেশে সাধারণতঃ মৃণ্ময় পাত্রে রন্ধন এবং ধাতু, প্রস্তর পাত্রে ও উদ্ভিদ্-পত্রে পান ও ভোজন কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। ধাতু পাত্র নির্ম্মাণার্থে স্বর্ণ, রৌপ্য, কাংস্য এবং কোন কোন মতে তাম্রেও ধাতু ব্যবহারের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পিত্তল ও লৌহের বিধান দেখা যায় না। আবার

উদ্ভিদ্‌-পত্রের মধ্যে শুদ্ধ কদলী পত্রের প্রতি বিধি এবং পলাশ পত্র, পদ্মপত্র ও আকন্দ পত্রাদির প্রতি নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্তরের প্রতি শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অনুমোদনই দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহার প্রকার বিশেষের প্রতি কিছুমাত্র নিষেধ দেখিতে পাওয়া যায় না। এ তাবতের প্রমাণার্থে নিম্ন লিখিত কয়েকটি বচন উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

তাম্রপাত্রে ন ভুঞ্জীত, ভিন্নকাংস্যে মলাবিলে।
পলাশপদ্মপত্রেষু গৃহী ভুক্ত্বৈন্দবং চরেৎ।
বৃদ্ধ মনুঃ।

তাম্র পাত্রে মলাযুক্ত বা ভগ্ন কাংস্য পাত্রে, পলাশ পত্রে ও পদ্ম পত্রে, যে গৃহী ব্যক্তি ভোজন করেন, তাঁহার ঐন্দব ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

অর্কপত্রে তথা পৃষ্ঠে আযসে তাম্রভাজনে।
করে কর্পটকে চৈব ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ।
নব্যবর্দ্ধমানধৃতঅগ্নিপুরাণবচনং।

আকন্দ পত্রে, কদলী পত্রের পৃষ্ঠে, লৌহ ও তাম্র নির্ম্মিত পাত্রে, হস্তে, এবং ছিন্নবস্ত্রে ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিতে হয়।

তাম্ররজতসুবর্ণাশ্মশঙ্খশুক্তি-
স্ফাটিকানাং ভিন্নমভিন্নং বা ন দোষায় ইতি।
পৈঠীনসিঃ।

তাম্র, রজত ও সুবর্ণ পাত্র, প্রস্তর পাত্র শঙ্খ পাত্র, ঝিনুক এবং স্ফাটিক পাত্র ভগ্নই হউক আর অভগ্নই হউক তাহাতে ভোজন করিলে দোষ নাই*।

রাজা বা তৎসদৃশ ধনী-লোক ভিন্ন আর কেহই যে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত পাত্রাদিতে ভোজন করিতে পারিতেন না, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। মধ্যবিত্ত লোকেরা তাম্র, কাংস্য ও প্রস্তর নির্ম্মিত পাত্রে পান ভোজন করিতেন, এই রূপ সম্ভব বোধ হইতেছে। কিন্তু যখন তাম্র সম্বন্ধে নিষেধ ও বিধি, দুই ভাবই রহিয়াছে এবং কাংস্য পাত্র মলাযুক্ত বা ভগ্ন হইলে তাহা ব্যবহার করণে প্রত্যবায় লিখিত আছে, তখন মধ্যবিত্ত ব্যক্তিরা যে ঐ দুয়ের পরিবর্ত্তে সুলভতর প্রস্তর নির্ম্মিত পাত্রই সচরাচর ব্যবহার করিতেন, তাহা বিলক্ষণ সম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে। ফলতঃ তাঁহারা যে প্রস্তর নির্ম্মিত পাত্রাদিই সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন, তাহা এদেশের যে সকল পরিবারের মধ্যে আধুনিক রীতি নীতি এখনও অধিক প্রবেশ করিতে পায় নাই, তাঁহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই অনেক দূর বুঝিতে পারা যায়। দরিদ্র লোকেরা পূর্ব্বে শুদ্ধ মাত্র প্রস্তর নির্ম্মিত পাত্র ও কখন কখন প্রয়োজন অনুসারে কদলী পত্রে ভোজন করিত। ইহার চিহ্ন এখনও এদেশের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। অপরন্তু, অপরাপর পাত্রাপেক্ষা প্রস্তর ও কদলী পত্র যে ভদ্রাভদ্র সমুদায় পরিবারের মধ্যে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইত, তাহার একটি বিশিষ্ট প্রমাণ আছে, যথা, শাস্ত্রানুসারে প্রস্তর ও কদলী পত্র এত দূর শুদ্ধ যে, পবিত্র থাকিবার নিমিত্ত যখন হবিষ্যান্ন ভোজন করা প্রয়োজন হয়, তখন কি ধনী কি নির্ধন, কেহই এই দুয়ের এক প্রকার ভিন্ন আর কোন রূপ পাত্রই ব্যবহার করিতে পারেন না।

কিন্তু অধুনা এদেশে যেমন অন্যান্য বিষয়, তেমনি এবিষয় সম্বন্ধীয় রীতির বিস্তর পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে। এইক্ষণে ধনশালী দূরে থাকুক, যাঁহারা সামান্য রূপ অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করিতে পারেন, তাঁহারা প্রথমেই পূর্ব্ব প্রথা ঘৃণাস্পদ মনে করিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন এবং প্রায়ই পিত্তল ও

* শঙ্খ, শুক্তি ও স্ফাটিক পাত্রে বোধ হয় ঔষধ প্রভৃতি সামান্য দ্রব্যাদি সেবন করা হইত, এজন্য তত্তাবৎকে প্রকৃত ভোজন পাত্রের মধ্যে গণ্য করিলাম না।

কাংস্য নির্ম্মিত পাত্রাদিতেই পান ভোজন ও রন্ধন সমাধা করেন। সাধারণ মধ্যে এই রূপ ধাতু পাত্র ব্যবহারের বাহুল্য হওয়াবধি দেশে যে কি পরিমাণ দুর্ব্বলতা ও রুগ্নতার সঞ্চার হইতেছে, তাহা সম্যক রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবার নিমিত্ত রসায়ন ও চিকিৎসা-শাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত বিধেয়।

ইউরোপীয় চিকিৎসকগণ বহু পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, ধাতুজ ঔষধাদির সাধারণ গুণ এই যে, তাহাদিগকে অল্প মাত্রায় অল্প দিন সেবন করিলে বল বিষয়ে বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু দীর্ঘ কাল সেবন করিলে তাহার বিপরীত ফল ভিন্ন আর কিছুই লাভ করিতে পারা যায় না। তাঁহারা বিশেষ বিশেষ ধাতু ঘটিত ঔষধের যে রূপ গুণাগুণ নির্ণয় করিয়াছেন, তন্মধ্য হইতে তাম্র, দস্তা, রাঙ, লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণ প্রভৃতি যে সকল ধাতু দ্বারা এদেশে পূর্ব্বকাল হইতে ব্যবহার পাত্রাদি নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছে, তৎসমুদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ স্থলে উদ্ধৃত করা গেল। তাঁহারা বলেন, তাম্র ঘটিত ঔষধ দীর্ঘকাল সেবন করিলে শরীর ক্রমশঃ বিষাক্ত হয় এবং নিম্ন লিখিত লক্ষণ সকল প্রকাশ পায় যথা, শরীর শীর্ণ, মলিন ও দুর্ব্বল, উদরে শূল বেদনা, মাড়ির অন্তভাগ রক্তবর্ণ, ক্ষুধা মান্দ্য, এবং উদরাময় ইত্যাদি। দস্তা ঘটিত ঔষধ দীর্ঘকাল সেবন করিলে বা অন্য কোন প্রকারে উদরস্থ হইলে শরীর শীর্ণ, পাণ্ডুবর্ণ, দুর্ব্বল, জিহ্বা সমল, কোষ্ঠ কঠিন, শূল বেদনা, উদর স্ফীত, চর্ম্ম শুষ্ক, এবং পাদমূলে শোথ ইত্যাদি রোগ সকল প্রকাশ পায়। রাঙ্ বা টিন্ ধাতু ঘটিত ঔষধ দীর্ঘকাল সেবন করিলে পাকাশয়ের উগ্রতা জনিত নানা প্রকার রোগ প্রকাশ পাইতে থাকে। কিন্তু ইহা দ্বারা যে কয়েকটি ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে মিউরিয়েট্ অব্ টিন্ (লবণ দ্রাবক সংযুক্ত রাঙ্) ব্যতীত আর কোনটিই অধিক উগ্র নহে। ঐ মিউরিয়েট্ একেবারে অধিক পরিমাণে সেবন করিলে মৃত্যু উপস্থিত হয়, কিন্তু অল্প পরিমাণে অধিক দিন পর্য্যন্ত সেবন করিলে শরীর বিষাক্ত হইয়া তাহাতে নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। লৌহ ঘটিত ঔষধ অন্যান্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; ইহা অধিক দিন সেবন করিলে শরীরে কিঞ্চিৎ রক্ত সঞ্চিত হয়, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠ-কাঠিন্য প্রভৃতি দুই একটি উপদ্রবও ঘটিয়া থাকে। রৌপ্য ঘটিত ঔষধ সমুদায়ের মধ্যে নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার (যবক্ষার দ্রাবক সংযুক্ত রৌপ্য) ভিন্ন আর কোনটিই অধিক উগ্র নহে। সেই নাইট্রেট্ অব্ সিল্ভার দীর্ঘকাল সেবন করিলে শরীর নীল বর্ণ ও বিবিধ রোগের আধার হইয়া উঠে। স্বর্ণ ধাতু ঘটিত ঔষধ সমুদায়ের মধ্যে মিউরিয়েট্ অব্ গোল্ড্ (লবণ দ্রাবক সংযুক্ত স্বর্ণ) ব্যতীত আর কোনটিই তত উগ্র নহে। সেই মিউরিয়েট অব্ গোল্ড্ একবারে অধিক পরিমাণে সেবন করিলে মৃত্যু এবং অল্প পরিমাণে দীর্ঘকাল সেবন করিলে শরীর বিষাক্ত হইয়া রুগ্ন হয়।

ইউরোপীয় চিকিৎসক ও রাসায়নিক পণ্ডিতদিগের এই সকল পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত যদি ভ্রমাত্মক না হয়, তবে এদেশের ধাতু নির্ম্মিত ভোজন পাত্রাদির মধ্যে কোন্‌টির সহিত শরীরের কত দূর ইষ্টানিষ্ট সম্বন্ধ, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা উচিত। এদেশের সকলেই এক্ষণে অবস্থানুসারে পিত্তল, কাংস্য, লৌহ, রৌপ্য, ও স্বর্ণ নির্ম্মিত পাত্রাদির যোগে রন্ধন ও পান ভোজন

কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত একে একে সেই সমুদায়ের শুভাশুভ ফলোৎপাদন বিষয়টি ইউরোপীয় শাস্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লেখা যাইতেছে।

পিত্তল ও কাংস্য অবিমিশ্র ধাতু নহে; তাম্র ও দস্তাকে একত্র করিয়া গলাইলে পিত্তল এবং তাম্র ও রাঙ্‌কে একত্র করিয়া গলাইলে কাংস্য প্রস্তুত হয়। তাম্র, দস্তা ও রাঙ সহজেই অম্লাদির সহিত মিলিত হইলে রূপান্তরিত হইয়া যায়। সুতরাং পিত্তল ও কাংস্য নির্ম্মিত পাত্রে পান বা ভোজন করিলে, তদন্তর্গত তাম্র, দস্তা ও রাঙ-কণা সকল সহজেই ভক্ষ্য দ্রব্যাদি হইতে অম্লজান বায়ু ও বিবিধ অম্ল পদার্থ আকর্ষণপূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত রাসায়নিক নিয়মে মিলিত হইয়া বিবিধ যৌগিক পদার্থ রূপে পরিণত হয়। সেই সকল যৌগিক পদার্থ মূল পাত্রের সহিত অসংযুক্ত হইয়া পড়ে বলিয়া অনায়াসেই অভ্যবহার্য্যের সহিত একত্রিত হইয়া ভোক্তার উদরগত হয়। তাম্র অপেক্ষা রাঙ এবং রাঙ অপেক্ষা দস্তা অল্পতর সময়ে অম্লজান বায়ু ও অম্ল পদার্থাদির সহিত রাসায়নিক যোগে মিলিত হয়, এজন্য কাংস্য অপেক্ষা পিত্তল পাত্রে পান ও ভোজন করিলে অধিকতর অনিষ্ট সম্ভাবনা, কারণ পিত্তলে যে দস্তার ভাগ আছে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংযোগশীল। পিত্তল ও কাংস্যের উপাদানরূপ তাম্র, দস্তা ও রাঙ আমাদিগের অভ্যবহার্য্য নিচয়ের সহিত রাসায়নিক নিয়মে মিলিত হইয়া প্রধানতঃ এই সকল পদার্থ রূপে পরিণত হয়, যথা, লবণস্থ ক্লোরিণ পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া উহারা ক্লোরাইড্‌ রূপে, তিন্তিড়ির রসস্থ টার্টারিক্‌ অম্লের সহিত মিলিত হইয়া টার্টরেট্‌ রূপে, লেবু রসস্থ সাইট্রিক্‌ অম্লের সহিত মিলিত হইয়া সাইট্রেট্‌ রূপে, জলীয় দ্রব্যস্থ অম্লজান বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া অক্সাইড্‌ রূপে, বিবিধ কষায় দ্রব্যস্থ ট্যানিক অম্লের সহিত মিলিত হইয়া ট্যানেট্‌ রূপে, তৈলস্থ অলিক্‌ অম্লের সহিত মিলিত হইয়া অলেট্‌ রূপে এবং পাকাশয়ের পাচক রসস্থ মিউরিয়েটিক্‌ দ্রাবকের সহিত মিলিত হইয়া উহারা মিউরিয়েট্‌ রূপে পরিণত হয়। একটি ধাতু-কণাই যে ক্রমান্বয়ে নানা রূপ ধারণ করে, এমত নহে, যখন যে কণার সহিত যেরূপ পদার্থের সম্মিলন হয়, তদন্তর্গত অম্লাদির সহিত মিলিত হইয়া সে সেইরূপ মিশ্র পদার্থে পরিণত হয় এবং প্রায় তদবস্থই থাকে।

পিত্তল ও কাংস্যের উপাদান ধাতু আহার্য্য দ্রব্যাদির সহিত মিলিত হইয়া যে রূপ মিশ্র পদার্থ সকলে পরিণত হয়, লৌহ, তাম্র ও রৌপ্যও তত্তাবতের সহিত মিশ্রিত হইলে সেই সকল রূপ ধারণ করে। এই তিনটি ধাতুর মধ্যে যদিও ভদ্রাভদ্র সকলেই লৌহকে রন্ধন পাত্র (কটাহ) রূপে ব্যবহার করিতেছেন, তথাচ তাহাতে অধিক হানি হইবার সম্ভাবনা নাই। লৌহ ধাতু যে রূপেই শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করুক না কেন, তাহাতে রক্ত-কণিকার বৃদ্ধি হইতে পারে। ঐ উপকারের সঙ্গে সঙ্গে যে কিঞ্চিৎ অনিষ্ট ঘটে তাহা অতি অল্প, সুতরাং লৌহ রন্ধন পাত্রের তত অনুপযুক্ত নহে। তাম্র ও রৌপ্য ধাতু যদিও অভ্যবহারীয় দ্রব্যস্থিত অম্লাদির সহিত মিলিত হইয়া রূপান্তরিত ও স্খলিত হইতে পারে বটে, কিন্তু পিত্তল, কাংস্যাদির ন্যায় অল্প সময়ে হইতে পারে না; সুতরাং এই দুই ধাতু নির্ম্মিত পাত্রাদিতে পান ভোজন করিলে কাংস্য পিত্তলের ন্যায় অনিষ্ট সম্ভাবনা নাই। কিন্তু পাত্রাদি গঠন কালে দস্তার সহিত মিলিত হইয়া রৌপ্য যেরূপ মিশ্রাবস্থা প্রাপ্ত হয়,

তাহা তাদৃশ অনপকারক নহে। যাহা হউক, পূর্ব্বকালে যেরূপ অতি অল্প লোকে অল্প ব্যাপারে এই দুই ধাতু দ্বারা পান ও ভোজন-পাত্র প্রস্তুত করিতেন, এখনও সেই রূপ অল্প লোকে উহাদিগকে কখন কখন ব্যবহার করিয়া থাকেন; সুতরাং তদ্দ্বারা দেশের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অধিক অনিষ্ট হইতেছে না।

সুবর্ণ ধাতু পাচক রসস্থ মিউরিয়েটিক এসিড্ বা লবণ দ্রাবকের সহিত মিলিত হইলে বিষ স্বরূপ হইয়া উঠিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার সম্ভাবনা অতি অল্প। কারণ সুবর্ণ ধাতু অন্যান্য ধাতুর ন্যায় সাধারণ অম্ল বা দ্রাবক সংযোগে দ্রবীভূত হইতে পারে না; সুতরাং ভোজন কালে স্বর্ণ-কণা সকল পাত্র হইতে স্খলিত হইয়া গিয়া পাচক রসের সহিত মিলিত হইতেও পারে না। কিন্তু পাত্রাদি গঠন করিবার সময় স্বর্ণের সহিত যদি তাম্র মিলিত হয়, তাহা হইলে তাহার অপকারিতা কথঞ্চিৎ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবেই পাইবে। যাহা হউক, ভোজন পাত্রাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে স্বর্ণের ব্যবহার এত বিরল যে, যদিও ভোজন সময়ে ঘর্ষণ দ্বারা দুই একটি অনু স্খলিত হইয়া উদরস্থ হয়, তথাচ তাহা হইতে প্রায় কোন প্রকার অপকার দর্শিতে পারে না।

আমরা এতক্ষণ যে কয়েকটি বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিলাম, তদ্দ্বারা সহজে এই উপলব্ধি হইতেছে যে, যখন অধুনা এদেশের ভদ্রাভদ্র সকলেই ধাতু পাত্রে সর্ব্বদা পান ভোজন ও রন্ধন করিতেছেন, তখন সকলেই যে প্রত্যহ কিয়ৎ পরিমাণ বিষ ভোজন করিতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তন্মধ্যে, যাঁহারা যে রূপ ধাতু যে পরিমাণে ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগের ভুক্ত বিষের মাত্রা তত অধিক। বিষ-দোষের ন্যূনাধিক্য অনুসারে ব্যবহার্য্য ধাতু সমুদায়কে এই রূপে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইতে পারে। যথা, ১ পিত্তল, ২ কাংস্য, ৩ তাম্র, ৪ রৌপ্য, ৫ লৌহ, ৬ স্বর্ণ। এই সকল ধাতু অল্প ও অধিক পরিমাণে উদরস্থ হইলে কি রূপ উপদ্রব সকল উপস্থিত হইতে থাকে, তাহা পূর্ব্বেই বিস্তারিতরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে তৎসমুদায়ের পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য

সংবাদ।

গত ২৪এ ভাদ্র দিবসে লাহোর সৎসভার দ্বিতীয় সাংবৎসরিক উৎসবের কার্য্য অতি সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে নগরস্থ শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করা হয়। শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর আফিসের প্রধান কর্ম্মচারী লালা রামযশ এই উৎসবের জন্য আপনার প্রশস্ত ভবন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। উৎসব ক্ষেত্র লতা পল্লব পুষ্প মালা দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিল এবং উপাসনা গৃহ ধূপ ও গুগ্গুল চন্দন প্রভৃতি দ্রব্যের সুগন্ধে পূর্ণ হইয়াছিল। সেই দিবস বেলা ৭ ঘটিকা হইতে ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত উপাসনা হয়। বেদী হইতে ধর্ম্মই ভারতবর্ষের প্রাচীন মহিমার মূল, বর্ত্তমান স্বেচ্ছাচারিতা নিবারণের এক মাত্র উপায় এবং আমাদিগের দেশের ভাবি উন্নতির এক মাত্র কারণ, এই বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। বেলা ৮ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত গান ভজন এবং পণ্ডিতদিগের সঙ্গত হইয়াছিল। এই সঙ্গতের শোভা অতি প্রশস্ত ও রমণীয় হইয়াছিল। সভার সম্পাদক লিখিয়াছেন "যখন বেদীর চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ উপবিষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সমস্বরে শান্তি পাঠ করিতে লাগিলেন, তখন সভার কি রূপ ভাব হইয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে সম্যক প্রকারে উপলব্ধি হয় না"। বেলা ১০টা হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত পণ্ডিতদিগের সম্মান রক্ষা ও দরিদ্র লোকদিগকে দান করা হইয়াছিল। দুইটা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত ব্রহ্মসঙ্গীত এবং গুরুনানকের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদক শ্লোক সকল পঠিত হইয়াছিল। তিনটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত ধর্ম্মচর্চ্চা হইয়াছিল। পাঁচটা হইতে ছয়টা পর্য্যন্ত বিবিধ গ্রন্থ হইতে গুরুমুখী ভাষায় অনুবাদিত নীতিসার ও সৎকথা পঠিত হইয়াছিল। তৎপরে সায়ংকালিক উপাসনা হইয়া উৎসবের কার্য্য সমাপ্ত হয়। দুই প্রহর তিনটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত যে ধর্ম্মচর্চ্চা হইয়াছিল, সে সময়ে এক জন

বৃদ্ধ শিখ মহাত্মা নানকের জগন্নাথ ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ কালের বৃত্তান্ত এই রূপে বর্ণনা করেন যে জগন্নাথ দেবের সায়ংকালীন আরতির শেষ হইলে পূজক পাণ্ডা দেখিলেন, এক ব্যক্তি মন্দিরের এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া আছেন কিন্তু ভক্তগণের ন্যায় নত মস্তক ও গললগ্নীকৃত বাসা নহে, ইহাতে চমকিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে? দেব মন্দিরের মধ্যে আরতির সময় দণ্ডবৎ না হইয়া অবিশ্বাসীর ন্যায় উপবিষ্ট রহিয়াছ?" নানক বিনম্রভাবে পূজকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন।

গগন মে থাল রবি চন্দ্র দীপক বনে তারকা মণ্ডলা জনকে মোতী। ধূপ মলয়ানিলো পবন চমরো করে সগল বনরাই ফুলন্ত জ্যোতি। কয়েসী আরতী হোবে ভব খণ্ডনা তেরী আরতী অনাহতা শব্দ বাজন্ত ভেরী। হরিচরণ কমল মকরন্দ লোভিত মনোঅনুদিনা মে আয়ে পিয়াসা। কৃপা জল দে নানক সারঙ্গকো জাতে হোবে তেরে নাম বাসা।

গগনরূপ থালে সূর্য্য চন্দ্র দুই দীপ প্রজ্বলিত হইয়া রহিয়াছে এবং উজ্জ্বল তারকা সকল যেন মুক্ত হইয়াছে। মলয়ানিল ধূপ স্বরূপ হইয়াছে। পবন চামরধারী হইয়া ব্যজন করিতেছে। বন ফল ফুলে শোভিত হইয়া গন্ধ দান করিতেছে। হে—ভব খণ্ডন! এ তোমার কেমন আরতী হইতেছে। আমার মন সেই হরি চরণ মকরন্দ পান জন্য অনুদিন পিপাসিত, কৃপা করিয়া নানক রূপ পক্ষীকে কৃপা-জল দেও, যাতে তোমার নামে আমার বাসা হয়।

বিজ্ঞাপন।

প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্ম পঞ্জাব প্রদেশে প্রচার জন্য সৎসভা নামে এক সভা কৃতবিদ্য পঞ্জাবীদিগের যত্নে সংস্থাপিত হইয়াছে। গত দুই বৎসরের কার্য্য বিবরণ যাহা সময়ে সময়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা দৃষ্টি করিয়া এই সভার কতদূর উন্নতি সাধন হইয়াছে, তাহা সাধারণ বর্গ অনায়াসে অনুভব করিতে পারিয়াছেন। গত বৎসর ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই সৎসভার কার্য্য প্রণালী পরিদর্শন করিয়া বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সৎসভার অন্তর্নিবিষ্ট একটী বিদ্যালয় ও একটী উপাসনালয় আছে। বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত হইতেছে। অন্যান্য আলোচনার সঙ্গে ধর্ম্ম এবং নীতি শিক্ষা দেওয়া এ বিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য। উপাসনালয়ে প্রতি সপ্তাহে উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। সুবিখ্যাত শিক ধর্ম্ম প্রচারক মহাত্মা নানকের মতের বহুল অংশ অবলম্বন করিয়া দেশীয় রীতি নীতি যত দূর সঙ্গত, তদনুসারে সংস্কৃত এবং গুরুমুখী ভাষায় উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। হিন্দুধর্ম্মের সার ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বর্গীয় ভাব এই সভার প্রচারিত ভজনে অতি সুন্দর রূপে বিবৃত হইয়াছে। দিন দিন সৎসভার সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া, সৎসভার অভ্যুদয়াকাঙ্ক্ষী সজ্জনগণ ইহার জন্য একটী বাটী নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত যত্ন পাইতেছেন। এ কার্য্যে অনুমান ২৫০০ টাকা ব্যয় হইবে। যদিচ স্থানীয় চাঁদার উপর নির্ভর করিয়া এই কার্য্যের প্রধান উদ্যোগী লালা বিহারী লাল, পণ্ডিত বসন্তরাম এবং ভাদুদেও প্রভৃতি কয়েক জন সভ্য তাহাতে অগ্রসর হইয়াছেন, তথাপি আমরা ভরসা করি বিদেশীয় সাধু সজ্জনগণ স্বীয় স্বীয় সাধ্যানুসারে এই মহৎ কার্য্য সাধনের জন্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়া সভ্যদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন। বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকট ইহার জন্য চাঁদা প্রদান করিলে অথবা আমার নিকট সিমলা পর্ব্বতে পাঠাইলে যথা স্থানে প্রেরিত হইবে।

শ্রী সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

পৌষ ১৭৯৩ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	...	...	১৩৮॥৶৫
পূর্ব্বকার স্থিত			৪৪৫॥৶৫
সমষ্টি	...	...	৫৮৪।৶১০
ব্যয়	...	.	২৩৪॥৶৫
স্থিত	..	...	৩৪৯৸৫

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	২৭
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		...	৫৬॥০
পুস্তকালয়	...	..	৫।/১৫
যন্ত্রালয়	...	...	৪৫
গচ্ছিত	...		৪৸/১০
সমষ্টি	...	...	১৩৮॥৶৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	...	...	৭০৸৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা		...	৮৭॥৶০
পুস্তকালয়	...	...	২৬॥০
যন্ত্রালয়	...	...	৪৮ /৫
গচ্ছিত	...	...	১॥৶১৫
সমষ্টি	...	...	২৩৪॥৶৫

দান প্রাপ্তি।

মৃত রামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	...	২৭
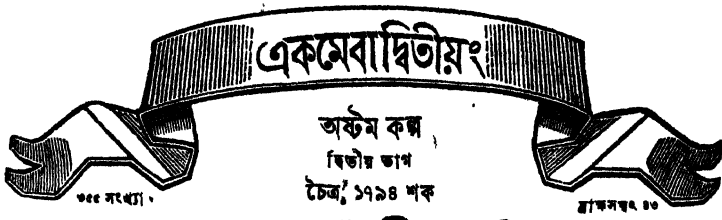
শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

অষ্টম কল্প
দ্বিতীয় ভাগ
চৈত্র, ১৭৯৪ শক
৩৫৫ সংখ্যা ।
ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৩

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

উপদেশ।

শ্রীযুক্তআনন্দচন্দ্রবেদান্তবাগীশকর্ত্তৃক

বিবৃত।

১৬ ফাল্গুন বুধবার ১৭৯৪ শক।

অসন্তোষপরামূঢ়াঃ সন্তোষং যান্তি পণ্ডিতাঃ।
অন্তোনাস্তি পিপাসায়াঃ সন্তোষঃ পরমং সুখং॥
ব্রাহ্মধর্ম্ম ২ খ ৫ অধ্যায়।

মূর্খেরাই অসন্তোষ-পরায়ণ হয়, আর পণ্ডিতেরা সন্তোষ অবলম্বন করেন। বিষয়-তৃষ্ণার অন্ত নাই, সন্তোষই পরম সুখ।

তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা বিষয় তৃষ্ণার অনন্ত স্বরূপ নিশ্চয় করিয়া এবং প্রকৃত তৃপ্তির স্থান সংসারের অতীত জানিয়া সন্তোষ অব-লম্বন পূর্ব্বক সংসারে আসক্তি পরিত্যাগ করত সুখী হয়েন। কিন্তু স্থূলদর্শী অজ্ঞেরা তাহা নিশ্চয় করিতে না পারিয়া সংসার গতিকেই সুখের কারণ বলিয়া স্থির করে এবং সাংসারিক সুখে আসক্তি বশত সন্তোষ অবলম্বন করিতে না পারিয়া সর্ব্বদাই অসুখী থাকে। তাহারা ঈশ্বরের বিশুদ্ধ স্বরূপ জানে না ও আপনার মনকে স্বীয় বশে রাখিতে পারে না, সুতরাং সংসারের কুটিল পথেই ভ্রমণ করে এবং সংসা-রের পার যে অভয় ব্রহ্ম-পদ তাহা প্রাপ্ত হয় না।

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি।

যিনি অজ্ঞ ও অবশচিত্ত এবং সর্ব্বদা অশুচি, তিনি সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন না, কিন্তু সংসার-গতিকেই প্রাপ্ত হয়েন।

সাংসারিক লোকের অবস্থা ভেদে এই সং-সার যে ভিন্ন ভিন্ন আকারে পরিগৃহীত হইয়া থাকে, তাহারই নাম সংসার-গতি। বিষয়ীরা অত্যুচ্চ প্রাসাদারোহণ করিয়া ধন জন অশ্ব রথের গর্ব্বে মনে করেন এ সংসার কেবল বিলাসের আগার, কেন না তাঁহারা কখন দুঃখ-ক্রোড়ে আলিঙ্গিত হয়েন নাই, তাঁহাদের নয়ন-দর্পণে সংসার যে বিলাস ধাম বলিয়া প্রতীত হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? । দরিদ্রগণ পর্ণ কুটীরের দ্বারে বসিয়া যখন আপনার অ-পেক্ষা উচ্চ লোকদিগের ধন জন মান সম্ভ্রম চিন্তা করেন, তখন তাঁহারা দুঃখিত হৃদয়ে আপন অবস্থাকে ধিক্কার দেন। কিন্তু আবার তাঁহারাই যখন আপন অপেক্ষা অধো দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তখন মনে করেন, এসংসার

সুখ ও দুঃখে পরিপূর্ণ, নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা দুঃখ ভোগ এ সংসারের নৈসর্গিক ধর্ম্ম নহে। পাপ যাতনায় কাতর হইয়া পাপী মনে করে এসংসার কেবল দুঃখের আগার ও পাপে পরিবেষ্টিত, এখানে নিরুদ্বিগ্নতা ও শান্তি সুখ নাই। তাহার হৃদয় যেরূপ পাপ-পীড়িত, তাহাতে তাহার এরূপ কাতর ধ্বনি আশ্চর্য্যের কারণ নহে, কেন না তাহার জীবন পৃথিবীর শান্তি সুখ উপভোগ করিতে পায় নাই—ঈশ্বরের পবিত্র বিমলানন্দ আস্বাদন করে নাই—সে সেই মধুরতায় বঞ্চিত, সুতরাং সেই পবিত্র সুখের কল্পনাও তাহার মনে স্থান পায় না। যাঁহারা এক সময়ে সম্পদের উচ্চ আসনে অধিরূঢ় ছিলেন, বিবিধ বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিতেন, মান সম্ভ্রমের গর্ব্বিত পদ লাভ করিয়া মনে মনে আপনাকে অপরিমিত সুখী জ্ঞান করিতেন, কালে যখন পরিবর্ত্তনের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহাদের সেই নশ্বর ধন মান পদ ঐশ্বর্য্য তিরোহিত হয়, দুঃখের করাল বদনে কবলিত হইয়া তখন যদি তাঁহারা পূর্ব্বতন অবস্থাকে স্মরণ করিয়া প্রকৃতির পরিবর্ত্তন শীলতা চিন্তা করেন, তবে তখন তাঁহারদিগের সেই শোক-সন্তপ্ত হৃদয়—সেই উদাস অন্তঃকরণ—সেই সন্তাপিত চিত্ত বৈরাগ্য আশ্রয় করে। তখন তাঁহারদের মন যে সংসারের সুখময় মূর্ত্তি একেবারে বিস্মৃত হয়—পূর্ব্বকৃত দুষ্কার্য্যের বিষময় ফল ভোগ করিয়া মনে মনে পৃথিবীকে ধিক্কার দেয়, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু ঈশ্বর-প্রেমী ধর্ম্ম-পরায়ণ সাধুরা সাংসারিক প্রলোভন-তৎপর প্রবৃত্তি সকলকে বশীভূত করিয়া ভূমা ঈশ্বরে আত্মাকে সমর্পণ করত শান্তি সুখ অনুভব করেন. তাঁহারদিগের প্রবৃত্তিগণ বশীভূত হইয়া সাধুভাবে পরিচালিত হয়, তাঁহারা সংসারে অনাসক্ত জন্য কখন কোন দুঃখের সহিত সাক্ষাৎকার করেন না, সুতরাং সংসারকে সুখময় জ্ঞান করেন।

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে।

যিনি জ্ঞানবান্, স্ববশ ও সর্ব্বদা শুদ্ধ চিত্ত, তিনি সেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়েন, যাহা হইতে তাঁহার আর বিচ্যুতি হয় না।

যাঁহারা ঈশ্বর প্রেম অনুভব করিয়াছেন, যাঁহারা মানব জীবনের স্বাধীন ব্যবহারের সহিত ঈশ্বরের দয়ার ফল এক বার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যাঁহারা বিশ্বাস করেন পরব্রহ্ম সত্য-জ্ঞান-অনন্ত স্বরূপ; তাঁহার পবিত্র মঙ্গল ইচ্ছায় এই জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, এবং সেই মঙ্গলময় ইচ্ছাতেই ইহা রক্ষিত হইতেছে। তাঁহারা কখনই বলিতে পারেন না, মঙ্গলময় ঈশ্বরের এ আনন্দ ধামে কিছু নিরানন্দের কারণ বিদ্যমান আছে। অতএব যেমন কাচের বর্ণে প্রতিফলিত সমুদায় বস্তু নানা বর্ণে রঞ্জিত দেখায়, তদ্রূপ মানসিক প্রবৃত্তিগত পবিত্রতা ও অপবিত্রতাতেই এই সংসার নানা রূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, ইহাই সংসার গতি, ইহাতে আসক্ত হওয়াই অনর্থের মূল।

হে পরমাত্মন্! হে জীবনযাত্রার এক-মাত্র সম্বল! হে আমাদিগের সর্ব্বস্ব ধন! আমরা তোমার নিতান্ত শরণাপন্ন হইতেছি, কাতর হইয়া তোমাকে প্রাণভয়ে ডাকিতেছি। আমরা সংসার যাত্রার বিবিধ ক্লেশে অভি-ভূত হইয়া পড়িয়াছি, তুমি আমাদিগের উপর প্রসন্ন বদনে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ কর, তাহা হইলে আমরা সাংসারিক সকল কষ্টকে উপেক্ষা করিতে পারিব। হে জীবনের জীবন! তোমার জ্যোতি দেখিতে না পাইলে আমরা সকলই অন্ধকার দেখি। অতএব আমাদিগের চক্ষু হইতে তুমি কখনই অন্তর্হিত হইও না এবং আমারদিগকে সংসারের কুটিল

গতিতে নিক্ষেপ করিও না, তোমার নিকট এইমাত্র প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

মনের একাগ্রতা সাধন।

৩৪৬ সংখ্যক পত্রিকার ৫৫ পৃষ্ঠার পর।

মনের স্থৈর্য্য সাধনার্থে যে সকল শারীরিক ও মানসিক নিয়ম অবলম্বন করা বিধেয়, তন্মধ্যে ৩৪৬ সংখ্যক পত্রিকায় আমরা শারীরিক নিয়মান্তর্গত শুদ্ধ আহার ও উপবাসের বিষয় বর্ণনা করিয়াছি; এক্ষণে তাহার অবশিষ্ট নিয়ম গুলির মধ্যে কতিপয় নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

৩ পরিচ্ছদ।—আমরা উক্ত সংখ্যক পত্রিকায় সপ্রমাণ করিয়াছি যে, যাহা দ্বারা শরীর সময়ে উত্তেজিত ও সময়ে অবসাদিত হয়, তাহা কোন মতেই মনের স্থৈর্য্য সাধনের অনুকূল নহে। সেই নিয়মটির সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলেই আমরা পরিচ্ছদ সম্বন্ধে সমুদায় কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে পারি। ভারতবর্ষ উষ্ণ-প্রধান দেশ,—অন্যান্য অনেক দেশাপেক্ষা এখানে শীতের প্রাদুর্ভাব অতি অল্প। এখানে পূর্ব্বকাল হইতে যেরূপ পরিচ্ছদ ধনী দরিদ্র প্রভৃতি সকলের মধ্যে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা যে সম্পূর্ণ রূপে এদেশের উপযোগী তাহা বলা বাহুল্য। এখানকার চিরপ্রসিদ্ধ সংস্কার অনুসারে, ইউরোপীয়দিগের ন্যায় শরীরের সমুদায় অঙ্গ সর্ব্বদা বস্ত্রাচ্ছাদিত না রাখিলে সভ্যতা বা লজ্জাশীলতার ব্যাঘাত হয় না। এই হেতু, এখানকার লোকেরা ঋতু বিশেষে শীত ও উষ্ণতার পরিমাণানুসারে অঙ্গ বিশেষ আবৃত বা অনাবৃত রাখিয়া থাকেন। পরিচ্ছদ সম্বন্ধে এই রূপ স্বাধীন ব্যবহার শারীরিক স্বাস্থ্যের অতীব অনুকূল; সুতরাং উহা মনের একাগ্রতা সাধন বিষয়েও সম্পূর্ণ হিতকারী। কিন্তু অধুনা ইউরোপীয় সভ্যতার আলোকে অত্রত্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ঐ রূপ স্বাধীন ব্যবহারকে অসভ্যতার লক্ষণ বিবেচনা করিয়া ভয়ানক গ্রীষ্মকালেও সমস্ত শরীর বস্ত্রাবৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকেন না। কি কার্য্যালয়, কি বিদ্যালয়, কি ভজনালয়, কি বাস গৃহ, অধুনা যেখানেই যাও প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপাদকণ্ঠ বস্ত্রাবৃত দেখিতে পাইবে। তাঁহারা গ্রীষ্ম প্রভাবে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে থাকিলেও, কোন মতে অন্যের সাক্ষাতে অনাবৃত শরীর হইতে চাহেন না! পরিচ্ছদ সম্বন্ধে এদেশের স্বাভাবিক রীতির এই অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তন যে শুদ্ধ শারীরিক স্বাস্থ্যেরই অনিষ্টকারী এমত নহে, মনের একাগ্রতা সাধন সম্বন্ধেও উহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচারী। ফলতঃ, পরীক্ষা দ্বারা ইহাই সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, যে রূপে ও যে পরিমাণে বস্ত্র পরিধান করিলে শরীর নাতিশীতোষ্ণ ভাবে থাকে, তাহাই প্রস্তাবিত সাধনের সম্পূর্ণ অনুকূল

আর্য্য ঋষিরা মনের একাগ্রতা সাধন বিষয়ে যতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে আর কোন জাতিই সে রূপ হইতে পারেন নাই; সুতরাং প্রস্তাবিত সাধনাকাঙ্ক্ষীদিগের পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তাঁহারা যেরূপ ব্যবস্থা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা যে পরীক্ষা-সিদ্ধ ও এদেশের সম্পূর্ণ উপযোগী তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহারা বিধান করিয়া গিয়াছেন যে, উপাসনার সময়ে (যে সময়ে মনের একাগ্রতা নিতান্ত প্রয়োজনীয়) উপাসক স্নান বা হস্ত পদাদি ধৌত করিয়া এক বস্ত্র পরিধান এবং আর এক বস্ত্র উত্তরীয় রূপে গ্রহণ পূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইবেন। এতদ্ভিন্ন,

উপাসনার সময়ে কোন প্রকার সীবিত বস্ত্র (জামা ইত্যাদি) পরিধান করিবার পক্ষে তাঁহাদিগের আবার স্পষ্ট নিষেধ দেখা যাইতেছে। তাঁহাদিগের সেই নিষেধ বিধি অনুসারে এখনও অনেক প্রকৃত হিন্দু,জামার কথা দূরে থাকুক, কোন প্রকার সূচি কার্য্য শোভিত উত্তরীয় পরিধান করিয়া পূজা করিতে বসেন না। পূর্ব্বে যে নানা প্রকার সীবিত বস্ত্র ব্যবহারের প্রথা ছিল, তাহা উক্ত বিধান দ্বারাই সপ্রমাণিত হইতেছে, কিন্তু তাহা থাকিলে কি হয়, শাস্ত্রকারগণ উপাসকদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির পোষকতা করিবার জন্যই, রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র সকলের প্রতি একই প্রকার নিয়ম করিয়া গিয়াছেন। অতএব যদি অস্মদ্দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মনের স্থৈর্য্য সাধন করিয়া উচ্চতম অধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করিতে অভিলাসী হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পরিচ্ছদ সম্বন্ধে ইউরোপীয় সভ্যতার পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশীয় রীতির অনুসরণ করা অতীব কর্ত্তব্য। দেশীয় রীত্যনুসারে পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হইলে তাঁহাদিগকে সভ্যতা বা সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় না, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রতি ইউরোপীয়দিগের যে অনুরাগ আছে, কেবল তাহারই কিয়ৎ পরিমাণে ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। শ্রেয়ের জন্য কি এই অল্প মাত্র ক্ষতি সহ্য করিতে পারিবেন না?

৪ বাসস্থান—মনুষ্য অন্যান্য স্থানাপেক্ষা বাসস্থানেই দিবা রাত্রির অধিকাংশ সময় যাপন করেন, এজন্য মনের স্থৈর্য্য সাধন বিষয়ে যদি স্থানের কিছুমাত্র কার্য্যকারিতা থাকে, তবে তাহা বাসস্থানেরই অধিক পরিমাণে আছে। যত দিন মনকে আত্মবশে রাখিবার অভ্যাস পরিপক্ক না হয়, ততদিন যতই দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, ও স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল আসিয়া নিকটে উপস্থিত হয়, মন ততই একাগ্রতা-ভ্রষ্ট হইয়া তাহাদিগের যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। এই রূপ বিক্ষেপের প্রতিকার করিবার জন্য, অভ্যাসের প্রধান স্থান বাসগৃহকে কয়েকটি বিশেষ গুণে ভূষিত করা উচিত। একাগ্রতা সাধনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যে গৃহে বাস করেন, তাহার অভ্যন্তরে তাঁহার আসন ও প্রয়োজনীয় দুই এক খানি পুস্তক ব্যতীত স্পর্শ ও দর্শনোপযোগী আর কিছুমাত্র রাখা উচিত নহে, বাহিরের কোন প্রকার শব্দ ও গন্ধ তথায় প্রবেশ করিতে না পারে এরূপ বিধান করা উচিত, এবং যাহাতে অধিক আলোক ও অধিক বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে তাহারও উপায় করা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত, সেই গৃহ যাহাতে সকল সময়ে সমশীতোষ্ণ ভাবে থাকিতে পারে, তাহার উপায় বিধান করিতে পারিলে আরও ভাল হয়; কারণ এই ভাব শরীরের ও মনের যে রূপ প্রিয়, সেরূপ আর কিছুই নহে। ইষ্টক বা মৃত্তিকা নির্ম্মিত হইলেই গৃহ কালনির্ব্বিশেষে অনেক পরিমাণে সমশীতোষ্ণ ভাব ধারণ করে। পূর্ব্বে যাঁহারা যোগাভ্যাস করিতেন, তাঁহারা হয়, পর্ব্বত গুহায়, না হয়, শুষ্ক মৃত্তিকার গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার অভ্যন্তরে বাস করিতেন। তাঁহারা যে পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য গুলির সাধনাভিপ্রায়েই ঐ রূপ আবাসের আশ্রয় লইতেন, তাহা আমরা এইক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। অপরন্তু, যে গৃহে বসিয়া প্রস্তাবিত মানসিক সাধন অভ্যাস করিতে হইবে,তথায় উপাসনা প্রভৃতি সম্পূর্ণ মানসিক কার্য্য ভিন্ন কোন সময়ে আর কোন প্রকার কার্য্য সম্পাদন করা উচিত নহে; কারণ, যে স্থানে যে কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, সেই স্থানে উপস্থিত হইলে তদ্ঘটিত বিষয়

সকল আসিয়া মনকে আকৃষ্ট করিবেই করিবে।

৫ রোগ—মনের স্থৈর্য্য সাধন বিষয়ে শারীরিক রোগের তুল্য বিঘ্নজনক আর কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রোগ দ্বারা শরীর যে পরিমাণে ক্লিষ্ট ও অস্থির হইয়া পড়ে, মনও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিমাণে ক্লিষ্ট ও বিক্ষিপ্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। পীড়ার হস্ত হইতে অতি অল্প লোকে অল্প সময়ে নিস্তার পাইয়া থাকেন,এ জন্য মনের স্থৈর্য্য সাধনও সকল সময়ে সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এত প্রকার স্থূল ও সুক্ষ্ম কারণ বশতঃ শরীর রুগ্ন হইয়া পড়ে যে, অনেক সময়ে সহস্র বিজ্ঞ চিকিৎসক একত্রিত হইয়াও তাহার কিছু মাত্র সন্ধান করিতে পারেন না। রোগের কারণ যাহাই হউক, রোগ দূরীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত মন কোন মতেই স্থির ভাব প্রাপ্ত হইতে পারে না। অতএব প্রস্তাবিত সাধনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে শরীরে যে কোন প্রকার রোগ থাকে, তাহা সর্ব্ব প্রযত্নে আরোগ্য করা উচিত। সাধনের কৃচ্ছ্রতা নিবন্ধনও অনেকের শিরো রোগ প্রভৃতি দুই একটি পীড়া উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু তত্তাবৎকেও সূত্রপাতে নিবারণ না করিয়া অধিক অগ্রসর হইতে চেষ্টা করা উচিত নহে। পীড়া আছে থাকুক,কিন্তু আমি মনকে আত্মবশে আনিব, তাহাকে একাগ্র করিব, এইরূপ আশা করা নিতান্ত ব্যর্থ হয়। রোগ মাত্র স্থৈর্য্য সাধনের বিরোধী বটে, কিন্তু কোন কোন রোগের পরিণাম ফল তাহার বিলক্ষণ অনুকূল হইয়া থাকে। নেত্র-রোগ ও কর্ণ-রোগ যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণাদায়ক বটে, কিন্তু যদি তাহারা অন্ধতা ও বধিরতা উৎপাদন করিয়াই তিরোহিত হয়, তাহা হইলে তন্নিবন্ধন অন্যান্য অনেক বিষয়ে বিস্তর ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইতে মনের একাগ্রতা সাধন সম্বন্ধে অপর্য্যাপ্ত সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক সে রূপ সুবিধা বোধ হয় কাহারই প্রার্থনীয় নহে।

কি উপায়ে শারীরিক স্বাস্থ্য ভঙ্গের নিবারণ এবং ভগ্ন স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে, তাহা মনুষ্যের অদ্যাপি নিশ্চিত রূপে বলিবার অধিকার জন্মে নাই। সকলেই বলেন স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত চিকিৎসা শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট সুনিয়ম সকল নিয়ত প্রতিপালন এবং পীড়া শান্তির নিমিত্ত সুব্যবস্থানুমোদিত ঔষধ পথ্যের আশ্রয় গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইহাতে আমাদিগেরও সম্পূর্ণ অনুমোদন আছে বটে, কিন্তু সকলের ভাগ্যে উক্ত সুনিয়মাবলী অবগত হওয়া এবং সুচিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করা সুদুরপরাহত, এই নিমিত্ত সাধারণের সুবিধার্থে এস্থলে তদুভয় সম্বন্ধীয় কতিপয় পরীক্ষিত শ্রেষ্ঠ উপায় সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

স্বাস্থ্য ভঙ্গ নিবারণের নিমিত্ত শীতল শোণিত ও ঊর্দ্ধরেতা হওয়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর উপায় আছে কি না তাহা আমরা পরীক্ষা দ্বারা অবগত হইতে পারি নাই। শীতল শোণিত হইলে শরীরের কোন পদার্থই কোন সহজ কারণে ক্ষয় বা ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয় না এবং ঊর্দ্ধরেতা হইলে জীবনী-শক্তি প্রবল পীড়নেও ক্ষুণ্ণ হয় না; সুতরাং এই দুই উপায়ে যদি স্বাস্থ্য রক্ষিত না হয়, তবে আর কিরূপে হইবে? কি কি উপায় দ্বারা শীতল শোণিত ও ঊর্দ্ধরেতা হইতে পারা যায়, তাহা এইক্ষণে ক্রমান্বয়ে সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। শীতল-শোণিত

হইবার নিমিত্ত প্রধানতঃ আহার, উপবাস, পরিচ্ছদ, স্নান ও নিদ্রা সম্বন্ধে কতিপয় নিয়ম সর্ব্ব প্রযত্নে পালন করা একান্ত বিধেয়। পূর্ব্বে যে রূপ আহার উপবাস, ও পরিচ্ছদ মনের স্থৈর্য্য সাধনের পোষক বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাই শীতল-শোণিত হইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মনের উপর তাহাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছুমাত্র কার্য্যকারিতা নাই বটে, কিন্তু তাহারা শরীরের হিত সাধন করিয়াই পরম্পরা সম্বন্ধে মনের স্থৈর্য্য সাধনের পোষকতা করে। যাহা হউক এস্থলে শুদ্ধ স্নান ও নিদ্রা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। প্রত্যহ পরিষ্কৃত শীতল জলে অম্লান একবার অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করা উচিত। প্রতিদিন দুই বেলা দুইবার স্নান করিতে পারিলে অধিকতর উপকার লাভ করা যায়, কিন্তু তাহা অভ্যাস বিরহে অনেকেরই অসহ্য হইয়া উঠে। শীতল জলে সমস্ত শরীর নিমজ্জন পূর্ব্বক স্নান করিলে যেমন শরীরস্থ স্নায়ু পেশী প্রভৃতি বলিষ্ঠ হয়, তেমনি আবার শোণিতও শীতল হয়। অপরন্তু শরীরের পক্ষে নিদ্রার তুল্য স্থৈর্য্য বিধায়ক আর অতি অল্প ব্যাপার আছে। নিদ্রার প্রকৃত সময় রাত্রি, সুতরাং দিবসের ন্যায় রাত্রিতে কোন প্রকার শ্রম জনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। রাত্রিতে দীপ সন্নিকটে উপবেশন করিয়া শারীরিক বা মানসিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে শরীরের স্নায়ু মণ্ডল অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, তাহার সেই অবসন্নতা পূরণ করিবার নিমিত্ত শরীরের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দ্বারা সমস্ত শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠে; সুতরাং স্বাস্থ্যের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মে। অতএব রাত্রিকাল যতই বিশ্রাম ও নিদ্রাতে অতিবাহিত হয়, ততই স্বাস্থ্যের বিঘ্ন সকল বিদূরিত হইতে পারে।

জীবনী-শক্তিকে অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য যেরূপ ঊর্দ্ধ্বরেতা হওয়া আবশ্যক, তাহা এইক্ষণে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। ঊর্দ্ধ্বরেতা শব্দের প্রকৃত অর্থ যেরূপ, কাহারই সেরূপ হওয়া আমাদিগের অভিপ্রেত নহে; কারণ একে সেরূপ হওয়ার সাধ্য অতি অল্প লোকের আছে, তাহাতে আবার যদিও কেহ সেরূপ হইতে পারেন, তাহা হইলেও নৈসর্গিক নিয়মের সম্পূর্ণ নিরোধ বশতঃ যেমন শরীরের সেইরূপ আবার সৃষ্টি কার্য্যের বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত সাধকেরা সংযতরেতা হইলেই পর্য্যাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু যত দূর সংযমন করা আমাদের অভিপ্রেত, সংযতরেতা শব্দ দ্বারা তত দূর প্রকাশ পায় না বলিয়াই আমরা একেবারে ঊর্দ্ধ্বরেতা শব্দের ব্যবহার করিলাম।

রেতঃসংযমনের সহিত স্বাস্থ্যের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, একের যে পরিমাণে ক্ষয় হইবে, অপরেরও সেই পরিমাণে ক্ষতি না হইয়া থাকিতে পারে না। এই সংযমন দ্বারা জীবনী-শক্তির বল প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এমন কি, যেরূপ ক্লেশ বা পীড়ায় অন্যের আয়ুঃ শেষ হয়, সংযত ব্যক্তির তাহাতে কিঞ্চিৎ কষ্ট ভোগ ভিন্ন আর প্রায় কিছুই হয় না। অধিক কথার প্রয়োজন কি, এই সংযমন দ্বারা মনুষ্যের আয়ু পরিমাণও বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অস্মদ্দেশীয় ব্রহ্মচারী ও ভদ্র পরিবারস্থা বিধবাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ইহার যাথার্থ্য স্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়। তাঁহারা যে অন্যান্য লোক অপেক্ষা অতি অল্প পীড়িত হয়েন, এবং যদিও পীড়িত হয়েন, তাহা হইলে যে অতি সামান্য চিকিৎসায়ই আরোগ্য লাভ করিয়া উঠেন, তাহার প্রধান কারণ রেতঃসংযমন ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এক্ষণে, এই সংযমনের নিয়ম ও উপায় নিরূপিত হইতেছে। ইহার নিয়ম সম্বন্ধে অস্মদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় চিকিৎসকেরা যেরূপ বলেন, তাহা সম্পূর্ণ প্রামাণিক বটে, কিন্তু তাহা পরিশ্রমী সাধারণ লোকদিগের পক্ষে যতদূর উপযোগী, কঠোর মানসিক শ্রম জীবীদিগের পক্ষে ততদূর নহে। শুদ্ধ শরীর চালনা অপেক্ষা শরীর মন উভয়ের চালনা কঠিন.এবং ঐ মিশ্র চালনা অপেক্ষা আবার শুদ্ধ মনের চালনা কঠিন। এই তিন রূপ শ্রমজীবীর মধ্যে শেষোক্ত রূপকে যেমন অল্পক্ষণের শ্রমে কাতর হইয়া পড়িতে হয়, সেরূপ আর কাহাকেও হয় না; সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে উক্ত সংযমনের নিয়ম যে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন হওয়া উচিত, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে। যাঁহারা মনের একাগ্রতা সাধন করিয়া আধ্যাত্মিক কার্য্য পরম্পরায় নিবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই শেষোক্ত শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইবার যোগ্য, সুতরাং তাঁহাদিগেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংযমন করা আবশ্যক। তাঁহারা যদি চিকিৎসা শাস্ত্রের সাধারণ নিয়ম অপেক্ষা অস্মদ্দেশীয় যোগ শাস্ত্রের বিশেষ নিয়ম পালনের অভ্যাস করিতে পারেন,তাহা হইলেই অভিলষিত সাফল্য প্রাপ্তির অধিকতর সম্ভাবনা। কি উপায়ে উক্ত রূপ সংযমন করিতে সমর্থ হওয়া যায়, পূর্ব্বে তাহার কিয়দংশ এই প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং অবশিষ্টাংশ পরে হইবে। পূর্ব্বে যেরূপ আহার, উপবাস, পরিচ্ছদ, বাসগৃহ, স্নান ও নিদ্রা বিহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তত্তাবৎদ্বারা শোণিত শীতল হয় বলিয়া অনুমান দ্বারা শাসিত না হইলেও রেতঃ আপনিই অনেক পরিমাণে সংযত হইয়া যায়। শীতল-শোণিত হইলে যে রতিস্পৃহা অল্প হয়, তাহা সর্পাদি জন্তু দ্বারাই সপ্রমাণিত হইতেছে। আমাদিগের শাস্ত্রকারগণও যে উহা অবগত ছিলেন, তাহার পরিচয় তাঁহাদিগের কৃত বিধবাদির কর্ত্তব্য ব্রহ্মচর্য্য বিধানেই স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতেছে। মন দ্বারা এই সংযমন কার্য্য কি রূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

অতঃপর, ভগ্ন স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের পোষক উপায় কি তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। রোগ আরোগ্য করণ বিষয়ে ঔষধ পথ্য শ্রেষ্ঠ উপায় বটে কিন্তু তাহা অতীব অনিশ্চিত। আমরা ঐরূপ চিকিৎসা ভিন্ন দুইটি উপায়ের সন্ধান পাইয়াছি; তাহা যেমন সুলভ তেমনি নিশ্চিত। ঈশ্বরের মাতৃত্বে অটল বিশ্বাস এবং রোগের প্রতি ঔদাসীন্য, ইহাই সেই দুইটি উপায়। এই দুইটি উপায়ের কার্য্যকারিতা এরূপ আশ্চর্য্য যে, জীবনীশক্তির কিঞ্চিৎ পরিমাণ বল থাকিতে অনেক ব্যক্তি শুদ্ধ এই উপায় দ্বয়ের প্রসাদে উৎকট পীড়া সকলের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া থাকেন। কিন্তু এই দুই উপায়কে ফলবিধায়ক করিতে হইলে মনের কিঞ্চিৎ দৃঢ়তা আবশ্যক, যাঁহার সেই দৃঢ়তার অভাব ঘটে, তাঁহার নিকট উহা অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। উপযুক্ত ঔষধ-পথ্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি ঐ দুইটি উপায়ের আশ্রয় গৃহীত হয়, তাহা হইলে তো কথাই নাই, তাহা না হইলেও উহারা স্বয়ংও পর্য্যাপ্ত পরিমাণ সুফল উৎপাদন করিয়া থাকে। তারকনাথ ও বৈদ্যনাথ প্রভৃতি দেবতার ভক্তেরা যে বিনা চিকিৎসায় বিস্তর উৎকট রোগ হইতে মুক্তি লাভ করেন, তাহার মূলে উক্ত উপায়দ্বয়েরই কার্য্যকারিতা সমধিক দৃষ্ট হয়। অতএব আধ্যাত্মিক উন্নতির যাত্রীরা এই রূপে ভয়ানক প্রতিবন্ধক স্বরূপ শারীরিক অস্বাস্থ্যের মরুকান্তার অতিক্রম করিয়া

মনের একাগ্রতা সাধন রূপ প্রথম অনুষ্ঠানে যত্নের সহিত প্রবৃত্ত হইবেন।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য

স্বাস্থ্য ও ভোজন পাত্র।

৩৫৪ সংখ্যক পত্রিকার ১৯১ পৃষ্ঠার পর।

ধাতু পাত্রে পান ভোজন ও রন্ধন করিলে যে ধাতু কণা সকল নানা প্রকারে রূপান্তরিত হইয়া উদরে প্রবেশ করে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করা বড় কঠিন ব্যাপার নহে। লৌহ কটাহে কাঁচা কলা প্রভৃতি কোন কষায় দ্রব্য জল সংযোগে রন্ধন করিলে উক্ত জল কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং স্বাদ গ্রহণে স্পষ্ট ধাতুর আস্বাদ অনুভূত হয়। পিত্তল বা কাংস্য-নির্ম্মিত পাত্রে অম্ল দ্রব্যাদি কিয়ৎক্ষণ রাখিবার পর আহার করিলে মুখ মধ্যে ধাতুর আস্বাদ অনুভূত হয়। পিত্তলের ভাণ্ডে তৈল রাখিলে কিছু কাল পরে সেই তৈল এরূপ বিবর্ণ হইয়া যায় যে তাহা স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ হয়। যখন কোন দ্রব্য উপরোক্ত রূপ বিবর্ণ বা ধাতুর আস্বাদযুক্ত না হয়, তখনও যে তাহার সহিত ধাতু-কণা সকল ভোক্তার উদরস্থ হয়, তাহার প্রমাণ কিঞ্চিৎ সূক্ষ্ম। যদি একদা মৃন্ময় ও পিত্তল পাত্রে অন্ন বা ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া ক্রমান্বয়ে উভয়ই আস্বাদন করিয়া দেখা যায়,তাহা হইলে স্বাদুতা বিষয়ে বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে; যাহা মৃন্ময় পাত্রে পক্ব তাহা সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় এবং যাহা পিত্তল পাত্রে পক্ব তাহা কিঞ্চিৎ বিকৃত বলিয়া অনুভূত হয়। মৃন্ময়, পিত্তল ও তাম্রের কলসি তিনটিতে সমস্ত দিবস বা সমস্ত রাত্রি জল রাখিয়া ক্রমান্বয়ে তিনটির জল আস্বাদন করিলে পূর্ব্বোক্ত রূপ স্পষ্ট বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। এবম্প্রকার অন্যান্য রূপ পরীক্ষা দ্বারা সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারেন যে ধাতু পাত্রাদিতে রন্ধন বা পান ভোজন করিলে রূপান্তরিত ধাতু-কণা সকল কথঞ্চিৎ পরিমাণে ভোক্তার উদরস্থ হইবেই হইবে।

এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যদি পিত্তল কাংস্যাদির কণা সকল শরীরে প্রবেশ করিলে বিষতুল্য ক্রিয়া করিতে পারে, তবে যাঁহারা নিয়ত নানা প্রকার ধাতু পাত্রে পান ভোজন ও রন্ধন দ্বারা তত্তাবতের কণা সকল উদরস্থ করিয়া ফেলিতেছেন, তাঁহারা বিষ-ভোজীর ন্যায় সহসা মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়েন না কেন? ইহার উত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে বিষ দ্রব্য একদা অধিক পরিমাণে সেবন করিলে মৃত্যু সংঘটিত হয়, কিন্তু অল্প পরিমাণে দীর্ঘ কাল সেবন করিলে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ ভিন্ন আর কোন প্রকার ফলই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ফলিতে দেখা যায় না। অহিফেন, গাঞ্জা ও সুরাসেবীদিগের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেই ইহার যাথার্থ্য অনুভূত হইতে পারে। অতএব এইক্ষণে বলা যাইতে পারে যে, এদেশের ভদ্রাভদ্রদিগের চিররুগ্নতার যে সকল কারণ সামান্যত নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, নিয়ত ধাতু পাত্রে রন্ধন ও পান ভোজন প্রথাও তাহাদিগের মধ্যে গণ্য হইতে পারে।

এইস্থলে অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে বঙ্গদেশ অপেক্ষা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা অধিকতর পরিমাণে ধাতু পাত্র ব্যবহার করেন, তবে তাঁহারা বাঙ্গালী অপেক্ষা এত সুস্থকায় কেন? ধাতু পাত্র ব্যবহার দ্বারা উক্ত প্রদেশস্থ লোকেরা যে কিছুমাত্র অনিষ্টভাগী হয়েন না, ইহা কোন মতেই স্বীকার করা যায় না। তাঁহারা জল বায়ুর উৎকৃষ্টতা নিবন্ধন অনায়াসে নানা প্রকার শারীরিক অত্যাচার সহ্য ক-

রিতে পারেন। অপরন্তু, তাঁহারা যে পাত্রে রন্ধন ও ভোজন করেন, তাহা তাঁহারা এরূপ পরিষ্কৃতাবস্থায় রাখেন যে তাহা হইতে অধিক অনিষ্টোদ্ভব হইতে পারে না। আমাদিগের দেশের গৃহস্থেরা রন্ধন ও ভোজন পাত্রাদি পরিষ্কার করণ বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগী নহেন, এই হেতু কোন গৃহেই মলাশূন্য পাত্রাদি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ভোজন সময়ে সেই সকল মলা স্খলিত হইয়া ভক্ষ্য দ্রব্যের সহিত উদরসাৎ হয়, সুতরাং উত্তর উত্তর ভুক্ত বিষ দ্রব্য পরিমাণের বৃদ্ধি ভিন্ন লাঘব হয় না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় লোকদিগের ন্যায় মুসলমান প্রভৃতি জাতিদিগেরও ধাতু পাত্র ব্যবহার জনিত অনিষ্টাপাত অধিক সহ্য করিতে হয় না। মুসলমান ও ইংরেজ প্রভৃতি জাতিরা ধাতু পাত্রে কেবল রন্ধন করেন কিন্তু কখনই ভোজন করেন না। সেই রন্ধন পাত্র আবার যে ধাতু দ্বারাই নির্ম্মিত হউক না কেন, তাহা প্রায় রাঙ বা তৎসদৃশ কোন নির্দ্দোষ পদার্থ দ্বারা উত্তম রূপে মণ্ডিত না হইলে ব্যবহার যোগ্য হয় না, সুতরাং তাঁহাদিগের অনিষ্ট সম্ভাবনা অতি অল্প; কারণ রাঙ ধাতু অম্লাদির সহিত মিলিত হইয়া যত প্রকার রূপ ধারণ করিতে পারে তন্মধ্যে মিউরিয়েট (লবণ দ্রাবক সংযুক্ত রাঙ) ভিন্ন আর কোনটি অল্প মাত্রা কেন মধ্যম মাত্রাও শরীরে পীড়া জন্মাইতে পারে না, সেই মিউরিয়েটও আবার অধিক পরিমাণে সেবন না করিলে কোন বিরুদ্ধ ফল প্রকাশিত হয় না। রন্ধন কালে লবণ হইতে লবণ-দ্রাবক উৎপন্ন হইয়া রাঙের সহিত সংযুক্ত হইলে মিউরিয়েট অব টিন উৎপন্ন হইতে পারে। রাঙ মণ্ডিত পাত্রে রন্ধন করিলে প্রত্যহ ঐ বিষাক্ত পদার্থের কিয়দংশ উদরস্থ করিতে হয় বটে কিন্তু পিত্তলাদিতে রন্ধন ও ভোজন সমাধা করিয়া বাঙ্গালীরা যে রূপ বিষাক্ত হন, মুসলমান প্রভৃতিরা রাঙমণ্ডিত পাত্রে শুদ্ধ রন্ধন সমাধা করিয়া কখনই সে রূপ হয়েন না।

এইক্ষণে শুভাশুভ ফল বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি কাহারও ধাতু পাত্রে রন্ধন ও ভোজন করিতে অনিচ্ছা হয়, তাহা হইলে তাঁহার শরীর সম্বন্ধে যে কিছু না কিছু মঙ্গল অবশ্যই হইবে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। মৃন্ময় ও লৌহ পাত্রে রন্ধন এবং প্রস্তর পাত্রে পান ভোজন করিলে কোন প্রকার অনিষ্ট সম্ভাবনা নাই; সুতরাং তাহাই করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পূর্ব্ব কালে অধিকাংশ লোকে রন্ধনের নিমিত্ত মৃন্ময় পাত্র এবং পান ভোজনাদির নিমিত্ত প্রস্তর পাত্র ব্যবহার করিতেন বলিয়া তৎকালে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দেশের অবস্থা এরূপ হীন ছিল না, অতএব এবিষয়ে আমরা সেই সময়ের সাধারণ রীতির অনুবর্ত্তী হইলে আমারদিগের সভ্যতা ও স্বাস্থ্য সুখ প্রভৃতি কোন বিষয়েরই ব্যাঘাত ঘটিবার আশঙ্কা থাকে না।

মৃন্ময় ও প্রস্তর পাত্রের সঙ্গে সঙ্গে চিনা ও কাচ পাত্র ব্যবহার করিলেও কোন প্রকার অনিষ্টাশঙ্কা দেখিতে পাওয়া যায় না। চিনা পাত্র মৃত্তিকা নির্ম্মিত, কেবল তাহার উপরিভাগ মসৃণ ও চাকচিক্যশালী করিবার নিমিত্ত এক প্রকার মিশ্র পদার্থ লেপিত থাকে। ঐ মিশ্র পদার্থ এরূপ দৃঢ় ও অদ্রবশীল যে নাইট্রিক এসিড বা যবক্ষার দ্রাবক প্রভৃতি তেজঃ পদার্থের সহিত উত্তপ্ত করিলেও তাহা গলিত, রূপান্তরিত বা স্খলিত হয় না; সুতরাং সেই লেপিত পদার্থকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কাচও কয়েক প্রকার পার্থিব পদার্থ; (মৃত্তিকা বিশেষ) গলাইয়া প্রস্তুত করা হয়। বিস্তর পরীক্ষা করিয়া

দেখা গিয়াছে যে কাচ প্রায় কোন পদার্থ যোগে বিগলিত বা স্খলিত হয় না, সুতরাং ইহাও সম্পূর্ণ রূপ নির্দ্দোষ পাত্র। অতএব ধাতু নির্ম্মিত ভোজন ও পান পাত্রাদির পরিবর্ত্তে চিনা ও কাচ পাত্র ব্যবহার করিলে অনেক সুবিধা হয়।

এই দুই প্রকার পাত্র যখন মৃত্তিকা নির্ম্মিত, তখন ইহাতে পান ভোজন করিবার পক্ষে শাস্ত্র ও ব্যবহারের কোন প্রকার আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু শাস্ত্রে বিধান আছে যে মৃন্ময় পাত্র একবার উচ্ছিষ্ট হইলে তাহা আর ধৌতাদি দ্বারা শুদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং তাহা অশুদ্ধ থাকে বলিয়া পুনর্ব্বার আর ব্যবহৃত হইতে পারে না। শাস্ত্রের এই বিধানটির তাৎপর্য্যাবধারণ না করিয়া যথাবৎ পালন করিলে চিনা ও কাচের এক পাত্র পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা যায় না বটে কিন্তু যদি বিচার সহকারে ঐ শাস্ত্রীয় বিধানটির মর্ম্ম গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে উহাদিগকে ব্যবহার করার পক্ষে কোন বাধা দেখিতে পাওয়া যায় না। শাস্ত্র প্রণয়ন কালে যেরূপ মৃন্ময় পাত্রাদি প্রস্তুত হইত, তাহা সম্ভবতঃ অতি অপরিচ্ছন্ন, বন্ধুর এবং নানা প্রকার খোদিত লতাদি দ্বারা শোভিত থাকিত। এই রূপ সিদ্ধান্ত আমাদিগের কপোল কল্পিত নহে, কারণ অনেকানেক স্থানে পূর্ব্বকালের মৃন্ময় পাত্রাদির যে ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিলে ঐরূপ সিদ্ধান্ত সহজেই সকল হৃদয় হইতে প্রসূত হয়। সেই সময়ে মৃৎপাত্রের অবস্থা ঐরূপ ছিল বলিয়া গোময়, ভস্ম প্রভৃতি যে সকল বস্তু দ্বারা প্রস্তর ও ধাতু পাত্রাদি পরিষ্কৃত হইত, তদ্দ্বারা কোন মতেই ইহার শুদ্ধি হইতে পারিত না। এই হেতুই শাস্ত্রকারগণ উচ্ছিষ্ট মৃৎপাত্রকে চিরা-শুচি বলিয়া গিয়াছেন। চিনা ও কাচ পাত্র এরূপ মসৃণ যে অল্পায়াসেই আহাদিগকে সম্পূর্ণ রূপ পরিষ্কৃত করিয়া লওয়া যাইতে পারে, অতএব শাস্ত্রের মর্ম্মানুসারে এই দুই প্রকার পাত্র মৃত্তিকা নির্ম্মিত হইলেও ইহাদিগকে পুনঃ পুনঃ ধৌতাদি দ্বারা শুদ্ধ করিয়া ব্যবহার করিবার পক্ষে কোন প্রকার যুক্তিযুক্ত আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না। যদি পূর্ব্বকালে চিনা ও কাচ পাত্র এদেশে নির্ম্মিত বা পরদেশ হইতে আনীত হইত, তাহা হইলে বিজ্ঞবর শাস্ত্রকারগণ স্বচ্ছন্দে ইহাদিগকে শুদ্ধ পাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া যাইতেন, সন্দেহ নাই।

পরিশেষে যদি কেহ এই দুই প্রকার পাত্রকে অতি ভঙ্গুর বলিয়া ব্যবহার করিতে অসম্মত হন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে ধাতু নির্ম্মিত থালা, বাটী, গ্লাস, বধুনা ইত্যাদিকে চিনা পাত্রের ন্যায় কালাই করিয়া লওয়া উচিত। এই রূপ করিলে স্থায়িত্ব ও নির্দ্দোষতা বিষয়ে আর কিছুমাত্র চিন্তা করিতে হইবে না।

কোরানের উপদেশ সংগ্রহ।

১। ঈশ্বর ইহারই জন্য দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছেন, যে তিনি প্রত্যেক আত্মাকে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ পুরস্কার বিধান করেন।

২। দ্যুলোক ও ভূলোকের অধিপতি সেই পরমেশ্বরের মহিমা মহীয়ান্ হউক; তিনিই সকল জীবের প্রভু। দ্যুলোক ও ভূলোকের মহিমা তাঁহাতেই আরোপিত হউক; কারণ তিনিই সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর।

৩। ধর্ম্ম-পরায়ণ সাধুগণ, সত্যের সম্যক

মধ্যে সেই রাজগণ রাজা মহারাজাধিরাজের সন্নিধানে নিয়ত বাস করিবেন।

৪। তিনি আদি, তিনি অন্ত; তিনি প্রকাশ, তিনি অপ্রকাশ। তিনি সর্ব্ব বস্তু জানিতেছেন।

৫। তিন জনে গুপ্ত ভাবে কথোপকথন কর জানিবে যে আর এক জন চতুর্থ ব্যক্তি তোমাদিগের মধ্যে আছেন; পাঁচ জনে কথোপকথন কর জানিবে যে আর এক জন ষষ্ঠ ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে আছেন। যত লোকই থাক আর যেখানেই থাক, তিনি তোমাদের মধ্যে থাকেন।

৬। হে ভক্তগণ! যখন তোমরা গুপ্ত ভাবে কথোপকথন কর, তখন যেন শঠতা ও শত্রুতা বিষয়ে কথোপকথন না কর কিন্তু ন্যায় ও ধর্ম্মের বিষয়ে কথোপকথন করিও।

৭। যিনি আপনার আত্মাকে লোভ হইতে রক্ষা করেন, তিনি নিশ্চয় উন্নতি লাভ করেন।

৮। তিনি ঈশ্বর, তিনি অধিপতি, তিনি শুদ্ধ, তিনি শান্তি দাতা, তিনি সত্য, তিনি রক্ষক, তিনি শক্তিমান, তিনি উচ্চ হইতেও উচ্চ।

৯। তিনি ঈশ্বর—তিনি সৃষ্টি কর্ত্তা—তিনি রচয়িতা। তাঁহার নাম অতি উৎকৃষ্ট। যাহা কিছু ভূলোকে ও যাহা কিছু দ্যুলোকে, সকলই তাঁহাকে কীর্ত্তন করিতেছে।

১০। যিনি ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন, ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়কে প্রকৃত পথে চালিত করেন।

১১। ঈশ্বর যাহাকে যে রূপ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, তদতিরিক্ত কিছুমাত্র সংসাধন করিতে কাহাকেও বাধ্য করেন না।

১২ যাঁহাদিগের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আছে ও যাঁহারা সৎকার্য্য করেন, তাঁহাদিগকে ঈশ্বর অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে লইয়া যাইবেন।

১৩। ঈশ্বরকে পূজা করিতে ক্লান্ত থাকিও না এবং তাঁহার সন্নিধানে অগ্রসর হও।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান।

উপনয়ন।

গত ২৫ মাঘ বৃহস্পতিবার শ্রীযুক্ত সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির উপনয়ন অপৌত্তলিক ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে,উহা যে রূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা অবিকল উদ্ধৃত হইতেছে।

প্রথমত মানবক শ্রীমান্ সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং কুণ্ডল দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া বেদীর সম্মুখে উপবেশন করিলেন। পরে সাধারণ ব্রহ্মোপাসনা সমাপ্ত হইলে আচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ উপস্থিত ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—ওঁ আগন্ত্রা সমগন্মহি প্র সু মর্ত্ত্যং যুয়োতন, অরিষ্টাঃ সঞ্চরেমহি স্বস্তি সঞ্চরতাদয়ং। হে ব্রাহ্মণেরা! তোমরা এই শোভমান মানবককে আমারদিগের সহিত সংযুক্ত কর, আমরাও এই আগমনশীল মানবকের সহিত সঙ্গত হই এবং নির্ব্বিঘ্নে ইহাঁর সহিত সঞ্চরণ করি, ইনিও কল্যাণের সহিত বিচরণ করুন। পরে মানবক এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিলেন,—ওঁ ব্রতানাং ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তত্তে প্রব্রবীমি তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি। হে ব্রতপতি! আমি যে ব্রত অনুষ্ঠান করিব, তাহা তোমাকে বলি, আমি যেন তাহাতে সমর্থ হই, এবং সেই ব্রতরূপ সমৃদ্ধি দ্বারা অনৃত হইতে সত্য প্রাপ্ত হই। পরে মানবক আচার্য্যকে কহিলেন,—ওঁ ব্রহ্মচর্য্যমাগামুপমানয়স্ব। আমি ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিয়াছি, আমাকে উপনীত কর। অনন্তর আচার্য্য তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন,—ওঁ কোনামাসি। তোমার নাম কি? মানবক কহিলেন,—ওঁ শ্রী সোমেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা নামাস্মি। আমার নাম শ্রী সোমেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা। আচার্য্য কহিলেন,—ওঁ দেবায় ত্বা সবিত্রে পরিদদামি শ্রীসোমেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মন্। হে শ্রীসোমেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মন্! জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতাকে তোমায় সমর্পণ করিতেছি। পরে আচার্য্য কহিলেন,—ওঁ ব্রহ্মচারি শ্রীসোমেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মন্। হে শ্রীসোমেন্দ্রনাথ দেব শর্ম্মা ব্রহ্মচারি! ওঁ আচার্য্যাধীনো বেদ মধীস্ব, মা

দিবা স্বাপ্সীঃ। আচার্য্যের অধীনে থাকিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে, দিবাতে নিদ্রিত হইবে না। মানবক কহিলেন—ওঁ বাঢং। পরে আচার্য্য ও মানবক উভয়ে দণ্ডায়মান হইলেন এবং আচার্য্য মানবককে ত্রিবৃত মুঞ্জ মেখলা কটিদেশে বন্ধন করিয়া দিলেন ও এই মন্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন,—ওঁ ইয়ং দুরুক্তাৎ পরিবাধমানা বর্ণং পবিত্রং পুতনী ন আগাৎ। এই মেখলা আমারদের অযুক্ত বাক্য সকল নিবারণ করিয়া এবং পবিত্র বর্ণকে বিশুদ্ধ করিয়া আগমন করুন। অতন্তর আচার্য্য মানবকের হস্তে যজ্ঞোপবীত দিয়া পাঠ করাইলেন,—ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য ত্বোপবীতেনোপনেহ্যামি। তুমি যজ্ঞোপবীত, যজ্ঞের উপবীত রূপ তোমা দ্বারা উপনীত হই। মানবক ইহা পাঠ করিয়া যজ্ঞোপবীত পরিধান করিলেন। অনন্তর উভয়ে উপবেসন করিলেন এবং আচার্য্য ব্রহ্মচারিকে কহিলেন,—ওঁ অধীহি ভোঃ সাবিত্রীং, মে ভবান্ অনুব্রবীতু। হে ব্রহ্মচারি! আমার নিকট সাবিত্রী অধ্যয়ন কর এবং তুমি আমার পরে পরে বল। পরে ব্রহ্মচারি অবহিত হইলে আচার্য্য প্রথম অধ্যয়ন করাইলেন, ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং। পরে ওঁ ভর্গোদেবস্য ধীমহি। তৎপরে ওঁ ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ॥ পরে ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গোদেবস্য ধীমহি। তৎপরে ওঁ ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ। তৎপরে ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ। সেই জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমারদিগের বুদ্ধি বৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন। পরে আচার্য্য ব্রহ্মচারিকে ওঁকার পূর্ব্বক ব্যাহৃতিত্রয় পৃথক পৃথক করিয়া অধ্যয়ন করাইলেন। প্রথম ওঁ ভূঃ, পরে ওঁ ভুবঃ, তৎপরে ওঁ স্বঃ। অনন্তর উভয়ে দণ্ডায়মান হইলেন এবং আচার্য্য ব্রহ্মচারিকে তৎপরিমাণ বিল্ব দণ্ড দিয়া তাঁহাকে পাঠ করাইলেন,—ওঁ সুশ্রবঃ সুশ্রবসং মা কুরু। হে শোভন কীর্ত্তি! তুমি আমাকে কীর্ত্তিতে বিখ্যাত কর। পরে গৃহীত দণ্ড ব্রহ্মচারী ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন, প্রথম মাতার নিকট ওঁ ভবতি! ভিক্ষাং দেহি। ভিক্ষা প্রাপ্ত হইলে বলিলেন, ওঁ স্বস্তি! পরে মাতৃবন্ধু স্ত্রীগণের নিকট, তৎপরে পিতার নিকট, তাহার পর অন্যের নিকট ভিক্ষা করিলনে। পুরুষের নিকট ভিক্ষায় এই মাত্র প্রভেদ যে, ওঁ ভবন্ ভিক্ষাং দেহি। এই রূপ ভিক্ষা করিয়া সমুদায় লব্ধ দ্রব্য আচার্য্যকে দান করিলেন। পরে ব্রহ্মচারি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাগ্‌যত হইয়া অবস্থান করিলেন এবং সন্ধ্যা কালে গায়ত্রী জপ করিয়া পরে হবিষ্যান্ন ভোজন করিলেন।

সমাবর্ত্তন।

উপনয়নের পর বেদাধ্যয়ন করিয়া তৃতীয় দিবসে ব্রহ্মচারী শ্রীমান্ সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ সমাবর্ত্তিত করিলেন।

প্রথমত ব্রহ্মচারী শ্রীমান্ সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদীর সম্মুখে উপবেশন করিলেন। পরে সাধরণ ব্রহ্মোপাসনা সমাপ্ত হইলে আচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ তাঁহাকে পাঠ করাইলেন,—ওঁ ব্রতানাং ব্রতপতে ব্রতমচারিষং তত্তে প্রব্রবীমি তদশকং তেনর্দ্ধ্যা সমিদমহমনৃতাৎ সত্যমুপাগাং। হে ব্রতপতি! আমি যে ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছি, তাহা তোমাকে বলি, আমি তাহাতে সমর্থ হইয়াছি এবং সেই ব্রত রূপ সমৃদ্ধি দ্বারা অনৃত হইতে সত্য প্রাপ্ত হইয়াছি। পরে আচার্য্য-প্রেরিত ব্রহ্মচারী ব্রীহি যব মাস মুদ্গাদি ওষধি দ্রব্য যুক্ত ও চন্দনাদি গন্ধ বাসিত শীতোষ্ণ মিশ্রিত জল দ্বারা স্বীয় অঞ্জলি পূরণ করিয়া এই মন্ত্র দ্বারা তাহা ভূমিতে পরিত্যাগ করিলেন,—ওঁ যদপাং ঘোরং যদপাং ক্রূরং যদপামশান্তমভি তৎ সৃজামি। জল সম্বন্ধীয় যাহা ভয়াবহ, যাহা ক্রূর ও যাহা অস্বাস্থ্যকর, তাহা পরিত্যাগ করি। পুনঃ পূর্ব্বোক্ত রূপ জল দ্বারা অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া এই মন্ত্র দ্বারা আপনাকে অভিষেক করিলেন,—ওঁ যশসে তেজসে ব্রহ্মবর্চ্চসায় বলায়েন্দ্রিয়ায় বীর্য্যায়ান্নাদ্যায় রায়স্পোষায় ত্বিষ্টায়াপচিত্যৈ। যশ, তেজ, ব্রহ্মবর্চ্চ, বল, ইন্দ্রিয়, বীর্য্য, অন্নাদ্য, ধন, ধান্য, দীপ্তি ও সম্মান প্রাপ্তির নিমিত্তে আমি আপনাকে অভিষেক করি। আর দুই বার অমন্ত্রক অভিষেক করিলেন। পরে ব্রহ্মচারী দণ্ডায়মান হইয়া নিম্ন দিক দিয়া মেখলা মোচন করিয়া পাঠ করিলেন,—ওঁ উদুত্তমং বরুণ পাশমস্মদবাধমং বিমধ্যমং শ্রথায়। হে ঈশ্বর! আমার কণ্ঠাবস্থিত পাশ অবতরণ কর ও পাদাবস্থিত পাশ অবতরণ কর এবং কটিদেশাবস্থিত পাশ শিথিল কর। অনন্তর ব্রহ্মচারী পুরাতন যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া নূতন যজ্ঞোপবীত পরিধান করিয়া পাঠ করিলেন, ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য ত্বোপবীতেনোপনেহ্যামি। তুমি যজ্ঞোপবীত যজ্ঞের উপবীত যে তুমি, তোমা দ্বারা উপনীত হই। পরে পুষ্পমালা পরিধান করিয়া পাঠ করিলেন,—ওঁ শ্রীরসি ময়ি রমস্ব। তুমি শ্রী, তুমি আমাকে শোভিত কর। পরে আচার্য্য কহিলেন,—ওঁ অধীতং দেব মধীহি। মধীত বেদ অধ্যয়ন কর। ব্রহ্মচারী পঠিত বেদ পাঠ করিলেন।

পরে ব্রহ্মচারী উপবেশন করিলেন এবং আচার্য্য

ব্রহ্মচারির প্রতি উপদেশ দিলেন,—ওঁ সত্যং বদ, সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি যোঽনৃতমভিবদতি। সত্য কথা কহ, যে ব্যক্তি মিথ্যা কহে, সে সমূলে শুষ্ক হয়। ওঁ ধর্ম্মং চর, ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি, ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু। ধর্ম্মাচরণ কর, ধর্ম্মের পর আর নাই, ধর্ম্ম সকলেরই পক্ষে মধুস্বরূপ। ওঁ শ্রদ্ধয়া দেয়ং, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ং। শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে, অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবে না। ওঁ মাতৃদেবোভব, পিতৃদেবোভব, আচার্য্যদেবোভব। মাতাকে দেবতুল্য, পিতাকে দেবতুল্য, আচার্য্যকে দেবতুল্য জ্ঞান। ওঁ যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি তানি সেবিতব্যানি নো ইতরাণি। কল্যাণকর যে সকল কর্ম্ম, তাহার অনুষ্ঠান করিবে, অকল্যাণকর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না। ওঁ যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি, নো ইতর নি। আমরা যে সকল সদাচার করিয়া থাকি, তুমি তৎসমুদয়ের অনুষ্ঠান কর; তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও না। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

পরে বেদী হইতে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় এই উপদেশ দিলেন।

শ্রীমান্ সোমেন্দ্রনাথ। ঈশ্বর প্রসাদে তোমারদের অমর আত্মাতে সাবিত্রী রূপ বীজ নিহিত হইল। আজীবন তোমরা সেই বীজে জ্ঞান রূপ জ্যোতি ও ধর্ম্ম রূপ বারি-সিঞ্চন করিবে যে সেই বীজ বিকসিত ও শাখা পল্লবে প্রসারিত হইয়া তোমারদের অনন্ত কালের ছায়া হইবে। যেমন এখন তোমরা বেদ পাঠ করিলে, কেবল শব্দ মাত্র উচ্চারণ করিলে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে না। ইহার অর্থ জানিবে, তাৎপর্য্য জানিবে, এবং যাহা জানিবে তাহার মত কার্য্য করিবে। গায়ত্রী দ্বারা চির জীবন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুখ প্রক্ষালন করিয়া শুচি হইয়া ঈশ্বরকে মনন করিবে, তাঁহার জ্ঞান শক্তি ধ্যান করিবে—তবে কালে তোমারদের আত্মা প্রস্ফুটিত হইয়া তাহা হইতে যে সুগন্ধ প্রবাহিত হইবে, তাহা দেবতাদিগেরও স্পৃহনীয় হইবে। ঈশ্বরের উপর দৃষ্টি রাখিবে, এখান হইতেই পরকালের উপযুক্ত হইবে। শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া ধ্যানযুক্ত হইয়া গায়ত্রীর অবলম্বনে তাঁহার সমীপস্থ হইতে থাকিবে। ওঁ এই শব্দ আমাদের প্রতি ঈশ্বরের প্রথম দান, তাঁহারও এই প্রথম নাম। "প্রথম নাম ওঁকার"। এই সহজ শব্দ ওঁ শিশুর মুখ হইতে প্রথম বহির্গত হয়। তার পরে মা শব্দ, তার পরে বা শব্দ। ওমিতি ব্রহ্ম. এই ওঁ শব্দ ব্রহ্মের প্রতিবোধক। ভূরিতি বা অয়ং লোকঃ ভুবইত্যন্তরীক্ষং স্থবরিত্যসৌ লোকঃ। ভূ এই পৃথিবী, ভুব অন্তরীক্ষ, স্বঃ স্বর্গ। যে অগণ্য নক্ষত্র আকাশে জলদক্ষর রূপে দীপ্তি পাইতেছে, তাহাই দেব লোক, তাহাই স্বর্গ। উপযুক্ত হইলে সেই সকল লোকে অনন্ত কাল আনন্দ ভোগ করিতে করিতে সঞ্চরণ করিবে। গায়ত্রীকে সহায় কর, তিনি তোমারদিগকে স্বর্গ লোকে ব্রহ্ম ধামে লইয়া যাইবেন। প্রমাদ শূন্য হইয়া ভূর্ভুবঃস্বর্গলোক-ব্যাপীকে ধ্যান কর। আমাদের আত্মার আয়তন এই শরীর। পরমাত্মার আয়তন ভূর্ভুবঃস্বঃ। ভূর্ভুবঃস্বঃ আকাশে ওতপ্রোত রহিয়াছে, আবার আকাশ ঈশ্বরেতে ওতপ্রোত হইয়া আছে। পরমাত্মার আয়তন অসীম আকাশ, যে আকাশে দূর হইতে দূরস্থ নক্ষত্র-সকল খচিত রহিয়াছে। জ্যোতির্ব্বেত্তারা অদ্যাপি তাহার অন্ত করিতে পারে নাই, এবং কখন তাহার অন্ত করিতে পারিবেও না। ব্রহ্মের মন্দির এই জগন্মন্দির, অনন্তের আবাস স্থান অনন্ত লোক। ওঁ বলিয়া ব্রহ্মকে অন্তরে জানিবে এবং ভূর্ভুবঃস্বঃ বলিয়া এই ভূমিতে ঈশ্বর, অন্তরীক্ষে ঈশ্বর, এবং স্বর্গেতে ঈশ্বর ভাবিবে। এই ভূর্ভুবঃস্বর্গব্যাপী পরম দেবতা সবিতা। এই সমুদয় জগৎ যিনি প্রসব করিয়াছেন, তিনি প্রসবিতা, জগৎ পিতা, অখিল মাতা। সৃষ্টির পূর্ব্বে সমুদয় জগৎ তাঁহারি গর্ভে ছিল। যেমন অণু প্রমাণ বীজের মধ্যে বৃহৎ বট-বৃক্ষ অব্যক্ত রূপে থাকে, সৃষ্টির পূর্ব্বে সমুদায় জগৎ ··রি মধ্যে সেই রূপ ছিল। পরে তাঁহার ইচ্ছা হইল আর এই সমুদায় জগৎ প্রসবিত হইল। তোমরাও মধুর স্বরে এই ভাবে এখনি গান করিলে। "ইচ্ছা হইল তব ভানু বিরাজিল জয় জয় মহিমা তোমারি"। সেই জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতার জ্ঞান শক্তি ধ্যান কর। এই বিশ্ব সংসারের রচনাই তাঁর জ্ঞান শক্তির নিদর্শন। তিনি এই বিশ্ব সংসার রচনা করিয়া আমারদের কাহারও নিকট হইতে দূরে নাই, তিনি আমারদের অন্তরে থাকিয়া আমারদের প্রত্যেককে শুভ বুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন। যে ব্যক্তি সেই শুভ বুদ্ধির অনুগত হইয়া চলে, তাহার মঙ্গল হয়; আর যে তাহা না শুনিয়া তাহার বিপরীত পথে চলে, সে পরম র্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়। এই প্রণব ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী দ্বারা পরব্রহ্মকে উপাসনা করিবে, যে পরব্রহ্মেতে আত্মা প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে। প্রণব ব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ। উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ। (মনুঃ)

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্তর ব্রহ্মচারী কর্ম্ম শেষ উপলক্ষে আচার্য্যকে অভিবাদন করিলেন, ওঁ শাণ্ডিল্যগোত্রঃ শ্রীসোমেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মাহং ভোঃ অভিবাদয়ে। শাণ্ডিল্য গোত্র শ্রীসোমেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা আমি, আপনাকে প্রণাম করি। আচার্য্য পুষ্পাদি দান পূর্ব্বক শুভমস্তু, তোমার মঙ্গল হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ ও প্রত্যভিবাদন করিলেন।

পরে আচার্য্য ও ব্রহ্মচারী উভয়ে দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করিলেন,—ওঁ পিতা নোঽসি। তুমি আমাদের পিতা। পিতা নো বোধি। পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দেও। নমস্তেঽস্তু। তোমাকে নমস্কার। মা মা হিংসীঃ। মোহ পাপ হইতে আমাকে রক্ষা কর, আমাকে পরিত্যাগ করিও না, আমাকে বিনাশ করিও না। ওঁ বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। হে দেব! হে পিতা! পাপ সকল মার্জ্জনা কর—আমাদের পাপ সকল মার্জ্জনা কর। যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব। যাহা ভদ্র—যাহা কল্যাণ, তাহা আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর। ওঁ নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ। তুমি যে সুখকর কল্যাণকর, সুখ-কল্যাণের আকর কল্যাণ কল্যাণতর, তোমাকে নমস্কার।

শেষে ব্রহ্মচারী ঈশ্বরকে প্রণাম করিলেন। ওঁ য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। যিনি এক এবং বর্ণহীন

এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহু প্রকার শক্তি যোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন; সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্ত মধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর; তিনি আমারদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন। ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অনন্তর ব্রহ্মচারী পাদদ্বয়ে চর্ম্মপাদুকা প্রদান করিয়া পাঠ করিলেন,—ওঁ নেত্রে স্থোনয়তং মাং। তোমরা নেতা, আমাকে ইষ্ট দেশে লইয়া যাও। পরে স্বপ্রমাণ বৈণবদণ্ড গ্রহণ করিয়া পাঠ করিলেন,—ওঁ গন্ধর্ব্বোস্যুপমামব। তুমি রক্ষাকর্ত্তা, আমাকে রক্ষা কর। পরে গৃহে গমন করিলেন। ইতি সমাবর্ত্তন সমাপ্ত।

সম্বাদ।

অদ্য চারি বৎসর হইল মিথিলা প্রদেশের দ্বারভাঙ্গা নগরে দ্বারভাঙ্গার রাজার কর্ম্মাধ্যক্ষ বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসুর বাসায় প্রতি রবিবার সন্ধ্যার সময় ব্রহ্মোপাসনা হইয়া থাকে। উপাসনা কার্য্য সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় সম্পাদিত হয়। কোন কোন রবিবার অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় তাহা সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় নির্ব্বাহিত হয়। উল্লিখিত উপাসনায় নগরস্থ বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানীদিগের উৎসাহ দৃষ্ট হয়। গত তিন বৎসর ঐ উপাসনাসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব কার্য্য ১১ মাঘ দিবসে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল, কিন্তু ঐ দিবসে কার্য্যালয় বন্ধ না থাকায় উপাসনায় উপস্থিত হইতে সাধারণের অসুবিধা হয়, এই জন্য এবৎসর বসন্তপঞ্চমী ও ষষ্ঠীর দিন সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়াছিল। এবার উক্ত উৎসব উপলক্ষে তিনবার ব্রহ্মোপাসনা হয়। পঞ্চমীর দিবস প্রাতে ও সায়ংকালে এবং ষষ্ঠীর দিবস প্রাতে। প্রথম দিবস সায়ংকালে যে উপাসনা হয় তাহাতে উপাসনার আদ্য অন্ত মধ্যে তিনটি বক্তৃতা হইয়াছিল। প্রথমতঃ ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাচীনত্ব, দ্বিতীয়তঃ অদ্বৈতবাদ খণ্ডন ও তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য, তৃতীয়তঃ ব্রহ্মদর্শন ও তজ্জন্য সত্ত্ব গুণের সাধন এই তিন বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিন প্রথমতঃ ধর্ম্মের আনন্দ ও ধর্ম্ম লইয়া জগতের উৎসাহ, দ্বিতীয়তঃ ব্রহ্মজ্ঞানের তাৎপর্য্য, তৃতীয়তঃ ইন্দ্রিয় দমন এই তিন বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। রাজপথ হইতে সভাস্থান পর্য্যন্ত পথের উভয় পার্শ্বে স্থানে স্থানে পূর্ণ ঘট, আম্র শাখা ও কদলী বৃক্ষ স্থাপিত হইয়াছিল। সভাস্থান লতা পল্লব পুষ্প মালায় সুসজ্জিত ও আনন্দকর বাদ্যোদ্যমে এবং ধুনা, গুগ্গুল ও অন্যান্য সুগন্ধ দ্রব্যের সৌরভে পরিপূরিত হইয়াছিল। নগরের বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মৈথিলী, যাবতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সাধুদিগের সমাগম হইয়াছিল। প্রথম দিন সায়ংকালীন উপাসনার সময় বেদীতে তত্রত্য একজন অতি প্রবীণ পঞ্জাবি আচার্য্য ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় উপবিষ্ট ছিলেন। উপাসনা কার্য্য অতি সুচারু রূপে সম্পাদিত হইয়াছিল। সভা ভঙ্গের অব্যবহিত পূর্ব্বে পশ্চিমের রীত্যনুসারে উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে পুষ্পমালা, আতর, গোলাব ও পান প্রদান সময়ে ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তক প্রদত্ত হইয়াছিল। সভা ভঙ্গের সময় ভুবন আনন্দবাদ্যে পরিপূর্ণ হইল এবং শ্রোতৃগণ ব্রহ্ম নামের জয় কীর্ত্তন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। দ্বিতীয় দিন উপাসনার এরূপ ভাব হইয়াছিল, যে সে সময় অনেকেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বলিলেন যে এমন মনোহর স্বর্গীয় ভাব তাঁহারা কখন দর্শন করেন নাই। উপাসনা কার্য্য সমাপ্ত হইলে দরিদ্র লোকদিগকে বস্ত্র ও পয়সা প্রদত্ত হইয়াছিল। গত সাম্বৎসরিক দিন হইতে অনেক গুলি এতদ্দেশীয় লোক ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছেন। এখন তাঁহাদিগের অনুরোধে প্রতি রবিবার বাঙ্গলা উপাসনার পরিবর্ত্তে সংস্কৃত ও সাধু হিন্দি ভাষায় উপাসনা প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। চন্দ্রশেখর বাবু আমাদিগকে লিখিয়াছেন "এখানকার লোকের ভাব যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বলিতে পারা যায় যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজকে এদেশে রক্ষা করিতে পারিলে বিশেষ উপকার হইবে। মৈথিলীরা কহেন যে মহর্ষি জনক সংসারে থাকিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা করিতেন, তাঁহার রাজধানী এই মিথিলা প্রদেশে ছিল। এমন দিন কবে হইবে যখন পুনরায় এস্থানে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জয় পতাকা উড্ডীন হইবে"?

বিজ্ঞাপন।

বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ

আগামী ৩০ চৈত্র শুক্রবার সন্ধ্যা ৭৷৷০ ঘটিকার সময়ে হইবে

এবং

নব বর্ষের ব্রাহ্মসমাজ

আগামী ১ বৈশাখ শনিবার প্রাতে ৭৷৷০ সাড়ে সাত ঘটিকার সময়ে হইবে। ব্রাহ্মগণ উক্ত উভয় দিবসে যথা সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে আগমন পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

বর্ষ শেষ হওয়াতে যাঁহাদিগের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা আগামী বর্ষের নিমিত্ত অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। অগ্রিম মূল্য অগ্রে প্রদান না করিলে সমাজের ক্ষতি করা হয়।

যাঁহাদিগের নিকট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য বাদ বাদ অনাদায় আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বৈশা মাসের মধ্যে উহা পরিশোধ করিবেন। নতুবা সমা জ্যৈষ্ঠমাস অবধি তাঁহাদের নিকট মাশুল দিয়া পত্রি প্রেরণে অসমর্থ হইবেন।

বিক্রেয় নূতন পুস্তক।

হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা	মূল্য	।৹	মাশুল	/
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে? ...	ঐ	৴৹		ঐ
Adi [illegible]amo Somaj as a Church ...	ঐ	৶৹		ঐ
সঙ্গীত মুক্তাবলী তৃতীয় ভাগ	ঐ	।৹		ঐ
হিন্দুধর্ম্ম নীতি ...	ঐ	৴		ঐ